সাধারণ জ্ঞানে
সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তি ও
গোছানো প্রস্তুতির জন্য
সাজেশনটি যথেষ্ট

বিশ্ববিদ্যালয়,
মেডিকেল, নার্সিং
ও ক্যাডেট ভর্তি

বিসিএস প্রিলি,
প্রাইমারি নিয়োগ ও
শিক্ষক নিবন্ধন

ব্যাংক রিক্রুটমেন্ট
ও অন্যান্য
নন-ক্যাডার জব

বিসিএস প্রিলিতে
৫৫+ নম্বর প্রাপ্তির
নিশ্চয়তায়

মিহির'স GK

ফাইনাল সাজেশন 2024

অভিজ্ঞতার
১২ বছর

সফলতার
৯ বছর
সংস্করণ: ১০তম

সাধারণ জ্ঞান

সাম্প্রতিক, বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, ভূগোল, সুশাসন, মৌলিক ও ICT

আস্থা ও বিশ্বাসের
সাথে পড়ুন সফলতা
আসবে ইনশাআল্লাহ

রচনা ও সম্পাদনায়
এম এ মোত্তালিব মিহির
বিএ (সম্মান), এমএ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
সিনিয়র লেকচারার: বিসিএস কনফিডেন্স & UCC
৪৩তম বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (সুপারিশপ্রাপ্ত)

২০২৩ সালে শুধু ফাইনাল
সাজেশন থেকে ঢাবিতে ২৭টি,
৪৫তম প্রিলিতে ৬২টি এবং
অন্যান্য পরীক্ষায় ৮০-৯০%
প্রশ্ন কমন ছিল

সহযোগিতায়:
অর্ণব আহমেদ ফাহিম, রাশেদুল, আরমিন, মাঈনুল, ইমন, যোবায়ের
রিয়াদ, নাসির, বিপুল, হাফসা, হেলাল, মুজাহিদ, ফাহাদ, সাফায়েত, রাকিবুল, রায়হান

Mihir's Publications
আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক

Montaha

সব ধরনের আপডেট পেতে
QR Code টি Scan করুন

সূচিপত্র

Montaha

সাম্প্রতিক তথ্য	পৃষ্ঠা নম্বর
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৪, বিভিন্ন পদের প্রধান, ইউনেস্কো ঘোষিত অধরা সংস্কৃতি, বিশ্ব ঐতিহ্য, জিআই পণ্য, সর্বজনীন পেনশন স্কিম, ক্যাশলেস বাংলাদেশ, চ্যাটজিপিটি, Open AI, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপনা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, সম্পতিক তথ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আলোচিত ব্যক্তি, বাংলাদেশ ইন্দো প্যাসিফিক রূপরেখা (IPO), বৈশ্বিক সম্পর্ক	১-৫
সাবমেরিন ঘাঁটি, টাইটানের সলিল সমাধি, হামাস ও ইসরায়েল সংঘাত, ইরান-পাকিস্তান সংঘাত, খালিস্তান আন্দোলনের নেতা হরদ্বীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড, ফোবর্স সাময়িকী-২০২৩, টাইম সাময়িকী-২০২৩, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩, জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪, ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২, খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০২৩, জিডিপি এর সাময়িক হিসাব ২০২২-২৩, মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০২১-২২, রিপোর্ট ও সমীক্ষা-২০২৩, আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলন	৬-১০
কপ-২৮ ও পরবর্তী সম্মেলন, IMEC, বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সংস্থার সদস্য ও সর্বশেষ সদস্য, আলোচিত প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, রাজা-বাদশাহ স্বাধীনতাকামী প্রদেশ, FAO এর পরিসংখ্যান, কৃষি পরিসংখ্যান, আমার গ্রাম আমার শহর	১১-১৩
খেলাধুলা (ক্রিকেট, ফুটবল, ১৬তম এশিয়া কাপ, ১৩তম আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ, কাতার-২০২৩ বিশ্বকাপ, খেলাধুলার আগাম আসর) আগাম বার্তা, নোবেল পুরস্কার-২০২৩, অস্কার পুরস্কার-২০২৩, কান চলচ্চিত্র, বুকার পুরস্কা, আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার-২০২৩, ইউনেস্কো-বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পুরস্কার, FOSWAL-2023, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, মুজিব একটি জাতির রূপকার, একুশে পদক ও অন্যান্য পুরস্কার	১৪-১৮
বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বিভিন্ন প্রকল্পের ডিজাইনার, বঙ্গবন্ধু টানেল, দোহাজারি-কক্সবাজার রেলপথ, পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর, বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা, প্রকল্পের উদ্বোধনের তারিখ, বিদ্যুৎ প্রকল্প, শতভাগ বিদ্যুতায়ন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০৪১, SDG, প্রস্তাবিত তথ্য, ই-পাসপোর্ট, চন্দ্রাভিযানের সফল ৫টি দেশ, সংখ্যা তত্ত্ব, LDC, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, জরুরী সেবা হট লাইন নম্বর, ডেঙ্গু	১৮-২৫
মুজিব চিরন্তন, মুজিব শতবর্ষ, বঙ্গবন্ধুর ৩টি গ্রন্থ, বঙ্গবন্ধুকে নির্মিত চলচ্চিত্র, মুজিব পিডিয়া, শেখ হাসিনা, বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১,২; বিভিন্ন জোট, ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ, ইউক্রেনে শস্য রপ্তানি চুক্তি, ২০২৩ সালে যাদের হারিয়েছি	২৫-৩০
একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অংশ)	৩১-৩৭
বাংলাদেশ বিষয়াবলি	
বাংলাদেশের পরিচিতি, প্রশাসনিক পরিচিতি, ঢাকা প্রশাসনিক রাজধানী, ভূপ্রকৃতি, স্থানীয় সরকার, অবস্থান, ভৌগোলিক সীমানা, সীমান্ত বাহিনী, সীমান্তবর্তী জেলা, সীমান্ত দৈর্ঘ্য, দিকভিত্তিক অবস্থান, সমুদ্রসীমা, বঙ্গোপসাগর, ছিটমহল, ছিটমহল চুক্তি, আবহাওয়া ও জলবায়ু, জাতীয় বিষয়াবলি, জাতীয় ও অন্যান্য দিবস, ভৌগোলিক উপনাম, বর্তমান নাম ও পুরাতন নাম	৩৭-৪২
শিক্ষা ব্যবস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়	৪২-৪৩
জ্ঞান চর্চায় গ্রিক দার্শনিক, বাংলার ইতিহাস ও উৎপত্তি, জনপদ, প্রাচীন রাজবংশ, মুসলিম শাসন, সুলতানী শাসন, বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন, পানি পথের যুদ্ধ, মুঘল শাসন, সুবাদারী শাসন, বাংলায় বাণিজ্য, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ইংরেজ শাসকদের সংস্কার, বাংলায় মন্বন্তর, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, আলীগড় আন্দোলন, উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার	৪৩-৫০
প্রাক-পাকিস্তান আমল, বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ, মুসলিম লীগ, স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড, অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী ঘটনা, প্রাদেশিক নির্বাচন, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তেভাগা আন্দোলন	৫০-৫২
বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, কাগমারী সম্মেলন, পাক-ভারত যুদ্ধ, তাসখন্দ চুক্তি, ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র, গণঅভ্যুত্থান, সাধারণ নির্বাচন	৫২-৫৫
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতার ইশতেহার, ৭ মার্চের ভাষণ, সশস্ত্র প্রতিরোধ, ২৫ মার্চের গণহত্যা ও স্বাধীনতার ঘোষণা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিফৌজ থেকে মুক্তিবাহিনী, মুজিবনগর সরকার, সেক্টরসমূহ ও সেক্টর কমান্ডর, কনসার্ট ফর বাংলাদেশ, শহীদ বুদ্ধিজীবী, বিজয় দিবস , মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব, চার খুনির খেতাব বাতিল, বীরশ্রেষ্ঠ, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান	৫৫-৬০
গণমাধ্যমের ভূমিকা, স্বীকৃতি, মুক্তিযুদ্ধের বৃহৎশক্তি, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম তথ্য, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, নাটক, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ গ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ, স্মৃতিকথা, সম্পাদিত গ্রন্থ, ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ, অন্যান্য গ্রন্থ, চলচ্চিত্র, গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	৬০-৬৩
স্মৃতিস্তম্ভ ও ভাস্কর্য, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাগ্রত চৌরঙ্গী, স্বাধীনতা জাদুঘর ও স্তম্ভ, মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, রায়ের বাজার বধ্যভূমি, অপরাজেয় বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজয় কেতন, গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৬৩-৬৪

সূচিপত্র

Montaha

বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় সংসদ, সংখ্যাতত্ত্ব, রাষ্ট্রের পদমানক্রম ৬৪-৬৭
বাংলাদেশের নদ-নদী, বিভিন্ন নদীর উপরের গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ, বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর, সমুদ্র সৈকত, পাহাড়-পর্বত, হাওর ও বিল, ঝর্না, জলপ্রপাত, হ্রদ, উপত্যকা, চর, ইকো পার্ক, সাফারী পার্ক ও অন্যান্য পার্ক, উদ্যান ৬৭-৭০
জনসংখ্যা, জনশুমারি, উপজাতি, বাংলাদেশের অর্থনীতি, শেয়ার বাজার, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার, অর্থনীতি সংক্রান্ত শব্দ, তত্ত্ব ও প্রবক্তা ৭০-৭৩
বাংলাদেশের সম্পদ, বনজ সম্পদ, সুন্দরবন, মৎস্য সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ, কৃষির অন্যান্য ফসল, বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ, ডাক যোগাযোগ ৭৩-৭৬
পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ, নৌ পরিবহন, বিমান, বাংলাদেশের প্রথম, প্রথম নিয়োগ/নির্বাচিত প্রসঙ্গ, বিবিধ প্রথম, প্রথম মহিলা প্রসঙ্গ, বৃহত্তম, শ্রেষ্ঠ, জাদুঘর, প্রত্নস্থল ৭৬-৭৭
শিল্প ও সংস্কৃতি, লালন ফকির, হাসন রাজা, শাহ আবদুল করিম, জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, অন্যান্য চিত্রশিল্পী, স্থাপত্য কর্ম, স্থাপত্য শিল্পী, আধুনিক গান ও দেশাত্মবোধক গান, চলচ্চিত্র, পত্র পত্রিকা, পৈতৃক নিবাস, প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ৭৭-৮০
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি, BARD, ECNEC, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গ্রামীণ ব্যাংক, BRAC, তথ্য কমিশন, বারডেম, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য প্রসঙ্গ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ, বিবিধ প্রসঙ্গ, পুরস্কার প্রবর্তনের সাল ৮০-৮২
খেলাধুলা, আইসিসি, পুরস্কার ও খেলাধুলা, ফুটবল, ক্রিকেট ৮২-৮৩
সুশাসন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, মৌলিক বিষয়াবলি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান ৮৩-৯০

আন্তর্জাতিক

পৃথিবী পরিচিতি, এশিয়া, ওশেনিয়া, ইউরোপ, ভৌগোলিক নাম, আফ্রিকা, আমেরিকা মহাদেশ, উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জাতিপুঞ্জ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাতিসংঘ, কতিপয় সংস্থার সদর দপ্তর ৯১-৯৯
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, World Bank, IMF, SDR, BRICS, NDB, AIIB, UNESCO, WTO, ILO, WHO, FAO, IAEA, UPU, UNHCR, UNICEF, UNU, ITU, UNDP, WIPO, TI ১০০-১০২
রাজনৈতিক সংস্থা (OIC, কমনওয়েলথ, NAM, আরব লীগ), বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা, EU, শেনজেন চুক্তি, সার্ক, ASEAN, CIRDAP, GCC, OAS, CIS ১০২-১০৪
বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা, D-৮, G-7, G-20, IDB, ADB, OPEC, BIMSTEC, APEC, CPTPP, Washington Consensus, অর্থনৈতিক সংস্থা, বাণিজ্য সংস্থা, সামরিক সংস্থার, ANZUS, INTERPOL, IPS Quad ১০৪-১০৬
জাতিসংঘ ও নারী সংক্রান্ত সংস্থা, UN Women, UNIFEM, CEDAW, অন্যান্য সংস্থা, IOM ,IMO,ICAO, টিটিআইপি, N-11, Blue Economy , OPCW, পরিবেশ সংস্থা, UNEP, WMO, V-20, CVF, WWF, IPCC, UNFCCC, IUCN, German Watch, Fridays for Future, Fund For World Nature, Water Aid, BELA ১০৬-১০৭
প্যারিস জলবায়ু চুক্তি, পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকল/কনভেনশন/চুক্তি, বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ১০৭-১০৮
বিশ্বের বিপ্লবসমূহ, ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, অন্যান্য বিপ্লব, প্রণালী, সীমারেখা, স্কয়ার, কারাগার, রাজা/সম্রাটের উপাধি, গুরুত্বপূর্ণ ভাষা, উপনিবেশ, পার্লামেন্টের নাম, রাজধানী ও মুদ্রা, আইনসভা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান সংস্থা, বিমানবন্দর, সংবাদ সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা, গেরিলা দল, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম, শব্দ সংকেত, রাজতন্ত্রের পতন, বাসভবন, লাইব্রেরি, জাদুঘর, পতাকা সম্পর্কিত তথ্য, আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ ১০৮-১১২
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, বিশ্বের প্রথম নারী, চিত্রকর্ম ও চিত্রশিল্পী, গ্রন্থ, মনীষীর উক্তি, মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, আন্তর্জাতিক নদী, সমুদ্রবন্দর, হ্রদ, জলপ্রপাত, অন্তরীপ, গ্র্যান্ড খাল, পর্বতমালা, পর্বতশৃঙ্গ, গিরিপথ, মরুভূমি, মালভূমি, দ্বীপ ও উপদ্বীপ, বিরোধপূর্ণ দ্বীপ, সামরিক ঘাঁটি, দেশের নতুন ও পুরাতন নাম, সূচনা/উদ্ভব ১১২-১১৭
গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, কিছু দুর্যোগ, কিছু শব্দের ভিন্নার্থক, আন্তর্জাতিক পুরস্কার, নোবেল, পুলিৎজার, অন্যান্য পুরস্কার, খেলাধুলা, বিশ্ব ইতিহাস ও সভ্যতা ১১৮-১২১
তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার (ICT) ১২১-১২৭
বিগত বছরের বিসিএস, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় আসা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ ১২৮-১৪০

সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (BPSC)	সোহরাব হোসাইন **	১৪তম
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	মো. নুরুল ইসলাম	-
BGMEA এর সভাপতি	ফারুক হাসান	-
FBCCI এর বর্তমান সভাপতি	মাহবুবুল হক আলম	-
জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি	মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত	১৬তম
জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি	রাবাব ফাতিমা***	-
বাংলাদেশের বর্তমান অর্থ সচিব	খায়েরুজ্জামান মজুমদার	-
বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব	মো. মাহবুব হোসেন	২৪তম
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া	

বাংলাদেশের বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage) – ৫টি

- ➢ দেশের ৫ম স্বীকৃতি পাওয়া ইউনেস্কোর 'অপরিমেয় বা বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' – ঢাকার 'রিকশা ও রিকশাচিত্র'।
- ➢ ইউনেস্কো ঢাকার 'রিকশা ও রিকশা চিত্র'-কে এ স্বীকৃতি দেয় – ৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ (বতসোয়ানার কাসান শহরে 'ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি' সংরক্ষণ বিষয়ক ২০২৩ কনভেনশনের চলমান আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিষদের ১৮তম অধিবেশনে)
- ➢ সম্প্রতি ৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ 'ইফতার'-কে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো– ইরান, তুর্কিয়ে, আজারবাইজান ও উজবেকিস্তানের আবেদনের প্রেক্ষিতে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	*অন্তর্ভুক্তির সময়*
১. বাউল গান	২০০৮
২. জামদানী বয়নের অতুলনীয় পদ্ধতি	২০১৩
৩. পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা	৩০ নভেম্বর, ২০১৬
৪. শীতল পাটি	৬ ডিসেম্বর, ২০১৭
৫. ঢাকার 'রিকশা ও রিকশাচিত্র'	৬ ডিসেম্বর, ২০২৩

UNESCO ঘোষিত বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য–৩টি

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান (World Heritage Site): বাংলাদেশের ৩টি স্থান বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। যথা:

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান	*অবস্থান*	*সাল*	*তম*
১. ষাট গম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট	১৯৮৫ সালে	৩২১তম
২. সোমপুর বিহার	নওগাঁ	১৯৮৫ সালে	৩২২তম
৩. সুন্দরবন	বাংলাদেশ	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	৭৯৮তম

স্বীকৃতি প্রাপ্ত GI পণ্যসমূহ-২২টি

- ➢ কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্য একটি নির্দিষ্ট দেশের মালিকানা বা মেধাস্বত্ব হলো– ভৌগোলিক নির্দেশক (Geographical Indication) সংক্ষেপে– জিআই (GI)
- ➢ জিআই সনদ প্রদান করে– জাতিসংঘের মেধাস্বত্ব সংস্থা (WIPO)
- ➢ GI পণ্য স্বীকৃতি ও সনদ দিয়ে থাকে– বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে "পেটেন্টস, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক (DPDT)"

১. জামদানি শাড়ী***	১৭ নভেম্বর, ২০১৬
২. ইলিশ মাছ	১৭ আগস্ট, ২০১৭
৩. ক্ষীরশাপাতি আম	২৭ জানুয়ারি, ২০১৯
৪. ঢাকাই মসলিন	২৮ ডিসেম্বর, ২০২০
৫. রাজশাহী সিল্ক	১৭ জুন, ২০২১
৬. রংপুরের শতরঞ্জি	
৭. দিনাজপুরের কালিজিরা	
৮. দিনাজপুরের কাটারিভোগ	
৯. নেত্রকোনার বিজয়পুরের সাদা মাটি	২৪ এপ্রিল, ২০২২
১০. বাগদা চিংড়ি	২৫ এপ্রিল, ২০২৩
১১. রাজশাহীর ফজলি আম	১২ জুন, ২০২৩
১২. শেরপুরের তুলশীমালা ধান	২৫ জুন, ২০২৩
১৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম	২৫ জুন, ২০২৩
১৪. চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম	২৫ জুন, ২০২৩
১৫. বগুড়ার দই	২০ জুলাই, ২০২৩**
১৬. শীতল পাটি	৮ আগস্ট, ২০২৩**
১৭. নাটোরের কাঁচাগোল্লা	০১ জানুয়ারি, ২০২৪
১৮. বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল	
১৯. টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম	
২০. কুমিল্লার রসমালাই	
২১. কুষ্টিয়ার তিলের খাজা	
২২. যশোরের খেজুরের গুড়	

সর্বজনীন পেনশন স্কিম

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনের ইশতেহারে পেনশন স্কিমের ক বলা হয়। ২০১৫ সালে আবুল মাল আব্দুল মুহিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়। ১৩ আগস্ট, ২০২৩ সরকার সর্বজনীন পেনশন স্কি বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেন।

- ➢ পেনশন ব্যবস্থা পরিচালনা ও বাস্তবায়ন সংস্থা– NPA
- ➢ অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য অ্যাপস– Upension।
- ➢ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন– ১৭ আগস্ট, ২০২৩।***

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ধরন ৪টি		
ধরন	**পেশার লোক**	**চাঁদার পরিমাণ**
প্রবাস	বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের জন্য।	চাঁদার পরিমাণ– সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা
প্রগতি	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী।	চাঁদার পরিমাণ– সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা
সুরক্ষা	স্বকর্মে নিয়োজিত (কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে)	চাঁদার পরিমাণ – সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা
সমতা	স্বল্প আয়ের ব্যক্তি	চাঁদার পরিমাণ– ১০০০ টাকা (অনুদান- ৫০০ টাকা এবং ব্যক্তি ৫০০ টাকা)

পেনশনের শর্ত, সুবিধা ও চাঁদা

- ➢ পেনশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির বয়স – ১৮-৫০ বছর (বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বছর উর্ধ্ব নাগরিকও এ ব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারবে। সেক্ষেত্রে টানা ১০ বছ পেনশনের চাঁদা দিতে হবে)
- ➢ পেনশন পাবে – ৬০ বছর পূর্ণ হলেই।
- ➢ চাঁদার টাকা – আয়করমুক্ত, কর রেয়াত সুবিধা পাবে।
- ➢ যুক্ত হতে পারবেন না – সরকারি ও স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ।

স্মার্ট বাংলাদেশ (Smart Bangladesh)

বাংলাদেশ সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ৩০ সদস্য বিশি স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এ টাস্কফোর্সে চেয়ারপার্সন হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাকি ২৯ জন সদস্য। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে ১৮ অক্টোবর ২০২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২৩ জন সদস্যকে নিয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশে টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটি' গঠন করে

- ➢ প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিবর্তে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ঘোষণা করে– ১২ ডিসেম্বর, ২০২২।
- ➢ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ১১ দফা ঘোষণা করেন – ১১ জানুয়ারি, ২০২৩।
- ➢ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের পরিবর্তে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' দিবস পালিত হয় – ১২ ডিসেম্বর।
- ➢ লক্ষ্য– ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হওয়া
- ➢ স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ– ৪টি। (১. স্মার্ট সিটিজেন ২. স্মার্ট ইকোনোমি ৩. স্মার্ট গভর্নমেন্ট ৪. স্মার্ট সোসাইটি)***
- ➢ বিশ্বে স্মার্ট দেশের স্তম্ভ– ৫টি। (Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, Smart Citizen)
- ➢ স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে – UNDP এর সহায়তায় পরিচালিত 'Aspire to Innovate' (a2i)
- ➢ 'ভিশন-২০৪১' বাস্তবায়নে বাংলাদেশে স্মার্ট সিটি ও স্মার্ট ভিলেজ বিনির্মাণে সহযোগিতা করছে – a2i.
- ➢ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ১৮ অক্টোবর রাসেল দিবসে স্মার্ট জেলা বাস্তবায়নে পুরস্কার পায় – পঞ্চগড়।
- ➢ ২০০৮ এ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্তম্ভ ছিল – ৪টি (মানবসম্পদ উন্নয়ন, ইন্টারনেট সংযোগ, ই-প্রশাসন ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পখাত)

প্রথম স্মার্ট গ্রাম	হিজলী, ঝিনাইদহ
প্রথম স্মার্ট উপজেলা	শিবচর, মাদারীপুর
প্রস্তাবিত প্রথম স্মার্ট জেলা	চট্টগ্রাম
প্রথম ডিজিটাল গ্রাম	তুলাতলী, কক্সবাজার
প্রথম ডিজিটাল আইল্যান্ড	মহেশখালী, কক্সবাজার
প্রথম ডিজিটাল জেলা	যশোর
প্রথম সাইবার সিটি	সিলেট
ওয়াইফাই সিটি	সিলেট

ক্যাশলেস বাংলাদেশ

- ➢ বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশলেস লেনদেন চালু করে – ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ (আনুষ্ঠানিক চালু হয় – ১৯ জানুয়ারি, ২০২৩)**
- ➢ প্রাথমিকভাবে ক্যাশলেস সেবা চালু করে – মতিঝিল ও দিলকুশায়।
- ➢ বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলা QR স্ট্যান্ডার্ড সেবা ঘোষণা করে – ১১ জানুয়ারি, ২০২৩।**
- ➢ বাংলাদেশে QR ভিত্তিক পেমেন্ট সেবা চালু করা হয় – ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে (চালু করে – মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক)
- ➢ QR Code (Quick Response Code) এর আবিষ্কারক – জাপানি ইঞ্জিনিয়ার মাশাহিরো হারা।*

টাকা-পে কার্ড

- ➢ টাকা-পে কার্ড বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চালু – ১ নভেম্বর, ২০২৩।
- ➢ টাকা-পে কার্ডটি তৈরি করে – ফ্রান্সের প্যারিস ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'ফাইম'।**
- ➢ উদ্দেশ্য – আন্তর্জাতিক কার্ডের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও অর্থ লেনদেনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা
- ➢ কার্ডটি চালু করে বাংলাদেশে ৩টি ব্যাংক – সোনালী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক ও সিটি ব্যাংক।
- ➢ কার্ডটির মাধ্যমে লেন দেন হবে – বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন 'National Payment Switch Bangladesh (NPSB) এ

ChatGTP (চ্যাটজিপিটি) ****

- ▪ বর্তমান প্রযুক্তি দুনিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) আধুনিক সংযোজন হচ্ছে– চ্যাটজিপিটি।
- ▪ চ্যাটজিপিটি হলো– একটি চ্যাটবট সিস্টেম বা আলাপচারিতার সফটওয়্যার।
- ▪ চ্যাটজিপিটি চালু করে– Open AI
- ▪ চ্যাটজিপিটি পরীক্ষামূলক চালু হয়– ৩০ নভেম্বর, ২০২২।
- ▪ চ্যাটজিপিটি স্থায়ী চালু হয়– ১৪ মার্চ, ২০২৩।
- ▪ চ্যাটজিপিটি এর উদ্যোক্তা ও প্রোগ্রামার– স্যাম অল্টম্যান ।
- ▪ ChatGPT পূর্ণরূপ– Chat Generative Pre-trained Transformer
- ▪ চ্যাটজিপিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য– মানুষের মতো টেক্সট বা লেখা তৈরির ক্ষমতা।
- ▪ চ্যাটজিপিটির আপডেট ভার্সন ছবির বিষয়বস্তু বুঝতে সক্ষম– GPT4
- ▪ মাইক্রোসফটের চ্যাটবটের নাম– বিং চ্যাটবট।
- ▪ গুগলের চ্যাটবটের নাম– বার্ড (Bard)
- ▪ আলোচিত কিছু AI- বার্ড, ল্যামডা, ALBERT
- ▪ প্রথম পশ্চিমা দেশ/ইউরোপীয় দেশ হিসেবে চ্যাটজিপিটি নিষিদ্ধ করে– ইতালি।
- ▪ ১২ জুলাই, ২০২৩ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে– ইলন মাস্কের 'AI' কোম্পানির নাম এক্সএআই (সদর দপ্তর- সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র)
- ▪ মাইক্রোব্লগিং সাইট 'Threads' যাত্রা শুরু করে– ৫ জুলাই, ২০২৩
- ▪ Threads এর মালিকানা প্রতিষ্ঠান– Meta.
- ▪ বাংলা ভাষার প্রথম চ্যাটজিপিটি 'আলাপচারী' এর নির্মাতা– ফাহমিদুল হাসান।

Open AI ***

- ▪ পরিচিতি– আমেরিকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণামূলক একটি প্রতিষ্ঠান
- ▪ প্রতিষ্ঠা– ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫।
- ▪ প্রতিষ্ঠাতা– স্যাম অল্টম্যান, অ্যালিয়া সুটসক্যাভার, ইলন মাস্ক, আন্দ্রেস কারপ্যাথি, জারেম্বা, জন শুলম্যান।
- ▪ সদর দপ্তর– পাইওনার ভবন, সানফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
- ▪ Open AI এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)– স্যাম অল্টম্যান ।
- ▪ ইলন মাস্ক Open AI থেকে সরে যান– ২০১৮ সালে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপন

- ➢ বিশ্বে প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপক চালু করে– চীন (সংবাদ মাধ্যম- সিনহুয়া)

বাংলাদেশ	ভারত
• কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নাম– অপরাজিতা	• কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নাম- লিসা
• চালু করে– চ্যানেল-২৪	• চালু করে- ওড়িশা টেলিভিশন
• তারিখ– ১৯ জুলাই, ২০২৩	• তারিখ– ৯ জুলাই, ২০২৩

- ➢ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বে প্রথম আইন পাশ করে– ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)
- ➢ আরব দেশে প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে– কুয়েত (উপস্থাপকের নাম– ফেদা)

সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (BPSC)	সোহরাব হোসাইন **	১৪তম
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	মো. নুরুল ইসলাম	-
BGMEA এর সভাপতি	ফারুক হাসান	-
FBCCI এর বর্তমান সভাপতি	মাহবুবুল হক আলম	-
জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি	মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত	১৬তম
জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি	রাবাব ফাতিমা***	-
বাংলাদেশের বর্তমান অর্থ সচিব	খায়েরুজ্জামান মজুমদার	-
বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব	মো. মাহবুব হোসেন	২৪তম
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া	

বাংলাদেশের বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage) – ৫টি

- দেশের ৫ম স্বীকৃতি পাওয়া ইউনেস্কোর 'অপরিমেয় বা বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' – ঢাকার 'রিকশা ও রিকশাচিত্র'।
- ইউনেস্কো ঢাকার 'রিকশা ও রিকশা চিত্র'-কে এ স্বীকৃতি দেয় – ৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ (বতসোয়ানার কাসান শহরে 'ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি' সংরক্ষণ বিষয়ক ২০২৩ কনভেনশনের চলমান আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিষদের ১৮তম অধিবেশনে)
- সম্প্রতি ৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ 'ইফতার'-কে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো– ইরান, তুর্কিয়ে, আজারবাইজান ও উজবেকিস্তানের আবেদনের প্রেক্ষিতে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	*অন্তর্ভুক্তির সময়*
১. বাউল গান	২০০৮
২. জামদানী বয়নের অতুলনীয় পদ্ধতি	২০১৩
৩. পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা	৩০ নভেম্বর, ২০১৬
৪. শীতল পাটি	৬ ডিসেম্বর, ২০১৭
৫. ঢাকার 'রিকশা ও রিকশাচিত্র'	৬ ডিসেম্বর, ২০২৩

UNESCO ঘোষিত বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য–৩টি

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান (World Heritage Site): বাংলাদেশের ৩টি স্থান বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। যথা:

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান	*অবস্থান*	*সাল*	*তম*
১. ষাট গম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট	১৯৮৫ সালে	৩২১তম
২. সোমপুর বিহার	নওগাঁ	১৯৮৫ সালে	৩২২তম
৩. সুন্দরবন	বাংলাদেশ	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	৭৯৮তম

স্বীকৃতি প্রাপ্ত GI পণ্যসমূহ-২২টি

- কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্য একটি নির্দিষ্ট দেশের মালিকানা বা মেধাস্বত্ব হলো– ভৌগোলিক নির্দেশক (Geographical Indication) সংক্ষেপে– জিআই (GI)
- জিআই সনদ প্রদান করে– জাতিসংঘের মেধাস্বত্ব সংস্থা (WIPO)
- GI পণ্য স্বীকৃতি ও সনদ দিয়ে থাকে– বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে "পেটেন্টস, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক (DPDT)"

১. জামদানি শাড়ী***	১৭ নভেম্বর, ২০১৬
২. ইলিশ মাছ	১৭ আগস্ট, ২০১৭
৩. ক্ষীরশাপাতি আম	২৭ জানুয়ারি, ২০১৯
৪. ঢাকাই মসলিন	২৮ ডিসেম্বর, ২০২০
৫. রাজশাহী সিল্ক	১৭ জুন, ২০২১
৬. রংপুরের শতরঞ্জি	
৭. দিনাজপুরের কালিজিরা	
৮. দিনাজপুরের কাটারিভোগ	
৯. নেত্রকোনার বিজয়পুরের সাদা মাটি	
১০. বাগদা চিংড়ি	২৪ এপ্রিল, ২০২২
১১. রাজশাহীর ফজলি আম	২৫ এপ্রিল, ২০২৩
১২. শেরপুরের তুলশীমালা ধান	১২ জুন, ২০২৩
১৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম	২৫ জুন, ২০২৩
১৪. চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম	২৫ জুন, ২০২৩
১৫. বগুড়ার দই	২৫ জুন, ২০২৩
১৬. শীতল পাটি	২০ জুলাই, ২০২৩**
১৭. নাটোরের কাঁচাগোল্লা	৮ আগস্ট, ২০২৩**
১৮. বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল	০১ জানুয়ারি, ২০২৪
১৯. টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম	
২০. কুমিল্লার রসমালাই	
২১. কুষ্টিয়ার তিলের খাজা	
২২. যশোরের খেজুরের গুড়	

সর্বজনীন পেনশন স্কিম

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনের ইশতেহারে পেনশন স্কিমের কথা বলা হয়। ২০১৫ সালে আবুল মাল আব্দুল মুহিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়। ১৩ আগস্ট, ২০২৩ সরকার সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেন।

- পেনশন ব্যবস্থা পরিচালনা ও বাস্তবায়ন সংস্থা– NPA
- অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য অ্যাপস– Upension।
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন– ১৭ আগস্ট, ২০২৩।***

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ধরন ৪টি		
ধরন	পেশার লোক	চাঁদার পরিমাণ
প্রবাস	বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের জন্য।	চাঁদার পরিমাণ– সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা
প্রগতি	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী।	চাঁদার পরিমাণ– সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা
সুরক্ষা	স্বকর্মে নিয়োজিত (কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে)	চাঁদার পরিমাণ – সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা
সমতা	স্বল্প আয়ের ব্যক্তি	চাঁদার পরিমাণ– ১০০০ টাকা (অনুদান- ৫০০ টাকা এবং ব্যক্তি ৫০০ টাকা)

পেনশনের শর্ত, সুবিধা ও চাঁদা

- পেনশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির বয়স – ১৮-৫০ বছর (বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বছর উর্ধ্ব নাগরিকও এ ব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারবে। সেক্ষেত্রে টানা ১০ বছর পেনশনের চাঁদা দিতে হবে)
- পেনশন পাবে – ৬০ বছর পূর্ণ হলেই।
- চাঁদার টাকা – আয়করমুক্ত, কর রেয়াত সুবিধা পাবে।
- যুক্ত হতে পারবেন না – সরকারি ও স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ।

স্মার্ট বাংলাদেশ (Smart Bangladesh)

বাংলাদেশ সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এ টাস্কফোর্সের চেয়ারপার্সন হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাকি ২৯ জন সদস্য। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিবের নেতৃত্বে ১৮ অক্টোবর ২০২২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২৩ জন সদস্যকে নিয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশের টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটি' গঠন করে

- প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিবর্তে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ঘোষণা করে– ১২ ডিসেম্বর, ২০২২।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ১১ দফা ঘোষণা করেন – ১১ জানুয়ারি, ২০২৩।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের পরিবর্তে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' দিবস পালিত হয় – ১২ ডিসেম্বর।
- লক্ষ্য– ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হওয়া
- স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ– ৪টি। (১. স্মার্ট সিটিজেন ২. স্মার্ট ইকোনোমি ৩. স্মার্ট গভর্নমেন্ট ৪. স্মার্ট সোসাইটি)***
- বিশ্বে স্মার্ট দেশের স্তম্ভ– ৫টি। (Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, Smart Citizen)
- স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে – UNDP এর সহায়তায় পরিচালিত 'Aspire to Innovate' (a2i)
- 'ভিশন-২০৪১' বাস্তবায়নে বাংলাদেশে স্মার্ট সিটি ও স্মার্ট ভিলেজ বিনির্মাণে সহযোগিতা করছে – a2i.
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ১৮ অক্টোবর রাসেল দিবসে স্মার্ট জেলা বাস্তবায়নে পুরস্কার পায় – পঞ্চগড়।
- ২০০৮ এ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্তম্ভ ছিল – ৪টি (মানবসম্পদ উন্নয়ন, ইন্টারনেট সংযোগ, ই-প্রশাসন ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পখাত)

প্রথম স্মার্ট গ্রাম	হিজলী, ঝিনাইদহ
প্রথম স্মার্ট উপজেলা	শিবচর, মাদারীপুর
প্রস্তাবিত প্রথম স্মার্ট জেলা	চট্টগ্রাম
প্রথম ডিজিটাল গ্রাম	তুলাতলী, কক্সবাজার
প্রথম ডিজিটাল আইল্যান্ড	মহেশখালী, কক্সবাজার
প্রথম ডিজিটাল জেলা	যশোর
প্রথম সাইবার সিটি	সিলেট
ওয়াইফাই সিটি	সিলেট

ক্যাশলেস বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশলেস লেনদেন চালু করে – ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ (আনুষ্ঠানিক চালু হয় – ১৯ জানুয়ারি, ২০২৩)**
- প্রাথমিকভাবে ক্যাশলেস সেবা চালু করে – মতিঝিল ও দিলকুশায়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলা QR স্ট্যান্ডার্ড সেবা ঘোষণা করে – ১১ জানুয়ারি, ২০২৩।**
- বাংলাদেশে QR ভিত্তিক পেমেন্ট সেবা চালু করা হয় – ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে (চালু করে – মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক)
- QR Code (Quick Response Code) এর আবিষ্কারক – জাপানি ইঞ্জিনিয়ার মাশাহিরো হারা।*

টাকা-পে কার্ড

- টাকা-পে কার্ড বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চালু – ১ নভেম্বর, ২০২৩।
- টাকা-পে কার্ডটি তৈরি করে – ফ্রান্সের প্যারিস ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'ফাইম'।**
- উদ্দেশ্য – আন্তর্জাতিক কার্ডের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও অর্থ লেনদেনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা
- কার্ডটি চালু করে বাংলাদেশে ৩টি ব্যাংক – সোনালী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক ও সিটি ব্যাংক।
- কার্ডটির মাধ্যমে লেন দেন হবে – বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন 'National Payment Switch Bangladesh (NPSB) এ

ChatGTP (চ্যাটজিপিটি) ****

- বর্তমান প্রযুক্তি দুনিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) আধুনিক সংযোজন হচ্ছে– চ্যাটজিপিটি।
- চ্যাটজিপিটি হলো– একটি চ্যাটবট সিস্টেম বা আলাপচারিতার সফটওয়্যার।
- চ্যাটজিপিটি চালু করে– Open AI
- চ্যাটজিপিটি পরীক্ষামূলক চালু হয়– ৩০ নভেম্বর, ২০২২।
- চ্যাটজিপিটি স্থায়ী চালু হয়– ১৪ মার্চ, ২০২৩।
- চ্যাটজিপিটি এর উদ্যোক্তা ও প্রোগ্রামার– স্যাম অল্টম্যান।
- ChatGPT পূর্ণরূপ– Chat Generative Pre-trained Transformer
- চ্যাটজিপিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য– মানুষের মতো টেক্সট বা লেখা তৈরির ক্ষমতা।
- চ্যাটজিপিটির আপডেট ভার্সন ছবির বিষয়বস্তু বুঝতে সক্ষম– GPT4
- মাইক্রোসফটের চ্যাটবটের নাম– বিং চ্যাটবট।
- গুগলের চ্যাটবটের নাম– বার্ড (Bard)
- আলোচিত কিছু AI- বার্ড, ল্যামডা, ALBERT
- প্রথম পশ্চিমা দেশ/ইউরোপীয় দেশ হিসেবে চ্যাটজিপিটি নিষিদ্ধ করে– ইতালি।
- ১২ জুলাই, ২০২৩ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে– ইলন মাস্কের 'AI' কোম্পানির নাম এক্সএআই (সদর দপ্তর- সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র)
- মাইক্রোব্লগিং সাইট 'Threads' যাত্রা শুরু করে– ৫ জুলাই, ২০২৩
- Threads এর মালিকানা প্রতিষ্ঠান– Meta.
- বাংলা ভাষার প্রথম চ্যাটজিপিটি 'আলাপচারী' এর নির্মাতা– ফাহমিদুল হাসান।

Open AI ***

- পরিচিতি– আমেরিকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণামূলক একটি প্রতিষ্ঠান
- প্রতিষ্ঠা– ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫।
- প্রতিষ্ঠাতা– স্যাম অল্টম্যান, অ্যালিয়া সুটসক্যাভার, ইলন মাস্ক, আন্দ্রেস কারপ্যাথি, জারেম্বা, জন শুলম্যান।
- সদর দপ্তর– পাইওনার ভবন, সানফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
- Open AI এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)– স্যাম অল্টম্যান।
- ইলন মাস্ক Open AI থেকে সরে যান– ২০১৮ সালে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপন

- বিশ্বে প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপক চালু করে– চীন (সংবাদ মাধ্যম- সিনহুয়া)

বাংলাদেশ	ভারত
• কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নাম– অপরাজিতা	• কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নাম- লিসা
• চালু করে– চ্যানেল-২৪	• চালু করে- ওড়িশা টেলিভিশন
• তারিখ– ১৯ জুলাই, ২০২৩	• তারিখ– ৯ জুলাই, ২০২৩

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বে প্রথম আইন পাশ করে– ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)
- আরব দেশে প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে– কুয়েত (উপস্থাপকের নাম– ফেদা)

বাংলাদেশে আসছে স্টারলিংক

- পরিচয়- ইলন মাস্কের স্যাটেলাইট কোম্পানির ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান।
- বাংলাদেশের সাথে চুক্তি সই করে- ২৬ জুলাই, ২০২৩।
- স্টারলিংক কার্যক্রম শুরু করে- ২০১৫ সালে।
- প্রস্তুত কারক ও চালনাকারী- স্পেস এক্স।
- স্টারলিংকের বর্তমান CEO- ইলন মাস্ক।

শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)

শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয়- ইংল্যান্ডে। শিল্পবিপ্লব শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন - ফরাসি সমাজবিদ ও দার্শনিক অগাস্ত ব্যাংকি (১৮৩৭)। শিল্পবিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি ৪টি- বস্ত্র, লোহা, বাষ্পীয় শক্তি ও সস্তা শ্রমশক্তি। ৪টি পর্যায়ে শিল্পবিপ্লব-

প্রথম শিল্পবিপ্লব	*দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব*	*তৃতীয় শিল্পবিপ্লব*
সময় - ১৭৬০-১৮২০ বা ১৮৪০ উদ্ভব হয়- পুঁজিবাদের আবিষ্কার হয়- বাষ্পীয় ইঞ্জিন *(১৭৪৮), কয়লা খনি ও ইস্পাতের	সময়- ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ আবিষ্কার- বিদ্যুৎ আবিষ্কার ** বিস্তার লাভ করে - রেলপথ এবং টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্কের	সময়- ১৯৬০-১৯৯০ আবিষ্কার- ট্রানজিস্টার ও ইন্টারনেট** অন্য নাম- কম্পিউটার বিপ্লব

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব**

- 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন- বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী 'ক্লাউস শোয়াব' ২০১৫ সালে 'Foreign Affairs' আর্টিকেলে এবং 'The Fourth Industrial Revolution' গ্রন্থে।
- চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে আয়ত্ত করা ছিল - ২০১৬ সালে সুইজারল্যান্ডের ডেভোস-ক্লোস্টারস এ অনুষ্ঠিত WEF এর বার্ষিক সভার বিষয়বস্তু।
- ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কেন্দ্র উদ্বোধনের ঘোষণা দেয়- ১০ অক্টোবর ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে।
- বিষয়বস্তু- ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে 'উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন'। অপর নাম- ডিজিটাল বিপ্লব।
- উদাহরণ - স্মার্ট ফোন, রোবটিক্স, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানো-টেকনোলোজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটারিং, বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংকস, ডিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, ফিফথ-জেনারেশন ওয়ারলেস টেকনোলোজি, ফাইভ জি।
- 'ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশন এন্ড বিয়ন্ড' সম্মেলন হয় - ঢাকায় (১০-১১ ডিসেম্বর, ২০২১

ভারতের রাজসিক সংসদ ভবন

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	১০ ডিসেম্বর, ২০২০
উদ্বোধন	২৮ মে, ২০২৩
অবস্থান	নয়াদিল্লি
স্থপতি	বিমোল প্যাটেল
মোট আসন	১২৭২টি

কল্লাবতী শাড়ি

- কলাগাছের সুতা দিয়ে তৈরি শাড়ির নাম- কল্লাবতী শাড়ি।
- তৈরি করেন- মৌলভীবাজারের মণিপুরি রাধাবতী দেবী।
- শাড়িটি তৈরি করা হয়েছে- বান্দরবান।
- রাধাবতী দেবী মণিপুরি শাড়ি বানাচ্ছেন- মৌলভীবাজারে ১৯৯২ সাল থেকে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্য রুপিতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য

- রুপিতে বাণিজ্যের প্রস্তাব আসে- ডিসেম্বর, ২০২২ নয়াদিল্লিতে বাণিজ্য মন্ত্রীর বৈঠকে।
- দুই দেশের গভর্নররা বৈঠক করে- ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ভারতের জি-২০ সম্মেলনে।
- ৪টি ব্যাংকের মধ্যমে লেনদেন চালু করার সিদ্ধান্ত হয়- মার্চ, ২০২৩ (বাংলাদেশের সোনালী ও ইস্টার্ন ব্যাংক এবং ভারতের স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ও ICICI ব্যাংক)
- রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া নস্ট্র হিসাব খোলার অনুমতি দেয়- ইস্টার্ন ব্যাংক (মে মাসে) এবং সোনালী ব্যাংক অনুমতি পায়- জুন মাসে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর টাকার পাশাপাশি রুপি ব্যবহারের জন্য পে-কার্ড নামে একটি ডেভিড কার্ড চালুর ঘোষণা দেয়- ১৯ জুন, ২০২৩।
- ভারত-বাংলাদেশ রুপিতে বাণিজ্য কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে- ১১ জুলাই, ২০২৩

সাম্প্রতিক তথ্য কণিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-২০২২	✓ যততম সমাবর্তন- ৫৩তম ✓ অনুষ্ঠিত- ১৯ নভেম্বর, ২০২২ ✓ প্রধান বক্তা- ২০১৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী ফরাসি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. জ্যা তিরোল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন-২০২৩	✓ সময়- ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ ✓ সমাবর্তন বক্তা- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ✓ সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ ডিগ্রি (মরণোত্তর) লাভ করবেন- বঙ্গবন্ধু ✓ এই সম্মানসূচক ডিগ্রি গ্রহণ করেন- শেখ হাসিনা।
বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	✓ বঙ্গবন্ধু ঢাবিতে ভর্তি হন - ১৯৪৮ সালে পিতার পরামর্শে আইন বিভাগে এম এ শ্রেণিতে। ✓ বহিষ্কার হন - ১৯৪৯ সালে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ে। ✓ ছাত্রত্ব ফিরে পান - ১৪ আগস্ট, ২০১০ সালে। ✓ বঙ্গবন্ধু আবাসিক ছাত্র ছিলেন - সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের (এম এম হল) ✓ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর ঢাবির সমাবর্তনে উপস্থিত থাকার কথা ছিল - ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তনে। ✓ ৭ মার্চ ভবন ও ৭ মার্চ জাদুঘর অবস্থিত - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে।
ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল	✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯তম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন- ১৫ অক্টোবর, ২০২৩। ✓ জন্ম - ১৯৬৬ সালে, লক্ষ্মীপুর জেলায়। ✓ অধ্যাপক ছিলেন - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স' বিভাগের।

বঙ্গন্ধুর চেয়ার অধ্যাপক	✓ ঢাবির ইতিহাস বিভাগে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান - ঢাবির ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম (২ বছরের জন্য)
ঢাবির গবেষণা মেলা	✓ ঢাবির শতবর্ষ উপলক্ষে ২০২২ সালে গবেষণা মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
স্টার্ট আপ স্টুডিও	✓ আইটি খাতের উন্নয়নের জন্য ঢাবি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে - স্টার্ট আপ স্টুডিও।
পাবলিক হেলথ বিভাগ	✓ ১ নভেম্বর, ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে ৮৪তম বিভাগ হিসেবে 'পাবলিক হেলথ' বিভাগের যাত্রা শুরু করে।
ড. আবুল বারকাত	✓ ঢাবির 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি' এর ৩ বছরের জন্য নতুন পরিচালক

সাম্প্রতিক তথ্য দর্পণ

গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ভবন	১৩ নভেম্বর, ২০২৩ দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা জাদুঘর-১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর এর ৬ তলা বিশিষ্ট আধুনিক ভবন খুলনার ২৬ সাউথ সেন্ট্রাল রোডে উদ্বোধন করেন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
৪৭ খণ্ডে বাংলাদেশ কোড	২৩ অক্টোবর, ২০২৩ বাংলাদেশের প্রচলিত সব আইন একত্র করে মোট ৪৭ খণ্ডে 'দ্য বাংলাদেশ কোড'-এর মোড়ক উম্মেচন করেন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
দেশের প্রথম সরকারি ভ্যাকসিন প্লান্ট	৩১ অক্টোবর, ২০২৩ 'একনেক' গোপালগঞ্জে দেশের প্রথম সরকারি ভ্যাকসিন প্লান্ট অনুমোদন দেয়।
ন্যাশনাল রোমিং যুগে বাংলাদেশ	১ নভেম্বর, ২০২৩ টেলিটক ও বাংলালিংক দেশের প্রথমবারের মতো 'জাতীয় রোমিং ফিল্ড ট্রায়াল' চালু করে। বিশ্বের ২২টি দেশে রোমিং ট্রায়াল চালু রয়েছে।
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ	১০ নভেম্বর, ২০২৩ ঢাকার বিজয় সরণীতে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ' স্থাপন করা হয়।
বীরশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য	সাত বীরশ্রেষ্ঠের স্মরণে 'আমরা তোমাদের ভুলব না' ভাস্কর্যটি নির্মিত হয় ঢাকা সেনানিবাসে।
পোশাক শিল্পে নতুন মজুরি	পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির গেজেট প্রকাশ - ১১ নভেম্বর, ২০২৩। বর্তমানে মাসিক ন্যূনতম মোট মজুরি ১২,৫০০ টাকা। কার্যকর হয় - ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে।
Artificial Intelligence	২০২৩ সালের সেরা শব্দ - Artificial Intelligence (AI)
বৃহত্তম সার কারখানা	বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা - ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার পিএলসি। **চালু হয়** - ১২ নভেম্বর, ২০২৩। এটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা। **উৎপাদন ক্ষমতা** - দৈনিক ২,৮০০ মেট্রিক টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার।

সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত ব্যক্তি

মারুফ হাসান	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মারুফ হাসান দেশের প্রথম পিতৃত্বকালীন ১৫ দিনের ছুটি ভোগ করা ব্যক্তি।
সায়মা ওয়াজেদ পুতুল	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সাউথ এশিয়া রিজোনের আঞ্চলিক পরিচালক হন।
ভ্যালি চাকমা	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রথম নারী ব্যারিস্টার রাঙামাটির ভ্যালি চাকমা।
মোছা. আছিয়া খাতুন	দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রথম নারী কমিশনার মোছা. আছিয়া খাতুন।
ফাহমিদা ইসলাম	দেশের প্রথম নারী হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (CGA) ফাহমিদা ইসলাম।
শাহেদা মুস্তাফিজ	বাংলাদেশের প্রথম নারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার শাহেদা মুস্তাফিজ।
ফাতিমা ইয়াসমিন	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এ প্রথম বাংলাদেশি ভাইস প্রেসিডেন্ট হন ফাতিমা ইয়াসমিন।
ড. রুম্মান চৌধুরী	টাইম ম্যাগাজিনের AI-100 এর তালিকায় স্থান পেয়েছেন ড. রুম্মান চৌধুরী।

ঘূর্ণিঝড় মিধিলি

- মিধিলি শব্দের অর্থ - ফলপ্রসূ কোন বিষয়। ২০২৩ সালে আঘাতহানা সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড়।
- মিধিলি নাম করণ করে - মালদ্বীপ।
- বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে - ১৭ নভেম্বর, ২০২৩।

ঘূর্ণিঝড় মোখা

- বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার সীমান্তে আঘাত হানে- ১৪ মে, ২০২৩।
- মোখার নামকরণ করে- ইয়েমেন।
- ইয়েমেনের একটি বন্দরের নাম- মোখা।

বাংলাদেশ ইন্দো প্যাসিফিক রূপরেখা (IPO)

- IPO এর পূর্ণরূপ- Indo-Pacific Outlook.
- বাংলাদেশ ইন্দো প্যাসিফিক রূপরেখা গ্রহণ করে- ২৪ এপ্রিল, ২০২৩
- IPO বলতে- ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে নিজেদের পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা।
- ইন্দো প্যাসিফিক রূপরেখার অভীষ্ট লক্ষ্য- ১৫টি। মৌলিক নীতিমালা- ৪টি।
- চীনকে মোকাবেলা করার জন্য প্রথম ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি ঘোষণা করে- যুক্তরাষ্ট্র।
- কানাডার কৌশলপত্রে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশ রয়েছে- ৪০টি বলে উল্লেখ করে।

বৈদেশিক সম্পর্ক

- বাংলাদেশের মিশন রয়েছে- ৬০টি দেশে ৮১টি।
- বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন- ২টি (নিউইয়র্ক ও জেনেভায়)
- সার্কভুক্ত যে দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস নেই- আফগানিস্তান।
- সম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে কূটনৈকি সম্পর্ক স্থাপন করেছে- সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস (৩১ আগস্ট, ২০২০) এবং ডোমিনিকো (২৪ নভেম্বর, ২০২০)
- ৪৫ বছর পর (১৯৭৮) আবার ঢাকায় দূতাবাস চালু করে- আর্জেন্টিনা (২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)

সাবমেরিন ঘাঁটি *****

- ➢ বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির উদ্বোধন করেন– ২০মার্চ, ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- ➢ ঘাঁটির নাম– বিএনএস শেখ হাসিনা। অবস্থিত– পেকুয়া, কক্সবাজার।
- ➢ বাংলাদেশের ২টি সাবমেরিন বানৌজা নবযাত্রা ও জয়যাত্রা ক্রয় করে– ১২ মার্চ, ২০১৭ সালে (চীন থেকে)।
- ➢ সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ প্রবেশ করে– ৪১তম দেশ হিসেবে।
- ➢ বাংলাদেশের সাবমেরিনগুলো যে শ্রেণির– মিং ক্লাস।
- ➢ ১২ জুলাই, ২০২৩ কমিশনিং করা 'বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটি' অবস্থিত– কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

টাইটানের (Titan) সলিল সমাধি

- ➢ আটলান্টিক মহাসাগরে ১৯১২ সালে ডুবে যাওয়া টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে সলিল সমাধি ঘটে– টাইটান নামক ডুবোযানের। টাইটান ডুবে যায়– ১৮ জুন, ২০২৩।
- ➢ মোট আরোহী ছিল– ৫ জন। টাইটানের মালিকানা ছিল– ওশানগেট।
- ➢ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাবমেরিন সরবরাহকারী কোম্পানি- OceanGate.
- ➢ সম্প্রতি ওশানগেট কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে– ৬ জুলাই, ২০২৩।

হামাস ও ইসরায়েল সংঘাত

- ➢ হামাস ইসরায়েলে রকেট হামলা চালায় – ৭ অক্টোবর, ২০২৩।
- ➢ হামাস নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েল সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে – ৮ অক্টোবর, ২০২৩।
- ➢ ইসরায়েলে হামাসের অভিযানের নাম – অপারেশন আল আকসা ফ্লাড (হামাসের সামরিক শাখা 'আল কাসসাম বিগ্রেড' এই অপারেশনের নাম দেয় – অপারেশন আল আকসা স্ট্রম)
- ➢ গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অভিযানের নাম – অপারেশন আয়রন সোর্ডস (লৌহ তরবারি অভিযান)
- ➢ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েল সফর করেন – ১৮ অক্টোবর, ২০২৩।
- ➢ ইসরায়েলের নৃশংস হামলায় ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর প্রতিবাদে বাংলাদেশ শোক দিবস পালন করে – ২১ অক্টোবর, ২০২৩
- ➢ গাজায় ইসরায়েলি সহিংসতা বন্ধে মিশর শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে – ২১ অক্টোবর, ২০২৩।
- ➢ গাজা শহরের বৃহত্তম হাসপাতাল 'আল শিফা হাসপাতালে' ইসরায়েলি এয়ার ফোর্স (IAF) হামলা করে – ৩ নভেম্বর, ২০২৩
- ➢ গাজায় ৬ দিনের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয় – ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ (মধ্যস্থতা করেন – কাতার, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র)
- ➢ গাজা অঞ্চলে ৬ শরণার্থী শিবির – খান ইউনুস, রাফা, মাঘাজি, আল শাতি, জাবালিয়া ও বুরেজ।
- ➢ গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা আখ্যা দিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ) তে মামলা করে– দক্ষিণ আফ্রিকা ***
- ➢ ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ইসরায়েলের ঘোষিত গুপ্ত হত্যা মিশনের প্রথম শিকার হলেন – সালেহ আল আরৌরি (তাঁকে লেবাননে হত্যা করা হয়)
- ➢ ইসরায়েলে হামাসের অভিযানের পিছনে ছিল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী দলটির বিশেষ শাখা – নুখবা ফোর্স (আরবী শব্দ আল নুখবা অর্থ – অভিজাত)
- ➢ হামাসের নিজস্বভাবে তৈরি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম – মিতবার-১।
- ➢ ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর নাম – IDF (Israel Defense Forces, প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৮ সালে)

- ➢ মিশর ও গাজা ভূখণ্ডের মধ্যে একমাত্র সীমান্ত পারাপার পয়েন্ট – রাফাহ ক্রসিং।
- ➢ সম্প্রতি ইয়েমেনের 'হোদেইদাহ বন্দর' থেকে আকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত ইসরায়েলের 'ইলাত বন্দরে' ড্রোন হামলা করে – ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহী গোষ্ঠী।
- ➢ যুক্তরাষ্ট্র লোহিত সাগরে হুতিদের হামলা থেকে জাহাজগুলোকে রক্ষা করতে নতুন টাস্কফোর্স গঠনের ঘোষণা দেয় – ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩
- ➢ ইয়েমেনের হুতি নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম 'আল মাশিরাহ' এর সদর দপ্তর অবস্থিত – বৈরুত, লেবানন।

হামাস	*ফাতাহ*
▪ অর্থ- উদ্দীপনা ▪ প্রতিষ্ঠা- ১৯৮৭ সালে ▪ প্রতিষ্ঠাতা- শেখ আহমেদ ইয়াছিন ও আবদেল আজিজ ▪ সদর দপ্তর- গাজা, ফিলিস্তিন ▪ অধিকৃত অঞ্চল– গাজা ▪ বর্তমান প্রধান- ইসমাইল হানিয়া	▪ অর্থ- বিজয় ▪ প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৯ সালে ▪ প্রতিষ্ঠাতা- ইয়াসির আরাফাত ▪ সদর দপ্তর- রামাল্লা, পশ্চিম তীর ▪ অধিকৃত অঞ্চল- পশ্চিম তীর ▪ বর্তমান প্রধান- মাহমুদ আব্বাস

ইরান ও পাকিস্তান সংঘাত

- ➢ ইরাক ও সিরিয়ার আইএস ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে ইরান হামলা চালায় – ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪।
- ➢ ইরান পাকিস্তানে হামলা চালায় – ১৭ জানুয়ারি, ২০২৪।
- ➢ পাকিস্তান ইরানে পাল্টা হামলা চালায় – ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪।
- ➢ ইরান-পাকিস্তান পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা চালায় – জইশ আল-আদল নামে একটি সুন্নি সশস্ত্র গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে।
- ➢ দুই দেশের মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিয়েছে – বেইজিং, চীন।
- ➢ জইশ আল-আদল ইরানে পরিচিত – জইশ আল-ধুলম বা ন্যায়বিচারের বাহিনী নামে। এই বাহিনী সক্রিয় – ইরান ও পাকিস্তানে।
- ➢ জইশ আল-আদল এর চূড়ান্ত লক্ষ্য – ইরানের সিস্তান-বেলুচিস্তান প্রদেশের স্বাধীনতা।
- ➢ ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ স্থান – বেলুচিস্তান প্রদেশ।
- ➢ বালুচ জনগোষ্ঠী বসবাস করে – পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানে।

খালিস্তান আন্দোলনের নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড

- ➢ হরদীপ সিংকে হত্যা করা হয় – ১৮ জুন, ২০২৩ সালে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার প্রদেশের সুরি শহরের গুরু দুয়ারার সামনে
- ➢ জন্ম – পাঞ্জাব, ভারত। জাতীয়তা – কানাডীয়।
- ➢ খালিস্তানকে স্বাধীন করতে হরদীপ সিং এর সংগঠন – KTF (কানাডার খালিস্তান টাইগারস ফোর্স)
- ➢ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যা কাণ্ডে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'RAW' এর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে অভিযোগ করেন – ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
- ➢ জাস্টিন ট্রুডো এ ঘটনা জানতে পারে – 'ফাইভ আইস' গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে।
- ➢ 'ফাইভ আইস' জোটের সদস্য – ৫টি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড)
- ➢ ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন – হরদীপ সিং নিজ্জর।
- ➢ শিখ ধর্মের প্রার্থনা কেন্দ্রের নাম – গুরু দুয়ারা।
- ➢ শিখ ধর্মের প্রবর্তক – গুরু নানক।

ফোর্বস সাময়িকী-২০২৩

- ➢ যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিন প্রকাশনা সংস্থা – ফোর্বস
- ➢ ফোর্বস এর সদর দপ্তর – নিউইয়র্ক সিটি, যুক্তরাষ্ট্র।
- ➢ ফোর্বস প্রকাশিত হয় – ১৯১৭ সাল থেকে।

উরসুলা ভন ডার লিয়েন	*শেখ হাসিনা*
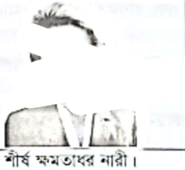	
শীর্ষ ক্ষমতাধর নারী। বর্তমানে ইউরোপীয় কমিশনের (EC) প্রেসিডেন্ট	বর্তমানে ৪৬তম ক্ষমতাধর নারী। ২০২২ সালে ৪২তম ক্ষমতাধর নারী ছিলেন।

- ➢ 'রাজনীতি ও নীতি' শ্রেণিতে ১৮ ক্ষমতাধর নারীর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান – নবম।
- ➢ বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা নারী প্রধানমন্ত্রী – শেখ হাসিনা।
- ➢ দ্বিতীয় ক্ষমতাধর নারী ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট – ক্রিস্টিন লাগার্দ।
- ➢ তৃতীয় ক্ষমতাধর নারী যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট – কমলা হ্যারিস।

টাইম সাময়িকী-২০২৩

টাইম ম্যাগাজিনের 'পারসন অব দ্য ইয়ার' হলেন	টেইলর সুইফট (মার্কিন সংগীত শিল্পী)
অ্যাথলেট অব দ্য ইয়ার হলেন	লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনার)

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩ ****

প্রতি বছর প্রকাশিত হয়	অর্থ মন্ত্রণালয়ের 'অর্থ বিভাগ' থেকে
মোট জনসংখ্যা	১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩ হাজার
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	১.৩%
পুরুষ-নারীর অনুপাত	৯৮.১ : ১০০
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১৫৩ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)
স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	১৮.৮ জন
স্থূল মৃত্যুহার(প্রতি হাজারে)	৫.৭ জন
প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার	২২ জন
প্রজনন হার	২.০৫%
জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার	৬৫.৬%
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	৭২.৩ বছর (পুরুষ- ৭০.৬, নারী- ৭৪.১)
সুপেয় পানি পান	৯৮.২ শতাংশ
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী	৮৫.৮ শতাংশ
সাক্ষরতার হার (৭ বছরের বেশি)	৭৬.৪ শতাংশ (পুরুষ-৭৮.৬% ও মহিলা- ৭৪.২%)
মোট শ্রমশক্তি (১৫বছর +)	৭.৩৪% (পুরুষ- ৪.৭৫%, মহিলা- ২.৫৯%)
শ্রম শক্তিতে নিয়োজিত	কৃষি ৪৫.৩৩%, শিল্প ১৭.০২% ও সেবাখাত ৩৭.৬৫ শতাংশ
দারিদ্র্যের হার	১৮.৭ শতাংশ
চরম দারিদ্র্যের হার	৫.৬ শতাংশ
চলতি মূল্যে জিডিপির আকার	৪৪,৩৯,২৭৩ কোটি টাকা
চলতি মূল্যে মাথাপিছু আয় (GNI)	২৭৬৫ মার্কিন ডলার
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি	২৬৫৭ মার্কিন ডলার
স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হার	৬.০৩%
মুদ্রাস্ফীতি	৯.২৪%
ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত	১ ঃ ১৭২৪
আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র	২৯টি
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে	যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক (RMG)।
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে	চীন থেকে
মোট তফসিলভুক্ত ব্যাংক	৬১টি (রাষ্ট্রয়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক– ৬টি, বিশেষায়িত– ৩টি, বেসরকারি– ৪৩টি ও বৈদেশিক– ৯টি)

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪

বাজেট	৫২তম (অন্তর্বর্তীকালীনসহ ৫৩তম)
বাজেট ঘোষণা	১ জুন, ২০২৩
সংসদে বাজেট পাশ	২৬ জুন, ২০২৩
বাজেট কার্যকর হয়	১ জুলাই, ২০২৩
বাজেট উত্থাপন করেন	অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল (৫ম বাজেট)
মোট বাজেটের আকার	৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা
সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ)	৫ লক্ষ কোটি টাকা
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)	২ লক্ষ ৬৩ হাজার কোটি টাকা
ভর্তুকি ও প্রনোদনা	৮২ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা
বাজেটের স্লোগান	'উন্নয়নের অভিযাত্রার দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা'
GDP'র প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা	৭.৫ শতাংশ
মুদ্রাস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা	৬.০ শতাংশ

বাজেটে বরাদ্দকৃত খাত	
সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত খাত	জনপ্রশাসন (১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা)
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত খাত	শিক্ষা ও প্রযুক্তি (১ লক্ষ ৪ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা)
তৃতীয় বরাদ্দকৃত খাত	পরিবহন ও যোগাযোগ (৮৭ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা)

করমুক্ত আয়সীমা	
সাধারণ ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
মহিলা ও ৬৫ বছরের উর্ধ্ব ব্যক্তি	৪ লক্ষ টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গ	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা (গেজেটভুক্ত)	৫ লক্ষ টাকা

বাজেট নিয়ে বিশেষ তথ্য

- ➢ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশকেই বলা হয়– বাজেট।
- ➢ বাজেট শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি শব্দ–Boudgette থেকে, যার অর্থ– ব্যাগ বা থলে।
- ➢ এ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট ছিল -১টি (১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে)।
- ➢ ১৯৭২ সালের ৩০ জুন প্রথম বাজেট উত্থাপনকারী- তাজউদ্দিন আহমদ

- বাংলাদেশে সর্বাধিকবার (১২ বার) বাজেট পেশ করেন– এম সাইফুর রহমান ও আবুল মাল আবদুল মুহিত।
- প্রথম বাজেটের আকার ছিল- ৭৮৬ কোটি টাকা।
- প্রথম জেলা বাজেট পায় - টাঙ্গাইল।
- সংবিধানে বাজেটকে বলা হয়- Annual Financial Statement.
- বাংলাদেশের বাজেটের ধরন– ঘাটতি বাজেট (Deficit Finance)
- বাজেটের আকারে শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র (২য় দেশ - চীন)।
- বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আয় করে যে খাত থেকে - মূল্য সংযোজন কর (মূসক/VAT)

কর দিবস- ৩০ অক্টোবর	আয়কর দিবস- ৩০ নভেম্বর
e-TINচালু- ২০১৩	e-Payment চালু- ২০১২
ভ্যাট/ মূসক দিবস- ১০ ডিসেম্বর	আয়কর মেলা শুরু হয়- ২০১০

জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

যত তম	ষষ্ঠ
গণনার সময়	১৫ থেকে ২১ জুন, ২০২২
স্লোগান	জনশুমারি আয়োজন, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন
প্রতিপাদ্য	জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন
পরিচালনা করে	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
কারিগরি সহায়তা দিয়েছে	মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA)
জনশুমারিতে ব্যবহার করা হয়	GIS MAP (Geographical Information System MAP)
বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা	১৬ কোটি ৯৮ লাখ (চূড়ান্ত প্রতিবেদন- ৯ এপ্রিল, ২০২৩)
পুরুষ	৮ কোটি ৪০ লাখ ৭৭ হাজার ২০৩ জন (৪৯.৫০%)
নারী	৮ কোটি ৫৬ লাখ ৫৩ হাজার ১২০ জন (৫০.৫০%)
পুরুষ ও নারীর অনুপাত	৯৮:১০০
মোট ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী	১৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫৯ জন
প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করে	১১১৯ জন (প্রতি বর্গ মাইলে- ২৫২৮ জন)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.২২%
সাক্ষরতার হার	৭৪.৬৬%
খানা প্রতি গড় সদস্যসংখ্যা	৪.০ জন
তথ্য সংগ্রহ করা হয়	৩৫ ধরনের
পরবর্তী/ ৭ম জনশুমারি হবে	২০৩১ সালে
এ পর্যন্ত জনশুমারি হয়	৬ বার (প্রথম- ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ ও ২০২২)

- ৩৫ ধরনের তথ্যের মধ্যে এসডিজির সূচক-৯টি।
- জাতিসংঘের গাইডলাইন অনুযায়ী জনশুমারিতে গণনা অনুসরণ করা হয়- ৩টি পদ্ধতি।
- ৩টি পদ্ধতি হলো-1. De Facto Method 2. De Jure Method 3. Modified De Facto Method
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ পরিচালনা করে-Modified De Facto Method এ।
- একটি দেশ বা সীমানাবেষ্টিত অঞ্চলের সকল ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রকাশের সার্বিক প্রক্রিয়াই- জনশুমারি (জাতিসংঘের সংজ্ঞা)
- পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী "আদমশুমারি ও গৃহগণনাকে" নামকরণ করা হয়- জনশুমারি ও গৃহগণনা।
- মোট জনসংখ্যার গ্রামে বাস করে- ৬৮.৩৪% এবং শহরে- ৩১.৬৬%।

ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ (চূড়ান্ত প্রতিবেদন)

সমন্বয়কৃত মোট জনসংখ্যা	১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ জন
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)	১,১১৯ জন
জনসংখ্যার শহর ও পল্লীতে বসবাসের অনুপাত	৩১.৬৬ : ৬৮.৩৪
সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জনসংখ্যা	১৫-১৯ বছর বয়সী
স্বাক্ষরতার হার (৭ বছর বা তদূর্ধ্ব)	৭৪.৮০% (পুরুষ- ৭৬.৭১% এবং নারী ৭২.৯৪%)
ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যায় শীর্ষ	মুসলিম (৯১.০৫%), দ্বিতীয় শীর্ষ – হিন্দু।
পরিবারে (খানা) গড় সদস্য	৩.৯৮ জন
মোট জনসংখ্যার হিজড়া	০.০০৫% (৮,১২৪ জন); প্রতিবন্ধী – ১.৩৭%
প্রথমবারের মতো গণনায় যুক্ত করা হয়	প্রবাসীদের
পরিবারে (খানা) গড় সদস্য	৩.৯৮ জন
সর্বাধিক প্রবাসী আয় গ্রহণকারী থানার অবস্থান	চট্টগ্রামে

জনসংখ্যার বিভাগ ও জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান: শীর্ষ ও নিম্ন

পরিসংখ্যান	*শীর্ষ বিভাগ*	*সর্বনিম্ন বিভাগ*
জনসংখ্যায়	ঢাকা	বরিশাল
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	ঢাকা	বরিশাল
জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঢাকা	বরিশাল
সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	ঢাকা	ময়মনসিংহ

পরিসংখ্যান	শীর্ষ জেলা	সর্বনিম্ন জেলা
জনসংখ্যায়	ঢাকা	বান্দরবান
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	গাজীপুর	ঝালকাঠি
জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঢাকা	রাঙ্গামাটি
সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	পিরোজপুর	জামালপুর

পরিসংখ্যান	*শীর্ষ উপজেলা*	*সর্বনিম্ন উপজেলা*
জনসংখ্যায়	সাভার (ঢাকা)	জুরাছড়ি (রাঙ্গামাটি)
সাক্ষরতায়	নেছারাবাদ (পিরোজপুর)	রুমা (বান্দরবান)

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা – ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৭৮ জন।
- বর্তমানে দেশের ইউনিয়ন সংখ্যা – ৪,৫৯৬টি।

খানা আয় ও ব্যয় জরিপ – ২০২৩ (চূড়ান্ত প্রতিবেদন)

- জনপ্রতি দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ – ২৩৯৩ কিলোক্যালোরি।
- দারিদ্র্যতার হার – ১৮.৭%
- অতি দারিদ্র্যতার হার– ৫.৬%
- একজন মানুষের মাসিক গড় আয়– ৭,৬১৪ টাকা।
- সাক্ষরতার হার (৭ বছর এবং তদূর্ধ্ব)– ৭৪% (পুরুষ- ৭৫.৮% এবং নারী- ৭২.৩%)
- বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগী খানার হার– ৯৯.৩৪%।
- উন্নত টয়লেট সুবিধার আওতাধীন– ৯২.২১%
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সুবিধা ভোগী–৫০%
- নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা– ৯৬.১%।
- উচ্চ দারিদ্র্যের হারে শীর্ষ বিভাগ– বরিশাল।
- উচ্চ দারিদ্র্যের হার কম যে বিভাগে– খুলনা।

GDP'র সাময়িক হিসাব ২০২২-২৩

মোট জনসংখ্যা	১৭ কোটি ৭ লক্ষ ৯০ হাজার
GDP'র পরিমাণ	৪৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৭৩ কোটি টাকা
মাথাপিছু জাতীয় আয় **(GNI)**	২৭৬৫ মার্কিন ডলার
মাথাপিছু **GDP**	২৬৫৭ মার্কিন ডলার
GDP'র প্রবৃদ্ধির হার	৬.০৩%
মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)	৯.২৪%

২০২১-২২ ভিত্তি বছর অনুযায়ী **GDP**তে খাত রয়েছে– ১৯টি।

GDPতে খাত সমূহের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার

খাত সমূহ	অবদানের হার		প্রবৃদ্ধির হার	
	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২১-২২	২০২২-২৩
১. কৃষি	১১.৬১%	১১.২০%**	৩.০৫%	২.৬১%
২. শিল্প	৩৬.৯২%	৩৭.৫৬%**	৯.৮৬%	৮.১৮%**
৩. সেবা	৫১.৪৮%	৫১.২৪%**	৬.২৬%	৫.৮৪%

- **GDP**তে অবদান সবচেয়ে বেশি যে খাতের– সেবা খাত (Service)।
- **GDP**তে প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি যে খাতের– শিল্প খাত এ।
- **GDP**'র যে খাতে ক্রমহ্রাসমান প্রবৃদ্ধির হার কমছে– কৃষি।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১-২২

- প্রকাশক– ইউএনডিপি (UNDP)। প্রকাশ– ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

সূচকে শীর্ষদেশ***	সুইজারল্যান্ড, ২য়- নরওয়ে
সূচকে সর্বনিম্ন দেশ	দক্ষিণ সুদান
মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ দেশ (ক্রয় ক্ষমতায়)	লিচেনস্টাইন
মাথাপিছু আয়ে সর্বনিম্ন দেশ	বুরুন্ডি
গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ	হংকং
গড় আয়ুতে সর্বনিম্ন দেশ	শাদ
সার্কভুক্ত দেশে প্রতিবেদনে শীর্ষ দেশ	শ্রীলঙ্কা
সার্কভুক্ত দেশে মাথাপিছু আয় ও গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ	মালদ্বীপ
সার্কভুক্ত দেশে মাথাপিছু ও গড় আয়ুতে সর্বনিম্ন দেশ	আফগানিস্তান

সূচকে বাংলাদেশ	
বাংলাদেশের অবস্থান***	১২৯তম
বাংলাদেশের গড় আয়ু	৭২.৪ বছর
বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়	৫,৪৭২ মার্কিন ডলার

বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট- ২০২৩

প্রকাশ করে	জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)
বিশ্বে মোট জনসংখ্যা	৮০৪ কোটি ৫০ লাখ
বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১%
বিশ্বে জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ	ভারত (প্রথম), দ্বিতীয়- চীন
বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা	১৭ কোটি ৩০ লাখ
জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান	অষ্টম
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি	সিরিয়ায়
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম	লেবাননে
জনসংখ্যার ঘনত্বে শীর্ষ দেশ	মোনাকো (প্রতিবর্গ কি.মি. তে- ২৪,৪৭৬)
সর্বাধিক নারী প্রতি প্রজননের হার	নাইজার

- জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ– ভারত (১৪২ কোটি ৮৬ লাখ)।
- চীনের জনসংখ্যা– ১৪২ কোটি ৫৭ লাখ।
- সার্কভুক্ত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক– আফগানিস্তান, সর্বনিম্ন– মালদ্বীপ।

তেল-গ্যাস প্রতিবেদন -২০২৩

তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ**	যুক্তরাষ্ট্র
তেল রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ	সৌদি আরব
তেল আমদানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
উত্তোলনযোগ্য তেল মজুদে শীর্ষ দেশ	ভেনেজুয়েলা
গ্যাস উৎপাদন, রপ্তানি ও রিজার্ভে শীর্ষ দেশ	রাশিয়া
গ্যাস আমদানীতে শীর্ষ দেশ	জার্মানি
তেল রপ্তানীর অর্থকে বলে	পেট্রো ডলার

অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি প্রতিবেদন- ২০২৪

অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষদেশ**	যুক্তরাষ্ট্র
অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষদেশ	ভারত
অস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান	২৪তম
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করে	চীন থেকে
সামরিক ব্যয়ে বিশ্বের শীর্ষদেশ	যুক্তরাষ্ট্র
সামরিক ব্যয়ে বাংলাদেশের অবস্থান	৫০তম
সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ***	৩৭তম
সামরিক ব্যয়ে সর্বনিম্ন দেশ	আইসল্যান্ড

বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান পর্যালোচনা-২০২৩ *[তথ্যসূত্র: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা]*

বিশ্বে রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
বিশ্বে আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ	চীন
একক দেশ হিসেবে তৈরি পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
একক দেশ হিসেবে তৈরি পোশাক রপ্তানীতে বাংলাদেশ	২য়
একক দেশ হিসেবে বস্ত্র রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
একক দেশ হিসেবে বস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র

বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশ	৩য়
বিশ্বে আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান	৪৬তম
বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ	চীন
বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগে (FDI) শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র

- লিঙ্গ সমতা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- প্রথম।
- বিদেশি বিনিয়োগ আর্কষণে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- দ্বিতীয়।

রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ *[তথ্যসূত্র: বিশ্বব্যাংক- ডিসেম্বর, ২০২৩]*

- রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ – ভারত (১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
- রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান – সপ্তম (২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি লোক পাঠায় ও রেমিটেন্স পায়- সৌদি আরব থেকে
- ১ জানুয়ারি, ২০২২ সালে প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা ২% থেকে বেড়ে হয়- ৫% (সরকার ২.৫% এবং ব্যাংক ২.৫%)

তৈরি পোশাক (RMG) রপ্তানি

ক্রম	*রপ্তানিকারী দেশ*
প্রথম	চীন
দ্বিতীয়	বাংলাদেশ
তৃতীয়	ভিয়েতনাম

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী– ভিয়েতনাম

ইইউর বাজারে তৈরি পোষাক রপ্তানির পরিমাণে শীর্ষ দেশ– বাংলাদেশ (১৩৩ কোটি কেজি) চীন (১৩১ কোটি কেজি) *[তথ্যসূত্র- ইউরোস্ট্যাট, প্রথম আলো (৭ আগস্ট, ২০২৩)]*

রিপোর্ট ও সমীক্ষা– ২০২৩

রিপোর্টের নাম	শীর্ষ দেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশ
শান্তিরক্ষী প্রেরণে	বাংলাদেশ	-	প্রথম
প্রবাসী আয় সূচক-২০২৩	ভারত	-	৭ম***
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক ২০২৩	সিঙ্গাপুর	উত্তর কোরিয়া	১২৩তম
গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ সূচক ২০২৩	চীন (২৭%), যুক্তরাষ্ট্র (১১%)	-	-
টেকসই উন্নয়ন (SDG) রিপোর্ট ২০২৩	ফিনল্যান্ড	দক্ষিণ সুদান	১০১তম
ধনী দেশ সূচক ২০২২**	লুক্সেমবার্গ	বুরুন্ডি	১৪৩তম
বিশ্বের বাসযোগ্য শহর সূচক ২০২৩	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	দামেস্ক, সিরিয়া	১৬৬তম
মানব উন্নয়ন সূচক ২০২২	সুইজারল্যান্ড	দক্ষিণ সুদান	১২৯তম*
বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক ২০২৩	সুইজারল্যান্ড	অ্যাঙ্গোলা	১০৫তম
Global Fire Power-2023	যুক্তরাষ্ট্র	ভুটান	৩৭তম
বৈশ্বিক শান্তি সূচক ২০২৩	আইসল্যান্ড	আফগানিস্তান	৮৮তম **
E-Government Development – ২০২২	ডেনমার্ক **	দক্ষিণ সুদান	১১১তম ***
বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক ২০২৩	নরওয়ে *	উত্তর কোরিয়া	১৬৩তম **
আইনের শাসন সূচক ২০২৩	ডেনমার্ক ***	কঙ্গো	১২৪তম **
বিশ্ব সুখ সূচক ২০২৩***	ফিনল্যান্ড	আফগানিস্তান	১১৮তম
গণতন্ত্র সূচক ২০২২	নরওয়ে	আফগানিস্তান	৭৩তম
জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচক- ২০২২	গ্রিস	দক্ষিণ সুদান	৩২তম*
হেনলি পাসপোর্ট সূচক- ২০২৩	৬টি দেশ	আফগানিস্তান	৯৭তম
বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচক- ২০২৩	আফগানিস্তান	ভুটান	৪৩তম
সামরিক সূচক ২০২৩***	১ম–যুক্তরাষ্ট্র, ২য়–চীন,	ভুটান	৩৭তম**
দুর্নীতি ধারণা সূচক- ২০২২	সোমালিয়া	ডেনমার্ক	১২তম
বায়ু দূষণ সমীক্ষা–২০২৩	শাদ/চাঁদ	-	৫ম
ডিজিটাল জীবনমান সূচক – ২০২৩	ফ্রান্স	ইয়েমেন	৮২তম
বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক– ২০২৩	-	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	৮১তম
বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য সূচক***	আইসল্যান্ড	আফগানিস্তান	৫৯তম
EIU-এর ব্যয়বহুল সূচক– ২০২৩	জুরিখ ও সিঙ্গাপুর	দামেস্ক, সিরিয়া	

- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- তৃতীয়।
- বায়ু দূষণে রাজধানী ঢাকার অবস্থান – পঞ্চম।
- শীর্ষ পারমাণবিক উৎপাদনকারী দেশ – যুক্তরাষ্ট্র।
- ২০২২ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশি সবচেয়ে বেশি শ্রমিক গমন করে– সৌদি আরব (৫৩.৯২%)

আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলন ***

নাম	তম	সময়কাল	স্থান
ব্রিকস **(BRICS)**	১৫তম	২২-২৪ আগস্ট, ২০২৩*	জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা
	১৬তম	২০২৪**	রাশিয়া
জি-৭ **(G-7)***	৪৯তম	১৯-২১ মে, ২০২৩**	হিরোশিমা, জাপান
	৫০তম	২০২৪***	ইতালি
	৫১তম	২০২৫	কানাডা
জি-২০ **(G-20)**	১৮তম**	৯-১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	প্রগতি ময়দান, নয়াদিল্লি, ভারত
	১৯তম	২০২৪**	রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল
	২০তম	২০২৫	দক্ষিণ আফ্রিকা
ডি-৮ **(D-8)** ***	১০ম	২০২১	ঢাকা, বাংলাদেশ
	১১তম	২০২৪	মিশর
কমনওয়েলথ	২৭তম	২০২৪**	সামোয়া
NATO	৩৩তম	১১-১২ জুলাই, ২০২৩	ভিলনিয়াস, লিথুনিয়া
	৩৪তম	৯-১১ জুলাই, ২০২৪	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র
অ্যাপেক APEC)	৩০তম	১১-১৭ নভেম্বর, ২০২৩	সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র
	৩১তম	২০২৪	পেরু
আরবলীগ	৩২তম	১৯ মে, ২০২৩	জেদ্দা, সৌদি আরব
OIC	১৫তম	২০২৩	গাম্বিয়া
সার্ক (SAARC)	২০তম	-	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা
LDC-5 সম্মেলন	৫ম	৫-৯ মার্চ, ২০২৩	দোহা, কাতার***
ন্যাম* (NAM)	১৯তম	১৫-২০ জানুয়ারি, ২০২৪	কামপালা, উগান্ডা
ASEAN	৪৪তম	২০২৪	লাওস
SDG সম্মেলন	-	১৮-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

UNGAএর ৭৮তম অধিবেশন

UNGA	UN General Assembly
আয়োজন	৭৮তম
শুরু হয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৩
স্থান	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
সভাপতি	ডেনিস ফ্রান্সিস
সভাপতির দেশ	ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো

জাতিসংঘের বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলনঃ কপ-২৮

- **সময়কাল**– ৩০ নভেম্বর – ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩।
- **অনুষ্ঠিত হয়** – এক্সপো সিটি, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- **সভাপতি** – আহমেদ আল জাবের (সংযুক্ত আরব আমিরাত)
- **অংশগ্রহণ করে** – UNFCCC এর সদস্য দেশগুলো।
- **COP এর পূর্ণরূপ** – Conference of the Parties.
- **'কপ-২৮' এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের প্রধান** – তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং পরিবেশবিদ হাছান মাহমুদ।
- **১৯৮টি দেশ ও অঞ্চলের প্রায় ৭০ হাজার লোক কপ-২৮ সম্মেলনে যোগদান করায় সর্বকালের বৃহত্তম জলবায়ুবিষয়ক সম্মেলন হয় এটি।**

COP -28 এ গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ঘটনাসমূহ নিম্নরূপ

- ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করার বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিকারী দেশ অন্তবর্তীকালীন জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ও কার্বন দূষণ কমানো এবং কষ্টসাধ্য এমন খাতে কার্বন নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ (CCS) প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।
- গ্লোবাল স্টকটেক নামে মূল দলিল গৃহীত হয় ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি প্রধানত দায়ী সেটি মেনে নেয়– জাতিসংঘ।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির সক্ষমতা তিন গুণ বৃদ্ধি করতে সম্মত হন বিশ্ব নেতারা। ২-৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ গ্লোবাল এক্সিলারেশন ফর ডিকার্বনাইজেশন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১১৮টি দেশ। বিশ্বব্যাপী নবায়নযোগ্য শক্তির সক্ষমতা বর্তমানে ৩.৪ টেরাওয়াট থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ১১ টেরাওয়াটে উন্নীত করা। ৫০টি জ্বালানি উৎপাদক কোম্পানি ডিকার্বনাইজেশন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যারা বিশ্বব্যাপী ৪০ শতাংশের বেশি তেল ও গ্যাস উৎপাদন করে।
- ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ জলবায়ুভিত্তিক প্রকল্পগুলোই অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে সংযুক্ত আরব আমিরাত ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি 'আলতেরা' নামে বেসরকারি বিনিয়োগ তহবিল গঠন করে। ২০৩০ সালে ২৫০০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে
- সংযুক্ত আরব আমিরাত ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের (NTD) সঙ্গে লড়াই করার জন্য ৭৭৭ বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠনের ভিত্তি তৈরি করে।
- জলবায়ু ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলা সংক্রান্ত তহবিল 'লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ড' পুনর্গঠন করে।
- **ক্লাইমেট ভালনারেভল ফোরামের (CVF) নতুন সভাপতি হয়**– ক্যারিবীয় দেশ বার্বাডোস
- **কপ-২৮ সম্মেলনে 'কনসার্ট ফর ক্লাইমেট' এ ১৪০টি ভাষায় গান গেয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন – সুচেথা সতীশ।**

জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনঃ COP -27

- **সময়** – ৬ নভেম্বর – ১৮ নভেম্বর, ২০২২।
- **অনুষ্ঠিত হয়**– শার্ম আল শেখ, মিশর।
- **স্লোগান**- Together for Implementation.
- **অংশগ্রহণকারী দেশ**– ১৯৮টি।

COP -27 এ গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ঘটনাসমূহ নিম্নরূপ

- **'Loss and Damage Fund'** গঠনের অঙ্গীকার করেন – ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
- **G-7 ও V-20** মিলে একটি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করে যা – Global Shield
- বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ রাখা – ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।
- বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও কেনিয়া অর্জন করে – 'অভিযোজন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' (CGA)
- বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞগণ ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোতে তাদের তহবিল দ্বিগুণ করার প্রস্তাব দেন – ২০২৫ সাল থেকে।

পরবর্তী COP সম্মেলন		
সম্মেলনের নাম	*সময়কাল*	*সম্মেলন স্থল*
COP-29	২০২৪	বাকু, আজারবাইজান
COP-30	২০২৫	বেলেম, ব্রাজিল
COP-33	২০২৮	আয়োজনে আগ্রহী ভারত

IMEC (আইমেক)

ভারত, পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে আর্থিক কর্মকাণ্ডে গতি আনতে 'জি-২০' সম্মেলনে বিশ্ব নেতারা এক নতুন রেল ও জাহাজ চলাচলের করিডর আইমেক ঘোষণা করে।

- **চীনকে ঠেকাতে ভারত-পশ্চিমাদের নতুন অর্থনৈতিক করিডর** – আইমেক।
- **IMEC এর পূর্ণরূপ**- India-Middle East-Europe Economic Carridor.
- **গঠিত হয়** – ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ভারতের নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'জি-২০' সম্মেলনে।
- **অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত করবে** – দুটি পথকে (রেল যোগাযোগ ও জাহাজ চলাচল)
- **সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে**– ভারত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
- **আইমেক এর বিকল্প**– চীনের BRI ও ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড (OBOR)

বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ***

সংস্থা	প্রধান
জাতিসংঘ (UN)***	অ্যান্তোনিও গুতেরেস, পর্তুগাল (৯ম মহাসচিব)
বিশ্বব্যাংক (WB)**	অজয় বাঙ্গা, ১৪ তম (ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক)
OIC	হুসেইন ইব্রাহীম তাহা, ১২তম (শাদ/চাদ)
কমনওয়েলথ **	প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড (যুক্তরাজ্য)
বিমসটেক (BIMSTEC)	ইন্দ্রা মনি পান্ডে (ভারত)
IMF	ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা (বুলগেরিয়া)
ইউনেস্কো (UNESCO)*	আন্দ্রে আজুলে (ফ্রান্স)
ন্যাটো (NATO)**	জেনস স্টলেনবার্গ (নরওয়ে)
আসিয়ান (ASEAN)	কাউ কিম হাওরন ১৫তম (কম্বোডিয়া)
সার্ক (SAARC)*	গোলাম সারওয়ার, ১৫তম (বাংলাদেশ)*
আরব লীগ	আহমেদ আবুল ঘেইত (মিশর)

ফিফা (FIFA)	জিয়ান্না ইনফান্তিনো (সুইজারল্যান্ড)
FAO (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)	কিউ দানগিউ (চীন)
D-8	ইসিয়াকা আব্দুল কাদির ইমাম (নাইজেরিয়া)
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল	অ্যাগনেস কাল্লামার্ড (ফ্রান্স)
WHO - মহাপরিচালক	তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস, ৯ম (ইথিওপিয়া)
WTO (ডব্লিউটিও)*	গোজী ওকোনজো উইয়ালা (নাইজেরিয়া)
ইউরোপীয় কমিশন (EEC)	উরসুলা ভন ডার লিয়েন (জার্মানি)
OPEC	হাইতাম আল ঘাইস (কুয়েত)

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ও সর্বশেষ দেশ

নাম	সদস্য	সর্বশেষ সদস্য
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO)	১৬৪	আফগানিস্তান (২০১৬)
ওপেক (OPEC)	১২	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (২০১৮)
ন্যাটো (NATO)	৩১	ফিনল্যান্ড (৪ এপ্রিল, ২০২৩)
ফিফা (FIFA)	২১১	জিব্রাল্টার (২০১৬)
আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)	৫৫	দক্ষিণ সুদান (২০১৭)
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)	২৭	ক্রোয়েশিয়া (২০১৩)
শেনজেনভুক্ত দেশ ***	২৭	ক্রোয়েশিয়া (২০২৩)
সিরডাপ (CIRDAP)	১৫	ফিজি (২০১০)
ইউরো জোনের সদস্য ***	২০	ক্রোয়েশিয়া (১ জানুয়ারি, ২০২৩)
ইউনেস্কো (UNESCO)	১৯৪	ফিলিস্তিন (২০১৮)
বিশ্বব্যাংক ***	১৮৯	নাউরু
IMF ***	১৯০	এন্ডোরা (২০২০)
বিমস্টেক (BIMSTEC)	৭	নেপাল ও ভুটান (২০০৪)
সার্ক (SAARC)	৮	আফগানিস্তান (২০০৭)
আই এল ও (ILO)	১৮৭	টোঙ্গা
IAEA (আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা)	১৭৮	-
LDC (Least Developed Countries)**	৪৫	সর্বশেষ বের হয়– ভুটান (১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩)
FAO	১৯৭	ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ সুদান
WHO	১৯৪	দক্ষিণ সুদান
ইন্টারপোল (Interpol)	১৯৬	পালাউ (২৮ নভেম্বর, ২০২৩)
BRICS***	১০	সর্বশেষ ৫টি দেশ (মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত)
New Development Bank (NDB)**	৮	মিশর (২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)
সাংহাই সহযোগীতা সংস্থা (SCO)***	৯টি	ইরান (৪ জুলাই, ২০২৩)
G-20	২১টি	আফ্রিকান ইউনিয়ন (৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)
ICC (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত)	১২৪	আর্মেনিয়া (১৪ নভেম্বর, ২০২৩)

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত কিছু প্রেসিডেন্ট

দেশ	প্রেসিডেন্ট	দেশ	প্রেসিডেন্ট
ইসরায়েল	আইজ্যাক হেরজগ	দক্ষিণ কোরিয়া	ইউন-সক ইয়ল
জিম্বাবুয়ে	এমারসন মানানগাগুয়া	সিঙ্গাপুর	থারমান শানমুজারত্নম
মালদ্বীপ	মোহাম্মদ মুইজ্জো	ইরান	ইব্রাহিম রাইসি
ভারত	দ্রৌপদী মুর্মু (১৫তম)	ফিলিস্তিন	মাহমুদ আব্বাস
নেপাল	রামচন্দ্র পাওডেল	ব্রাজিল	লুলা দা সিলভা
শ্রীলঙ্কা	রনিল বিক্রমাসিংহে	দক্ষিণ আফ্রিকা	সিরিল রামাফোসা
তুরস্ক	রিসেপ তাইপে এরদোগান	আর্জেন্টিনা	জাভিয়ের মিলেই
কিউবা	মিগুয়েল দিয়াজ কানেল**	ফ্রান্স	ইমানুয়েল ম্যাক্রো
যুক্তরাষ্ট্র	জো বাইডেন (৪৬তম)	উত্তর কোরিয়া	কিম জং উন
রাশিয়া	ভ্লাদিমির পুতিন	ইন্দোনেশিয়া	জোকো উইদোদো
চীন	শি জিন পিং	ইউক্রেন	ভলোদিমির জেলেনস্কি
মিয়ানমার	লে. জে. মিন্ট সুয়ে	নাইজেরিয়া	বোলা আহমেদ তিনুবু

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত কিছু প্রধানমন্ত্রী

দেশ	*প্রধানমন্ত্রী*	*দেশ*	*প্রধানমন্ত্রী*
ভারত	নরেন্দ্র মোদী (১৬তম)	জাপান	ফুমিও কিশিদা (১০০তম)
নেপাল	পুষ্প কমল দাহাল	ইসরাইল	বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু **
ভুটান	শেরিং তোবগে	ফিলিস্তিন	মোহাম্মদ শাতায়াহ
সৌদি আরব	মোহাম্মদ বিন সালমান	অস্ট্রেলিয়া	অ্যান্তনি আলবানিজ
কানাডা	জাস্টিন ট্রুডো*	নিউজিল্যান্ড	ক্রিস্টোফার লুক্সন
চীন	লি কিয়াং	জার্মানি	ওলাফ শলৎস (চ্যান্সেলর)
দক্ষিণ কোরিয়া	হ্যান ডাক সু	ফ্রান্স	গ্যাব্রিয়েল আতাল
ইতালি	জর্জিয় মেলোনি	শ্রীলঙ্কা	দিনেশ গুণাবর্ধনে
মালয়েশিয়া	আনোয়ার ইব্রাহিম	রাশিয়া	মিখাইল মিশুস্তিন
যুক্তরাজ্য	ঋষি সুনাক (৫৭তম) তাঁর রাজনৈতিক দল-কনজারভেটিভ পার্টি (২০ অক্টোবর, ২০২২)		

বিভিন্ন দেশের বর্তমান রাজা-বাদশা

রাজা তৃতীয় চার্লস (যুক্তরাজ্য)	মুকুট পরে সিংহাসনে বসেন- ৬ মে, ২০২৩
সালমান বিন আব্দুল আজিজ	সৌদি আরব
নারুহিতো	জাপানের ১২৬তম সম্রাট
ইব্রাহিম সুলতান ইস্কান্দার	মালয়েশিয়ার নতুন রাজা
দশম ফ্রেডেরিক	ডেনমার্কের বর্তমান রাজা

সম্প্রতি কয়েকটি স্বাধীনতাকামী প্রদেশ

স্বাধীনতাকামী প্রদেশ	*অংশ*	*স্বাধীনতাকামী প্রদেশ*	*অংশ*
ক্যালিফোর্নিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	বাংসামারো	ফিলিপাইন
কাতালোনিয়া	স্পেন	আবখাজিয়া, দক্ষিণ ওশেটিয়া	রাশিয়া
কুর্দিস্তান ***	ইরাক	তাতারিস্তান	
নিউ ক্যালিডোনিয়া	ফ্রান্স	ইরিয়ান জায়া, বান্দা আচেহ	ইন্দোনেশিয়া
কারেন রাজ্য ***	মিয়ানমার	পশ্চিম পাপুয়া, পশ্চিম তিমুর	

অর্থনীতি

- বিশ্ব ব্যাংক থেকে সবচেয়ে বেশি ঋণ গ্রহণ কারী দেশ– ভারত।
- বর্তমান বিশ্বে বৃহত্তম সাহায্যদাতা দেশ– যুক্তরাষ্ট্র।
- বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণকারী শীর্ষ দেশ – আফগানিস্তান।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক (FAO) পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি-২০২৩ [রিপোর্ট প্রকাশ- ২৯ নভেম্বর, ২০২৩]

বিষয়	শীর্ষ দেশ	বাংলাদেশ
খাদ্য আমদানি	চীন	৩য়
খাদ্য রপ্তানি	যুক্তরাষ্ট্র	-
ধান উৎপাদন	চীন	৩য়
চাল আমদানি	চীন	৩য়
চাল রপ্তানি	ভারত	৫২তম
গম উৎপাদন	চীন	৫০তম
গম আমদানি	ইন্দোনেশিয়া	৭ম
গম রপ্তানি	রাশিয়া	-
ভুট্টা উৎপাদন	যুক্তরাষ্ট্র	৩০তম
ভুট্টা আমদানি	চীন	২৬তম
ভুট্টা রপ্তানি	যুক্তরাষ্ট্র	৫৫তম
চিনি উৎপাদন	ব্রাজিল	৩৬তম
আলু উৎপাদন	চীন	৭ম
সয়াবিন তেল উৎপাদন	চীন	১৮তম
সবজি উৎপাদন	চীন	২০তম
ফল উৎপাদন	চীন	৩৭তম
পাম-অয়েল উৎপাদন	ইন্দোনেশিয়া	-
মৎস উৎপাদন	চীন	৮ম
সামুদ্রিক মাছ আহরণ	চীন	৩০তম
মিঠা পানির মাছ উৎপাদন	চীন	৫ম

কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০২২ *(রিপোর্ট প্রকাশ- মে, ২০২৩)*

কৃষি ফসল	*জেলা*	*কৃষি ফসল*	*জেলা*
ধান, মাছ ***	ময়মনসিংহ	তামাক	কুষ্টিয়া
পাট, মসুর, পেঁয়াজ	ফরিদপুর	তুলা, কলা	ঝিনাইদহ
গম ***	ঠাকুরগাঁও	চা	মৌলভীবাজার
ভুট্টা, লিচু *	দিনাজপুর	আলু ***	বগুড়া
আখ/ ইক্ষু	নাটোর	সয়াবিন তেল	লক্ষ্মীপুর
আম	রাজশাহী	পেয়ারা	চট্টগ্রাম
কাঁঠাল	গাজীপুর	আনারস	টাঙ্গাইল
আদা ও কমলা	রাঙ্গামাটি	চিংড়ি মাছ	সাতক্ষীরা

বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান–২০২৩ *[FAO তথ্য বাতায়ন- অক্টোবর, ২০২৩]*

অবদান	অবস্থান
ইলিশ উৎপাদনে	প্রথম
পাট উৎপাদন, কাঁঠাল উৎপাদন, তৈরি পোষাক রপ্তানিতে	দ্বিতীয়
ধান, চাল উৎপাদন	তৃতীয়
জামের মতো ফল ও সুগন্ধী মসলা উৎপাদনে	চতুর্থ
আলু, আদা, বেগুন, পেঁয়াজ উৎপাদনে	সপ্তম
চা, কুমড়া উৎপাদনে	অষ্টম
আম, পেয়ারা, ফুলকপি উৎপাদনে	নবম

দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ

MEI এর মতে ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী হবে

- ৪৬টি দেশের মধ্যে শীর্ষ দেশ হবে– ভারত (জিডিপির হার– ৬.৪%)
- দ্বিতীয় দ্রুত বর্ধনশীল দেশ হবে– বাংলাদেশ (জিডিপির হার– ৬.৩%)
- ৪৮টি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতির দেশ হবে– আর্জেন্টিনা (১৫৬.৯%)
- মুদ্রাস্ফীতির হারে বাংলাদেশের অবস্থান হবে– ৪র্থ (৭.৩%)

আমার গ্রাম আমার শহর (পল্লী উন্নয়নের মেগা প্রকল্প)

- একনেকে পাস হয় – ১৮ জুলাই, ২০২৩।
- প্রকল্পটির মেয়াদ – জুলাই, ২০২৩-জুন, ২০২৬।
- বাস্তবায়ন করবে – স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
- উদ্দেশ্য – শহরের চাপ কমিয়ে দেশজুড়ে সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ।
- বর্তমানে পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র– ৪টি (কুমিল্লা, বগুড়া, রংপুর ও জামালপুর)

খেলাধুলা

ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ	চন্দ্রিকা হাথুরুসিংহে (শ্রীলঙ্কা)
জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের কোচ	হাসান তিলকরত্ন (শ্রীলঙ্কা)

জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	টেস্ট	সাকিব আল হাসান (পরিবর্তনশীল তথ্য)
	ওয়ানডে	
	টি-টোয়েন্টি	
জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	ওয়ানডে	নিগার সুলতানা জ্যোতি
	টি-টোয়েন্টি	

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের স্ট্যাটাস লাভ

ফরম্যাট	*স্ট্যাটাস লাভ*
ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ	২০১১ সালে
টি-২০ স্ট্যাটাস লাভ	২০১১ সালে
টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ	১ এপ্রিল, ২০২১ সালে

ফুটবল

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর সভাপতি	কাজী সালাউদ্দিন
জাতীয় ফুটবল দলের কোচ	হাবিয়ের কাবরেরা (স্পেন)
জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক	জামাল ভূঁইয়া
প্রমীলা ফুটবল দলের অধিনায়ক	সাবিনা খাতুন

সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ- ২০২৩

চ্যাম্পিয়ন	ভারত, রানার্সআপ- কুয়েত
সময়কাল	২১ জুন – ৪ জুলাই, ২০২৩
আয়োজক	ভারত
সেরা খেলোয়াড়	সুনীল ছেত্রী (ভারত)
সর্বোচ্চ গোলদাতা	সুনীল ছেত্রী (৫টি গোল)
সেরা গোল রক্ষক	আনিসুর রহমান জিকো (বাংলাদেশ)

ফিফা দ্য বেস্ট অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ (ঘোষণা-২০২৪)**

বর্ষসেরা ফুটবলার	পুরুষ	লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনা
	মহিলা	আইতানা বোনমাতি, স্পেন
বর্ষসেরা কোচ	পুরুষ	পেপ গার্দিওলা (ক্লাব- ম্যানচেস্টার সিটি)

- ➢ মেসি 'ফিফা দ্য বেস্ট' হন – ৩ বার (২০১৯, ২০২২ এবং ২০২৩)
- ➢ বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের জন্য 'ফেয়ার প্লে' অ্যাওয়ার্ড লাভ করে – ব্রাজিল।

উয়েফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়

২০২৩ বর্ষসেরা খেলোয়াড়	পুরুষ	আর্লিং হালান্ড, নরওয়ে (ক্লাব- ম্যানচেস্টার সিটি)
	মহিলা	বনমাতি (ক্লাব-বার্সেলোনা)

ফিফা ব্যালন ডি'অর ২০২৩

১৯৫৬ সাল থেকে ফ্রান্সের ফুটবল ম্যাগাজিন প্রতিবছর 'ব্যালন ডি'অর' মর্যাদাপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড এর আসর বসে– ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের থিয়েটার দ্য শ্যালেতে।

সেরা খেলোয়াড়	পুরুষ****	লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনা
	নারী	আইতানা বোনমাতি, স্পেন
লেভ ইয়াসিন ট্রফি (সেরা গোল রক্ষক)		এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, আর্জেন্টিনা
গার্ড মুলার ট্রফি (সেরা স্ট্রাইকার)		আর্লি হালান্ড, নরওয়ে
সক্রেটিস পুরস্কার (দাতব্য কাজে সম্পৃক্ততা)		ভিনিসিয়াস জুনিয়র, ব্রাজিল
বর্ষ সেরা ক্লাব (পুরুষ)		ম্যানচেস্টার সিটি, ইংল্যান্ড
প্রথম ফুটবলার হিসেবে ৮ বার ব্যালন ডি'অর বিজয়ী***		লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনা

২০২৩ ফিফা মহিলা বিশ্বকাপ

আসর	নবম, মোট দল- ৩২টি, মোট ম্যাচ- ৬৪টি
সময়	২০ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট, ২০২৩
স্বাগতিক দেশ	অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
চ্যাম্পিয়ন	স্পেন, রানার্স আপ– ইংল্যান্ড
সেরা খেলোয়াড়	আইতানা বোনমাতি, স্পেন (গোল্ডেন বল বিজয়ী)
সর্বোচ্চ গোলদাতা	হিনাতা মিয়াজাওয়া, জাপান (গোল্ডেন বুট বিজয়ী)

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৩

আয়োজক দেশ	সংযুক্ত আরব আমিরাত
অংশগ্রহণকারী দল	৮টি
চ্যাম্পিয়ন	বাংলাদেশ (প্রথম শিরোপা)***
রানার আপ	সংযুক্ত আরব আমিরাত
প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট	আশিকুর রহমান শিবলী, বাংলাদেশ
সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী	আশিকুর রহমান শিবলী (৩৭৮ রান)
সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী	রাজ লিম্বানি, ভারত (১২ উইকেট)

১৬তম এশিয়া কাপ-২০২৩

আয়োজক দেশ	পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা
অংশগ্রহণকারী দল	৬টি (মোট ম্যাচ– ১৩টি)
চ্যাম্পিয়ন	ভারত (৮ম শিরোপা)
রানার্সআপ	শ্রীলঙ্কা
সর্বাধিক রান	শুভমান গিল (৩০২)
সর্বাধিক উইকেট	মতীশ পতিরণ
টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়ার	কুলদীপ যাদব
ফাইনালে ম্যাচ সেরা খেলোয়ার	মো. সিরাজ

১৩তম আইসিসি পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ

আয়োজক	ভারত (৫ অক্টোবর-১৯ নভেম্বর, ২০২৩)
চ্যাম্পিয়ন	অস্ট্রেলিয়া (ষষ্ঠ শিরোপা) রানার-আপ- ভারত
ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়	নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ, ভারত
অংশগ্রহণকারী দল	১০টি (খেলার সংখ্যা- ৪৮টি)
ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট ও সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী	বিরাট কোহলি (ভারত) রান- ৭৬৫, সেঞ্চুরি- ৩টি
ম্যান অব দ্যা ফাইনাল, ফাইনালে সেঞ্চুরিয়ান	ট্রাভিস হেড (অস্ট্রেলিয়া)
সর্বাধিক উইকেটধারী	মোহাম্মদ শামি (ভারত) উইকেট- ২৪টি।
সর্বোচ্চ দলীয় রান	দক্ষিণ আফ্রিকা (৪২৮ রান)
সর্বনিম্ন দলীয় রান	শ্রীলঙ্কা (৫৫ রান)
বাংলাদেশ জয়লাভ করে	২টি ম্যাচ (আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা)
বাংলাদেশের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান	মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ
একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরিয়ান	গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (অস্ট্রেলিয়া)
ইতিহাসে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ উইকেট পান	মোহাম্মদ শামি, ভারত (৭ উইকেট)

কাতার ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল

যততম আসর	২২ তম (সময়- ২০ নভেম্বর - ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২)
অফিসিয়াল ফুটবলের নাম	আল রিহলা (Asidas Al Rihla) অর্থ ভ্রমণ
মাস্কট	লায়েব (La'eeb) অর্থ দক্ষ খেলোয়াড়
মোট ম্যাচ	৬৪টি (মোট গোল- ১৭২টি)
উদ্বোধনী ম্যাচ	২০ নভেম্বর, ২০২২ (আল-বাইত স্টেডিয়াম)
ফাইনাল ম্যাচ	১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম)
চ্যাম্পিয়ন দেশ	আর্জেন্টিনা (৩৬ বছর পর ৩য় বার); রানার্স আপ– ফ্রান্স
সেরা খেলোয়াড়/গোল্ডেন বল বিজয়ী	লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনা (৭ গোল)
সর্বোচ্চ গোল দাতা/ গোল্ডেন বুট বিজয়ী	কিলিয়ান এমবাপ্পে, ফ্রান্স (৮ গোল)
সেরা গোল রক্ষক/ গোল্ডেন গ্লাভস বিজয়ী	এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, আর্জেন্টিনা
প্রথম গোল করেন	ভ্যালেন্সিয়া, ইকুয়েডর
প্রথম হ্যাটট্রিক করেন	গনসালো রামোস, পর্তুগাল

- ➢ বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম আয়োজক মুসলিম দেশ – কাতার।
- ➢ কাতারের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম – লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম।
- ➢ বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলে দেওয়ার আগে মেসিকে পরিয়ে দেওয়া হয়– বিশ্‌ত
- ➢ ২০১৮ সালে ২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- রাশিয়ায় (চ্যাম্পিয়ন হয়- ফ্রান্স)
- ➢ ফিফা আয়োজিত 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' নামে খ্যাত- বিশ্বকাপ ফুটবল।

১৯তম এশিয়ান গেমস ২০২৩

সময়	২৩ সেপ্টেম্বর-৮ অক্টোবর, ২০২৩
আয়োজক	চীন (জেঝিয়াং প্রদেশের হাংঝু শহরে)
সবচেয়ে বেশি পদক পায়	চীন (৩৮৩টি পদক), দ্বিতীয়– জাপান
বাংলাদেশ পদক পায়	২টি (ব্রোঞ্জ) ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেট ইভেন্টে
ফুটবলে স্বর্ণ পদক পায়	দক্ষিণ কোরিয়া
ক্রিকেটে স্বর্ণ পদক পায়	ভারত
২০তম এশিয়ান গেমস– ২০২৬ হবে	নাগোয়া, জাপান ***

টেনিস (গ্রান্ডস্লাম টুর্নামেন্ট)

টুর্নামেন্ট	*স্থান*	*পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন*	*মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন*
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২৩	মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া	নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)	আরিনা সাবালেঙ্কা (বেলারুশ)
ফ্রেঞ্চ ওপেন ২০২৩	প্যারিস, ফ্রান্স	নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)	ইগা সিওনতেক (পোল্যান্ড)
উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	কার্লোস আলকারাজ (স্পেন)	মার্কেতা ভন্দ্রোসোভা (চেক প্রজাতন্ত্র)
ইউএস ওপেন ২০২৩	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)	কোকো গফ (যুক্তরাষ্ট্র)

আগাম আসরগুলো (প্রতি বছর ১/২ টি প্রশ্ন থাকে)***

তম	*টুর্নামেন্ট*	*সাল*	*আয়োজক*
১৭তম	ইউরো ফুটবল	২০২৪	জার্মানি
৪৮তম	কোপা আমেরিকা	২০২৪	যুক্তরাষ্ট্র
২৩তম	বিশ্বকাপ ফুটবল	২০২৬	৩টি দেশ (কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো)
২৪তম	বিশ্বকাপ ফুটবল	২০৩০	৩টি মহাদেশের ৬টি দেশে (আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো)
২৫তম	বিশ্বকাপ ফুটবল	২০৩৪	সৌদি আরব

তম	*ক্রিকেট টুর্নামেন্ট*	*সাল*	*আয়োজক*
১৩তম	আইসিসি নারী বিশ্বকাপ	২০২৫	ভারত
১৪তম	বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২৭	দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে
১৫তম	বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০৩১	বাংলাদেশ(সহ আয়োজক ভারত)

তম	*টি-২০ বিশ্বকাপ*	*সাল*	*আয়োজক*
৯ম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৪	ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র
১০তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৬	ভারত
১১তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৮	অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
১২তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০৩০	ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড

৯ম	নারী টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৪	বাংলাদেশ
১০ম	নারী টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৬	ইংল্যান্ড ও ওয়েলস

তম	*অলিম্পিক গেমস*	*সাল*	*আয়োজক*
৩৩তম	গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০২৪	প্যারিস, ফ্রান্স
৩৪তম	গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০২৮	লস এঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র
৩৫তম	গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০৩২	ব্রিজবেন, অস্ট্রেলিয়া
২৫তম	শীতকালীন অলিম্পিক	২০২৬	মিলান এবং কর্টিনা, ইতালি
১৭তম	প্যারা অলিম্পিক	২০২৪	প্যারিস, ফ্রান্স

তম	*এশিয়ান গেমস*	*সাল*	*আয়োজক*
২০তম	এশিয়ান গেমস	২০২৬	নাগোয়া, জাপান
২১তম	এশিয়ান গেমস	২০৩০	দোহা, কাতার
২২তম	এশিয়ান গেমস	২০৩৪	রিয়াদ, সৌদি আরব
১৪তম	সাউথ এশিয়ান গেমস (সাফ গেমস)	২০২৪	পাকিস্তান

তম	*শিরোপার নাম*	*সাল*	*আয়োজক*
৯ম	আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি	২০২৫	পাকিস্তান
১০ম	আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি	২০২৭	ভারত

তম	*আসরের নাম*	*সাল*	*আয়োজক*
২৩তম	কমনওয়েলথ গেমস	২০২৬	ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল

যততম আসর	২৩তম আসর
আয়োজক দেশ	৩টি (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো)
অংশগ্রহণ করবে	৪৮ টি দেশ (৬টি কনফেডারেশন থেকে)
ভেন্যু	১৬টি
ফাইনাল ম্যাচ	মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

- ➢ ২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের আয়োজন করবে – কানাডা।

আগাম বার্তা

২০২৪	• রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লি-১ থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যুক্ত হবে ১২০০ মেগাওয়াট
২০২৫	• রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লি-২ থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যুক্ত হবে ১২শ মেগাওয়াট
২০২৬	• ৩০ বছরের গঙ্গার পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। (১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর চুক্তি হয়) • বাংলাদেশ LDC থেকে ২০২৬ সালে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে।
২০৩০	• টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (SDG) অর্জনের মেয়াদ শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর • পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সমান হবে (Planet 50:50)
২০৩১	• বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। • বিশ্ব এইডস মুক্ত হবে ২০৩১ সালে

২০৪১	• বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।
২০৪৭	• চীনে দ্বৈত নীতির মেয়াদ শেষ হবে।
২০৬২	• হ্যালির ধূমকেতু আবার দেখা যাবে (৭৬ বছর পর পর দেখা যায়)
২০৭১	• বাংলাদেশের স্বাধীনতার শতবর্ষ পালিত হবে।

পদক ও পুরস্কার

নোবেল পুরস্কার- ২০২৩

বিষয়	*নোবেল বিজয়ী*	*দেশ*	*অবদান*
চিকিৎসা	ক্যাটালিন কারিকো	হাঙ্গেরি	করোনা টিকা আবিষ্কারে অবদানের জন্য
	ড্রিউ উইসম্যান	যুক্তরাষ্ট্র	
পদার্থবিদ্যা	পিয়ের অ্যাগোস্টিনি	যুক্তরাষ্ট্র	পরমাণু এবং অণুর ভিতরে ইলেকট্রনের জগৎ নিয়ে পরীক্ষার জন্য
	ফেরেন্স ক্রাউজ	হাঙ্গেরি	
	অ্যান লিয়ের	ফ্রান্স	
রসায়ন	মুঙ্গি জি বাওয়েন্ডি	ফ্রান্স	কোয়ান্টাম ডট আবিষ্কার ও সংশ্লেষণের জন্য।
	আলেক্সি একিমভ	রাশিয়া	
	লুইস ব্রুস	যুক্তরাষ্ট্র	
সাহিত্য ***	ইয়োন জন ফসে	নরওয়ে	নাটক এবং গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের ভাষা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যারা কথা বলতে অক্ষম
শান্তি***	নার্গিস মোহাম্মদি (মানবাধিকারকর্মী)	ইরান	ইরানে নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং সবার জন্য মানবাধিকার ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে অবদান রাখায়।
অর্থনীতি ***	ক্লডিয়া গোল্ডিন	যুক্তরাষ্ট্র	মহিলাদের শ্রম উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য

- ❖ প্রতিটি নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য– ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা
- ❖ ২০২৩ সালে মোট নোবেল পেয়েছেন – ১১ জন। তার মধ্যে নারী– ৩ জন।
- ❖ নার্গিস মোহাম্মদিকে ইরানের শাসকরা ১৩ বার গ্রেফতার করেছে, পাঁচ বার দোষী সাব্যস্ত করেছে, সবমিলিয়ে ৩১ বছরের কারাদণ্ড ও ১৫৪টি বেত্রাঘাত করেছে। তিনি এখনো ইরানের এভিন কারাগারে বন্দী। কারাগারে থাকা অবস্থায় নোবেল প্রাপ্ত ৫ম ব্যক্তি।

নোবেল পুরস্কার-২০২২

বিষয়	*নোবেল বিজয়ী*	*দেশ*	*অবদান*
সাহিত্য *	অ্যানি এর্নো	ফ্রান্স	জেন্ডার, ভাষা ও শ্রেণিগত কারণে বিপুল বৈষম্যের শিকার হওয়া জীবনকে তিনি তুলে ধরার জন্য।
শান্তি***	অ্যালেস বিয়ালিয়াৎস্কি	বেলারুশ	বেলারুশ, রাশিয়া ও ইউক্রেনে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ভূমিকা রাখার জন্য ১ জন ব্যক্তি এবং ২টি প্রতিষ্ঠান লাভ করে
	'মেমোরিয়াল'	রাশিয়া	
	'সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিস'	ইউক্রেন	

৯৫তম অস্কার (একাডেমি অ্যাওয়ার্ড)–২০২৩***

- ➢ অস্কার পুরস্কার চালু হয়- ১৯২৮ সালে।
- ➢ প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়- ১৯২৯ সালে।
- ➢ পরিচিতি- চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অস্কার।
- ➢ প্রদান করা হয়- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউড থেকে।

৯৫তম অস্কার জয়ী চলচ্চিত্র	Everything Every Where All at once
সেরা পরিচালক	ড্যানিয়েল কোয়ান ও ড্যানিয়েল শেইনার্ট
সেরা অভিনেতা	ব্রেন্ডন ফ্রেজার
সেরা অভিনেত্রী	মিশেল ইয়ো

সাল	তম	পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্র
২০২২	৯৪তম	কোডা **
২০২১	৯৩তম	নোম্যাডল্যান্ড
২০২০	৯২তম	প্যারাসাইট

- ➢ ৯৫তম অস্কার প্রাপ্ত পরিচালক- ড্যানিয়েল কোয়ান ও ড্যানিয়েল শেইনার্ট
- ➢ সেরা অভিনেতা- ব্রেন্ডন ফ্রেজার। সেরা অভিনেত্রী- মিশেল ইয়ো।
- ➢ অস্কারের ইতিহাসে ১ম এশিয়ান নারী অভিনেত্রীর পুরস্কার পান- চীনা বংশোদ্ভূত মালয়েশিয়ার মিশেল ইয়ো। **
- ➢ ৯৫তম অস্কার পুরস্কার আসরে বাংলাদেশ থেকে 'বেস্ট ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্ম' বিভাগে মনোনীত চলচ্চিত্র– হাওয়া (পরিচালক- মেজবাউর রহমান সুমন)

গোল্ডেন গ্লোবস অ্যাওয়ার্ড-২০২৪

- ➢ আসর– ৮১তম। অনুষ্ঠিত হয়– ৭ জানুয়ারি, ২০২৪
- ➢ সেরা মোশন পিকচার– ওপেনহেইমার **
- ➢ সেরা চলচ্চিত্র নির্মাতা– ক্রিস্টোফার নোলান (ওপেনহেইমার চলচ্চিত্রের জন্য)
- ➢ অ্যানিমেটেড সিনেমা বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র– দ্য বয় অ্যান্ড দ্য হেরন (জাপান)
- ➢ সেরা অভিনেতা– সিলিয়ান মরফি

৭৬তম কান চলচ্চিত্র উৎসব- ২০২৩

- ❖ ৭৬তম আসরে সেরা চলচ্চিত্র (স্বর্ণ পাম)– অ্যানাটমি অব আ ফল।
- ❖ ৭৬তম আসরের স্বর্ণ পাম নির্মাতা– ফ্রান্সের জাস্টিন ত্রিয়েত।

পুলিৎজার পুরস্কার-২০২৩

- ➢ পুলিৎজার পুরস্কার ২০২৩ লাভ করে– অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এবং নিউইয়র্ক টাইমস।
- ➢ অবদান– রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সংবাদের জন্য।

বুকার পুরস্কার-২০২৩

পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি	পল লিঞ্চ (আয়ারল্যান্ড)***
যে উপন্যাসের জন্য	প্রফেট সং ***
পুরস্কারের অর্থমূল্য	৫০ হাজার পাউন্ড
পুরস্কার চালু	১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্য থেকে

আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার-২০২৩

পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি	জর্জি গসপদিনভ (বুলগেরিয়া)
যে উপন্যাসের জন্য	টাইম শেলটার
পুরস্কারের অর্থমূল্য	৫০ হাজার পাউন্ড
পুরস্কার চালু	২০০৫ সালে যুক্তরাজ্য থেকে

ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পুরস্কার-২০২৩

- ➢ পুরস্কার লাভ করে- মিউজিক ক্রসরোডস (জিম্বাবুয়ে)
- ➢ পুরস্কারের ক্ষেত্র – সৃষ্টিশীল অর্থনীতিতে তরুণদের উদ্যোগের জন্য প্রতি ২ বছর পরপর পুরস্কার দেওয়া হয়।
- ➢ পুরস্কার প্রবর্তন – ২০২১ সালে। অর্থমূল্য – ৫০ হাজার $
- ➢ ২০২১ সালে প্রথম পুরস্কার পায়– উগান্ডা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'মোটিভ ক্রিয়েশন লি.'

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা পদক-২০২৩

- ➢ পুরস্কার লাভ – জাতীয় নারী ফুটবল দল ও ৪ জন বিশিষ্ট নারী
  - ✓ পুরস্কার প্রাপ্ত নারী– গবেষণায়– ডা. সেঁজুতি সাহা
  - ✓ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় – নাসিমা আমান রবি ও অনিমা মুক্তি গোমেজ
  - ✓ রাজনীতিতে – শাহারা খাতুন (মরণোত্তর)
- ➢ ৮টি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ জন নারীকে দেওয়া হয়– ৮ আগস্ট।

Foundaton of SAARC Writers and Literature (FOSWAL)- 2023

- ➢ FOSWAL পুরস্কারের অপর নাম– সার্ক সাহিত্য পুরস্কার।
- ➢ প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়– ২০০১ সালে।
- ➢ ২০২৩ সালে ফসওয়াল পুরস্কার লাভ করে– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ➢ অবদান– বঙ্গবন্ধুর ৩টি গ্রন্থের জন্য (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়া চীন) পুরস্কার দেওয়া হয়– নয়া দিল্লি, ভারত
- ➢ পুরস্কার গ্রহণ করেন– রামেন্দ্র মজুমদার ও মফিদুল হক।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার- ২০২২ (ঘোষণা-২০২৩)

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র	কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া (পরিচালক– মুহাম্মদ কাইয়ুম), পরান (পরিচালক– রায়হান রাফি)**
শ্রেষ্ঠ স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	ঘরে ফেরা (নির্মাতা – এস এম কামরুল আহসান)
শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (নির্মাতা – শফিউল আলম ভূঁইয়া)
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা	চঞ্চল চৌধুরী
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী	জয়া আহসান (বিউটি সার্কাস) ও রিকিতা নন্দিনী (শিমু)
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক	সৈয়দা রুবাইয়াত হোসেন (শিমু)
আজীবন সম্মাননা	কামরুল আলম খান খসরু ও রোজিনা

- ➢ ২০২১ সালে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সেরা চলচ্চিত্র – নোনা জলের কাব্য (পরিচালক– রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত), লাল মোরগের ঝুঁটি (পরিচালক– নুরুল আলম আতিক)

মুজিব: একটি জাতির রূপকার

- ➢ চলচ্চিত্রের ইংরেজি নাম – MUJIB: THE MAKING OF A NATION
- ➢ চলচ্চিত্রের পরিচালক – শ্যাম বেনেগাল (ভারতীয় চলচ্চিত্রকার)
- ➢ নির্মিত হয় – বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায়।
- ➢ চলচ্চিত্রটির পরিবেশক – জাজ মাল্টিমিডিয়া।
- ➢ চিত্রনাট্য রচয়িতা – অতুল তিওয়ারি ও শামা জায়েদি।
- ➢ প্রযোজনা কোম্পানি – বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC) ও ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (NFDC)
- ➢ বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেন – আরেফিন শুভ (প্রাপ্ত বয়স্ক), তরুণ চরিত্রে অভিনয় করেন – দিব্য জ্যোতি।
- ➢ শেখ ফজিলাতুন্নেসার চরিত্রে অভিনয় করেছেন – নুসরাত ইমরোজ তিশা (প্রাপ্ত বয়স্ক), তরুণী চরিত্রে – প্রার্থনা দীঘি।
- ➢ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করেন – নুসরাত ফারিয়া।
- ➢ চলচ্চিত্রের 'অচিন পাখি' গানটির গীতিকার – জাহিদ আকবর।
- ➢ ফ্রান্সের ৭৫তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে চলচ্চিত্রটির ট্রেইলার প্রকাশ করা হয় – ১৯ মে, ২০২২ সালে।
- ➢ চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশে মুক্তি পায় – ১৩ অক্টোবর, ২০২৩।
- ➢ চলচ্চিত্রটি ভারত সহ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পায় – ২৭ অক্টোবর, ২০২৩।

ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কার

- ➢ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় নেতৃত্ব এবং সোচ্চার কণ্ঠস্বরের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয় – ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কার।
- ➢ ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কার-২০২৩ লাভ করেন – প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (১ ডিসেম্বর, ২০২৩)
- ➢ পুরস্কার প্রদান করেন– জাতিসংঘ এবং IMO সমর্থিত জোট 'Global Centre for Climate Mobility' (GCCM)

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননা

- ➢ কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল তৈরির জন্য ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মাননা লাভ করেন – প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- ➢ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মাননা পান – ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

রামন ম্যাগসেসে পুরস্কার-২০২৩ লাভকারী করভি রাখসান্দ

- ➢ করভি রাখসান্দ রামন ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপ্ত– ১৩তম বাংলাদেশি।*
- ➢ যে ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করেন – ইমারজেন্ট লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে
- ➢ করভি রাখসান্দ 'জাগো ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন – ২০০৭ সালে।
- ➢ এশিয়ার নোবেল খ্যাত রামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড ফিলিপাইন থেকে প্রবর্তিত হয় – ১৯৫৭ সাল থেকে
- ➢ প্রথম ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী বাংলাদেশি – তাহেরুন্নেসা আব্দুল্লাহ।

সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র

- ➢ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র "জনমের মুখ" পরিচালক- মান্নান হীরা।
- ➢ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র "একজন মহান পিতা" পরিচালক- মির্জা সাখাওয়াত হোসেন।
- ➢ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র "মধুমতি পাড়ের মানুষ: শেখ মুজিবুর রহমান" এর পরিচালক- তানভীর মোকাম্মেল ***
- ➢ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র "১৯৭১ সেইসব দিন" পরিচালক-হৃদি হক।
- ➢ জেমস বন্ড সিরিজের ২৫তম চলচ্চিত্রের নাম- No Time to Die
- ➢ সম্প্রতি আলোচিত চলচ্চিত্র- হাওয়া (পরিচালক- মেজবাউর রহমান সুমন)
- ➢ বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র-অপারেশন সুন্দরবন (পরিচালক- দীপঙ্কর দীপন)

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৩

- ➢ স্বাধীনতা পুরস্কার -২০২৩ পেয়েছে- ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠান
- ➢ পুরস্কার প্রদানের বিষয়- স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্য এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
- ➢ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক– স্বাধীনতা পুরস্কার।

বিশিষ্ট ব্যক্তি	অবদানের বিষয়
১. কর্নেল (অব) সামসুল আলম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২. এ জি মোহাম্মদ খুরশীদ	
৩. খাজা নিজাম উদ্দীন ভূঁইয়া	
৪. মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরী	
৫. সেলিম আল দীন (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৬. পবিত্র মোহন দে	সংস্কৃতি
৭. এ এস এম রকিবুল হাসান	ক্রীড়া
৮. বেগম নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ) ৯. ড. ফেরদৌসী কাদরী***	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
১০. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সমাজসেবা

একুশে পদক- ২০২৩

- ➢ রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বেসামরিক পুরস্কার– একুশে পদক। ২০২৩ সালে ১৯ জন ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠান একুশে পদক লাভ করেন।
- ➢ ২টি প্রতিষ্ঠান–১. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২. বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন

বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান	অবদানের বিষয়
খালেদা মনযুর ই-খুদা, হাজী মো. মজিবুর রহমান বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হক (মরণোত্তর)	ভাষা আন্দোলন
নওয়াজীশ আলী	শিল্পকলা
শিমুল ইউসুফ মাসুদ আলী খান	অভিনয়
জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়	আবৃত্তি
ড. মাযহারুল ইসলাম (মরণোত্তর) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (প্রতিষ্ঠান)*	শিক্ষা
মমতাজ উদ্দিন (মরণোত্তর)	মুক্তিযুদ্ধ
মো. শাহ আলমগীর (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা
মনোরঞ্জন ঘোষাল, গাজী আব্দুল হাকিম ফজল-এ-খোদা (মরণোত্তর)**	সংগীত
ড. মো. আবদুল মজিদ	গবেষণা

কনক চাঁপা চাকমা	চিত্রকলা
ড. মনিরুজ্জামান	ভাষা ও সাহিত্য
মো. সাইদুল হক (ব্যক্তি) বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন (প্রতিষ্ঠান)**	সমাজসেবা
মঞ্জুরুল ইসলাম (মরণোত্তর) আকতার উদ্দিন (মরণোত্তর)	রাজনীতি

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার- ২০২৩ (ঘোষণা-২০২৪)

- ১১টি বিভাগে পুরস্কার লাভ করে মোট– ১৬ জন।

ক্যাটাগরি	ব্যক্তি
কথাসাহিত্য	নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর ও সালমা বাণী
কবিতা	শামীম আজাদ
প্রবন্ধ ও গবেষণা	জুলফিকার মতিন
নাটক ও নাট্যসাহিত্য	মৃত্তিকা চাকমা ও মাসুদ পথিক
শিশু সাহিত্য	তপংকর চক্রবর্তী
অনুবাদ	সালেহা চৌধুরী
বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণা	সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ও মো. মুজিবুর রহমান
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা	আফরোজা পারভীন ও আসাদুজ্জামান আসাদ
আত্মজীবনী/ভ্রমণকাহিনী	ইসহাক খান
ফোকলোর	তপন বাগচী ও সুমনকুমার দাশ
বিজ্ঞান/কল্প/পরিবেশ বিজ্ঞান	ইনাম আল হক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক- ২০২৩

- ৩ জন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালের পদক লাভ করেন

ক্যাটাগরি	ব্যক্তি	অবদান
জাতীয় পদক	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান**	বেদে জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা 'ঠার' সংগ্রহের জন্য
	রনজিত সিংহ**	মণিপুরি 'বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য
আন্তর্জাতিক পদক	মাহেন্দ্র কুমার মিশ্র	বহু ভাষার শিক্ষা নিয়ে কাজ করার জন্য
	ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভারস অ্যাসোসিয়েশন	২১ ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ডেম গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন উপাধি দেওয়া হয়– নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন।

বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প

- সরকার মেগা প্রজেক্ট প্রকল্প গ্রহণ করেন– ২০০৯ সালে
- **মেগা প্রজেক্টগুলোকে "Fast Track Project" ঘোষণা করে–** ২০১৪ সালে
- "Fast Track Monitoring Authority – অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে
- **বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্ট–** ১০টি (পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, পদ্মা রেল সেতু, দোহাজারী-রামু-ঘুমধুম রেলপথ, রূপপুর পারমাবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহেশখালীতে এলএনজি টার্মিনাল, পায়রা সমুদ্র বন্দর ও মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর)

বিশ্বে বিভিন্ন ঘটনা চালুকারী হিসেবে বাংলাদেশ

5G সেবা চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	৯ম
পরমাণু ক্লাবের এলিট সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ	৩৩তম
এশিয়ায় মেট্রোরেল চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	২২তম
দক্ষিণ এশিয়ায় মেট্রোরেল চালুকারী হিসেবে বাংলাদেশ	৩য়
এশিয়ায় সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ	৪১তম
স্যাটেলাইট উত্তোলনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	৫৭তম
ই-পাসপোর্ট চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	১১৯তম

বিভিন্ন প্রকল্পের ডিজাইনার

প্রকল্পের নাম	ডিজাইনার
মেট্রোরেলের লোগোর ডিজাইনার	আলী আহসান নিশান
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনালের ডিজাইনার	রোহানি বাহারিন
কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশনের স্থপতি	মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল **

- পরিচিতি – বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল।
- অফিসিয়াল নাম – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল।
- অপর নাম- One city & Two towns. (চীনের সাংহা নগরের আদলে)
- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন – ১৪ অক্টোবর, ২০১৬ সালে।
- **নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়-** ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সা
- **টানেলের উদ্বোধন –** ২৮ অক্টোবর, ২০২৩।
- **যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয় –** ২৯ অক্টোবর, ২০২৩।
- **যুক্ত করেছে –** আনোয়ারা থেকে পতেঙ্গা পর্যন্ত, চট্টগ্রাম।
- **যে নদীতে নির্মিত হয় –** কর্ণফুলী নদীতে।
- দৈর্ঘ্য – ৩.৩২ কি.মি./৩৩১৫ মিটার (কর্ণফুলি নদীর ১৫০ ফুট নি দিয়ে ২ টিউব বিশিষ্ট টানেল) প্রস্থ – ১০ মিটার।
- **নির্মাণকারী, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়কারী প্রতিষ্ঠান** - চায় কমিউনিকেশন এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ (CCCC), চীন
- **সহায়তাকারী দেশ –** চীন।
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা –** বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
- **অর্থায়নে –** চীনের এক্সিম ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার।

বঙ্গবন্ধু টানেল নিয়ে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	
টানেলের মোট অ্যাপ্রোজ সড়কের দৈর্ঘ্য	৫.৩৫ কি.মি.
টানেল GDP'র প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে	০.১৭%
টানেল ভূমিকম্প সহনশীল	৯ মাত্রার
টানেলটি যুক্ত সংযোগ স্থাপন করবে	এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে
দক্ষিণ এশিয়ার নদীর তলদেশের প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক টানেল	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবু রহমান টানেল

দোহাজারি-কক্সবাজার রেলপথ

- প্রকল্পের নাম – দোহাজারি-কক্সবাজার রেললাইন প্রকল্প। নির্ কাজ শুরু – ১৩ মার্চ, ২০১৮ সালে।
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন – ১১ নভেম্বর, ২০২৩। **সর্বসাধারণের জ** উন্মুক্ত – ১ ডিসেম্বর, ২০২৩।
- রেলপথের দৈর্ঘ্য – ১০১ কি.মি. (**সংযুক্ত জেলা –** চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার
- **অর্থায়নে –** বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)।
- **মোট স্টেশন –** ৯টি। **রেলপথের ধরন –** সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ।
- **ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথে চলাচলকারি প্রথম আন্তঃনগর ট্রেনের না** কক্সবাজার এক্সপ্রেস
- **ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথের দৈর্ঘ্য–** ৪৮০ কি.মি.

প্রকল্পটি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য	
দেশের প্রথম আইকনিক রেল স্টেশন	কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশন
আইকনিক রেল স্টেশনের অবস্থান	চান্দের পাড়া, ঝিলংজা, কক্সবাজার
আইকনিক রেল স্টেশনের স্থপতি	মো. ফয়েজ উল্লাহ
দেশের একমাত্র এলিফ্যান্ট ওভারপাস নির্মিত হয়	লোহাগড়ায়

পদ্মা সেতু (Padma Bridge)

অফিসিয়াল নাম	পদ্মা বহুমুখী সেতু, (ডিজাইন-Truss Bridge)
অবস্থান	মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে শরীয়তপুরের জাজিরা পর্যন্ত
পদ্মা সেতুর সাথে প্রত্যক্ষ জড়িত জেলা	৩টি (মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর)
দৈর্ঘ্য***	৬.১৫ কিলোমিটার (২০,১৮০ ফুট), প্রস্থ – ১৮.১০ মিটার
সংযোগ সেতুসহ মোট দৈর্ঘ্য	৯.৮৩ কি.মি.। লেন– ৪টি, পিলার – ৪২টি, স্প্যান– ৪১টি
পদ্মা সেতুতে পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে	১২২মিটার। আয়ুষ্কাল হবে- ১০০ বছর
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
সংযুক্ত করেছে দেশের	২১টি জেলা। ভূমিকম্পের সহনশীল মাত্রা রিখটার স্কেল– ৯
নির্মাণে অর্থায়ন করেছে	বাংলাদেশ সরকার
নকশা করে	AECOM (American Multinational Engineering Firm)
একমাত্র নারী বাংলাদেশী প্রকৌশলী	ইশরাত জাহান
আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়**	২৫ জুন, ২০২২ (সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়- ২৬ জুন, ২০২২)

- **সেতুর নিরাপত্তার জন্য 'শেখ রাসেল সেনানিবাস' নির্মাণ করা হয়–** জাজিরা,শরীয়তপুর।
- **পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলকভাবে** Electronic Toll Collection (ETC) **কার্যক্রম চালু হয়–** ৫ জুলাই, ২০২৩।

পদ্মা সেতুর ফলে অর্থনৈতিক প্রভাব	
পদ্মা সেতুর ফলে দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে	১.২৩%
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে	২.৩%
পদ্মা সেতুর ফলে দারিদ্র্য বিমোচন হবে	০.৮৪%

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প

- **প্রকল্পের নাম–** Padma Bridge Rail Link Project (PBRLP)
- **রেলপথের দৈর্ঘ্য-** ১৬৯ কি.মি। **স্টেশন-** ২০টি
- **অন্তর্ভুক্ত জেলা–** ৯টি (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, গোপাগঞ্জ, নড়াইল ও যশোর)
- **ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান–** China Railway Engineering Corporation (CREC)
- **প্রকল্পের মেয়াদ-** ১ জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪।
- **প্রকল্পে অর্থায়ন করছে-** বাংলাদেশ সরকার (১৮ হাজার ২১০ কোটি) এবং চীনের এক্সিম ব্যাংক (২১ হাজার ৩ কোটি)
- **জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে–** ১% (আনুমানিক)

প্রস্তাবিত ২য় পদ্মা সেতু

- **অফিসিয়াল নাম** - দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু।
- **সরকার উদ্যোগের কথা জানান–** ১৪ জুন, ২০২৩।
- **নির্মিত হবে-** মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া থেকে রাজবাড়ির গোয়ালন্দ পর্যন্ত
- **দৈর্ঘ্য -** ৫.৫ কিলোমিটার, **প্রস্থ -** ১৮.১০মিটার।
- **সেতুতে বিনিয়োগ করবে -** বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক)

মেট্রোরেলের লাইন

২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (DMTCL) ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA) বিভিন্ন মেট্রোরেল লাইন নির্মাণ করবে।

লাইনের নাম	রুট	দৈর্ঘ্য
MRT Line-1	বিমানবন্দও ও পূর্বাচল রুট	৩১.২৪১ কিমি
MRT Line-2	গাবতলী–চট্টগ্রাম রোড	২৪ কিমি
MRT Line-4	কমলাপুর-মাদানপুর, নারায়ণগঞ্জ	১৬ কিমি
MRT Line-5	হেমায়তপুর–ভাটরা	২০ কিমি
MRT Line-6	দিয়াবাড়ি–কমলাপুর	২১.২৬ কিমি

- **বিশ্বের প্রথম পাতাল রেল চালু হয় –** লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- **বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল লাইন –** MRT Line-6
- **মেট্রোরেল চালুকারী দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান–** ৬০তম
- **মেট্রোরেল চালুকারী দেশ হিসেবে এশিয়ায়র বাংলাদেশের অবস্থান–** ২২তম
- **মেট্রোরেল চালুকারী দেশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান –** তৃতীয় (প্রথম-ভারত ও দ্বিতীয়-পাকিস্তান)

মেট্রোরেল (MRT-6) ***

- **উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত উদ্বোধন–** ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২
- **যাত্রী পরিবহণ শুরু করে–** ২৯ ডিসেম্বর, ২০২২
- **আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত উদ্বোধন –** ৪ নভেম্বর, ২০২৩।
- **রুট –** উত্তরা থেকে কমলাপুর, **স্টেশন থাকবে -** ১৭টি, **ট্রেন ছাড়ে –** প্রতি ৪ মিনিট পর পর।
- **উত্তরা থেকে মতিঝিলের দৈর্ঘ্য–** ২০.১ কি.মি।
- **উত্তরা থেকে কমলাপুরের দৈর্ঘ্য–** ২১.২৬ কি.মি।
- **মোট দৈর্ঘ্য –** ২১.২৬ কি. মি.। **সময় লাগবে–** ৩৭ মিনিট।
- **কাজ করছে–** ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি (DMTCL)
- **নকশা প্রণয়ন ও তৈরি করে–** কাওয়াশাকি-মিতসুবিশি কনসোর্টিয়াম, জাপান।
- **উদ্বোধন উপলক্ষে বের করা হয়–** ৫০ টাকার স্মারক নোট।
- **মেট্রোরেল প্রকল্পের শ্লোগান –**'বাঁচবে সময় বাঁচবে পরিবেশ, জ্যাম কমাবে মেট্রোরেল'।
- **প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে –** বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের জাইকা।
- **প্রতি ঘণ্টায় যাত্রী পরিবহন করবে–** ৬০ হাজার এবং **দিনে–** ৫ লক্ষ
- **দেশের মেট্রোরেলের প্রথম নারী চালক–** মরিয়ম আফিজা (নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী)
- **মেট্রোরেলের জন্য গঠিত পুলিশের বিশেষ ইউনিটের নাম–** এমআরটি পুলিশ (এমআরটি পুলিশের প্রধান– ডিআইজি)
- **প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়–** লন্ডনে (১৮৬৩ সালে)

দেশের প্রথম পাতাল রেল

- **প্রকল্পের নাম–** Mass Rapid Transit (MRT) Line-1.
- **নির্মাণ ও পরিচালনায়–** ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড
- **সহযোগীতায়–** জাপানের JICA প্রকল্প সহায়তা (Project Assistance- PA)
- **পরামর্শক ও নির্মাণের তত্ত্বাবধান–** জাপানের নিপ্পন কোয়ে কোম্পানি লি.
- **নির্মাণ কাজ উদ্বোধন–** ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।**
- **নির্মাণ কাজ সমাপ্ত–** ২০২৬ সালে।
- **মোট দৈর্ঘ্য–** ৩১.২৪১ কি.মি.***। **মোট স্টেশন–** ২১টি।
- **রুট-** ২টি (বিমানবন্দর রুট ও পূর্বাচল)

রুট-১	রুট-২
রুট- বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর	রুট- নতুনবাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো
দৈর্ঘ্য- ১৯.৮৭২ কিলোমিটার	দৈর্ঘ্য- ১১.৩৬৯ কিলোমিটার
স্টেশন- ১২টি	স্টেশন- ৯টি
ধরন- পাতাল	ধরন- উড়াল

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- অবস্থান- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত (বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী)
- সংযোগ সড়কসহ মোট দৈর্ঘ্য– ৪৬.৭৩ কি.মি.
- মূল সড়কের দৈর্ঘ্য - ১৯.৭৩ কি. মি.।
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান- ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি.।
- ভিত্তি প্রস্তর- ৩০ নভেম্বর, ২০১১
- কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত চালু হয়– ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
- সমাপ্তি- ৩০ জুন, ২০২৪

দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে

- অফিসিয়াল নাম– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক
- চালু হয়- ১২ মার্চ, ২০২০ (উদ্বোধন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা)
- রুট - ঢাকা - মাওয়া - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে।
- এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য- ৫৫ কিলোমিটার
- ঢাকার সাথে যুক্ত হয় - ২২টি জেলা।
- বিশ্বের দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে– দিল্লী-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে, ভারত (দৈর্ঘ্য- ১৩৫০ কিমি)
- পৃথিবীর দীর্ঘতম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে– ব্যাং না এক্সপ্রেসওয়ে, থাইল্যান্ড।

দ্বিতীয় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- বর্তমান নাম – মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী এক্সপ্রেসওয়ে।
- সংযুক্ত অবস্থান – লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত।
- নির্মাণ কাজের উদ্বোধান – ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সালে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন – ১৪ নভেম্বর, ২০২৩।
- অর্থায়নে – বাংলাদেশ সরকার। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান – ম্যাক্স-র‍্যাংকন
- মূল এলিভেটেড অংশের দৈর্ঘ্য – ১৬ কি.মি.।
- মোট দৈর্ঘ্য – ২৮.৫ কি.মি.।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতু

- যে নদীতে তৈরি হচ্ছে– যমুনা।
- অবস্থান– বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সড়ক সেতুর ৩০০ মিটার উজানে
- সংযুক্ত করবে– টাঙ্গাইল–সিরাজগঞ্জ
- দৈর্ঘ্য– ৪.৮ কি.মি. (ডুয়েলগেজ ডাবল-ট্র্যাক)
- নির্মাণে আর্থিক সহায়তা করছে– বাংলাদেশ সরকার ও জাপান

পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে (শেখ হাসিনা সরণি)

- প্রকল্পের রুট– কুড়িল বিশ্বরোড থেকে পূর্বাচল পর্যন্ত।
- দৈর্ঘ্য– ১২.৫ কিলোমিটার।
- মোট লেন– ১৪টি (৮টি লেন এক্সপ্রেসওয়ে এবং ৬টি লেন সার্ভিস রোড)
- একনেকে অনুমোদন– ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ

- নির্মাণ কাজ শুরু - ২৯ জুলাই, ২০১৮ সালে।
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন – ১ নভেম্বর, ২০২৩।
- রেলপথের দৈর্ঘ্য – ১২.২৪ কি.মি.
- রুট – আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আগরতলা, ত্রিপুরা।

খুলনা-মংলা রেলপথ

- নির্মাণ কাজ শুরু – ২০১৬। উদ্বোধান – ১ নভেম্বর, ২০২৩।
- মোট দৈর্ঘ্য – ৯০ কি.মি.।
- ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান – ভারতের।
- সংযোগ জেলা – খুলনা ও বাগেরহাট।

মাতারবাড়িতে প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর ***

- অবস্থিত - কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) অনুমোদন করে- ১০ মার্চ, ২০২০
- গভীর সমুদ্রবন্দর চ্যানেল ও প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন – ১১ নভেম্বর, ২০২৩।
- টার্মিনাল থাকবে - ২টি (৩০০ ও ৪৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের)।
- পরামর্শক ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান – নিপ্পন সিনো কোম্পানি লি., জাপান
- চ্যানেলের গভীরতা- ১৬ মিটার (৫২ ফুট)
- চ্যানেলের দৈর্ঘ্য – ১৪.৩ কি.মি.। প্রস্থ – ৩৫০ মিটার।
- GDPতে অবদান – ২-৩%।
- যে বন্দরের আদলে হবে - জাপানের কাশিমা ও নিগাতা নামের দুটি বন্দরের আদলে।
- বাস্তবায়নের সময়- (২০২০-২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত)
- অর্থায়নে - জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগি সংস্থা (JICA), বাংলাদেশ সরকার এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- সুবিধা - ২৮ কি.মি. দৈর্ঘ্যের চার লেনবিশিষ্ট সড়ক এবং ১৭টি সে ১৬মিটার গভীরতায় ৮,০০০ TEU (Twenty Foot Eqution Unit কনটেইনারবাহী জাহাজ ভিড়তে পারবে।
- এটি দেশের ৪র্থ বন্দর কিন্তু গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে– প্রথম।
- অন্য তিনটি বন্দর- ১. চট্টগ্রাম(১৮৮৭), ২. মংলা(১৯৫০), ৩.পায়রা (২০১৬)।
- ২৫ এপ্রিল, ২০২৩ প্রথম বার মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দরের জেটি নোঙর করে দেশের সবচেয়ে বড় পণ্যবাহী জাহাজ – এমভি অস্ট মারো।
- মন্ত্রীসভার বৈঠকে দেশের প্রথম সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর প্রক বাতিল করে – ৩১ আগস্ট, ২০২০।
- মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর টার্মিনাল চালু হবে– ২০২৬ সালে।

পায়রা সমুদ্র বন্দর

- অবস্থান- পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার রামনাবাদ চ্যানেলে
- এটি বাংলাদেশের – তৃতীয় সমুদ্র বন্দর।
- আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে – ১৩ আগস্ট, ২০১৬।
- দৈর্ঘ্য - ৩০ কি. মি.।
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্র বন্দর – পায়রা সমুদ্র বন্দর ।
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান - সিএসআইসি ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারি কোম্পানি লিমিটেড, চীন।

সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা

খাত	সহায়তাকারী
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, তিস্তা মহাপরিকল্পনা, সাবমেরিন তৈরিতে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পায়রা সমুদ্র বন্দর, পদ্মা রেল সেতু	চীন
মেট্রোরেল, বিগ-বি প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু রেল সেতু, মহেশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্র	জাপান
স্মার্ট পরিচয়পত্র (NID)	ফ্রান্স
ডেল্টা প্ল্যান-২১০০/ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০	নেদারল্যান্ড
ই-পাসপোর্ট, ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয়	জার্মানি

উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর উদ্বোধনের তারিখ

উদ্বোধন	প্রকল্প
২৫ জুন, ২০২২	পদ্মা সেতু উদ্বোধন
২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
৭ অক্টোবর, ২০২৩	শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল
১০ অক্টোবর, ২০২৩	পদ্মা রেল সেতু
২৮ অক্টোবর, ২০২৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল
১ নভেম্বর, ২০২৩	আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ
	খুলনা-মোংলা রেলপথ
	রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
৪ নভেম্বর, ২০২৩	দেশের তৃতীয় মেট্রোরেল
	মেট্রোরেলের আগারগাঁও-মতিঝিল অংশ
১১ নভেম্বর, ২০২৩	দোহাজারি-কক্সবাজার রেলপথ
	কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশন
	মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর
	মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র
১৪ নভেম্বর, ২০২৩	শেখ হাসিনা সরণি
	মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
১ ডিসেম্বর, ২০২৩	দোহাজারি-কক্সবাজার রেলপথ সর্বসাধারণের জন্য চালু

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্রকল্প

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্রকল্প

বিদ্যুৎ কেন্দ্র	উৎপাদন ক্ষমতা	উপাদান	অবস্থান
মাতারবাড়ী	১২০০ মে.ও	কয়লা	মাতারবাড়ী, কক্সবাজার
রামপাল	১৩২০ মে.ও	কয়লা	রামপাল, বাগেরহাট
পায়রা	১৩২০ মে.ও	কয়লা	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
রূপপুর	২৪০০ মে.ও	ইউরেনিয়াম	রূপপুর, পাবনা

পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- অবস্থান - কলাপাড়া, পটুয়াখালী। উৎপাদন ক্ষমতা - ১৩২০ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রধান উপাদান - কয়লা।
- সহায়তাকারী দেশ - চীন (বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লি.)
- দেশে উৎপাদনে আসা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মধ্যে সবেচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র– পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন– ২১ মার্চ, ২০২২।
- দেশের দ্বিতীয় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র– পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র– বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র, দিনাজপুর
- পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা আমদানী হয়– ইন্দোনেশিয়া থেকে

আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশ্বে বাংলাদেশ	১৩তম
আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারে এশিয়ায় বাংলাদেশ	সপ্তম
পরিবেশ রক্ষায় যে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বা প্লান্টের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা হয় তাকে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি বলে।	

মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট রামপাল *

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় ইউনিটের উদ্বোধন করেন– ১ নভেম্বর, ২০২৩।
- বাণিজ্যিকভাবে প্রথম ইউনিট (৬৬০ মেগাওয়াট) উৎপাদন হয়– ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২
- অবস্থান – বাগেরহাটের রামপালের সাপমারী।
- উৎপাদন ক্ষমতা– ১৩২০ মেগাওয়াট।** (২×৬৬০ মেগাওয়াট)
- কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে – কয়লা দ্বারা। সহায়তাকারী দেশ– ভারত
- রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ভারতের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়– ১২ জুলাই, ২০১৬।
- রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত – পশুর নদীর তীরে।
- সুন্দরবন হতে দূরত্ব – ১৪ কি. মি.
- মালিক– ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি ও বাংলাদেশের পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র **

- অবস্থিত – পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে ।
- রাশিয়ার সাথে চূড়ান্ত ঋণ চুক্তি হয় – ২০১৫ সালে।
- প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ শুরু হয়– ২ অক্টোবর,২০১৩ সালে।
- উৎপাদন ক্ষমতা -২৪০০ মেগাওয়াট। দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প
- প্রথম বার- ১২০০ মেগাওয়াট, দ্বিতীয় বার- ১২০০ মেগাওয়াট।
- সহায়তা করছে – রাশিয়া (৯০%)
- নির্মিত হচ্ছে– রাশিয়ার রোসাটোম স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশনের দায়িত্বে।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয়ুষ্কাল – ৫০ বছর।
- রোসাটম - রাশিয়ার পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংস্থা।
- দেশের ২য় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - বরিশালের হিজলাতে।
- বাংলাদেশ পরমাণু ক্লাবের সদস্য– ৩৩তম দেশ।

প্রথম নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ভেসেল বা চুল্লি উদ্বোধন করা হয়	১০ অক্টোবর, ২০২১
দ্বিতীয় নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ভেসেল বা চুল্লি উদ্বোধন করা হয়	১৯ অক্টেবর, ২০২২
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রাশিয়া জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করে	৫ অক্টোবর, ২০২৩

মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

- অবস্থিত- কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউনিয়নে ১ হাজার ৪১৪ একর জমিতে।
- প্রকল্পের নাম – মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল্ড ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট।
- উৎপাদন ক্ষমতা- ১২০০ মেগাওয়াট।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান উপাদান – কয়লা।
- বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে প্রথম ইউনিটে- ৬০০ এবং দ্বিতীয় ইউনিটে- ৬০০ মেগাওয়াট।
- সহযোগিতা- জাপান ও বাংলাদেশ সরকার।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন- জাপানের সুমিতমো টেকনোলজি
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট (৬০০ মেগাওয়াট) এবং সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (SPM) উদ্বোধন করে – ১১ নভেম্বর, ২০২৩

মহেশখালী বিদ্যুৎ প্রকল্প

- অবস্থিত– কক্সবাজারের মহেশখালীতে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে – ৩,৬০০ মেগাওয়াট।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে – এলএনজি ভিত্তিক।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে – কোম্পানী জেনারেল ইলেকট্রনিক (জিই)
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও জেনারেল ইলেকট্রনিকের সঙ্গে সমঝোতা স্বারক সই করে- ১১ জুলাই, ২০১৮

শতভাগ বিদ্যুতায়ন

- বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয়– ২১ মার্চ, ২০২২।***
- বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- সর্বশেষ বাংলাদেশের যে উপজেলায় বিদ্যুতায়ন ঘটে– রাঙ্গাবালী উপজেলা*, পটুয়াখালী (সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন ঘটে)
- প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন ঘটে যে দ্বীপে– সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম**।
- ২০০৯ সালে দেশের জনগোষ্ঠী বিদ্যুতের আওতায় ছিল– ৪৭ শতাংশ।
- ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগ গ্রহণ করেন– শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ।
- দেশে বর্তমান বিদ্যুত্তের গ্রাহক রয়েছে– ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ।
- বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা – ১৫২টি *।পরিবর্তনশীল তথ্য।*
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা– ২৯,৭২৭ মেগাওয়াট।
- সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন– ১৫৬৪৮ মে.ও (১৯ এপ্রিল, ২০২৩)
- মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন – ৬০২ মেগাওয়াট।
- বিদ্যুৎ বিতরণ লস – ৭.৬৫%
- বিদ্যুৎ বিভাগের জরুরী সেবা নম্বর– ১৬৯৯৯

।তথ্য সূত্র- বিদ্যুৎ বিভাগ, ৯ জানুয়ারি, ২০২৪।

BIIG-B প্রকল্প	পূর্ণরূপ– Bay of Bengal Initiatives for Industrial Growth Belt **পরিচয়–** বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে জাপান সরকারের প্রস্তাবিত প্রকল্প **প্রকল্পটি চালু হয়–** ২০১৪ সালে **প্রকল্পটির পরিকল্পিত এলাকা–** ঢাকা-চট্টগ্রাম –কক্সবাজার **প্রকল্পের অধীনে সর্ববৃহৎ কার্যক্রম–** মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর	**দেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল–** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর **আয়তন–** ৩৩ হাজার একর (জোন হবে- ৩০টি) **সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ–** চীনের **অবস্থান–** মিরসরাই, চট্টগ্রাম ও সীতাকুণ্ড উপজেলা এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা **নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে–** বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন অথোরিটি (BEZA)
ফ্লাইওভার	**নির্মাণের দায়িত্বে–** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর **দেশের দীর্ঘতম ফ্লাইওভার–** মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার (দৈর্ঘ্য- ১১.৮ কিমি) **দ্বিতীয় দীর্ঘতম উড়াল সড়ক –** মগবাজার – মৌচাক – মালিবাগ ফ্লাইওভার **দৈর্ঘ্য–** ৮.৭০ কি.মি. (সরকার) (উইকিপিডিয়ার মতে- ৮.২৫ কি.মি.)
বঙ্গবন্ধু মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র	**নাম–** 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র **স্থাপন–** ফরিদপুরের ভাঙ্গায় (৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা ও কর্কটক্রান্তি রেখার সংযোগ স্থলে) **স্থাপনের সময়–** ১৯ জানুয়ারি, ২০২১

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকীর মেয়াদ – ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত(মেয়াদ – ৫ বছর)
- প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয় – ১৯৭৩ - ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তক দেশ– সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক – রাশিয়ার জোসেফ স্ট্যালিন (১৯২৮ সালে)
- বাংলাদেশের একমাত্র দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল – ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- মেয়াদ – জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। ***
- স্লোগান– সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে।
- গুরুত্ব দিচ্ছে- ২ টি বিষয় (ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি)
- বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে - গ্রামীণ রূপান্তর
- বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল– "আমার গ্রাম, আমার শহর"
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্থির লক্ষ্য - রূপকল্প ২০৪১।
- রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য স্থিরকৃত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সিরিজ- ৪টি।
- রূপকল্প ২০৪১ সিরিজের প্রথম পরিকল্পনা- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
- মেয়াদ কাল – ৫ বছর, সূচক– ১০৪টি

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য			
বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা		৪৭ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা	
কর্মসংস্থান হবে		১ কোটি ১৩ লাখ	
মোট জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে		৮.৫১ শতাংশ (২০২৪-২৫ অর্থবছরে)	
গড় প্রবৃদ্ধি	৮ শতাংশ	মুদ্রাস্ফীতি	৪.৪৮%
দারিদ্র্যের হার	১৫.৬ শতাংশ	চরম দারিদ্র্যের হার	৭.৪ শতাংশ
মাথাপিছু আয়	৩১০৬ $	প্রত্যাশিত গড় আয়ু	৭৪ বছর
বিদ্যুৎ উৎপাদন		৩০,০০০ মেগাওয়াট	

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

মেয়াদ		২০২১-২০৪১ (২০ বছর)	
রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ		দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা	
ঘোষিত প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ		৪টি	
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)এ অনুমোদন		২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	
চ্যালেঞ্জ	১৫টি	ভিত্তি বছর	২০২০
পরিকল্পনাগুলো....			
মাথাপিছু আয় হবে	১২,৫০০ $	জিডিপির প্রবৃদ্ধি	৯.৯ শতাংশ
মুদ্রাস্ফীতি হবে	৪.৫ শতাংশ	গড় আয়ুষ্কাল	৮০ বছর
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১.০৩ শতাংশ	শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে জন
দারিদ্র্যের হার	৩%	চরম দারিদ্র্যের	০.৬৮%
রূপকল্প-২০৪১ এর উদ্দেশ্য– বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা			

রূপকল্প- ২০৪১/ বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১

- **প্রধান লক্ষ্য–** বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা 'রূপকল্প-২০৪১'
- ২০৪১ সালে রূপকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে যে কয়টি খাতকে চিহ্নিত করেছে জাপান– ৬টি।

রূপকল্প-২০৪১ এর প্রধান প্রধান লক্ষ্যগুলো	
মাথাপিছু আয় হবে	১২,৫০০ মার্কিন ডলার
জিডিপির প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে	৯%
রপ্তানি আয় হবে	৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
গড় আয়ুষ্কাল হবে	৮০ বছর
মোট জনসংখ্যার স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে	৭৫% কে
প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার হবে	১০০%
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে	১% এর নিচে

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)***

- **SDG এর পূর্ণরূপ–** Sustainable Development Goals.
- মেয়াদ – ১৫ বছর (১ জানুয়ারি,২০১৬ – ৩১ ডিসেম্বর ,২০৩০)
- **লক্ষ্যমাত্রা (Goals) –** ১৭টি। ইনডিকেটর– ২৩২টি।
- **সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা** (Targets)– ১৬৯টি।
- গৃহিত হয় – ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।
- **SDG- ধারণা প্রতিষ্ঠা –** ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিও তে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে
- **শিরোনাম–** Transforming our world; the 2030 Agenda for Sustainable Development
- **মূল উদ্দেশ্য/ ক্ষেত্র–** ৫টি (People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership)
- **SDG** গুরুত্ব দেয়– সামাজিক উন্নয়নকে
- **SDG** এর পূর্বসূরি হলো– MDG (Millennium Development Goals)
- **MDG** এর মেয়াদ ছিল – ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত।*
- **MDG** এর লক্ষ্য ছিল – ৮টি।
- বাংলাদেশ অর্জন করে – শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস (২০১০ সাল)।

SDG বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Goals) ১৭ টি

১. দারিদ্র্য **
২. ক্ষুধামুক্তি**
৩. সুস্বাস্থ্য **
৪. মানসম্মত শিক্ষা **
৫. লিঙ্গ সমতা **
৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
৭. নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী
৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি
৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো
১০. বৈষম্য হ্রাস
১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায়
১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার
১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ ***
১৪. টেকসই মহাসাগর
১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার
১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান*
১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব।

ই-পাসপোর্ট (E-Passport) ***

- অপর নাম- বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট। প্রথম চালু করে ১৯৯১ সালে- মিশর ও ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়া।
- বাংলাদেশ চালু করে- ২২ জানুয়ারি, ২০২০।
- বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট চালু করতে চুক্তি করে- জার্মানির সাথে।
- বাংলাদেশের ই-পাসপোর্ট নিরাপত্তা দিবে- ৩৮ধরনের।
- **Bangladesh Machine Readable (MRP)** ই-পাসপোর্ট চালু করে- ২০১০ সালে।
- একুশ-ই-বুক চালু করে- ২০১৬ সালে।
- ২২ ধরনের সেবা নিয়ে স্মার্ট ভোটার আইডি কার্ড চালু হয়- ২০১৬ সালে

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বর্তমান নাম সাইবার সিকিউরিটি আইন

- সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্ত, প্রতিরোধ ও দমন করতে সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩ পাশ করা হয়।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংসদে পাশ হয়– ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮।
- মন্ত্রিসভা সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রস্তুত করে– ৭ আগস্ট, ২০২৩।
- জাতীয় সংসদে 'সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩' পাশ হয়– ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।***
- রাষ্ট্রপতি সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩ এ স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয় – ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
- সাইবার নিরাপত্তা আইনের মোট ধারা রয়েছে – ৬০টি।
- প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইনে অজামিনযোগ্য ধারা– ৪টি (১৭, ১৯, ২৭, ৩৩)
  - ✓ **ধারা-১৭** – গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরিকাঠামোতে বেআইনি প্রবেশ ইত্যাদি দণ্ড।
  - ✓ **ধারা-১৯** – কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদির ক্ষতিসাধন ও দণ্ড।
  - ✓ **ধারা-২৭** – সাইবার সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধ ও দণ্ড।
  - ✓ **ধারা-৩৩** – অপরাধ সংঘটনে সহায়তা ও ইহার দণ্ড।

নির্মিতব্য/প্রস্তাবিত কিছু তথ্য

- **গার্মেন্টস পল্লী হচ্ছে–** মুন্সিগঞ্জের বাউশিয়া।
- **ঔষধ পার্ক হচ্ছে –** মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া।
- **মুদ্রনশিল্প নগরী হচ্ছে –** মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখাঁন।
- **বে-অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে –** গাজীপুর।
- **ট্যানারী শিল্প পার্ক -** সাভার, ঢাকা।
- **হাইটেক পার্ক অঞ্চল হচ্ছে –** গাজীপুর।
- **সফটওয়্যার পার্ক নির্মিত –** কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
- **দেশের তৃতীয় শেয়ার বাজার হবে –** খুলনা।
- **বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি -** গাজীপুর।
- **জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প -** সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
- **প্রথম বেসরকারি সমুদ্র বন্দর হবে–** মীরসরাই, চট্টগ্রাম।
- **কেমিক্যাল পল্লী হবে–** সোনাকান্দা, কেরানীগঞ্জ।
- **প্লাস্টিক শিল্পনগরী হবে–** কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
- **দেশের নতুন দুটি বিভাগ হবে–** পদ্মা ও মেঘনা

বিবিধ প্রসঙ্গ

- **টেলিটক প্রথমবারের মতো 5G সেবা চালু করে–** ১২ ডিসেম্বর, ২০২১।
- **মোবাইল নিবন্ধন NEIR** (National Equipment Identity Register) শুরু হয় – ১ জুলাই, ২০২১
- **স্মার্ট কার্ড পরিচয় পত্র বাংলাদেশ তৈরি করে –** ফ্রান্স থেকে।
- **বাংলাদেশ ইলেকট্রিক ট্রেন (ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ) এর দৈর্ঘ্য –** ২৩ কিমি।
- **'জয়বাংলা' কে জাতীয় স্লোগান করে প্রজ্ঞাপন জারি –** ২ মার্চ, ২০২২।
- **বঙ্গবন্ধুর সর্বোচ্চ ভাস্কার্য 'বজ্রকণ্ঠ' অবস্থিত –** হালিশহর, চট্টগ্রাম।

চন্দ্রাভিযানে সফল- ৫টি দেশ

রাশিয়া (প্রথম দেশ)	যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয় দেশ)
• মিশনের নাম– লুনা-২। • যাত্রা শুরু– ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ • সফল অবতরণ– ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯	• মিশনের নাম– সার্ভেয়র-১। • যাত্রা শুরু– ৩০ মে, ১৯৬৬ • সফল অবতরণ– ১ জুন, ১৯৬৬
চীন (তৃতীয় দেশ)	ভারত (চতুর্থ দেশ)
• মিশনের নাম– চ্যাঙ'ই-৩। • যাত্রা শুরু– ৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ • চাঁদে অবতরণ– ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩	• মিশনের নাম– চন্দ্রযান-৩। • যাত্রা শুরু– ১৪ জুলাই, ২০২৩ • চাঁদে অবতরণ– ২৩ আগস্ট, ২০২৩।

- জাপান পঞ্চম দেশ হিসেবে চাঁদে মহাকাশযান 'স্লিম' প্রেরণ করে – ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।****
- চাঁদে প্রথম মনুষ্যযান পাঠান– যুক্তরাষ্ট্র।
- ২১ জুলাই, ১৯৬৯ অ্যাপোলো-১১ এর আরোহী হয়ে প্রথম চাঁদের মাটিতে হাঁটেন– নীল আর্মস্ট্রং।
- ভারতের মহাকাশ সংস্থার নাম– ISRO (Indian Space Research Organization)
- জাপানের মহাকাশ সংস্থা জাক্সা যে চন্দ্রযান প্রস্তুত করছে– মুন স্নাইপার।

পরিবর্তিত নাম

পুরাতন রাজধানী	*নতুন রাজধানী*
জাকার্তা (ইন্দোনেশিয়া)	নুসানতারা (বোর্নিও দ্বীপের কালিমান্তানে) ২০২৪ সালে হবে।
পুরাতন মুদ্রা	নতুন মুদ্রা
রিয়াল (ইরান)	তুমান
দেশের পুরাতন নাম	*দেশের নতুন নাম*
তুরস্ক	তুর্কিয়ে (Turkey)
মেসিডোনিয়া	রিপাবলিক অব নর্থ মেসিডোনিয়া
সোয়াজিল্যান্ড	দ্য কিংডম অব ইসওয়াতিনি
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	উইন্ডিজ
পূর্ব তিমুর	তিমুর লিসতে

সংখ্যা তথ্য

সংখ্যা	*বিশেষ তথ্য*
২টি	বাংলাদেশের সাবমেরিন(২০১৭ সালে চীনের থেকে ক্রয় করা ০৩৫জি ক্লাসের- বানৌজা নবযাত্রা, বানৌজা জয়যাত্রা)
৫টি	বর্তমানে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সর্বশেষ- শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা)
৩টি	বর্তমানে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট)
৬টি	বাংলাদেশের ড্রিমলাইনারের সংখ্যা (সর্বশেষ- অচিন পাখি, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯)
১০টি	বাংলাদেশ ব্যাংকের হেড অফিস সহ শাখা (সর্বশেষ- ময়মনসিংহ)
১১টি	বর্তমানে শিক্ষা বোর্ড (**সর্বশেষ**– ময়মনসিংহ)
১২টি	বর্তমান দেশের সিটি কর্পোরেশন (**সর্বশেষ**– ২ এপ্রিল, ২০১৮ ময়মনসিংহ ১২তম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ঘোষণা করা হয়)
২৫টি	বর্তমান স্থলবন্দর (**সর্বশেষ**- মুজিবনগর স্থলবন্দর, মেহেরপুর)
২৬টি	বর্তমানে সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার
২৯টি	বর্তমান দেশের গ্যাসক্ষেত্র (**সর্বশেষ**– ইলিশা-১, ভোলা সদর)
৩৩তম	বাংলাদেশ পরমাণু ক্লাবের সদস্য
৩৩টি	সেনানিবাস (**সর্বশেষ**- আব্দুল হামিদ সেনানিবাস, ইঠনা, মিঠামই, কিশোরগঞ্জ)
৩৯টি	বর্তমানে দেশে সরকারি এমবিবিএস মেডিকেল কলেজ (**সর্বশেষ**– বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ)
৪১তম	বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশকারী দেশ
৪৩টি	বর্তমান দেশে মন্ত্রণালয় ও বিভাগ (**সর্বশেষ**– বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)
৪৩টি	বর্তমানে দেশের নদীবন্দর (সর্বশেষ- নাজিরগঞ্জ নদীবন্দর, পাবনা)
৪৪টি	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল [সর্বশেষ- ২টি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন- বিএনএম এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি- বিএসপি)]
৫৫টি	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর)
৫৭তম	বাংলাদেশ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ
৬১টি	বর্তমানে তফসিলভুক্ত ব্যাংক (**সর্বশেষ**- সিটিজেন ব্যাংক)
৩৩০টি	বর্তমানে বাংলাদেশের পৌরসভা (সর্বশেষ- শ্যামনগর, সাতক্ষীরা)
৪৯৫টি	বর্তমানে বাংলাদেশের উপজেলা [সর্বশেষ - ঈদগাঁও (কক্সবাজার), ডাসার (মাদারীপুর), মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ)]
৫০০ জন	বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা (নভেম্বর, ২০২৩)

স্বল্পোন্নত দেশ (LDC)

LDCএর পূর্ণরূপ- Least Developed Countries	
জাতিসংঘ সর্বপ্রথম LDC এর তালিকা প্রকাশ করে	১৯৭১ সালে
বাংলাদেশ এলডিসি ভুক্ত হয়	১৯৭৫ সালে
Ecosoc এর সুপারিশে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে LDC'র তালিকায় নাম গৃহীত হয়	১৯৭৬ সালে
বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে	১৬ মার্চ, ২০১৮
LDC থেকে উত্তরণের জন্য CDP চূড়ান্ত সুপারিশ করে বাংলাদেশকে	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
বাংলাদেশ LDC থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হবে	২৪ নভেম্বর, ২০২
বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা পাবে	২০২৯ সাল পর্যন্ত
Trade Related Aspects Intellectual Property Rights (TRIPS) চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে	১ জুলাই, ২০৩ পর্যন্ত
১৯৭১ সালে প্রথমে এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল	২৫টি
মোট এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল	৫২টি (সর্বশেষ- দক্ষিণ সুদান, ২০১২)
বর্তমানে LDC ভুক্ত দেশ	৪৫টি

LDC থেকে মুক্ত দেশ– ৭টি	
১. বতসোয়ানা (১৯৯৪)	৫. নিরক্ষীয় গিনি (২০১৭)
২. কেপভার্দে (২০০৭)	৬. ভানুয়াতু (২০২০)
৩. মালদ্বীপ (২০১১)	৭. ভুটান (১৩ ডিসেম্বর, ২০২ সর্বশেষ বের হয়)***
৪. সামোয়া (২০১৪)	

শর্ত সমূহ	মানদন্ড	বাংলাদেশের অর্জন (২০১৮)	বাংলাদেশের অর্জন (২০২)
মাথাপিছু আয়	১২৩০ $	১২৭৪ $	১৮২৭ $
মানব সম্পদ সূচক	৬৬'র বেশি	৭৩.২	৭৫.৩
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক	৩২ এর নিচে	২৫.২	২৭.৩

- তিন বছরের গড় মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) বিবেচনা ক হয় – এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য।
- পুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমন্বয়ে তৈরি হয়- মানব সম্পদ সূচক (HAI)
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ব বাজার থেকে দেশের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়– অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)
- বাংলাদেশ LDC থেকে মুক্ত হলে হারাবে যে সুবিধাগুলো - জিএসপি সুবিধা, কপিরাইট সুবিধা, TRIPS এর সুবিধা ও সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা

LDC থেকে উত্তরণের পথে যত দেশ	
সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪
বাংলাদেশ, লাওস, নেপাল	২৪ নভেম্বর, ২০২৬
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৭

বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এলডিসিতে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা ক পরবর্তী ১৯৭৫ সালে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নুরুল ইস একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকায় যুক্ত হ

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বা ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০

- ➢ বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ হচ্ছে–বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে General Economic Division (GED)এবং নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তায় একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত ও সামষ্টিক পরিকল্পনা।
- ➢ **অফিসিয়াল নাম**– বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন প্রকল্প
- ➢ **অর্থনৈতিক সহায়তায়**– নেদারল্যান্ডস সরকার।
- ➢ **কারিগরি সহায়তায়**– Dutch Bagladeshi BanDuDeltas Consortium and Bangladesh Policy Research Institute.
- ➢ **সমঝোতা স্বাক্ষর**– ১৬ জুন, ২০১৫।
- ➢ **বিষয়**– পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশের উন্নয়নকে সহায়তার জন্যে প্রণয়ন করা একটি পরিকল্পনা।
- ➢ **জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের(NEC) সভায় অনুমোদিত হয়**– ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর
- ➢ **'ব-দ্বীপ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে**– নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা প্ল্যানের আদলে
- ➢ **যার ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে**– প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় হটস্পট রয়েছে– ৬টি স্থান	
উপকূলীয় অঞ্চল	বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল
হাওড় ও আকস্মিক বন্যা অঞ্চল	নগর অঞ্চল
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	নদী অঞ্চল ও মোহনা

- ➢ **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ উচ্চপর্যায়ের জাতীয় অভীষ্ট– ৩টি। নির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট রয়েছে– ৬টি**
- ➢ **রূপকল্পটির লক্ষ্য**– নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা
- ➢ **প্রধান লক্ষ্য**– জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো। **হটস্পট – ৬টি**
- ➢ **মোট প্রকল্প– ৮০টি** (অবকাঠামোগত– ৬৫টি এবং সক্ষমতা, দক্ষতা ও গবেষণা– ১৫টি)। **মেয়াদ – ৩ টি**

স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা	২০৩০ পর্যন্ত
মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা	২০৫০ পর্যন্ত
দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা	২১০০ পর্যন্ত

বাংলাদেশের জরুরী সেবার হটলাইন নম্বর

১০৫**	জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্য সেবা
১০৬**	দুর্নীতি দমন কমিশন(দুদক)
১০৯***	নারী ও শিশু নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ
১৩১	বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩৩৩ ***	সরকারি তথ্য ও সেবা জানতে
	কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ সেবা।
৯৯৯**	জাতীয় জরুরী সেবা (পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও এ্যাম্বুলেন্স)
১০৯০	দুর্যোগের আগামবার্তা
১০৯৮**	শিশুর সহায়তা
১০৯২২	মহিলা সংস্থা বা তথ্য আপা
১৬১০৮	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
১৬১২১	ভোক্তা বাতায়ন
১৬১২২**	ভূমি সেবা হটলাইন
১৬১২৩	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের সহায়তা
১৬১৬২	ঢাকা ওয়াসা
১৬২৩৬	বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহক অভিযোগ
১৬২৬৩ *	বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যসেবা
১৬৭৬৭	সুখী পরিবার কল সেন্টার

ডেঙ্গু (Dengue Fever)

- ➢ **ডেঙ্গু হলো**– ভাইরাস জনিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ।
- ➢ **ডেঙ্গু জ্বরের বাহক**– এডিস মশা (Aedes Aegypti)
- ➢ **ডেঙ্গু জ্বরের ভাইরাসের নাম**– ফ্ল্যাভিভাইরাস।
- ➢ **ডেঙ্গু শব্দটি এসেছে**– স্পেনীয় ভাষা থেকে।
- ➢ **বিশ্ব মশা দিবস**– ২০ আগস্ট।
- ➢ **ডেঙ্গুর লক্ষণ**- জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, চামড়ায় লালচে দাগ।
- ➢ **বিশ্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধে টিকা ব্যবহৃত হয়**– দুটি (ডেঙ্গভ্যাক্সিয়া এবং কিউ ডেঙ্গা)
- ➢ **ঢাকায় প্রথম ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হয়**- ১৯৬৫ সালে।
- ➢ **মশার লার্ভা নির্মূলে যে ব্যাকটেরিয়া কার্যকর**– বাসিলাস থুরিংয়েনসিস ইসরায়েলেসিস (বিটিআই)
- ➢ **বিশ্বের প্রথম বাজারজাতকৃত ডেঙ্গু টিকার নাম**– ডেঙ্গভ্যাক্সিয়া (ফরাসি প্রতিষ্ঠান- সানোফির)
- ➢ icddr'b **বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো ডেঙ্গুর টিকার সফল পরীক্ষা করেছে**– টিভি-০০৫ (টেট্রাভেলেন্ট)
- ➢ **ডেঙ্গু রোগীদের জন্য দেশীয় মোবাইল অ্যাপ** – ডেঙ্গু ড্রপস।

৩টি রোগ নির্মূলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশ

পোলিও-২০১৪	কালাজ্বর-২০২৩	ফাইলেরিয়া-২০২৩

মুজিব চিরন্তন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে 'মুজিব চিরন্তন' শীর্ষক মূল প্রতিপাদ্যের ১০ দিনের অনুষ্ঠান হয়।

- ➢ **সময়কাল**– ১৭ মার্চ, ২০২১ থেকে ২৬ মার্চ, ২০২১ **
- ➢ **স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগোর নকশা করেন**– রামেন্দু চক্রবর্তী
- ➢ **লোগো ব্যবহার করা হয়**– ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত **

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী	*বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী*
সময়– ২৬ মার্চ, ২০২১- ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১	১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১ শীর্ষ অনুষ্ঠান– মহাবিজয়ের মহানায়ক
২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন– ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি	অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি– রামনাথ কোবিন্দ বাংলাদেশ– ভারত সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে মৈত্রী দিবস উৎযাপন করে ১৮টি দেশ– ৬ ডিসেম্বর, ২০২১

মুজিব শতবর্ষ: ২০২০-২২

- ➢ **মুজিব শতবর্ষের ক্ষণ গণনা শুরু হয়**– ১০ জানুয়ারি, ২০২০ থেকে।
- ➢ **মুজিববর্ষের থিম সং** - তুমি বাংলার ধ্রুব তারা, তুমি বাংলার বাতিঘর, (**গীতিকার** - কামাল আব্দুল নাছের চৌধুরী, **সুরকার** - নকিব খান, **শিল্পী** - শেখ রেহানাসহ ২০ জন)।
- ➢ **মুজিববর্ষের স্লোগান** - মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি, আর্থিক খাতের অগ্রগতি
- ➢ **পুরস্কার প্রবর্তন**- গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড।
- ➢ **মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নোট চালু হয়** - ২০০ টাকা (১৭ মার্চ, ২০২০)
- ➢ **মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পত্রিকা চালু** - কালি ও কলম।
- ➢ **মুজিববর্ষের সময়**- ১৭ মার্চ, ২০২০ – ৩১ মার্চ, ২০২২ সাল পর্যন্ত*
- ➢ **ইউনেস্কো তার সদর দপ্তরে ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের সাথে মুজিববর্ষ পালনের সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়** - ২৫ নভেম্বর ২০১৯ সালে।
- ➢ **যৌথ বা দ্বিপক্ষীয়ভাবে মুজিববর্ষ পালন করেছে** - ১৯৫ টি দেশ
- ➢ **মুজিববর্ষের লোগোর ডিজাইনার** - সব্যসাচী হাজরা।**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩টি গ্রন্থ **

অসমাপ্ত আত্মজীবনী (The Unfinished memoirs)

বঙ্গবন্ধুর প্রথম আত্মজীবনী	অসমাপ্ত আত্মজীবনী
'দি ইউনিভার্সিটি প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়	২০১২ সালের জুনে
লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দেন	শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব
ইংরেজি অনুবাদ করেন	ঢাবির ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ফখরুল আলম
গ্রন্থটিতে ঘটনা স্থান পেয়েছে	১৯২০-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত
গ্রন্থটি লেখা হয়	১৯৬৭-১৯৬৯ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে
লেখা শুরু করেন	১৯৬৭ সালে
বইটির ভূমিকা লিখেন	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন	সামসুজ্জামান খান
প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন	সমর মজুমদার
প্রকাশক	দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লি. (ইউপিএল)
গ্রন্থস্বত্ব	বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
বইটি প্রকাশিত হয়েছে	মোট ২১টি ভাষায়
অসমাপ্ত আত্মজীবনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র	চিরঞ্জীব মুজিব [পরিচালক- নজরুল ইসলাম]
চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করবেন	আহমেদ রুবেল

- ➢ বইটি অনূদিত হয়েছে- ২০টি ভাষায় (ইংরেজি, চীনা, জাপানিজ, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, উর্দু, স্প্যানিশ, অসমীয়া, মালয়, ইতালীয়, রুশ, নেপালী, কোরিয়ান, মারাঠি, গ্রিক, মেক্সিকোর স্প্যানিশ, থাই এবং সর্বশেষ অনূদিত- ককবরক ভাষা)
- ➢ গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করেন- দিমিত্রিয়স ভ্যাসিলিয়াডিস
- ➢ ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর মারাঠি ভাষায় প্রকাশ করেন- অর্পনা ভেলনকার (অনুবাদ গ্রন্থের নাম- অপূর্ণ আত্মকথা)
- ➢ কোরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন- লি ডং হিউন।
- ➢ জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন- কাজুহিরো ওয়াতানাবে।
- ➢ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী যুবরাজ দেববর্মা ত্রিপুরার ককবরক ভাষায় অনুবাদ করে অসমাপ্ত আত্মজীবনীর নাম দেন- 'পাইথাকয়া লাংমা'।
- ➢ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপলক্ষে অসমাপ্ত আত্মজীবনী ব্রেইল সংস্করণ প্রকাশিত হয়- ৭ অক্টোবর, ২০২০।
- ➢ অসমাপ্ত আত্মজীবনী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে – চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ইংরেজি বিভাগ)।

কারাগারের রোজনামচা (Prison Diaries)

বঙ্গবন্ধুর ২য় আত্মজীবনী গ্রন্থ	কারাগারের রোজনামচা (স্মৃতিকথা)
বইটির ভূমিকা লেখেন	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
প্রকাশিত হয়	২০১৭ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ৯৭তম জন্ম বার্ষিকীতে
গ্রন্থটি প্রকাশ করে	বাংলা একাডেমি
ইংরেজি অনুবাদ করেছেন	ফখরুল আলম (ঢাবির ইংরেজি)
নামকরণ করেন	বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা
গ্রন্থে স্থান পেয়েছে	১৯৬৬-৬৮ জেল জীবনের চিত্র
বইটির প্রচ্ছদ শিল্পী	তারিক সুজাত
গ্রন্থস্বত্ব	বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
বইটি প্রকাশিত হয়েছে	মোট ৫টি ভাষায়
অনূদিত হয়েছে	৪টি ভাষায় (ইংরেজি, অসমীয়া, নেপালি ও ফরাসি)
ফরাসি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ	Journal De Prison
বঙ্গবন্ধুর জেলখানার জীবনের উপর লেখা বই	৩০৫৩ দিন

- ➢ ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন – ফিলিপে বেনোয়াঁ।
- ➢ 'কারাগারে রোজনামচা' গ্রন্থটিতে 'বন্দুক দফা' বলতে যে ধরনের কয়েদীদের বোঝানো হয়েছে- মেথর
- ➢ বঙ্গবন্ধু এই গ্রন্থের খাতার নাম দিয়েছিলেন – '*থালাবাটি কম্বল/জেলখানার সম্বল*'

আমার দেখা নয়াচীন (New China 1952)

চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা ভ্রমণ কাহিনী নির্ভর বই	আমার দেখা নয়াচীন
বঙ্গবন্ধুর ৩য় আত্মজীবনী গ্রন্থ	আমার দেখা নয়াচীন
বঙ্গবন্ধু চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞাতা নিয়ে বইটি লেখা শুরু করেন	১৯৫৪ সালে
প্রকাশিত হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলায়	২০২০ সালে ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক
বইটির ভূমিকা লিখেছেন	বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা
বইটি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন	ফখরুল আলম (১৮ মার্চ, ২০২১)
বইটি সম্পাদনা করেন	শামসুজ্জামান খান
গ্রন্থস্বত্ব	বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

- ➢ ১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবর গণচীনের পিকিং এ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) বঙ্গবন্ধু, আতাউর রহমান, মানিক মিয়া, ইউসুফ হাসান ও খোন্দকার মো. ইলিয়াসসহ ৫ জন যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধুর এটিই ছিল প্রথম চীন ভ্রমণ। ১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বার চীন ভ্রমণ করেন।
- ➢ আমার দেখা নয়াচীন গ্রন্থের প্রচ্ছেদে ব্যবহৃত সম্মেলনের লোগো 'শান্তির কপোত' এর চিত্রকর – পাবলো পিকাসো।

বঙ্গবন্ধু নিয়ে নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের নাম	বিশেষ তথ্য	পরিচালক
তর্জনী	৭ মার্চের ভাষণকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র	সোহেল রয়াতি
মুজিব আমার পিতা	অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র	সোহেল মোহাম্মদ রানা
পলাশী থেকে ধানমন্ডি	ডকুড্রামামূলক চলচ্চিত্র	আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী
গ্রাফিক নভেল	বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র	রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি
৫৭০	১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড নির্ভর চলচ্চিত্র	আশরাফ শিশির
জয় বাংলা	মুনতাসির মামুনের উপন্যাস অবলম্বনে	কাজী হায়াত
বঙ্গমাতা	শেখ ফজিলাতুন্নেসাকে নিয়ে	গৌতম কৈরী
রাসেলের জন্য অপেক্ষা	শিশুতোষ চলচ্চিত্র	নূর-ই-আলম

- ➢ বঙ্গবন্ধুর কিশোর বয়সের কাহিনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র- দুঃসাহসী খোকা (পরিচালক- মুশফিকুর রহমান গুলজার)
- ➢ 'চিরঞ্জীব মুজিব' চলচ্চিত্রের পরিচালক – নুরুল ইসলাম।
- ➢ 'শেখ রাসেলের আর্তনাদ' চলচ্চিত্রের পরিচালক – সালমান হায়দার।

মুজিবপিডিয়া (Mujib Pedia)

- ➢ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তৈরি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকোষ (Encyclopedia)- মুজিবপিডিয়া।
- ➢ প্রধান সম্পাদক- কামাল চৌধুরী। সম্পাদক- ফরিদ কবির।
- ➢ নির্বাহী সম্পাদক- আবু মো. দেলোয়ার হোসেন।
- ➢ প্রথম প্রকাশিত হয়- ৭ ডিসেম্বর, ২০২২ সালে।
- ➢ প্রকাশক- হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার সার্কেল বাংলাদেশ লিমিটেড।

বঙ্গবন্ধুর স্মরণে পালিত দিবস

তারিখ	*পালিত দিবস*	*দিবস পালনের প্রেক্ষাপট*
১ মার্চ	জাতীয় বীমা দিবস	• ১৯৬০ সালের ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আলফা ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান। • ২০২০ সালে প্রথম দিবসটি পালিত হয়।
৭ মার্চ	জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস	• ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। • ২০২১ সালে প্রথম দিবসটি পালিত হয়।
১৭ মার্চ	জাতীয় শিশু দিবস	• বঙ্গবন্ধু ১৭ মার্চ, ১৯২০ জন্মগ্রহণ করেন। • ১৯৯৭ সাল থেকে এই দিবসটি পালিত হচ্ছে
৩ এপ্রিল	জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস	• ৩ এপ্রিল, ১৯৫৭ বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক পরিষদে এফডিসি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন
৪ জুন	জাতীয় চা দিবস	• ১৯৫৭ সালের ৪ জুন বঙ্গবন্ধু প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে চা বোর্ডে যোগ দেন • ২০২১ সালে এই দিবসটি প্রথম পালিত হয়
৯ আগস্ট	জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস	• ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেল অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে ৪৫ লাখ পাউন্ডে পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা) কিনে জাতীয়করণ করেন।
১৫ আগস্ট	জাতীয় শোক দিবস	• ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ সপরিবারে হত্যা করা হয়। • ১৯৯৬ সাল থেকে দিবসটি পালিত হচ্ছে।

- ➢ বঙ্গবন্ধুর জুলিওকুরি শান্তিপদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পুর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে পুরস্কার প্রবর্তনের ঘোষণা দেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি পুরস্কার।.
- ➢ বঙ্গবন্ধুর ২০০টি ভাষণসমগ্রহ নিয়ে 'ভায়েরা আমার' বইটির ভাষণ সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন- প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার নজরুল ইসলাম।
- ➢ কূটনীতিবিদদের জন্য বঙ্গবন্ধুর নামে প্রবর্তিত পুরস্কার – বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোম্যাটিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড।

শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina)

- ➢ জন্ম – ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়।
- ➢ পড়াশোনা – ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন
- ➢ ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার সময় তিনি অবস্থান করেন – বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে। (অপশনে না থাকলে দিবেন- বার্লিন, জার্মানি)
- ➢ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর দীর্ঘ ছয় বছর নির্বাসিত জীবন শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন – ১৭ মে, ১৯৮১ সালে। (শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস- ১৭ মে)
- ➢ শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের ব্যক্তি হিসেবে ষষ্ঠ সভাপতি হন – ১৯৮১ সালে।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন	৫ বার
সংসদ সদস্য হন	৮ বার
আওয়ামী লীগের সভাপতি হন	৯ বার
সশস্ত্র হত্যা চেষ্টার শিকার হন	২১ বার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে তথ্যচিত্র

নাম	*তথ্যপ্রবাহ*
১. লেটস টক উইথ শেখ হাসিনা	১৫০ জন তরুণ-তরুণী নিয়ে শীর্ষক অনুষ্ঠান
২. শেখ হাসিনা দ্যা লিডার	১১ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড রাজনৈতিক তথ্যচিত্র
৩. শেখ হাসিনা, আ ডটার'স টেল	৭০ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্রের নির্মাতা - পিপলু খান
৪. হাসিনা হাকাইক আসাতি গ্রন্থ	মিসরীয় সাংবাদিক ও গবেষক মুহসেন আলী আরসি
৫. Sheikh Hasina: A True Legend	প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে তৈরি ৪০ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র পরিচালনা করেন- আয়শা এরিন

শেখ হাসিনার গ্রন্থ ও অন্যান্য তথ্য

শেখ মুজিব আমার পিতা (১৯৯৯)	আমাদের ছোট রাসেল সোনা	ওরা টোকাই কেন?
দারিদ্র্য দূরীকরণ কিছু চিন্তা ভাবনা	বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বঙ্গবন্ধুর ভাষণ	Living is Tears
Democracy Poverty Elimination and Peace		
Democracy is Distress Demeaned Humanity		

- ➢ 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু' সেতুবন্ধন করেছে- কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলাকে।
- ➢ 'শেখ হাসিনা সেনানিবাস' অবস্থিত- পটুয়াখালী জেলার লেবুখালীতে (৩১তম সেনানিবাস)
- ➢ 'শেখ হাসিনা নকশী পল্লী' অবস্থিত- জামালপুরে। শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত- খুলনাতে
- ➢ **'Peace and Harmony'**- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে লিখিত কবিতার সংকলিত গ্রন্থ।
- ➢ ২০২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এশিয়ার আয়রন লেডি হিসেবে আখ্যায়িত করেন- ব্রিটিশ সাময়িকি দ্য ইকোনমিস্ট।

অ্যাওয়ার্ডের নাম	*সাল*	*প্রদানকারী*	*অবদান*
এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার	২০২১	জাতিসংঘ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওয়ার্ক (SDSN)	দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্য শান্তি সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ
WITSA Eminent Persons Award-2021.	২০২১	World Information Technology and Services Alliance (WITSA)	তথ্য প্রযুক্তিতে অবদান রাখায়

২০২৪ সালে বর্ষপূর্তি উৎযাপন (প্রতিবছর ১টি প্রশ্ন আসে)

২৫ বছর	রজত/সিলভার জুবিলী	৭৫ বছর	প্লাটিনাম জয়ন্তী
৫০ বছর	সুবর্ণ/গোল্ডেন জুবিলী	১০০ বছর	শতবর্ষ
৬০ বছর	হীরক/ডায়মন্ড জুবিলী	১৫০ বছর	সার্ধশত বর্ষ
৬৫ বছর	নীলা জয়ন্তী	২০০ বছর	দ্বি-শত বর্ষ

২৫ বছর পূর্তি/রজত জয়ন্তী (১৯৯৯ সালের ঘটনা)

- ১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে ১৪টি দেশ ইউরো মুদ্রা ব্যবহার শুরু করে
- ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি দেয়।
- ১৯৯৯ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে।

৫০ বছর পূর্তি/সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯৭৪ সালের ঘটনা)

- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে
- ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেয়
- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ বঙ্গবন্ধু OIC এর দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগদান করেন।
- ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি সাক্ষরিত হয়।
- ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়।
- ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ফিফার সদস্যপদ লাভ করে।
- ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে প্রাইজবন্ড চালু হয়।
- ১৯৭৪ সালে কাজী নজরুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, ড. কুদরত-এ-খুদা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি. লিট' ডিগ্রী প্রদান করেন।

৬০ বছর পূর্তি/হীরক জয়ন্তী (১৯৬৪ সালের ঘটনা)

- ১৯৬৪ সালে বিটিভি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্ম
- ১৯৬৪ সালে PLO প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭৫ বছর পূর্তি/প্লাটিনাম জুবিলী (১৯৪৯ সালের ঘটনা)

- ২৩ জুন, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা হয়।
- ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন।
- ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে ন্যাটো (NATO) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৯ সালে কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১ অক্টোবর, ১৯৪৯ সালে গণচীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০০ বছর পূর্তি/শতবর্ষ (১৯২৪ সালের ঘটনা)

- ১৯২৪ সালে তুরস্কের খিলাফতের পতন ঘটে।
- ১৯২৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম প্রেসিডেন্ট লেনিনের মৃত্যু হয়।
- ১৯২৪ সালে ডাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন***

- উদ্বোধন করা হয়– ১৮ মার্চ, ২০২৩।***
- **উদ্বোধন করেন**– বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- **প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করে**– ভারতের পক্ষে 'নুমালিগড় রিফাইনারি লি.' ও বাংলাদেশের পক্ষে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
- **পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য**– ১৩১.৫৭ কি.মি।***
- **পাইপলাইনটি বিস্তৃত**– ভারতের নুমালিগড় রিফাইনারি শিলিগুড়িস্থিত মার্কেটিং হতে পঞ্চগড় জেলার বাংলাবান্ধা হয়ে দিনাজপুরের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের।
- **পাইপলাইনটি দিয়ে ডিজেল সরবরাহ করা সহজ হবে**– উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলাসহ সৈয়দপুরে নির্মিতব্য ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে।
- **পাইপলাইনটি অবস্থিত**– ভারতের মধ্যে ৫ কি.মি. এবং বাংলাদেশের অংশে– ১২৬.৫৭ কি.মি.
- **দেশে আদানি গ্রুপের ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়**– ৯ মার্চ ২০২৩ সালে ভারতের ঝাড়খন্ড প্রদেশের গোড্ডা জেলা থেকে।

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া: TIFA চুক্তি স্বাক্ষর

- TIFA'র পূর্ণরূপ – Trade and Investment Framework Arrangement.
- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১।

ভুটান-বাংলাদেশের PTA চুক্তি	*ভারত-বাংলাদেশের CEPA চুক্তি*
PTA- Preferential Trade Agreement	CEPA- Comprehensive Economic Partnership Agreement
ধরন- শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা চুক্তি (১ম শুল্ক চুক্তি)	ধরন- সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি
চুক্তি স্বাক্ষর- ৬ ডিসেম্বর, ২০২০	চুক্তি স্বাক্ষর-সেপ্টেম্বর, ২০২২

ভুটান-বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তি***

- চুক্তি স্বাক্ষর করে– ২২ মার্চ, ২০২৩ (বাংলাদেশের প্রথম ট্রানজিট চুক্তি)
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান– থিম্পু, ভুটান।
- চুক্তির লক্ষ্য– পরস্পরের ভূমি ব্যবহার করে বাণিজ্য জোরদার করা।

বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১

- **উৎক্ষেপণ করা হয়**– ১১ মে, ২০১৮ আমেরিকার সময়। ১২ ে, ২০১৮ প্রথম প্রহরে ২:১৪ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়)
- **ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মাধ্যমে সেবা চালু করে**– ১৯ মে, ২০১৯।
- **বাংলাদেশে ক্যাবল সংযোগ ছাড়াই স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখা মাধ্যমে DTH(ডিরেক্ট টু হোম) চালু করে** - বেক্সিম কমিউনিকেশন্সের **"আকাশ"**।
- **স্থায়িত্ব** – ১৫ বছরের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে অরবিটাল স্লট কে হয়েছে (২০১৪ সাল)।
- **মহাকাশে নির্ধারিত কক্ষপথের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়**– যুক্তরাষ্ট্র ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে।
- **উৎক্ষেপণকারী প্রতিষ্ঠান**– যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস এক্সের লঞ্চ প্যাড
- **স্যাটেলাইটটির মূল কাঠামো তৈরি ও ডিজাইন করে**– থালে অ্যালেনিয়া কোম্পানি (ফ্রান্স)।
- **স্যাটেলাইটটি মহাকাশে পাঠানো হয় যে রকেটে**– ফ্যালকন-৯
- **মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থান**– ১১৯°০১' পূর্ব দ্রাঘিমাং
- **১৯৫৭ সালে প্রথম স্যাটেলাইট প্রেরণ করেন** স্পুটনিক-১ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)
- **স্যাটেলাইটের ধরন** – জিওস্টেশনারী কমিউনিকেশন এন্ড ব্রডকাস্টি

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২

- দেশের ২য় স্যাটেলাইটের নাম- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২।
- স্যাটেলাইটের ধরন– আর্থ অবজারভেশন।
- স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে- ২০২৪ সালে।
- **২য় স্যাটেলাইট প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পায়**- Pric water house coopers (PwC), ফ্রান্স।
- **নিয়োগ পায়**- ১৯ জানুয়ারি, ২০২০।
- **সহায়তা করছে** – গ্লাভকসমস (রাশিয়া) ও এয়ার বাস (ফ্রান্স)
- **সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে**– রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মহাকাশ সংস্থা রসকানমাস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান গ্লাভকসমস ও বাংলাদেশ স্যাটেলাই কোম্পানী (BSCL)
- **আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে**– ৩৭০৭ কোটি টাকা।

দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি *****

- বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির উদ্বোধন করেন– ২০মার্চ, ২০২ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- **ঘাঁটির নাম**– বিএনএস শেখ হাসিনা। **অবস্থিত**– পেকুয়া, কক্সবাজার।

- বাংলাদেশের ২টি সাবমেরিন বানৌজা নবযাত্রা ও জয়যাত্রা ক্রয় করে– ১২ মার্চ, ২০১৭ সালে (চীন থেকে)।
- সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ প্রবেশ করে– ৪১তম দেশ হিসেবে।
- বাংলাদেশের সাবমেরিনগুলো যে শ্রেণির– মিং ক্লাস।

চীনকে ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তৈরি জোটসমূহ

কোয়াডের নাম	*বিশেষ তথ্য*
IPS Quad**	▪ পরিচয়– ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীন বিরোধী ৪টি দেশের Indo pacific Strategy; Quadrilateral Security Dialogue. ▪ দেশ– জাপান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত ▪ ধারণার প্রবর্তক– জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে (২০০৭)***
I2U2**	▪ সদস্য দেশ – ৪টি (India, Israel, USA, UAE)*** ▪ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যপ্রাচ্য সফরের মধ্যেই এ জোটের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় – ১৪ জুলাই, ২০২২।
PBP (চীন বিরোধী অর্থনৈতিক জোট)	▪ গঠিত হয়– ২৪ জুন, ২০২২ সালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকাতে। ▪ **PBP**– Partners in the Blue Pacific. ▪ সদস্য দেশ – ৫টি (অস্ট্রেলিয়া, জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যান্ড)
চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন জোট	▪ ১৯৪১ সালে ভারতীয় ঐতিহাসিক কালিদাসনাগ তার যে গ্রন্থে সর্বপ্রথম ইন্দো প্যাসিফিক শব্দটি ব্যবহার করেন – India and The Pacific World. ▪ ২০১৮ সালের ৩০ মে প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চল হাওয়াইভিত্তিক সামরিক কমান্ড 'United States Pacific Command' এর নাম পরিবর্তন করে – United States Indo Pacific Command রাখা হয়
IPEF	▪ IPEF– Indo Pacific Economic Framework for Prosperity ▪ **IPEF** যাত্রা করে– ২৩ মে, ২০২২ জাপানের টোকিওতে। অগ্রাধিকার ক্ষেত্র – ৪টি ▪ বর্তমান সদস্য – ১৪টি (সর্বশেষ– ফিজি, ২০২২)

ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ

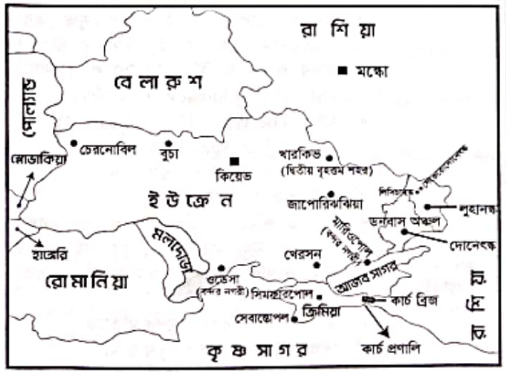

তারিখ	*গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ*
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করে দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশে রুশ সৈন্য স্থল, আকাশ ও জলপথে ইউক্রেন আক্রমণ করলে যুদ্ধ শুরু হয়।
৪ মার্চ, ২০২২	রুশ সৈন্য ইউরোপের সর্ববৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নেয়, যা ইউক্রেনের এনারদোহার শহরের জাপোরিঝিয়ায় অবস্থিত
১৮ মার্চ, ২০২২	বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে রাশিয়া হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র Kinzhal" হামলা করে ইউক্রেনে
৫ অক্টোবর, ২০২২	দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝিয়া এবং খেরসন এই চারটি অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।
৮ অক্টোবর, ২০২২	কার্চ ব্রিজে বিস্ফোরণ ঘটে [রাশিয়া ও ক্রিমিয়া দ্বীপে চলাচলের জন্য কার্চ সেতু/ প্রণালিতে সেতু নির্মাণ করে- ১৫ মে, ২০১৮]

ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট	ভলোদিমির জেলেনস্কি
রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট	ভ্লাদিমির পুতিন
লুহানস্ক ও দোনেৎস্ক	ইউক্রেনের পূর্বে অবস্থিত
জাপোরিঝিয়া ও খেরসন	ইউক্রেনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত
কার্চ প্রণালি (**Kerch Strait**)	**যুক্ত করেছে-** আজব সাগর+কৃষ্ণ সাগর
	পৃথক করেছে- ক্রিমিয়া থেকে রাশিয়াকে

- **সম্প্রতি রাশিয়া ইউক্রেনের যে শহরগুলোতে হামলা চালাচ্ছে**– খমেলনিতস্কি, দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক, লিভ, খারকিভ, সুমি, তেরনোপিল।
- **ভাগনার যে দেশভিত্তিক ভাড়াতে যোদ্ধা**– রাশিয়া।
- **ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের রুশভাষী দুটি অঞ্চল দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করে**– ২০১৪ সালের ১২ মে।
- **নিষিদ্ধ ঘোষিত বোমা ভাকুয়াম বা থার্মোব্যারিক বোমা রাশিয়া ব্যবহার করে**– ইউক্রেনে।
- **রাশিয়ার সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ মস্কোভা ধ্বংস হয়ে ডুবে যায়**– কৃষ্ণসাগরে (নেপসুন ক্রুজ মিসাইলের হামলার মাধ্যমে)
- **আগ্রাসন বন্ধে রাশিয়ার শর্ত**– ৩টি।
  - ১) ইউক্রেনকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে, ক্রিমিয়া রাশিয়ার অংশ।
  - ২) দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে হবে।
  - ৩) ইউক্রেনের সংবিধান সংশোধন করতে হবে এবং ন্যাটো জোট বা এমন কোন জোটে অন্তর্ভুক্তির অভিলাষ ত্যাগ করতে হবে।
- **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় হামলা হলো**– ইউক্রেনে।
- **রাশিয়া ও ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের প্রধান দুটি কারণ**– ইউক্রেন ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে চায়।
- **মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বৈঠক করেন**– জেনেভা, সুইজারল্যান্ড (১০ জানুয়ারি, ২০২২)
- **তুরস্কের ইস্তাম্বুলে এই চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতা করে**– তুরস্ক ও জাতিসংঘ।
- **রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে আটকে পড়া বাংলাদেশি জাহাজ**– 'এমভি বাংলার সমৃদ্ধি' (এমভি = মোটর ভেসেল)
- **জাহাজে রকেট হামলা হয়**– ২ মার্চ, ২০২২।

ইউক্রেন ও রাশিয়া যুদ্ধের সূত্রপাত

- ➢ রাশিয়ার কারণে ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার চেষ্টা থেকে সরে আসে– ২০১৩ সালে।
- ➢ ২০১৪ সালে রুশপন্থী ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ইয়ানু কোভিচ পদত্যাগ করে আশ্রয় নেন– রাশিয়ায়।
- ➢ রাশিয়া সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি অটুট রাখতে ইউক্রেনের ক্রিমিয়া দখল করে– ২০১৪ সালে।
- ➢ ইউক্রেন ও বিদ্রোহীদের সাথে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যস্থতায় বেলারুশে "মিনস্ক চুক্তি" হয়– ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

বেসিক তথ্যে ইউক্রেন

- ➢ ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ– ইউক্রেন।
- ➢ খারকিভ অঞ্চলটি অবস্থিত– ইউক্রেন
- ➢ ইউরোপের রুটির ঝুড়ি বলা হয়– ইউক্রেনকে (প্রচুর গম উৎপাদন হয়)।
- ➢ ১৯৯৪ সালেও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পরমাণু শক্তিধর দেশ ছিল– ইউক্রেন।
- ➢ ইউরোপের একমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে পরমাণু শক্তিধর দেশ হয়েও পরমাণু কর্মসূচি ত্যাগ করে– ইউক্রেন।
- ➢ ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৬ সালে ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে – ইউক্রেনের প্রিপসাত এলাকার চেরনোবিল নিউক্লিয়ার প্লান্টে।
- ➢ ইউক্রেন অবস্থিত– ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে কৃষ্ণসাগরের তীরে।
- ➢ ইউক্রেনের সাথে সীমান্তবর্তী দেশ– ৭টি (দেশগুলো হলো- বেলারুশ, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, মলদোভা ও রাশিয়া।)
- ➢ রাশিয়ার সাথে সীমান্তবর্তী ১৪টি দেশগুলো হলো– ইউক্রেন, বেলারুশ, জর্জিয়া, চীন, আজারবাইজান, কাজাখস্তান, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া ও পোল্যান্ড।

ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া সংকট

- ➢ ক্রিমিয়া উপদ্বীপ অবস্থিত - কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে।
- ➢ ক্রিমিয়া বর্তমানে - রাশিয়ার অংশ (১৮ মার্চ, ২০১৪ থেকে)।
- ➢ ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করেছিল - সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ (১৯৫৪)
- ➢ ঐতিহাসিক ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংগঠিত হয় - ১৮৫৩-১৮৫৬।
- ➢ ক্রিমিয়ার রাজধানী– সিমফারপোল।
- ➢ ক্রিমিয়ার ঐতিহাসিক শহর– ইয়াল্টা।
- ➢ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বিতর্কিত নৌঘাটি– সেভাস্তোপোল।

ইউক্রেনের শস্য রপ্তানি চুক্তি***

ইউক্রেন কৃষ্ণ সাগর ব্যবহার করে সারা বিশ্বে নিজেদের শস্য রপ্তানি করতো। কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হলে ২২ জুলাই ২০২২ এ চুক্তি করে।

- ➢ চুক্তি স্বাক্ষর হয়– ২২ জুলাই, ২০২২। চুক্তির স্থান– ইস্তাম্বুল, তুরস্ক
- ➢ স্বাক্ষরিত চুক্তির নাম– ব্ল্যাক সি গেইন ইনিশিয়েটিভ (Black Sea Grain Initiative)
- ➢ শস্য চুক্তির মধ্যস্থতা করে– তুরস্ক ও জাতিসংঘ।
- ➢ চুক্তি অনুযায়ী ফসল রপ্তানি শুরু হয়– ১ আগস্ট, ২০২২।
- ➢ প্রথম চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়– ১৮ মার্চ, ২০২৩ সালে কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এই চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৭ জুলাই পর্যন্ত
- ➢ ইউক্রেনের যে বন্দর দিয়ে শস্য রপ্তানি করে– ওডেসা।
- ➢ শস্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়– ১৭ জুলাই, ২০২৩।
- ➢ শস্য রপ্তানি চুক্তির আওতায় ইউক্রেন থেকে শস্য আমদানিতে শীর্ষে রয়েছে– চীন (বাংলাদেশের অবস্থান– সপ্তম)।
- ➢ কৃষ্ণসাগর দিয়ে শস্য রপ্তানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় বর্তমা ইউক্রেন রোমানিয়ার যে বন্দর দিয়ে শস্য রপ্তানি করছে– এতমা বন্দর।

নিষেধাজ্ঞায় শীর্ষ ৪ দেশ

১. রাশিয়া	২. ইরান	৩. সিরিয়া	৪. উত্তর কোরিয়া

EU তে যোগদানের আবেদন

- ➢ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানে আবেদন স্বাক্ষর করে– ইউক্রেন
- ➢ ৩ মার্চ, ২০২২ সদস্য পদের আবেদন করে– জর্জিয়া ও মলদোভা।

নর্ড স্ট্রিম-১	নর্ড স্ট্রিম-২
✓ নর্ড স্ট্রিম হলো– রাশিয়া থেকে জার্মানিতে গ্যাস সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত পাইপ লাইন ✓ সংযোগ– রাশিয়ার ভেবোর্গ থেকে জার্মানির গ্রেফসওয়াল্ড পর্যন্ত ** ✓ দৈর্ঘ্য– ১২২২ কি.মি. ✓ লাইনটি চলমান– ফিনল্যান্ড হয়ে বাল্টিক সাগর দিয়ে জার্মানিতে	✓ সংযোগ– রাশিয়ার উস্টলুগা থেকে জার্মানির গ্রেফসওয়াল্ড পর্যন্ত সরবরাহকৃত গ্যাস পাইপ লাইন *** ✓ দৈর্ঘ্য– ১২৩০ কি.মি. ✓ লাইনটি চলমান– বাল্টিক সাগর হয়ে এস্তোনিয়ার নিকট দিয়ে জার্মানিতে।

২০২৩ সালে যাদের হারিয়েছি

ব্যক্তির নাম	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
 হেনরি কিসিঞ্জার	✓ জন্ম – ১৯২৩ সালে জার্মানিতে এবং মৃত্যু - ২৯ নভেম্বর, ২০২৩। ✓ পরিচিতি – মার্কিন কূটনীতিবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানী। ✓ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অষ্টম মার্কি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন। ✓ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্স ও জেরাল্ড ফোর্ডের সময়। ✓ মার্কিন ৫৬তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলে (রাজনৈতিক দল – রিপাবলিকান) ✓ হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেন - তলাবিহীন ঝুড়ি (Bottomless Basket) য ইতিহাসে Basket Case নামে পরিচিত। ✓ ১৯৭৩ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমাপ্তি অবদান রাখায় হেনরি কিসিঞ্জার ও লি ডাক শান্তিতে নোবেল লাভ করেন কিন্তু লি ডাক স্বেচ্ছায় নোবেল প্রত্যাহার করেন। ✓ ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ এ ভিয়েতনাম যুদ্ধে হেনরি কিসিঞ্জার বারব সফর করেন যা ইতিহাসে 'শাটল কূটনীতি' (Shuttle Diplomacy) নামে পরিচিত। ✓ গ্রন্থ – The White House Years, World Order, The Age of AI.
 কবি আসাদ চৌধুরী	✓ পরিচিতি – কবি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। ✓ মৃত্যু – ৫ অক্টোবর, ২০২৩। ✓ বিখ্যাত কবিতা – তবক দেওয়া পান (প্রথ কবিতা), মধ্য মাঠ থেকে, বৃত্ত নাই কেন্দ্র নাই, দুঃখীরা গল্প করে, আমার কবিতা, স ফেরারী ইত্যাদি। ✓ ইতিহাস গ্রন্থ – বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ✓ শিশু সাহিত্য – রাজার নতুন জামা।
 কবি মোহাম্মদ রফিক	✓ পরিচিতি – কবি ও লেখক। ✓ মৃত্যু – ৬ আগস্ট, ২০২৩। ✓ উল্লেখযোগ্য কাব্য – কীর্তিনাশা, বৈশাখী পূর্ণিমা, কপিলা, ত্রয়ী, খোলা কবিতা। ✓ মুক্তিকালীন সময় কাজ করেন – স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও ১নং সেক্টরে।
কে জি মুস্তফা	✓ পরিচয় – বাংলাদেশের প্রথম ১ টাকার ডিজাইনার। মৃত্যু – ৭ জুলাই, ২০২৩। ✓ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসের প্রথম ডাক টিকিটের নকশা করেন।

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক (বাংলাদেশ অংশ)

- ➢ ২০২৪ সালের বর্ষপণ্য – হস্তশিল্পজাত পণ্য (২০২৩ – পাটজাত পণ্য)
- ➢ প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে 'দ্য হেগ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' এ ভূষিত হন – সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া।
- ➢ বর্তমানে বাংলাদেশীরা ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারে – ১৯টি দেশে
- ➢ বাংলাদেশীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারে – ৪২টি দেশে।
- ➢ 'বিপিএল-২০২৪' এ অনুষ্ঠিত – ১০তম আসর।
- ➢ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি বাড়াতে সরকার পণ্যে নগদ সহায়তা দেবে – ৪৩টি পণ্যে।
- ➢ ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথে চালু হওয়া নতুন আন্তঃনগর ট্রেনের নাম – ১) কক্সবাজার এক্সপ্রেস ২) পর্যটন এক্সপ্রেস।
- ➢ বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করে – ৩ জানুয়ারি, ২০২৪।
- ➢ কোকা-কোলার প্রথম বাংলাদেশি ও প্রথম নারী এমডি – জু-উন নাহার চৌধুরী।
- ➢ রাজধানীর ভূমি ভবনে 'স্মার্ট মিউটেশন সিস্টেম' এর একটি ডেমো প্রদর্শিত হয় – ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩।
- ➢ বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (EPA) স্বাক্ষর করবে – ২০২৫ সালে। ফলে ২০২৬ সালে জাপানে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে বাংলাদেশ।
- ➢ বাংলাদেশ প্রথম ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘস্থায়ী কৌশল 'জাতীয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র (২০২৪-৩০)' গৃহীত হয় – ৬টি।
- ➢ আইসিসি পুরস্কার ২০২৩ এ বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়ার হিসেবে নির্বাচিত হন – বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সদস্য মারুফা আক্তার
- ➢ ১২ অক্টোবর, ২০২৩ দেশের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয় – কক্সবাজারে।
- ➢ BRRI কর্তৃক উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে – ২টি (ব্রি-ধান-১০৭, ব্রি-ধান-১০৮)
- ➢ ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ তেলের কূপের সন্ধান পাওয়া গেছে– সিলেট গ্যাসক্ষেত্রে।
- ➢ দেশের নতুন দুটি ইপিজেড অনুমোদন দেওয়া হয়– পটুয়াখালী (৯ম ইপিজেড), যশোর (১০ম ইপিজেড)
- ➢ ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাচে জয় লাভ করে– ১৯টি
- ➢ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' হিসেবে নিয়োগ পান– অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ
- ➢ প্রবাসী আয়ে শীর্ষ জেলা– ঢাকা, সর্বনিম্ন জেলা– লালমনিরহাট
- ➢ ২০২৩ সালে গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন (GCA) পুরস্কার লাভ করেন– বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিভাগের বাস্তবায়িত স্থানীয় সরকার ইনিশিয়েটিভ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্প
- ➢ মৈতৈ উপজাতি বাস করে - মনিপুর রাজ্য,ভারত
- ➢ নতুন দুটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি অনুমোদন পায়– শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর এবং শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর।
- ➢ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি মোট– ৪টি (কুমিল্লা, বগুড়া, রংপুর ও জামালপুর)
- ➢ ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশের প্রথম যে রকেট উৎক্ষেপণ– একুশে-১
- ➢ প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায় স্থান পান বাংলাদেশের যে নারী– জান্নাতুল ফেরদাউস
- ➢ ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ IMF বাংলাদেশের জন্য ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি অনুমোদন করে– ৬৮ কোটি ২০ লাখ ডলার
- ➢ বাংলাদেশকে ঋণদাতা ৩২ দেশ ও সংস্থার মধ্যে চীনের অবস্থান– ৪র্থ।
- ➢ ইউরোপীয় ইউনিয়নে নীট পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ– বাংলাদেশ
- ➢ প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' আউট হন– মুশফিকুর রহিম।
- ➢ নারী ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন– ফারজানা হক।
- ➢ দেশের সর্ববৃহৎ শিল্পনগরী 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর' অবস্থিত– মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
- ➢ সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে 'স্মৃতি চিরঞ্জীব' উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী– ২৮ জুলাই, ২০২৩।
- ➢ তাজউদ্দিন আহমদের জীবনী নির্ভর 'সাক্ষী ছিল শিরস্ত্রাণ' বইটির লেখক– সুহান রিজওয়ান
- ➢ ২০২০-২১ অর্থ বছরে সেরা রপ্তানিকারক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি পাচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান– রিফাত গার্মেন্টস
- ➢ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বন্দর শুল্ক বা পোর্ট ট্যাক্স পরিশোধ পদ্ধতি চালু হয়– ১৩ জুন, ২০২৩।
- ➢ ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪ হাজার রান ও ৬০০ উইকেটের 'ডাবল' পেলেন– সাকিব আল হাসান।
- ➢ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দেশকে পায়রা বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব দেন– নেপাল।
- ➢ দেশে উদ্ভাবিত মাছের শুক্রানু শতবছর সংরক্ষণ প্রযুক্তির নাম– ক্রায়োপ্রিজারভেশন।
- ➢ বাংলাদেশ ব্যাংক চালুকৃত স্মার্ট সুদ হার– সিক্স মান্থস মুভিং এভারেজ রেট অব ট্রেজারি বিল
- ➢ দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম নারী কমিশনার– মোছা. আছিয়া খাতুন।
- ➢ দেশের প্রথম লিথিয়াম ব্যাটারি উৎপাদন কারখানা অবস্থিত– মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
- ➢ টেস্টে রানের হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম জয় যে দেশের বিপক্ষে– আফগানিস্তান (৫৪৬ রান)
- ➢ দেশের ৯টি সেতু ও ২টি সড়কে ইলেকট্রনিক টোল ব্যবস্থা (ই-টোল) উদ্বোধন করা হয়– ২৭ মে, ২০২৩।
- ➢ সম্প্রতি এশিয়ার সেরা বিজ্ঞানীর তালিকায় ২ বাংলাদেশী– সেঁজুতি সাহা ও গাওসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী।
- ➢ বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর চালু হবে– কক্সবাজার।
- ➢ দেশের প্রথম 'Mobile Financial Services (MFS)' সেবা যুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান– নগদ ফাইন্যান্স পিএলসি।
- ➢ সাকিব আল হাসানের প্রথম অভিনীত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র– অমলিন থাকুক প্রতিটি হাসি।
- ➢ 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণ পদক' প্রবর্তন করে– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড লিবার্টি।
- ➢ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী স্থান -তুমব্রু

- দেশের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত– কক্সবাজারের খুরুশকুল (৬০ মেগাওয়াট)
- ২৪ এপ্রিল, ২০২৩, ৭১'এর গণহত্যাকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তাব গ্রহণ করেন– IAGS (International Association of Genocide Scholars)
- আন্তর্জাতিক পেশাদার বক্সিং এ বাংলাদেশের প্রথম স্বর্ণপদক লাভ করে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুরো কৃষ্ণ চাকমা।
- সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রথমবার মানুষের দেহে সফল ভাবে প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করা হয়– মেকানিক্যাল কৃত্রিম হার্ট
- দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অ্যাস্ট্রো অবজারভেটরি বা বেসরকারি মহাকাশ মানমন্দির স্থাপিত হয়– গাজীপুরের শ্রীপুরে
- ২০২২ সালে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রপ্তানি করে– সৌদি আরব
- দেশের প্রথম বারের মত বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হবে– আমিন বাজার, সাভার, ঢাকা।
- দেশের একক বৃহত্তম পয়ঃশোধনাগার কেন্দ্র অবস্থিত– খিলগাঁও, ঢাকা
- দেশের বৃহত্তম রাবার ডেম নির্মাণ করা হচ্ছে– চাঁপাইনবাগঞ্জ।
- দেশের একমাত্র চতুর্দেশীয় স্থলবন্দর– তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।
- ২৪ জুলাই, ২০২৩ বাংলাদেশ বৈশ্বিক স্থলমিল কোয়ালিশনের সদস্য হন– ৮৫তম।
- ২৫ জুলাই, ২০২৩ ইতালির রোমে FAO এর সদর দপ্তরে বাংলাদেশ ও FAO এর মধ্যে ৫০ বছরের সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে উদ্বোধন করা হয়– বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কক্ষ
- ADB'র প্রথম বাংলাদেশি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পান– ফাতিমা ইয়াসমিন।
- ২০২৪-২৭ FAO'র কাউন্সিল সদস্য হয়– বাংলাদেশ।
- দেশের প্রথম ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মিত – মংলা, বাগেরহাট
- প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে ক্রিকেটের আইন প্রণেতা 'Marylebone Cricket Club' (MCC) এর আজীবন সদস্যপদ লাভ করে– মাশরাফি বিন মর্তুজা।
- জাতিসংঘের সিএসডব্লিউ (Commission on the status of women)-এর বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে– ২০২৪-২০২৮ সাল মেয়াদে।
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের শুভেচ্ছা দূত হয়েছেন– সাকিব আল হাসান
- সম্প্রতি ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনের ৩য় তলা ভবনের নামকরণ করা হয়েছে– ঢাকা মহানগর জাদুঘর।
- ৭ই মার্চের ভাষণের আদলে বঙ্গবন্ধুর সর্বোচ্চ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হচ্ছে– গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।
- ভাষা আন্দোলনের উপরে আঁকা প্রথম চিত্রকর্ম 'রক্তাক্ত-২১' এর চিত্রশিল্পী– মর্তুজা বশীর।
- ব্রেইল থেকে বাংলা টেক্সটে রূপান্তর করার সফটওয়্যারের উদ্ভাবক– ড. মুহাম্মদ শোয়াইব।
- ঢাবির প্রথম ছাত্রী লীলা নাগের নামে 'কলা ভবন' পরীক্ষার হলের নামকরণ করা হয়– লীলা নাগ পরীক্ষা হল।
- ঢাবির শতবর্ষ উপলক্ষে মলচত্বরে নির্মিত হয়– 'শতবার্ষিক স্মৃতি স্তম্ভ'; অসীমতার স্তম্ভ, বিশালতা, অন্তর্ভুক্ততা ও উদারতা
- আইএমএফ থেকে বাংলাদেশ ঋণের অনুমোদন পায়– ৪৭০ কোটি ডলার (২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)
- দেশের প্রথম মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী চালু হয়– ৭ মার্চ, ২০২৩।
- বাংলাদেশের বর্ষপণ্য-২০২৪ – হস্তশিল্প
- ২৬ মে, ২০২৩ সালে উদ্বোধন করা হয় দেশের বৃহৎ বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থান – কক্সবাজারের খুরুশকুল পিত্রমখালী চৌফলদণ্ডীতে
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিলোসফি পলিটিক্স এন্ড পলিসি গ্রন্থটির লেখক– রওনক জাহান ও রেহমান সোবহান
- বলিউডে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে নির্মিতব্য চলচ্চিত্র 'ব্যাটল ফর বেঙ্গল' এর পরিচালক– রিচি মেহতা
- দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স "শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স" নির্মিত হচ্ছে– কক্সবাজার।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান প্রধান অর্থনীতিবিদ– মো. হাবিবুর রহমান
- E-Gate এবং E-Passport ব্যবহারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম
- মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক এর বর্তমান নাম- জাতীয় মানবকল্যাণ পদক।
- জলবায়ু গবেষণায় দেশের প্রথম ক্লাইমেট সেন্টারের যাত্রা শুরু- ১ অক্টোবর, ২০২২ (গাজীপুরের শ্রীপুরে)
- সম্প্রতি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন করা হয়– আগারগাঁও, ঢাকা।
- সম্প্রতি বাংলাদেশের যে ফুটবলার আর্জেন্টিনার ক্লাবে যোগদান করে– জামাল ভূঁইয়া।
- ৩০ আগস্ট, ২০২৩ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৩০০ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হয় – রামপাল, বাগেরহাট
- দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক চার্জিং স্টেশন চালু হয়– ১৬ আগস্ট, ২০২৩
- জাতিসংঘের উপদেষ্টা বোর্ডে বাংলাদেশি সদস্য– ড. সালিমুল হক।
- পল্লী উন্নয়নের মেগা প্রকল্প 'আমার গ্রাম আমার শহর' একনেকে পাশ হয়– ১৮ জুলাই, ২০২৩
- দেশের প্রথম সরকারি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়– কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি (বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম – নরসিংদী)
- বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র– বে অব ব্লাড (ভারতীয় নির্মাতা- কৃষ্ণেন্দু বোস)
- নারীদের পরিবর্তনের কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে ১৫তম ব্রিকস সম্মেলনে শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন– ৫ দফা
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা থেকে জাপানের নারিতা সরাসরি ফ্লাইট চালু করে– ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ করা হবে – ফ্রান্স থেকে।
- দেশের নবম ইপিজেড (EPZ) স্থাপিত হবে – পটুয়াখালী।
- সম্প্রতি প্রথমবারের মত যে জেলার চা বাগান চা বোর্ডের নিবন্ধন পায় – খাগড়াছড়ি।
- দেশের সরকারি হাসপাতালে প্রথম টেস্টটিউব শিশুর জন্ম হয় - ঢাকা মেডিকেল কলেজে।
- সম্প্রতি বাংলাদেশ যে দেশের সামরিক প্লাটফর্মে যুক্ত হয় – জাপান (OSA)
- ২০২৪ সালের অস্কারের ৯৬তম আসরে 'বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম' বিভাগে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিবে – পায়ের তলায় মাটি নাই (পরিচালক – মো. রাকিব মৃধা)
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান – কবিরুল ইজদানী খান
- BARI কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাতের কাঁঠালের নাম – বারি কাঁঠাল-৩
- মধ্য আফ্রিকার দেশ গ্যাবনে সেনা অভ্যুত্থান ঘটে – ৩০ আগস্ট ২০২৩
- ঢাকা মেট্রোপলিটনের বর্তমান কমিশনার – হাবিবুর রহমান।
- ডিজিটাল জীবনমান-২০২৩ এ বাংলাদেশের অবস্থান – ৮২তম।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী ফিফা এলিট রেফারি হন – সালমা আক্তার

- বাংলাদেশের প্রথম আম্পায়ার হিসেবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দায়িত্ব পালন করেন – শরফদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত (৫টি ম্যাচ)
- বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (Direct Foreign Investment) হয়– যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- Global Security Initiative (GSI) প্রস্তাবক দেশ– চীন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষা ভবন পর্যন্ত সড়কটির নতুন নাম– ভাষা শহীদ শফিউর রহমান সড়ক।
- দেশের প্রথম মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী চালু হয়– ৭ মার্চ, ২০২৩।
- 'বাবার পরিচয়হীন সন্তানের অভিভাবক হবেন মা' হাইকোর্ট এ রায় প্রদান করে– ২৪ জানুয়ারি, ২০২৩
- আন্তর্জাতিক পেশাদার বক্সিংয়ে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জয়লাভ করেন– সুরু কৃষ্ণ চাকমা (ঢাবি শিক্ষার্থী)।
- সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন কমিশন এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে– বাংলাদেশ (২০২৩ থেকে ২০২৭)
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়– মেকানিক্যাল হার্ট
- বিশ্বের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে ১৫০টি দেশ ভ্রমন করে– বাংলাদেশের নাজমুন নাহার।
- মিশরের বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রাক-প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখা চালুর সিদ্ধান্ত নেয় – রাজশাহীতে।
- ১৫ জুন ২০২১ বাংলাদেশের যে দেশকে তিনটি সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেয় – ভুটান।
- ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে জাতিসংঘের পিস বিল্ডিং কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়– বাংলাদেশ।
- বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ প্রথম একই সাথে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-২০ সিরিজ জয় লাভ করে– জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।
- বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার বালেন্দা গ্রামে ১০০ বিঘা জমিতে গিনেস বুকে স্থান পাওয়া বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি– শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু।
- জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলায় ১০০ কোটি ডলারের ফান্ড গঠন করা হয় যার ৩০ শতাংশ পাবে– বাংলাদেশ।
- পাট থেকে এন্টিবায়োটিক 'হেমিকরসিন' উদ্ভাবন করেন– ঢাবি অধ্যাপক ড. হাসিনা খান।
- বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য নির্মিত প্রথম আশ্রয়কেন্দ্রটির নাম খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্প অবস্থিত– খুরুশকুল, কক্সবাজার।
- আন্তর্জাতিক সংস্থা জেনোসাইড ওয়াচ ২৫ মার্চের গণহত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়– ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- সর্বশেষ বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা দেশ - সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস
- সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় 'সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে - নিঝুম দ্বীপকে
- রোহিঙ্গাদের জন্য "ভাসানচর প্রকল্প" যে নামে পরিচিত– আশ্রয়ন প্রকল্প–০৩
- বাংলাদেশে নিষিদ্ধ মাছ– ৩টি (সাকার মাছ- ১১ জানুয়ারি, ২০২৩, আফ্রিকান মাগুর- ২০১৪, পিরানহা- ২০০৮) ।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী নিয়ে ইংরেজি ভাষায় নির্মিত সিনেমা 'Jk-71' এর নির্মাতা– ফখরুল আরেফিন।
- ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC) ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়– বাংলাদেশ
- ইসলামী মানবাধিকার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে– বাংলাদেশ।
- জাতীসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে 'নারী পুলিশ সদস্য' পাঠানোর দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে– বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ স্পেশাল ইকোনমিক জোন (BSEZ) বা 'জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল' অবস্থিত– নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে।
- জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়– ২০২৩-২৫ মেয়াদে।
- বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জনকারী যে পত্রিকার কথা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- মিল্লাত
- মূত্রের নমুনা থেকে কালাজ্বর শনাক্তের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন – ঢাবির অনুজীব বিজ্ঞানের অধ্যাপক মনজুরুল করিম ও তার দল।
- বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে– জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী টেকসই, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের 'খাদ্যব্যবস্থা সম্মেলন-২০২৩' এ উত্থাপন করেন– ৫ দফা প্রস্তাব।
- সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার দাম নির্ধারনে যে পদ্ধতি ব্যবহারের ঘোষণা দিয়েছে – ক্রলিং পেগ।
- কাজাখস্তানের আস্তানায় আয়োজিত এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিকসে প্রথম বাংলাদেশি স্বর্ণজয়ী খেলোয়াড়ের নাম– ইমরানুর রহমান (৬০ মিটার)
- সম্প্রতি বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে মাল্টি কারেন্সি ডেবিট কার্ড দিয়ে বিদেশে নগদ অর্থ উত্তোলনের সুবিধা চালু করেছে – ব্র্যাক ব্যাংক।
- ১৭ জানুয়ারি, ২০২৪ বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন মুদ্রানীতি-২০২৪ ঘোষণা করে – জানুয়ারি-জুন (বছরে ২ বার মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়)
- দেশীয় মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি হলো – ক্রলিং পেগ।
- বাংলাদেশ মিং ক্লাসের ২টি সাবমেরিন চীনের কাছ থেকে ক্রয় করে যা রাখার জন্য চীনা অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে সাবমেরিন ঘাঁটি – কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।
- বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো টেকসই সরকারি ক্রয়নীতি জারি করে – ২০২৩ সালে।
- জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত সর্বমোট ধানের জাত – ১১৫টি।
- বাংলাদেশ বিশ্বের যত দেশে ঔষধ রপ্তানি করে– ১৪০টি
- ২০২৪ সালে 'অমর একুশে' বইমেলার প্রতিপাদ্য– পড়ো বই গড়ো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ
- প্রধানমন্ত্রী রমজান মাসে যে কয়টি পণ্যের শুল্কহার কমানোর জন্য এনবিআরকে নির্দেশ দিয়েছেন– ৪টি
- বাংলাদেশ সরকার ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে– ২০৩০
- ব্যাংকের ভিতরে আলাদা ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বলে– অফশোর ব্যাংকিং
- বর্তমানে বাংলাদেশের **Policy Rate (Repo Rate)** – 8%, SLF Rate – 9.50%, SDF Rate – 6.50%, Bank Rate – 4%.
- সম্প্রতি ভারতের মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক সম্মাননা 'পদ্মশ্রী' তে ভূষিত হয়েছেন– রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক (আন্তর্জাতিক অংশ)

- ১ জানুয়ারি, ২০২৪ ওপেক (OPEC) ত্যাগ করে – অ্যাঙ্গোলা।
- সম্প্রতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের নামে নতুন একটি ব্যাক্টেরিয়ার নামকরণ করেছেন – প্যান্টোইয়া টেগোরি।
- ১২ জানুয়ারি-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ এএফসি ফুটবল এশিয়া কাপ ২০২৩ এর ১৮তম আসরের আয়োজক – কাতার।
- ১৫-১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ **World Economic Forum** এর ৫৪তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় – দাভোস, সুইজারল্যান্ড।
- ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সালে ৬০তম মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত – মিউনিখ, জার্মানি।
- ২০১৯ সালে রোহিঙ্গা গণহত্যাকে কেন্দ্র করে ICJতে মিয়ানমারের বিপক্ষে মামলা করে – গাম্বিয়া।
- দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত 'আয়ুনজীন' দ্বীপটি যে দেশের নিয়ন্ত্রণাধীন – ফিলিপাইন।
- ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ যে দেশটি তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে – নাউরু।

- জাতিসংঘের MONUSCO মিশনটি যে দেশে কাজ করে – কঙ্গো।
- ১৩ জানুয়ারি, ২০২৪ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় – গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র থেকে।
- ২০২৪ সালের বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন – ওয়ায়েল হল্লাক, মোহাম্মদ সাম্মাক, জেরি মেন্ডেল ও হাওয়ার্ড ইউয়ান হাও চ্যাং।
- বিশ্বের প্রথমবারের মতো ম্যালেরিয়ার গণটিকার কর্মসূচি শুরু হয় – ক্যামেরুনে।
- তুরস্কের যে নভোচারী প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) পৌছেন – আলপার গেজারভচি।
- স্মার্ট ল্যান্ডার ফর ইনভেস্টিগেটিং মুন (SLIM) যে দেশের চন্দ্রযান – জাপানের।
- ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ সমরিক মহড়ার নাম – গাল্ফ শিল্ড-১।
- তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ – যুক্তরাষ্ট্র
- বৈশিক স্বর্ণ মজুদে শীর্ষ দেশ – যুক্তরাষ্ট্র।
- বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি – বার্নার্ড আর্নল্ট।
- ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ আফ্রিকান ইউনিয়নের ৩৭তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় – আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া।
- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় নিপা ভাইরাসের যে টিকার পরীক্ষা শুরু করে – ChAdOx1 Nipah P
- ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সি প্রধানমন্ত্রী হন – গ্যাব্রিয়াল আতাল (৩৪ বছর)
- বর্তমানে বিশ্বে জুতা উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ – চীন।
- লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর এবং বাব এল মান্দেব প্রণালিতে হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভিযানের নাম – প্রসপারিটি গার্ডিয়ান।
- আফিম উৎপাদনে বর্তমানে শীর্ষ দেশ– মিয়ানমার।
- শ্রীলঙ্কা ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ফ্রি ভিসা দেয়– ৭টি দেশকে (ভারত, চীন, রাশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড)
- সম্প্রতি যে দেশের আইনসভা ধর্মীয় গ্রন্থ পোড়ানো কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে আইন পাস করে – ডেনমার্ক।
- বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) প্রথম নারী মহাসচিব হন – সেলেস্তে সাওলা (আর্জেন্টিনা)
- তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন– লাই চিং তে (দল- ডিপিপি)
- আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড এর ২৫তম আসর হয় – গ্রিসে।
- ফুটবল 'আফ্রিকা কাপ অব নেশনস-২০২৩' অনুষ্ঠিত – আইভরিকোস্ট
- সম্প্রতি ব্ল্যাক হোলের (কৃষ্ণগহ্বর) রহস্য উন্মোচনের জন্য চীন কর্তৃক মহাকাশে প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহের নাম – আইনস্টাইন প্রোব।
- যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ – চীন (বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়)
- সম্প্রতি দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) থেকে বাদ পড়েছে – শ্রীলঙ্কা।
- অ্যাপোলো-১১ এর পর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চন্দ্রযান – পেরিগ্রিন লুনার ল্যান্ডার।
- সম্প্রতি যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত আইন প্রণেতাদের আজীবন নিষিদ্ধ করার বিধান তুলে দিয়েছে – পাকিস্তান।
- সম্প্রতি ইউক্রেনের পার্লামেন্ট যে দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করেছে – বেলারুশ।
- জাতিসংঘ 'International Year of Camelids' ঘোষণা করে– ২০২৪ সালকে।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি চালু করে – জাপান।

- খেলোয়ার ও কোচ হিসেবে ফুটবল বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়ে – মারিও জাগালো (ব্রাজিল)
- বর্তমানে এশিয়ার শীর্ষ ধনী – গৌতম আদানি (বিশ্বের ১২তম)
- মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি – আল উদি বিমানঘাঁটি, কাতার।
- ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ৬০তম নির্বাচনে ট্রাম্পকে অযোগ্য ঘোষ করেছে – কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের আদালত।
- সম্প্রতি সৌদি আরব নতুন সোনার খনির সন্ধান পায় – মক্কায়।
- ন্যাটোর ৩২তম সদস্য হতে যাচ্ছে – সুইডেন।
- a2i কে যে নামে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তর করা হয় . Agency to Innovate.
- জাতিসংঘের যে অঙ্গসংস্থা স্কুলে স্মার্ট ফোন ব্যবহারে নিষিদ্ধের প্রস্ত দিয়েছে – ইউনেস্কো।
- সম্প্রতি ৩০ জুন, ২০২৩ জাতিসংঘ যে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করে– MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), মালি (মিশনের সময় ছিল– ২৫ এপ্রিল, ২০১৩-৩০ জুন, ২০২৩)
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হিজাবধারী বিচারক হিসেবে শপথ নিয়েছেন- নাদিয়া কাহাফ।
- Global Security Initiative (GSI) প্রস্তাবক দেশ– চীন।
- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ভার্চুয়াল ব্যাংক অনুমোদন দেয় যে দেশ– তাইওয়ান।
- ভারত সূর্যে প্রথম মহাকাশযান 'আদিত্য-এল ১' উৎক্ষেপণ করে. ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
- ভারতের লাদাখে উদ্বোধন হওয়া সামরিক ঘাঁটির নাম – নয়োমা।
- ২০২৩ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পা – শান্তি নিকেতন।
- নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে প্রথম জয় লাভ করে বাংলাদেশ (২৪ মার্চ, ২০২২)।
- জাতিসংঘের সমুদ্র আদালত (ITLOS) এ বিশ্বের প্রথম জল মামলায় শুনানি হয় – ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
- সম্প্রতি রাশিয়া ও ইউক্রেনের ৪৭৮ জন বন্দি বিনিময় চুক্তি হয়. সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
- রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ক্ষমতায় থাকার জন্য সাংবিধানিক আ সংস্কার করেন– ২০৩৬ সাল পর্যন্ত
- সম্প্রতি পতাকার নকশায় পরিবর্তন আনেন– কিরগিজস্তান।
- ২০২৩ সালে অক্সফোর্ডের বর্ষসেরা শব্দ– Rizz
- ওপেক প্লাসে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পরে যোগদেন – ব্রাজিল
- কোভিডের অমিক্রনের নতুন উপধরন– JN.1
- ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ অস্ত্র নিষেধা তুলে নেন– সোমালিয়ার উপর থেকে
- ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রাজনৈতিক মি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়– সুদানে
- ২ ডিসেম্বর ২০২৩ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কলম্বিয়ার ম স্বাক্ষরিত হয়– CEPA চুক্তি
- সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন 'সুরাট ডায়মন্ড বো উদ্বোধন করা হয়– গুজরাট, ভারত
- AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) নিয়ন্ত্রণে আইন পাস করে– ইউরোপীয় ইউনি
- ২১ নভেম্বর, ২০২৩ প্রথম গোয়েন্দা স্যাটেলাইন উৎক্ষেপণ ক উত্তর কোরিয়া

- ওয়ান ডে ও টি-২০ তে বাংলাদেশি মেয়েদের প্রথম জয়– দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে
- ২০২৩ সালে সৌদিতে আয়োজিত ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়– ম্যানচেস্টার সিটি
- সম্প্রতি কমিউনিটি ক্লিনিককে 'শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ' ঘোষণা করে – ব্রাউন ইউনিভার্সিটি ।
- তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়াতে যে দেশে অ্যাপারেল সামিট করে বিজিএমইএ–অস্ট্রেলিয়া।
- ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তর অবস্থিত– ওডেসা।
- নীতি পুলিশ যে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংযুক্ত– ইরান।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে দেশের সাথে অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে চুক্তি করে– তিউনিসিয়া।
- জ্বালানি খরচ, ব্যবহার ও দূষণের দিক থেকে জি-২০ যে দেশ সবচেয়ে বেশি পরিচিত– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।
- আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড-২০২৩ এই পদক তালিকায় শীর্ষ দেশ– চীন (বাংলাদেশের অবস্থান– ৪৬তম)
- ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলন ২০২৩ এ বিশেষ আমন্ত্রণ পায় যে দেশ– ইউক্রেন
- সুইডেন ন্যাটোর সদস্য হতে বিরোধিতা করে– ২টি দেশ (তুরস্ক ও হাঙ্গেরি)
- বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী জাহাজের নাম– আইকন অব দ্য সিজ।
- সম্প্রতি থ্রেডস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম চালু করেছে– META
- টুইটারের বর্তমান নাম – এক্স (X)
- বেসরকারি বাহিনী 'ওয়াগনার গ্রুপের' প্রধান ছিলেন – ইয়েভগেনি প্রিগোশিন।
- চীনের তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী বিমান 'সি-৯১৯' এর বাণিজ্যিক ফ্লাইট শুরু– ২৮ মে, ২০২৩
- বিশ্বের বৃহত্তম সামুদ্রিক পার্ক তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে– অস্ট্রেলিয়া।
- ৩০-৩১ মে, ২০২৩ New Development Bank এর ৮ম সম্মেলন হয়– সাংহাই, চীন।
- এভারেস্ট বিজয়ের ৭০ বছর পূর্তি পালিত হয়– ২৯ মে, ২০২৩।
- প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ানের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি হয়– ১ জুন, ২০২৩।
- ২০২৩ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী নতুন ৫ সদস্য– আলজেরিয়া, গায়ানা, দক্ষিণ কোরিয়া, সিয়েরা লিওন ও স্লোভানিয়া
- লুজান চুক্তির ১০০ বছর পূর্ণ হয়– ২৪ জুলাই, ২০২৩।
- লিওনেল মেসির নতুন ক্লাবের নাম– ইন্টার মিয়ামি, যুক্তরাষ্ট্র।
- সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক ভাবে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প ত্যাগ করে– জার্মানি
- বিশ্বের প্রথম ড্রোনবাহী রণতরী 'TCG Anadolu' চালু করে– তুরস্ক
- রানী দ্বিতীয় এলিজাবেদের পর ৪০তম ব্রিটিশ রাজা হিসেবে তৃতীয় চালর্সের অভিষেক (Coronation) ঘটে– ৬ মে, ২০২৩।
- ইয়েমেন সংঘাত নিরসনে সৌদি-হুতির মধ্যে শান্তি আলোচনার মধ্যস্থতা করে– ওমান।
- মার্কিন ডলারের একচেটিয়া আধিপত্য রুখতে যে সংস্থা নতুন মুদ্রা চালু করতে যাচ্ছে– ব্রিকস
- Forbes এর ২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ধনী– বার্নার্ড আর্নল্ট
- NUMBEO এর মতে যানজটের শীর্ষ শহর– লাগোস, নাইজেরিয়া (ঢাকা- তৃতীয়)
- 'পিতৃভূমি রক্ষাকর্তা' নামে নতুন তহবিল গঠন করে– রাশিয়া।

- প্রথম আরব নারী হিসেবে মহাকাশে যান– রায়ানা বারনাওয়ি।
- প্রথম আরব হিসেবে মহাকাশে হাঁটেন (স্পেসওয়াক)– সুলতান আল নিয়াদি।
- ২০২৩ সালে প্রথম নজরুল পুরস্কার লাভ করেন– শাহীন সামাদ।
- ২০২৩ সালে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন– শীলা মোমেন।
- ২০২৩ সালে দাবা খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন– ডিং লিরেন।
- দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ঋণ খেলাপী হারে শীর্ষ দেশ– শ্রীলঙ্কা (২য়- বাংলাদেশ)
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিশ্বব্যাপী করোনার জরুরি অবস্থা তুলে নেয়– ৫ মে, ২০২৩।
- European Sky Shield Initiative (ESSI) এর প্রস্তাবক– ওলাফ শলৎজ।
- পৃথিরীর সবচেয়ে বড় ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত– সিঙ্গাপুর
- সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাত যে দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠিত করেছে– সৌদি আবর।
- মহাকাশে প্রথম বারের মতো নারী নভোচারী 'রায়ানাহ বারনাওয়ী' কে পাঠাচ্ছেন– সৌদি আরব
- ২০২৪ সালের ৫ নভেম্বর ৬০তম মার্কিন নির্বাচনে লড়াইয়ের ঘোষণা দেন– ভারতীয় বংশোদ্ভূত রিপাবলিকান নেতা 'নিকি হ্যালি'
- ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইরান ও সৌদির কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ হয়– ২০১৬ সালে (পুনসম্পর্ক হয়– ১০ মার্চ, ২০২৩)
- Meta এর ভার্চুয়াল মুদ্রার নাম– জাক বাকস (Zuck Bucks)
- মাশা আমিনির মৃত্যুতে ইরানে বিক্ষোভ শুরু হয়– ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২
- আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন ছাড়ার ঘোষণা দেন– রাশিয়া
- ভিক্টোর গ্লোভার নামে প্রথম একজন কৃষ্ণাঙ্গসহ ৪ নভোচারী নিয়ে নাসার নতুন চন্দ্রাভিযানের নাম– Artemis-2 (২০২৪ সালের নভেম্বরে যাত্রা করবে)
- বিশ্বে প্রথম কাগজবিহীন প্রশাসন চালু করে যে দেশ– সংযুক্ত আরব আমিরাত
- সম্প্রতি ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যকার পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দেন– নিউ স্টার্ট চুক্তি, ওপেন স্কাই ট্রিটি, সিটিবিটি
- ১২ আগস্ট, ২০২৩ ফিলিস্তিনে প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয়– সৌদি আরব
- বৈশ্বিক বায়ুগ্যাস উৎপাদনে শীর্ষ দেশ– চীন।
- যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম 'Comprehensive Strategic Partnership চুক্তি স্বাক্ষর করে – ভিয়েতনাম।
- Five Eyes গোয়েন্দা জোটের সদস্য– ৫টি দেশ (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড)
- সম্প্রতি রাশিয়ার 'বন্ধু ও নিরপেক্ষ' দেশের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয় – বাংলাদেশের নাম।
- ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম লাল কার্ড পান– সুনীল নারাইন (উইন্ডিজ)
- সম্প্রতি সমুদ্রের উপর দিয়ে বুলেট ট্রেন চালু করেছে – চীন।
- সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাণঘাতী নিপাহ ভাইরাসের উদ্ভাবিত টিকার নাম – চ্যাডোক্স-১ নিপাহ বি
- মিয়ানমারের জান্তা ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে অস্ত্র বিরতিতে মধ্যস্থতা করে – চীন (বৈঠকের স্থান – কুনমিং, চীন)
- প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভূমিকম্প বলয় – রিং অফ ফায়ার/সার্কাম প্যাসিফিক বেল্ট
- সাগরতলে 'আন্ডারওয়াটার ড্রোন' নতুন ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করেছে – উত্তর কোরিয়া (ড্রোনের নাম – হাইল-৫-২৩)

- রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপ করতে সক্ষম – অ্যাপল ওয়াচ (যুক্তরাষ্ট্র)
- থাইল্যান্ডের রাজা ও রাজতন্ত্রকে অবমাননা সংক্রান্ত আইনকে বলা হয় – লেজ মাজেস্তে (রাজা বা রানীর কোনো সমালোচনা করা যাবে না)
- যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের প্রার্থী বাছাইয়ের প্রথম ধাপ শুরু করে – আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ককাসের মধ্য দিয়ে।
- ভারত ও চীনের মধ্যে ভারসাম্যের কূটনীতি বজায় রেখে চলা এশিয়ার একমাত্র দেশ – নেপাল।
- মালদ্বীপের মুকুনুধুতে ভারত সীমান্তের গা ঘেঁষে একটি মহাসাগর পর্যবেক্ষণ স্টেশন তৈরি করেছে – চীন।
- বাংলাদেশ দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তির আওতায় এলএনজি আমদানি করে – কাতার ও ওমান থেকে।
- পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান 'কান' প্রস্তুতকারক দেশ – তুরস্ক।
- WEF এর মতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ৫টি ঝুঁকি – জ্বালানি স্বল্পতা, জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া, মূল্যস্ফীতি, সম্পদ ও আয়বৈষম্য এবং সরকারের ঋণ বেড়ে যাওয়া ও বেকারত্ব।
- বিশ্বের শীর্ষতম কাঁচের সেতু 'The Bach Long Bridge' অবস্থিত – ভিয়েতনাম।
- সম্প্রতি জাতিসংঘ চাল সংগ্রহের দরপত্রে যে দেশের রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে – ভারত।
- বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (WMO) প্রথম নারী মহাসচিব – সেলেস্তে সাওলা (আর্জেন্টিনা)
- মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত জাতিসংঘভুক্ত কিছু সংগঠনের নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন – UNDP, UNFPA, UNOPS
- সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার বর্ষসেরা শিক্ষক হয়েছেন – জহির উদ্দিন আরিফ
- এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য – ৮টি (সর্বশেষ বাদপরে – শ্রীলঙ্কা)
- ১২ জানুয়ারি-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ এ অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ফুটবল-২০২৩ এর ১৮তম আসর – কাতার (অংশগ্রহণকারী দল – ২৪টি)
- সম্প্রতি শিক্ষা ব্যবস্থায় 'পেট্রিয়টিক এডুকেশন ল' বা দেশপ্রেম নির্ভর শিক্ষা আইন চালু করেছে – চীন।
- ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড হওয়া অ্যাপের নাম – গুগল।
- বিশ্বের অল ইলেট্রিক বা সম্পূর্ণ যাত্রীবাহী বিমানের নাম – এলিস (ইসরায়েল)
- বিশ্বের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে ইংরেজি নতুন বছর ২০২৪ কে প্রথম স্বাগত জানায় – নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড।
- বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ১০ দফা মানবাধিকার সনদ দেয় – অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।
- সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন আবার যুদ্ধবন্দি বিনিময় করেছে যে দেশের মধ্যস্থতায় – সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- বিবিএস এর রিপোর্টে দেশে তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের শীর্ষ জেলা – সিরাজগঞ্জ
- জাতিসংঘের প্রতিবেদন-২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের গড় মুদ্রাস্ফীতি হবে – ৬.৮ শতাংশ এবং জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হবে – ৫.৬%।
- ব্যাংকাস্যুরেন্স চালুর লক্ষ্যে নীতিমালা জারি হয় – ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ সালে।
- লোহিত সাগরে নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্য 'Operation Prosperity Guardian' চালু করেছে – যুক্তরাষ্ট্র।
- ডেনমার্কের রানী দ্বিতীয় মার্গারেটা ক্ষমতা গ্রহণের ৫২ বছর পর আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ছাড়েন – ১৪ জানুয়ারি, ২০২৪।
- আলোচিত চলচ্চিত্র '12th Fail' এর পরিচালক – বিধু বিনোদ চোপড়া
- ভারতীয় প্রথম নারী হিসেবে বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন – রচনা শর্মা
- রাবেয়া খাতুন কথা সাহিত্যিক-২০২৩ পদক পেয়েছেন – বিপ্রদাশ বড়ুয়া ও সাদিয়া সুলতানা।

- আন্তর্জাতিক টি-২০ তে দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান – কুশল মাল্লা (নেপা
- সম্প্রতি আরব সাগরে যুদ্ধজাহাজ ও নজরদারি বিমান মোতায়ে করেছে – ভারত।
- WHO এর অনুমোদন পেয়েছে ম্যালেরিয়ার নতুন টিকা – R-2 (Matrix-M)
- মানুষের মস্তিষ্কে প্রথমবারের মত তারবিহীন 'চিপ টেলিপ্যাথি' স্থা করেছে– ইলন মাস্কের নিউরালিংক
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত– চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী হিসেবে ২০২৪ সালে চন্দ্রাভিযানে যাবে ক্রিস্টিনা কচ
- FAO এর সর্বশেষ তথ্যমতে বিশ্বে খাদ্য আমদানিকারক দেশগু মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান– ৩য় (১ম– চীন, ২য় – ফিলিফাইন)
- ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমোদতরি 'আইকন দ্য সীজ' যাত্রা করে– যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি বন্দর থেকে
- কেহান-২ ও হাতেফ যে দেশের উৎক্ষেপণকৃত স্যাটেলাইট– ইরান
- সম্প্রতি যৌথভাবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের চুক্তি স্বাক্ষর কর যে দুটি দেশ– ভারত ও ফ্রান্স
- সম্প্রতি মিয়ানমারের যে সশস্ত্র গোষ্ঠী শান রাজ্যের হোপাং শ নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করে– দ্য ইউনাইটেড ওয়া স্টেট পা
- ২০২৮ সালে নাসা শনি গ্রহের টাইটান উপগ্রহের জন্য পারমাণ শক্তিচালিত যে হেলিকাপ্টার পাঠাবে– ড্রাগনফ্লাই
- ২০২৩ সালে আইসিসি বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছে– প্যাট কা অস্ট্রেলিয়া
- ২০২৩ সালে বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার (পুরুষ) হয়েছে– উস খাজা, অস্ট্রেলিয়া
- ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কিকে নিয়ে সম্প্রতি টা ম্যাগাজিনের সাংবাদিক সাইমন শুস্টার যে বই লিখেছেন– দ্য শোম্য
- ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বৈশ্বিক রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTG ব্যবস্থায় যে মুদ্রা চালু হয়েছে– চীনের ইউয়ান
- মালদ্বীপের সমুদ্রসীমার যে স্থানে চীন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ক চাইছে– মাকুনুদু
- দেশে প্রথম বারের মতো রোবট দিয়ে হৃদযন্ত্রের স্টেন্ট পড়ানো হ ২১ জানুয়ারি ২০২৪ (জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতা
- সম্প্রতি মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা চীনের বেসা গবেষণা জাহাজ– শিয়াং ইয়াং হং-০৩
- বিশ্বের প্রথম ডেঙ্গুর টিকা 'কিউডেঙ্গা' সরকারিভাবে প্রয়োগ ক ব্রাজিল ('কিউডেঙ্গা' প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠাণ– তাকেদা, জাপান)
- সম্প্রতি আফগানিস্তানে নিখোঁজ হওয়া রাশিয়ার উড়োজাহাজের ন ফ্যালকন-১০
- ভিনগ্রহে (মঙ্গল গ্রহে) স্বয়ংক্রিয়ভাবে উড্ডোয়ন করা প্রথম চালিত যান– ইনজেনুইটি (যুক্তরাষ্ট্র)
- টেস্টে ৫০০০ রান করা প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার– মুশফিকুর
- চীনকে বিশ্বের বাণিজ্যিক ছোট চুল্লি (SMR) স্থাপনের অ প্রদান করে– IAEA
- বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা নিয়ে নিয়ে প্র চলচ্চিত্র 'বিলিয়ন ডলার হাইস্ট' তথ্য চিত্রের নির্মাতা– ডা গর্ডন
- ২০২৩ সালে জাতিসংঘ পানি সম্মেলন হয়– নিউইয়র্ক
- সম্প্রতি স্টিফেন হকিং এর শিশুতোষ বই প্রকাশ হতে য You and the Universe
- আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে সারা দেশের ভূমিহীন মুক্ত করা হয়– ২১টি ও ৩৩৪টি উপজেলাকে

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বাংলাদেশের পরিচিতি

- সাংবিধানিক নাম "The People's Republic of Bangladesh" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
- উৎপত্তি– বঙ্গ – বাঙ্গলা– সুবা–ই বাঙ্গলা– পূর্ববঙ্গ (১৯০৫) – পূর্ব পাকিস্তান (১৯৫৬)- বাংলাদেশ (৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯)- প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ (১৭ এপ্রিল ১৯৭১) নামকরণ করা হয়।
- সাংবিধানিকভাবে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" হয়– ১৬ডিসেম্বর, ১৯৭২
- রাজধানী 'ঢাকা' এ পর্যন্ত ৫ বার হয়- ১৬১০, ১৬৬০, ১৯০৫, ১৯৪৭, ১৯৭১
- বাণিজ্যিক রাজধানী – চট্টগ্রাম।
- স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস – ২৬ মার্চ (১৯৮০ সাল থেকে এ দিবস পালন করা হয়)।
- বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি - এককেন্দ্রিক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা
- রাষ্ট্রভাষা– বাংলা (সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদ) জাতীয়তা – বাংলাদেশি।
- রাষ্ট্রপ্রধান-রাষ্ট্রপতি (বর্তমান রাষ্ট্রপতি- মো. সাহাবুদ্দিন, ২২তম)
- সরকার প্রধান– প্রধানমন্ত্রী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী– শেখ হাসিনা)।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক পরিচিতি

বিভাগ

- বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান - বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগের পুলিশ প্রধান - ডিআইজি।
- বাংলাদেশের বর্তমান বিভাগ আছে – ৮টি
- বিভাগ সৃষ্টি হয়– ১৮২৯ সালে (১ম ৩টি বিভাগ– ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)
- ১ম বিভাগ – ঢাকা (বর্তমানে ১৩টি জেলা নিয়ে গঠিত)
- স্বাধীনতার পূর্বে বিভাগ ছিল– ৪টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা)।
- সর্বশেষ বিভাগ– ময়মনসিংহ (বর্তমানে ৪টি জেলা নিয়ে গঠিত, ঢাকা বিভাগ থেকে পৃথক করে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে এ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়)
- আয়তনে বৃহত্তম বিভাগ ও বনভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি আছে যে বিভাগে – চট্টগ্রাম বিভাগে (১১টি জেলা)।
- আয়তনে ছোট বিভাগ, কম জেলা ও কম উপজেলা আছে যে বিভাগে– ময়মনসিংহ বিভাগে।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ ও সবচেয়ে বেশি জেলা নিয়ে গঠিত বিভাগ– ঢাকা বিভাগ।
- জনসংখ্যায় ছোট বিভাগ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম – বরিশাল বিভাগে (৬টি জেলা)।
- শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি– বরিশাল বিভাগে।
- শিক্ষার হার সবচেয়ে কম– ময়মনসিংহ বিভাগে (২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী)।

ঢাকা প্রশাসনিক রাজধানী হয় মোট– ৫ বার

ক্রম	সাল	প্রতিষ্ঠাতা	বিশেষ তথ্য
প্রথম	১৬১০	ইসলাম খান	ইসলাম খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবেদার ছিলেন তাই সম্রাটের নামানুসারে নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর
দ্বিতীয়	১৬৬০	মীর জুমলা	শাহ সুজা ১৬৪৯ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিলে ১৬৬০ সালে পুনরায় মীর জুমলা রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন
তৃতীয়	১৯০৫	লর্ড কার্জন	১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশের প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী হয়
চতুর্থ	১৯৪৭	পাকিস্তান শাসনামলে	১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের প্রদেশের পরিণত হলে পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় বার প্রাদেশিক রাজধানী হয়।
পঞ্চম	১৯৭১	স্বাধীন বাংলাদেশ	১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলে ১৯৭২ সালের সংবিধান দ্বারা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা স্বীকৃত হয়

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

- ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হয়– ৩টি ভাগে ■ টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ ■ প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ■ সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

- টারশিয়ারি যুগের পাহাড় বিভক্ত– ২ ভাগে

  ১. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো হলো- ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, সিলেট, মৌলভীবাজারে অবস্থিত

  ২. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো হলো- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে অবস্থিত।
- টারশিয়ারি যুগের পাহাড় গড়ে উঠেছে– আজ থেকে ১৩ কোটি বছর পূর্বে।
- মাটির বৈশিষ্ট্য– কাদা, বেলে মাটি ও শেল।
- এসময়ে গড়ে উঠা ভূমি মোট ভূমি ভাগের– ১২ শতাংশ।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ভূমিরূপ– টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ
- পলল পাখা জাতীয় ভূমিরূপ গড়ে উঠেছে– পাহাড়ের পাদদেশে
- বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকার গড় উচ্চতা– ২০৫০ ফুট
- উত্তরাঞ্চলের পাহাড়সমূকে বলা হয়– টিলা।
- দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়সমূকে বলা হয়– টিবি।
- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি– পলি গঠিত সমতল ভূমি।
- পাদদেশীয় সমতল ভূমি– রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের।
- ব-দ্বীপ সমভূমি– ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ
- বাংলাদেশে যে ধরনের ভূমিরূপ পাওয়া যায় না– মালভূমি।
- স্রোতজ সমভূমি– খুলনা, পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার অংশ।
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের বৈশিষ্ট্য– ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বা আধা চিরহরিৎ জাতীয়
- বাংলাদেশের পর্বতের সাথে গঠনগত মিল আছে– আন্দিজ পর্বতের।

প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ

- ভূমি গড়ে উঠেছে– ২৫ হাজার বছর পূর্বে
- এ সময় গড়ে উঠা ভূমি– মোট ভূমি ভাগের ৮%
- মাটির বৈশিষ্ট্য– লালচে ও ধূসর
- সোপান বলতে বুঝায়– চত্বরভূমি
- রাজশাহীর বরেন্দ্রভূমি, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের মধুপুর বনাঞ্চল, গাজীপুরের ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় জুড়ে বিস্তৃত।
- লালমাই পাহাড়ের গড় উচ্চতা– ২১ মিটার

ভূমি	আয়তন
বরেন্দ্র ভূমি	৯৩২০ বর্গ কি.মি.
মধুপুর বনাঞ্চল ও ভাওয়ালের গড়	৪১০৩ বর্গ কি.মি.
লালমাই পাহাড়	৩৪ বর্গ কি.মি.

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

- সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি গুলো টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ও প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া বাকি ৮০% এ সময়ে গড়ে ওঠা ভূমি
- সাম্প্রতিকালে গড়ে ওঠা ভূমির আয়তন– ১ লক্ষ ২৪ হাজার ২৬৬ বর্গ কিলোমিটার
- ভূমির বৈশিষ্ট্য– দোঁআশ মাটি
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জেলা– দিনাজপুর (উচ্চতা– ৩৭.৫০ মিটার)
- বাংলাদেশের সবচেয়ে নিচু জেলা– কিশোরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রধানত - ২ স্তর বিশিষ্ট (i. গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার, ii. শহর ভিত্তিক স্থানীয় সরকার)
- বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার মোট - ৫ স্তর বিশিষ্ট
- গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার - ৩ স্তর বিশিষ্ট (প্রথম- ইউনিয়ন পরিষদ, দ্বিতীয়- উপজেলা পরিষদ, তৃতীয়- জেলা পরিষদ)।
- শহর ভিত্তিক স্থানীয় সরকার - ২ স্তর বিশিষ্ট (প্রথম– পৌরসভা, দ্বিতীয়- সিটি কর্পোরেশন)।

ইউনিয়ন পরিষদ

- বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ আছে – ৪৫৭১ টি।
  [Note: ২০২২ সালের জনশুমারী ও গৃহগণনা অনুযায়ী – ৪৫৯৬টি]
- ইউনিয়ন পরিষদ সৃষ্টি করা হয় – ১৯৭৩ সালে
- গ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন প্রতিষ্ঠান– ইউনিয়ন পরিষদ
- বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর – ইউনিয়ন পরিষদ
- ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত – ১৩ জন সদস্য নিয়ে (১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন নারী সদস্য ও ৯ জন সাধারণ সদস্য)।
- প্রথম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয় - ১৯৭৩ সালে।
- সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার পদে নারী প্রার্থীরা অংশ গ্রহণ করে – ১৯৯৭ সালে
- সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন – নাঙ্গমোড়া, চট্টগ্রাম।
- দশম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয়– ২০২১ সালে।

উপজেলা

- বর্তমানে উপজেলা আছে – ৪৯৫ টি [ডাসার (মাদারীপুর), ঈদগাঁও (কক্সবাজার), মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ)]
- উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন হয় – ১৯৮৩ সালে
- উপজেলা নির্বাচন হয়– ৫ বার (১ম- ১৯৮৫, ১৯৯০, ২০০৯, ২০১৪, সর্বশেষ-২০১৯ সালে)।
- উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন – হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উপজেলা– শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

থানা পরিষদ

- বর্তমান থানা আছে – ৬৫৪টি (সর্বশেষ- পদ্মা উত্তর থানা, পদ্মা দক্ষিণ থানা)
- আয়তনে সবচেয়ে বড় থানা – শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
- আয়তনে সবচেয়ে ছোট থানা – ওয়ারী (ঢাকা)।
- জনসংখ্যায় বড় থানা – গাজীপুর সদর (গাজীপুর)।
- জনসংখ্যায় ছোট থানা – বিমানবন্দর থানা (ঢাকা)।
- দেশের ৬৫২তম থানা– ঈদগাঁও, কক্সবাজার।

জেলা

- বাংলাদেশের বর্তমান জেলা আছে – ৬৪টি (৬৫ তম প্রস্তাবিত জেলা–ভৈরব)
- বাংলাদেশের প্রথম জেলা হয় – ১৬৬৬ সালে (চট্টগ্রাম)।
- বাংলাদেশের আয়তনে সবচেয়ে বড় জেলা – রাঙামাটি।
- নদী পথে সরাসরি ঢাকার সাথে সংযোগ নেই যে জেলার – রাঙামাটি।
- বাংলাদেশের আয়তনে সবচেয়ে ছোট জেলা – নারায়ণগঞ্জ।
- দেশ স্বাধীনের সময় জেলা ছিল – ১৯টি।
- রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই – ২৯টি জেলায়।
- জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড় জেলা ও ঘনত্বের হার সবচেয়ে বেশি– ঢাকা জেলায়
- জনসংখ্যায় সবচেয়ে ছোট জেলা ও ঘনত্বের হার সবচেয়ে কম– বান্দরবানে
- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ প্রশাসন – জেলা পরিষদ।

৫টি জেলার বানানের পরিবর্তন

৫ টি জেলার ইংরেজি বানান পরিবর্তন করে বাংলা ও ইংরেজি একই করা হয়– ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল

জেলার নাম	পূর্ব বানান	বর্তমান বানান
বরিশাল	Barisal	Barishal
বগুড়া	Bogra	Bogura
চট্টগ্রাম	Chittagong	Chattogram
কুমিল্লা	Comilla	Cumilla
যশোর	Jessore	Jashore

শহরভিত্তিক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান

- শহরভিত্তিক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান- ২টি। (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন)

পৌরসভা

- বর্তমান পৌরসভা– ৩৩০টি। (সর্বশেষ পৌরসভা- শ্যামনগর, সাতক্ষীরা)
- শহরাঞ্চলে সর্বনিম্ন স্থানীয় প্রশাসন – পৌরসভা।
- ঢাকা প্রথম পৌরসভা হয় - ১৮৬৪ সালে।
- প্রথম পৌরসভা নির্বাচন হয়- ১৯৭৩ সালে।

সিটি কর্পোরেশন

- মোট সিটি কর্পোরেশন - ১২টি (সর্বশেষ – ময়মনসিংহ, ২০১৮)।
- প্রথম সিটি কর্পোরেশন হয় - ১৯৯০ সালে (ঢাকা)।
- সবচেয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন - গাজীপুর
- সবচেয়ে ছোট সিটি কর্পোরেশন - সিলেট
- দেশের প্রথম মহিলা মেয়র - সেলিনা হোসেন আইভী।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত হয় - ২০১১ সালে (ঢাকা উত্তর সি কর্পোরেশন ওয়ার্ড-৫৪টি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড- ৭৫টি)।
- সিটি কর্পোরেশনের সর্বনিম্ন একক - ওয়ার্ড।
- সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে বলা হয় - নগরপিতা।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র- আবুল হাসনাত।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র-মোহাম্মদ হানিফ (ত নামে দেশের ১১.৮ কি.মি দৈর্ঘ্যের সবচেয়ে বড় ফ্লাইওভার তৈরি ক হয়েছে)।

বাংলাদেশের অবস্থান

- বাংলাদেশের অবস্থান– ২০°৩৪′ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।
- বাংলাদেশ উত্তর গোলার্ধের দেশ এবং মূল মধ্যরেখার পূর্ব দিকে অবস্থিত
- বাংলাদেশের উপর দিয়ে দুটি আন্তর্জাতিক রেখা অতিক্রম করেছে- ৯ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা এবং ট্রপিক অব ক্যানসার বা কর্কটক্রান্তি রেখা।
- রবার্ট ক্লাইভের নির্দেশে ব্রিটিশ ভূগোলবিদ জেমস রেনেলকে সমগ্র বাং ভ্রমণ করে ম্যাপ প্রস্তুত করেন– ১৭৭৯ সালে।
- বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান- চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- লন্ডনের গ্রিনিচ মান মন্দির থেকে ঢাকার সময়ের পার্থক্য- GMT+6
- ১ ডিগ্রি = ৪ মিনিটের পার্থক্য হয়
- GMT পূর্ণরূপ- (Greenwich Mean Time) যা সময় গণনার সা জড়িত।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মান মন্দির/মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র নির্মি হয়- ভাঙ্গা, ফরিদপুর
- বাংলাদেশ আয়তনে পৃথিবীর– ৯৪তম দেশ (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরি তৃতীয় শ্রেণির বই অনুযায়ী- ৯০তম)।
- বাংলাদেশ জনসংখ্যায় পৃথিবীর – অষ্টমতম দেশ।
- বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যায় – ৫ম দেশ।
- বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যায় – ৪র্থ দেশ।
- বাংলাদেশ আয়তনে দক্ষিণ এশিয়ার – ৪র্থ দেশ।
- বাংলাদেশ জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় – ৩য় দেশ।
- বাংলাদেশের সীমানা আছে – ২টি দেশের সাথে (ভারত, মিয়ানমার)

বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা

উত্তর**	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম
দক্ষিণ**	বঙ্গোপসাগর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
পূর্ব**	ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এব মিয়ানমার
পশ্চিম	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ

সীমান্ত বাহিনী

বাংলাদেশ	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB)
বাংলাদেশের উপকূলীয় বাহিনী	কোস্ট গার্ড
ভারত	বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF)
মিয়ানমার	বর্ডার গার্ড পুলিশ (BGP)
পাকিস্তান	রেঞ্জার্স

সেভেন সিস্টার্স

- ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে বলে– সেভেন সিস্টার্স।
- টেকনিক: আমিত্রি মে অনাম– (আ= আসাম, মি= মিজোরাম, ত্রি = ত্রিপুরা, মে= মেঘালয়, অ = অরুণাচল, না = নাগাল্যান্ড, ম = মনিপুর)
- ভারতের মোট রাজ্য – ২৮ টি (২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় সর্বশেষ রাজ্য– তেলেঙ্গানা)
- ভারতের মূল ভূখন্ডের সাথে সেভেন সিস্টার্সকে যুক্ত করেছে– শিলিগুড়ি করিডোর (এই করিডোরকে 'চিকেন নেক' বলা হয়)
  [*Note*: ২০১৯ সালে ৫ আগস্ট ভারতের সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫(ক) ধারা পরিবর্তন করলে কাশ্মীর বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা হারায়]
- ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল- ৮টি।
- বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের মোট রাজ্য আছে -৫টি।
- 'ভারতের সেভেন সিস্টার্স'এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্য – ৭টি।
- সেভেন সিস্টার্স ভুক্ত রাজ্য বাংলাদেশের সীমানায় আছে-৪টি।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমান্ত সবচেয়ে বেশি – পশ্চিমবঙ্গ।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমান্ত সবচেয়ে কম – আসাম।
- বাংলাদেশের যে বিভাগের সাথে ভারতের সীমান্ত নেই – ঢাকা, বরিশাল।
- মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত আছে বাংলাদেশের – চট্টগ্রাম বিভাগের।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয় দেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমানা আছে – মিজোরাম। সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় – ১৯৭৫ সালে।
- মিয়ামারের সাথে বাংলাদেশের সীমানা– ২টি; রাখাইন ও চিন প্রদেশের
- ভারত ও নেপালের মধ্যে অমীমাংসিত ভূখন্ড– কালাপানী, লেপুলেখ ও লিম্পিয়াধুরা
- বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে রয়েছে যে ভূখন্ড – শিলিগুড়ি করিডোর।
- চীন, ভুটান ও ভারতের মধ্যে সীমান্তবর্তী স্থান – ডোকলাম।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে – সিয়াচেন হিমবাহ নিয়ে।
- ভারত ও চীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে– গালওয়ান উপত্যকা, অরুণাচল প্রদেশ ও শ্রীনগর নিয়ে।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সীমান্তবর্তী স্থান – মংডু, ঘুমধুম।
- আসাম ভিত্তিক গেরিলা সংগঠন – উলফা (ULFA)

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা

- বাংলাদেশের মোট জেলা– ৬৪টি।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা – ৩২টি।
- ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা (৩০টি), মিয়ানমারের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা – ৩টি (রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার)।
- ভারত ও মিয়ানমার উভয় দেশের সাথে সীমানা আছে– রাঙামাটির।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জেলার সাথে ভারতের সীমান্ত নেই– বান্দরবান।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জেলার সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত নেই– খাগড়াছড়ি।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা নয় কিন্তু একমাত্র যে জেলা মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী– কক্সবাজার।

বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য

- বাংলাদেশের মোট আয়তন– ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি/৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল

সীমান্ত দৈর্ঘ্য	*বিজিবি'র তথ্য*	*মাধ্যমিক ভূগোল বই*
বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য	৫,১৩৮ কিমি	৪৭১১ কি.মি
মোট স্থল সীমানা	৪,৪২৭ কিমি	৩৯৯৫ কি.মি
উপকূলীয় /তটরেখার দৈর্ঘ্য	৭১১ কিমি	৭১৬ কি.মি
ভারতের সাথে সীমান্ত দৈর্ঘ্য	৪,১৫৬ কিমি	৩,৭১৫ কি.মি.
মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত দৈর্ঘ্য	২৭১ কিমি	২৮০ কি.মি.

বাংলাদেশের দিকভিত্তিক অবস্থান

দিক	স্থান	ইউনিয়ন	থানা	জেলা
উত্তর	জায়গিরজোত	বাংলাবান্ধা	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়
দক্ষিণ	ছেঁড়া দ্বীপ	সেন্টমার্টিন	টেকনাফ	কক্সবাজার
পূর্ব	আখাইনঠং	রেমাক্রি	থানচি	বান্দরবান
পশ্চিম	মনাকষা	মনাকষা	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী স্থান

রৌমারী, বড়াইবাড়ি	কুড়িগ্রাম	তামাবিল, নয়াগ্রাম, পাদুয়া	সিলেট
বুড়িমারী	লালমনিরহাট	বড়লেখা, ডোমাবাড়ি	মৌলভীবাজার
চিলাহাটি	নীলফামারী	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
নালিতাবাড়ি	শেরপুর	বিলোনিয়া	ফেনী
হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	চৌদ্দগ্রাম, বিবির বাজার	কুমিল্লা

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা

- জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন করে – ১৯৮২ সালে।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের নাম – UNCLOS-III (United Nations Convention on Law of the Sea)
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য– ৭১১ কি.মি.
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা– ১২ নটিক্যাল মাইল/২২ কি.মি
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা (Exclusive Economic Zone-EEZ)– ২০০ নটিক্যাল মাইল/৩৭০ কি.মি
- বাংলাদেশের মহীসোপান– ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল।
- ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫৩ কিমি./৬০৭৬.১২ ফুট/১৮৫২ মিটার।
- সমুদ্র সমতল থেকে উঁচু জেলা – দিনাজপুর (৩৭.৫০ মিটার)।
- সমুদ্র সমতল থেকে সবচেয়ে নিচু জেলা – কিশোরগঞ্জ।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিষয়ক আদালত – ITLOS।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সমুদ্রসীমার রায় হয় – ২০১২ সালের ১৪ মার্চ (রায় দেয় – **"International Tribunal for the Law of the Sea" (ITLOS)** যা জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত)।
- বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্র সীমার রায় হয় – ২০১৪ সালে ৭ জুলাই। রায় দেয় – নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত (PCA)
- **PCA**-এর পূর্ণরূপ হলো – Permanent Court of Arbitration
- বাংলাদেশ মিয়ানমারের কাছ থেকে সমুদ্র লাভ করে– ১,১১,৬৩১ কি.মি.
- বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে সমুদ্র লাভ করে– ১৯,৪৬৭ কি.মি.
- বাংলাদেশের সমুদ্রের মোট আয়তন– ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি
- ব্লু-ইকোনমি/সুনীল অর্থনীতি হলো - সমুদ্র অর্থনীতি (১৯৯৪ সালে গুন্টার পাউলি 'The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs' এ গ্রন্থে ধারণা দেন)
- বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রকাশ করেছে– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্স অ্যান্ড ফিশারিজ।

নোট: আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী মহীসোপান– ৩৫০ নটিক্যাল মাইল, কিন্তু বাংলাদেশ মহীসোপানের মালিক– ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল।

বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal)

- পৃথিবীর বৃহত্তম বে উপসাগর – বঙ্গোপসাগর
- আয়তন – ২১ লক্ষ ৭২ হাজার বর্গকিলোমিটার।
- গড় গভীরতা – ২৬০০ মিটার (৮,৫০০ ফুট)।
- বঙ্গোপসাগরের গভীরতম খাদের নাম – গঙ্গাখাত বা Swatch of No Ground (গভীরতা ১৪ কিলোমিটার)
- বঙ্গোপসাগরের তলদেশে অবস্থিত বিশ্বের দীর্ঘতম অসামুদ্রিক উপদ্বীপ **(Under water deltas)** – বঙ্গপাখা/সাবমেরিন ক্যানিয়ন
- 'বেঙ্গল ফ্যান' ভূমিরূপটি অবস্থিত – বঙ্গোপসাগরে
- বঙ্গোপসাগরের ৯০°পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার সমান্তরালে একটি নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণি – Ninety East Ridge
- বিশ্বের বৃহত্তম সাবমেরিন পাখা বা ডুবো গিরিখাত – বঙ্গপাখা বা বেঙ্গল ফ্যান
- বঙ্গোপসাগরের সর্বকালের বৃহত্তম যুদ্ধ যা– মালবার ২০০৭ নামে পরিচিত।
- বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের রাজধানী– পোর্ট ব্লেয়ার

ছিটমহল

- ছিটমহল- (Enclave) কোনো একটি রাষ্ট্রের একটি এলাকা, যে-এলাকা চতুর্দিক থেকে অন্য একটি রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত তাই ছিটমহল।
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মোট ছিটমহল ছিল – ১৬২ টি
- ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল- ৫১টি। (বর্তমান মালিক ভারত)।
  ■ কুচবিহারে- ৪৭টি ■ জলপাইগুড়িতে- ৪টি।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল ছিল- ১১১টি। যা বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের ৪টি জেলায় ছিল। (বর্তমান মালিক বাংলাদেশ)
- টেকনিক: কলাপনী (কা = কুড়িগ্রাম- ১২টি, লা = লালমনিরহাট- ৫৯টি, প = পঞ্চগড়- ৩৬টি, নী = নীলফামারী- ৪টি)
- বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো ভারতের যে রাজ্যে ছিল – পশ্চিমবঙ্গে।
- "ছিটমহলবেষ্টিত জেলা" বলা হতো – লালমনিরহাটকে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ছিটমহল ছিল – দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা (৩৫ বর্গমাইল, লালমনিরহাটে অংশ ছিল)
- আলোচিত মশালডাঙ্গা ছিটমহল ছিল – কুড়িগ্রামে।
- দাশিয়ারছড়া ইউনিয়নের বর্তমান নাম – মুজিব-ইন্দিরা দাশিয়ারছড়া ইউনিয়ন।

ছিটমহল চুক্তি

- প্রথম ছিটমহল চুক্তি– ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে।
- চুক্তির নাম– ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি।
- বিষয়বস্তু – বাংলাদেশ দিবে- বেরুবাড়ি, ভারত দিবে- তিন বিঘা করিডোর
- বাংলাদেশের ছিটমহল বিষয়ে চুক্তি আছে সংবিধানের-৩য় সংশোধনীতে।
- সর্বশেষ ছিটমহল চুক্তি কার্যকর হয়– ২০১৫ সালের ৬ জুন।
- উভয় দেশের ছিটমহল বিনিময় হয়– ৩১ জুলাই মধ্যরাত (১২:০১ মিনিট) তথা ১ আগস্ট, ২০১৫।
- ছিটমহল বিষয়ে চুক্তি– ভারতের সংবিধানের ১০০তম সংশোধনীর বিষয় ছিল

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু

- বাংলাদেশের জলবায়ু – ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু/আর্দ্র সমভাবাপন্ন।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া – নাতিশীতোষ্ণ।
- উত্তর গোলার্ধ/বাংলাদেশের বড় দিন ও ছোট রাত – ২১ জুন।
- উত্তর গোলার্ধ/বাংলাদেশের ছোট দিন ও বড় রাত – ২২ ডিসেম্বর।
- উত্তর গোলার্ধ/বাংলাদেশের দিন ও রাত সমান থাকে – ২১ মার্চ, ২৩ সেপ্টেম্বর।
- দক্ষিণ গোলার্ধের ছোট দিন ও বড় রাত – ২১ জুন।
- দক্ষিণ গোলার্ধের বড় দিন ও ছোট রাত – ২২ ডিসেম্বর।
- সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের স্থান – লালাখাল, সিলেট।
- সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের বিভাগ ও জেলা – সিলেট।
- সর্বোচ্চ শীতলতম বিভাগ ও জেলা – সিলেট।
- উষ্ণ জেলা ও বিভাগ – রাজশাহী।
- সর্বোচ্চ শীতল স্থান – শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত স্থান – লালপুর, নাটোর।
- সর্বোচ্চ উষ্ণতম স্থান – লালপুর, নাটোর।
- উষ্ণ মাস – এপ্রিল এবং শীতলতম মাস – জানুয়ারি।
- বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত – ২০৩ সে.মি.।
- "স্বতন্ত্র ঋতু" বলা হয় – বর্ষাকালকে।
- বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা – ২৬.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি - মেরু অঞ্চলে।
- বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম - নিরক্ষীয়/বিষুবীয় অঞ্চলে।
- ৬৬°.৫ উত্তর অক্ষরেখাকে বলা হয়– সুমেরু বৃত্ত

Note: *উত্তর গোলার্ধে যা ঘটে দক্ষিণ গোলার্ধে তার বিপরীত ঘটে।*

SPARRSO

- সরকারি মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র – SPARRSO
- পূর্ণরূপ- Space Research and Remote Sensing Organization
- প্রতিষ্ঠা – ১৯৮০ সালে (অবস্থান – আগারগাঁও, ঢাকা)।
- SPARRSO এর প্রধান-প্রধানমন্ত্রী।
- কাজ – ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান।
- SPARRSO/আবহাওয়া অধিদপ্তর যে মন্ত্রণালয়ের অধীন- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের (প্রধান- প্রধানমন্ত্রী)।**

বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এবং আবহাওয়া কেন্দ্র

- বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র রয়েছে– ৪টি।

কেন্দ্র	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
১. বেতবুনিয়া	রাঙামাটি	১৯৭৫
২. তালিবাবাদ	গাজীপুর	১৯৮২
৩. মহাখালী	ঢাকা	১৯৯৫
৪. জালালাবাদ	সিলেট	১৯৯৭

- বাংলাদেশের ১ম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের নাম– বেতবুনিয়া, রাঙামাটি।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের নাম– জালালাবাদ, সিলেট।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া কেন্দ্র রয়েছে – ৪টি (টেকনিক- পচা ঢাক)। (প = পটুয়াখালী, চ = চট্টগ্রাম, ঢ = ঢাকা, ক = কক্সবাজার,)

জাতীয় বিষয়াবলি

জাতীয় সংগীত (National Anthem)

- রচয়িতা/গীতিকার ও সুরকার– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- প্রথম ২ লাইন– 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চির দিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি'
- ইংরেজি অনুবাদক– সৈয়দ আলী আহসান।
- রচনার প্রেক্ষাপট– ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে (বাংলা-১৩১২)
- জাতীয় সঙ্গীত নেয়া হয়– গীতবিতান কাব্যগ্রন্থের স্বরবিতান কাব্য থেকে।
- প্রথম প্রকাশ– ১৯০৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায়
- মোট লাইন– ২৫ (যা বোঝায় বাংলার প্রকৃতির কথা)
- জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নেওয়া হয়– প্রথম ১০ লাইন।
- রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বাজানো হয়– প্রথম ৪ লাইন।
- জাতীয় পতাকার সাথে জাতীয় সঙ্গীত প্রথম গাওয়া হয়– ১৯৭১ সালে মার্চ পল্টন ময়দানে।
- জাতীয় সংগীত সরকারিভাবে গৃহীত হয় – ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- প্রথম যে চলচ্চিত্রে গাওয়া হয়-জহির রায়হানের "জীবন থেকে নেয়া"।
- রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সংগীত রচনা করেন - বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা এর
- ২০০৬ সালে বিবিসির শ্রোতা জরিপে শ্রেষ্ঠ বাংলা গান নির্বাচিত হয়- জাতী সংগীত
- আমার সোনার বাংলা গানটি রচিত হয়েছিল– বাউল গীতিকার গগন হরকা 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে' এই বাউল গানের সুরে।
- স্বাধীনতা দিবসে ঢাকার জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৮১ মানুষ সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গেয়ে বিশ্ব রেকর্ড করে– ২০১৪ সালে।

রণসংগীত ও ক্রীড়া সংগীত

- বাংলাদেশের রণসংগীত – চল চল চল! ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
- রণসংগীতের রচয়িতা – কাজী নজরুল ইসলাম।
- মোট লাইন– ২১। বাজানো হয়– ২১ লাইন
- রণসংগীত ১৯২৮ সালে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) 'নতুনের গান' শিরোনামে সং কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করেন– কাজী নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে গৃহীত হয় -১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগীতের রচয়িতা - সেলিমা রহমান ।
- ক্রীড়া সংগীতের কলি- 'বাংলার দুরন্ত সন্তান আমরা দুর্দম দুর্জয়'........।
- কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কানাডায় নির্মিত চলচ্চিত্র 'নজরুল' পরিচালক– ফিলিপ স্পারেল।

জাতীয় পতাকা

- ১৯৭০ সালের ৬ জুন মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রথম ডিজাইনার– কুমিল্লার শিব নারায়ণ দাস।
- জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দেওয়া সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি করা হয়– ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
- জাতীয় পতাকার বর্তমান ডিজাইনার– পটুয়া কামরুল হাসান।
- জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ– ১০:৬/ ৫:৩:১।
- জাতীয় পতাকার প্রথম উত্তোলন– ২ মার্চ, ১৯৭১।
- স্থান– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে বটতলায়।
- প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী- আ.স.ম আব্দুর রব।
- জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়– ৩ মার্চ, ১৯৭১ পল্টন ময়দানে।
- জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন– শাজাহান সিরাজ
- সরকারি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধুর বাসভবনসহ সারা দেশে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় – ২৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে।
- বর্তমান পতাকা সরকারিভাবে গৃহীত হয়– ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- প্রথম বিদেশী মিশনে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন– ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ কলকাতা মিশনে, এম.আর হোসেন আলী কর্তৃক।
- সংবিধানের ৪(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রং– সবুজ রঙের জমিনের উপর স্থাপিত রক্ত বর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত

জাতীয় প্রতীক

- জাতীয় প্রতীকের রূপকার– কামরুল হাসান।***
- জাতীয় প্রতীকে রয়েছে –উভয় পাশে ধানের শীষ, ভাসমান শাপলা ফুল, পাট গাছের তিনটি পাতা ও উভয় পাশে দুটি করে তারকা।
- তারকা রয়েছে – ৪টি।** ব্যবহার করেন– রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী
- ৪ টি তারকা দিয়ে বুঝায়– সংবিধানের ৪টি মূলনীতি।
- পানি, ধান ও পাট প্রতীকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়েছে– বাংলাদেশের নিসর্গ ও অর্থনীতি।
- এ তিনটি উপাদানের উপর স্থাপিত জলজ প্রস্ফুটিত শাপলা হলো– অঙ্গীকার, সৌন্দর্য ও সুরুচির প্রতীক।
- অনুমোদন পায় – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে মনোগ্রামের কথা বলা হয়েছে– ৪(৩)

রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম***

- রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার– এ.এন সাহা।***
- রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামে তারকা আছে– ৪টি
- ব্যবহার করা হয়– সরকারি অফিস, নথি, স্মারক, চিঠি-পত্র ও বিজ্ঞপ্তিতে।
- মনোগ্রামে যা রয়েছে– লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের উপরের দিকে লেখা রয়েছে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নিচে লেখা রয়েছে "সরকার" এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও সরকার এর লেখার মাঝে দুটি করে চারটি তারকা রয়েছে।

জাতীয় বিষয়....

জাতীয় ফুল	শাপলা	জাতীয় ফল	কাঁঠাল
জাতীয় বৃক্ষ	আম গাছ**	জাতীয় মাছ	ইলিশ

- জাতীয় পশু– রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

বাংলাদেশের জাতীয় ও অন্যান্য দিবস

তারিখ	দিবস
১ জানুয়ারি	জাতীয় গ্রন্থ দিবস
২ জানুয়ারি	জাতীয় সমাজসেবা দিবস
১০ জানুয়ারি	বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ***
২৪ জানুয়ারি	গণঅভ্যুত্থান দিবস
২ ফেব্রুয়ারি	জাতীয় জনসংখ্যা দিবস
১ মার্চ	বীমা দিবস
২ মার্চ	জাতীয় পতাকা দিবস, ভোটার দিবস
৬ মার্চ	জাতীয় পাট দিবস***
১৭ মার্চ	জাতীয় শিশু দিবস***
২৫ মার্চ	কালো রাত দিবস, গণহত্যা দিবস
৩ এপ্রিল	জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস
১৭ এপ্রিল	মুজিবনগর দিবস***
২৩ জুন	পলাশী দিবস, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা দিবস
১৭ সেপ্টেম্বর	জাতীয় শিক্ষা দিবস
২৪ সেপ্টেম্বর	মীনা দিবস
১৮ অক্টোবর	শেখ রাসেল দিবস***
৩ নভেম্বর	জাতীয় জেল হত্যা দিবস
৪ নভেম্বর	সংবিধান দিবস***
১৫ নভেম্বর	জাতীয় কৃষি দিবস***
২১ নভেম্বর	সশস্ত্র বাহিনী দিবস
৩০ নভেম্বর	জাতীয় আয়কর দিবস***
১ ডিসেম্বর	মুক্তিযোদ্ধা দিবস**
৬ ডিসেম্বর	স্বৈরাচার পতন দিবস
৯ ডিসেম্বর	রোকেয়া দিবস
১০ ডিসেম্বর***	ভ্যাট দিবস (পূর্বে ভ্যাট দিবস ছিল ১০ জুলাই)
১২ ডিসেম্বর	ডিজিটাল/স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস
১৪ ডিসেম্বর	শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস
৩০ ডিসেম্বর	প্রবাসী দিবস

বর্তমান নাম ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
রাজশাহী*	রামপুর বোয়ালিয়া	কুষ্টিয়া	নদীয়া
নোয়াখালী*	সুধারাম/ভুলুয়া	ফেনী	শমসের নগর
কুমিল্লা*	ত্রিপুরা	বাগেরহাট**	খলিফাবাদ
ময়মনসিংহ*	নাসিরাবাদ	যশোর	খলিফাতাবাদ
উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি	গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ
দিনাজপুর*	গন্ডোয়ানাল্যান্ড	গাজীপুর	জয়দেবপুর
খুলনা	জাহানাবাদ	সোনারগাঁও	সুবর্ণ গ্রাম
ফরিদপুর	ফতেহাবাদ	ময়নামতি	রোহিতগিরি
রাঙ্গামাটি*	হরিকেল	নিঝুম দ্বীপ**	বাউলার চর
আসাদগেট	আইয়ুব গেট	ভোলা	শাহাবাজপুর
শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব নগর	লালবাগ কেল্লা*	আওরঙ্গবাদ দুর্গ
ঢাকা*	জাহাঙ্গীরনগর/ঢাবেক্কা/ঢাক্কা		
চট্টগ্রাম*	ইসলামাবাদ/পোর্ট গ্রান্ডে/ চট্টলা		
সিলেট	জালালাবাদ/শ্রীহট্ট		
বরিশাল*	চন্দ্রদ্বীপ/বাকলা/ইসমাইলপুর/বাকেরগঞ্জ		
কক্সবাজার	ফালংকী/পালংকী/প্যানোয়া		
শাহবাগ	বাগ-ই-শাহেন শাহ		

ভৌগোলিক উপনাম

উপনাম	স্থান	উপনাম	স্থান
পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ	বাংলাদেশ	ষড়ঋতুর দেশ	বাংলাদেশ
নদীমাতৃক দেশ	বাংলাদেশ	পর্যটন রাজধানী	কক্সবাজার
সোনালী আঁশের দেশ	বাংলাদেশ	সাগরকন্যা	কুয়াকাটা
হিমালয়ের কন্যা	পঞ্চগড়	প্রাচ্যের ডান্ডি	নারায়ণগঞ্জ
বাংলাদেশের কুয়েত	খুলনা	সাইবার সিটি	সিলেট
প্রথম Wi-Fi নগরী	সিলেট	সিল্ক সিটি	রাজশাহী
BD বৃহত্তম ব-দ্বীপ	সুন্দরবন	১ম ডিজিটাল জেলা	যশোর
বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার		চট্টগ্রাম	
বারো আউলিয়ার দেশ		চট্টগ্রাম	
৩৬০ আউলিয়ার দেশ		সিলেট	
বাংলার শস্যভান্ডার/বাংলার ভেনিস		বরিশাল	
উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার		বগুড়া	
হেলথ সিটি / স্বাস্থ্য নগরী		চট্টগ্রাম	
গ্রিন সিটি/ক্লিন সিটি		রাজশাহী	

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি - নায়েম (NAEM)।
- প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন - ডিপিই (DPE)
- প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি - ন্যাপ (NAPE)।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নাম- কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (জাতীয় শিক্ষা কমিশন), ১৯৭২
- প্রথম জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হয় - ১৯৭৫ সালে।
- প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক - সুফিয়া আহমেদ।
- প্রাথমিক শিক্ষা আইন জারি হয় - ১৯৭৪ সালে।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়- ১৯৯০ সালে।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (৬৮টি উপজেলায়) চালু হয় - ১৯৯২ সালে
- সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়- ১ জানুয়ারি, ১৯৯৩।
- বর্তমান শিক্ষা কমিশনের নাম- কবির শিক্ষা কমিশন (২০০৯)
- বাংলাদেশে সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতিপ্রণীত হয় - ২০১০ সালে।
- বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার স্তর- ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত।
- বাংলাদেশের নিরক্ষর মুক্ত জেলা- ৭টি (১ম জেলা- মাগুরা, সর্বশেষ জেলা- সিরাজগঞ্জ)।
- বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ- ১২টি (ছেলেদের- ৯টি ও মেয়েদের ৩টি)
- বাংলাদেশের প্রথম ক্যাডেট কলেজ- ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম (১৯৫৮)। কিন্ডার গার্টেন (জার্মান শব্দ) চালু করে- ফ্রোয়েবল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (University of Dhaka)

নাথান কমিশন (Nathan Commission)

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ- নাথান কমিশন।
- গঠন- ২৭ মে, ১৯১২ সালে (কমিশনের প্রধান- রবার্ট নাথান)।
- মোট সদস্য- ১৩ জন (সদস্যপদ পেয়েও প্রত্যাখান করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
- ঢাবি প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হয়- ১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধের জন্য।
- পরবর্তী ঢাবি প্রতিষ্ঠার জন্য স্যাডলার কমিশন গঠন করেন- ১৯১৭ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট পাস হয়- ১৯২০ সালে।
- লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার পি.জে হার্টগ কে প্রথম ভিসি হিসেবে নিয়োগ- ১ ডিসেম্বর, ১৯২০ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে- ১৯২১ সালের ১ জুলাই।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডানডাস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম

- অনুষদ ছিল- ৩টি (কলা, আইন ও বিজ্ঞান)
- হল ছিল- ৩টি (জগন্নাথ হল, শহিদুল্লাহ হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল)
- বিভাগ ছিল- ১২টি।
- শিক্ষক ছিল- ৬০জন।
- ছাত্র-ছাত্রী ছিল- ৮৭৭ জন।(ছাত্র-৮৭৬ জন এবং ছাত্রী-১ জন)
- প্রথম ছাত্রী- লীলা নাগ (ইংরেজি বিভাগ)
- প্রথম মুসলিম ছাত্রী- ফজিলেতুন্নেসা জোহা (গণিত বিভাগ)
- ১ম ভিসি- পি, জে হার্টগ
- ১ম চ্যান্সেলর- লর্ড ডানডাস।
- ১ম নারী ডীন- বেগম আজিজুন্নেসা।
- ১ম নারী শিক্ষক- করুণা কণা গুপ্তা (ইতিহাস বিভাগ)

ঢাবির সাথে জড়িত দিবস

- ১ জুলাই- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। (১৯২১ সালে ১ জুলাই ঢাবি প্রতিষ্ঠা হ
- ২৩ আগস্ট- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালো দিবস। (২০০৭ সালে ২৩ আগ সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক ঢাবির ছাত্র-শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা হয়)।
- ১৫ অক্টোবর- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস। (১৯৮৫ সালে ১ অক্টোবর জগন্নাথ হলের ছাদ ধ্বসে ৩৯ জন প্রাণ হারায়)।

ডাকসু ও ডাকসু নির্বাচন

- ডাকসু বলতে বুঝায়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ।
- ডাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২৪ সালে।
- প্রথম ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯২৪ সালে।
- স্বাধীনতার পর প্রথম নির্বাচন হয়-১৯৯০ সালে।
- সর্বশেষ নির্বাচন হয় - ১১ মার্চ, ২০১৯ (৩৭তম)।

সমাবর্তন

- ইংরেজি প্রতিশব্দ- Convocation.
- ঢাবিতে ১ম সমাবর্তন হয়- ১৯২৩ সালে। (প্রথম সমাবর্তনে বক্তা ছিলে বুলওয়ার লিটন)
- স্বাধীনতার পর প্রথম সমাবর্তন হয়- ১৯৯৯ সালে।
- প্রথম ডক্টর অব লজ ডিগ্রি লাভ করেন-লর্ড ডানডাস।
- প্রথম ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন- সি ভি রমন।
- প্রথম ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি লাভ করেন-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- ২০২২ সালের ১৯ নভেম্বর ঢাবির ৫৩তম সমাবর্তনে অতিথি ছিলে ২০১৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী ফ্রান্সের ড. জঁ্যা তিরোল।

তথ্য তরঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- কার্জন হল প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৪ সালে।
- ঢাবির লোগোর ডিজাইন করেন- সমরজিৎ রায় চৌধুরী
- বর্তমান লোগোর ব্যবহার হয়ে আসছে- ১৯৭৩ সাল থেকে
- নীতিবাক্য- সত্যের জয় সুনিশ্চিত (Truth shall prevail)
- মনোগ্রামের স্লোগান- শিক্ষাই আলো।
- ঢাবি যে হলের নাম এক সময় 'চামেলি হাউজ' ছিল- রোকেয়া হল, এটি মেয়েদের প্রথম হল; প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৬ সালে।
- বঙ্গবন্ধু ছিলেন- আইন বিভাগের (এম.এ) ছাত্র।
- শেখ হাসিনা ছাত্রী ছিলেন - বাংলা বিভাগের; শিক্ষক - ড. আনিসুজ্জামান।
- এক সময়ের আইনসভা ছিল ঢাবির যে হল- জগন্নাথ হল।
- গ্রীক মন্যুমেন্ট অবস্থিত- TSC তে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন- নবাব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী।
- ঢাবি প্রতিষ্ঠায় জমি দান করেন- নওয়াব আলী চৌধুরী ও নবাব সলিমুল্লাহ।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাবির যে দার্শনিক শহীদ হন- অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব (দর্শন বিভাগ)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম নারী ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্ত- ড. নীলিমা ইব্রাহিম।

- যে বিজ্ঞানী ঢাবির পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন-সত্যেন্দ্রনাথ বসু
- যে বিখ্যাত সাহিত্যিক ঢাবির ছাত্র ছিলেন-বুদ্ধদেব বসু।
- ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে ১৯৫ জন ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী শহীদদের স্মরণে নির্মিত - স্মৃতি চিরন্তন।
- ২০২১ সালের ১লা জুলাই দেশের ইতিহাসে প্রথম প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পালন করে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
- টিএসসি (TSC) স্থপতি - কনস্টানটাইন ডক্সাইড।
- শান্তির পাখি ভাস্কর্যটি টিএসসিতে অবস্থিত স্থপতি - হামিদুজ্জামান খান
- সড়ক দুর্ঘটনায় স্মৃতি স্থাপনা - চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনির কাগজের ফুল চলচ্চিত্রের লোকেশন দেখতে গিয়ে মানিকগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ২০১১ সালে ১৩ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের স্মরণে এই স্থাপনা। ঢালি আল-মামুনের পরিকল্পনায় নকশা করেছেন - সালাউদ্দিন আহমেদ।
- ১৯৫৬ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- সাহিত্য পত্রিকা

ঢাবিতে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য

ভাস্কর্যের নাম	অবস্থান	ভাস্কর
অপরাজেয় বাংলা**	কলাভবনের সামনে	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ	নীলক্ষেত মোড়ে	রবিউল হুসাইন
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা**	টিএসসি চত্ত্বরে	শামীম শিকদার
দোয়েল চত্বর**	কার্জন হলের সামনে	আজিজুল জলিল পাশা
স্বাধীনতা সংগ্রাম**	ফুলার রোড	শামীম শিকদার
ক্যাকটাস	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	হামিদুজ্জামান খান
মা ও শিশু	মুজিব হল	নভেরা আহমেদ
নারী, শিশু ও পুরুষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	নভেরা আহমেদ
স্বামী বিবেকানন্দ	জগন্নাথ হল	শামীম শিকদার
বেগম রোকেয়া ভাস্কর্য	রোকেয়া হল	হামিদুজ্জামান খান
সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্য	টিএসসি চত্ত্বরে	শ্যামল চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ভিসি

- উপমহাদেশের প্রথম ভিসি, প্রথম মুসলিম ভিসি, প্রথম বাঙালি ভিসি- স্যার এ এফ রহমান।***
- ছাত্র হিসেবে প্রথম ভিসি, ভাষা আন্দোলনকালীন ভিসি, বঙ্গবন্ধু ও জিল্লুর রহমানকে বহিষ্কারক ভিসি- সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।*
- ৬৯'এর গণঅভ্যুত্থানকালীন ভিসি, মুক্তিযুদ্ধকালীন ভিসি- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।***
- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের সাথে বিরোধ দেখা দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন- আবু সাঈদ চৌধুরী**
- যে প্রাক্তন উপাচার্য ভারতের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ভাই ছিলেন- ড. মাহমুদ হোসেন।
- ঢাবি'র বর্তমান ভিসি – ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল (২৯তম)।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবির জন্য গুরুত্বপূর্ণ)

- প্রতিষ্ঠা - ১৯৭০ সালে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে - ১২ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকালীন ও প্রথম ভিসি ছিলেন- মফিজউদ্দিন আহমেদ
- ২য় ভিসি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক- সৈয়দ আলী আহসান
- প্রতিষ্ঠাকালীন অনুষদ ছিল - ১টি (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) এবং বর্তমান অনুষদ - ৬টি, ইনস্টিটিউট - ৪টি ও বিভাগ - ১৬টি।
- বাংলাদেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় মোট হল - ১৬টি (ছাত্র হল ৮টি এবং ছাত্রী হল ৮টি)।
- বর্তমান ১৯তম উপাচার্য - ড. মোঃ নূরুল আলম (পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)।
- বিখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীন জাবির নাট্যকলা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন তার নামে সেলিম আল দীন নাট্যমঞ্চ রয়েছে - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম, অভিনেতা হুমায়ূন ফরিদি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন - ইতিহাস বিভাগের।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু শহীদ মিনার অবস্থিত - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। স্থপতি- রবিউল হুসাইন
- বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ভাস্কর্য 'অমর একুশে' স্থপতি - জাহানারা পারভীন।
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিমূলক অন্যতম ভাস্কর্য 'সংশপ্তক' স্থপতি - হামিদুজ্জামান খান।
- জাবির বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- ভাষা সাহিত্য পত্র।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

- প্রতিষ্ঠা- ২০০৫ সালের, ২০ অক্টোবর।
- ১ম ভিসি- অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।
- বর্তমান ও প্রথম নারী ভিসি- ড. সাদেকা হালিম।
- ভাস্কর্য- ৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি (ভাস্কর- রাশা)।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম সমাবর্তন হয় – ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি।

অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

- দেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়- ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই। (১ম ভিসি- ইতরাত হোসেন জুবেরী)
- গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার অবস্থিত- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (স্থপতি মৃণাল হক)
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়-১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর।
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি- এ আর মল্লিক
- সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP) প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০৮ সালে ঢাকার মিরপুরে।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- সাহিত্যিকী।

জ্ঞান চর্চায় গ্রিক দার্শনিক

SPAA

- SPAA দ্বারা গ্রিক দার্শনিকদের বুঝায়।
- এখানে গুরু শিষ্যের বা শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান।
- S = সক্রেটিস
  - জ্ঞানের পিতা বলা হয়। (Father of Knowledge)
  - দর্শনের জনক বলা হয়। (Father of Philosophy)
  - হেমলক লতার বিষপানে মৃত্যু।
  - উক্তি- Knowledge is Virtue (জ্ঞানই পুণ্য)**
  - Virtue is Knowledge (সৎগুণই জ্ঞান)**
  - Know thyself (নিজেকে জানো).* We Want Justice.
  - I to die you to live which is better only God knows
  - An Unexamined life is not worth living
  - Education is the kindling of a flame not the filling of vessel
  - মৃত্যুর পূর্বে সক্রেটিসের শেষ বাক্য ছিল- Crito, I owe a cock to Asclepius will you remember to pay the debt.
- P = প্লেটো
  - তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- একাডেমিয়া।
  - গ্রন্থ- রিপাবলিক, ডায়ালগস, স্টেইটসম্যান
  - আদর্শ রাষ্ট্র ধারণার প্রবর্তক- প্লেটো।
  - উক্তি- শাসক যদি হয় ন্যায়পরায়ণ আইন অনাবশ্যক, শাসক যদি হয় দুর্নীতি পরায়ণ আইন নিরর্থক।
  - Virtue is knowledge and can be acquired
  - Virtue is knowledge and education is the main thing acquire virtue

- A = এরিস্টটল
  - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– লাইসিয়াম।
  - জনক-রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা/ তর্কশাস্ত্র।
  - গ্রন্থ– পলিটিক্স, ইথিকস, লজিক, রেটোরিক।
  - উক্তি:

    (i) Man is Social & Political Animals (মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব)

    (ii) যারা সমাজে বাস করে না তারা হয় দেবতা, না হয় পশু।

    (iii) আইন হলো পক্ষপাতহীন যুক্তি।

    (iv) Golden Mean (সুবর্ণ মধ্যক) হচ্ছে দুইটি চরম পন্থার মধ্যবর্তী অবস্থান। যার প্রবর্তক– এরিস্টটল
- A = আলেকজান্ডার
  - জন্ম- গ্রীস, রাজা- ম্যাসিডোনিয়া (খ্রিস্টপূর্ব-৩৩৫ অব্দে)
  - ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন– খ্রিস্টপূর্ব-৩২৭ অব্দে
  - ফিরে যান– খ্রিস্টপূর্ব-৩২৫ অব্দে।
  - মারা যান– খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ ব্যবিলনে (ইরাক)**
  - সমাধি – আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর। সেনাপতি– সেলুকাস।
  - রাজা দশরথের পুত্র "ভরত" এর নাম অনুযায়ী ভারত নামকরণ করা হয়।

গৌতমবুদ্ধ

- জন্ম– খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে নেপালের কপিলা বস্তুর লুম্বিনিতে।**
- **বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক, লাইট অব এশিয়া বলা হয়**
- গ্রন্থ– ত্রিপিটক (পালি ভাষায় লেখা)
- মৃত্যু-৮০ বছর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে ভারতের কুশিনগরে দেহত্যাগ করেন। নির্বাণ লাভ যে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত– বৌদ্ধ।**

বাংলার ইতিহাস ও উৎপত্তি

- সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ভাগ করা হয়েছে– ২ ভাগে
  ১. প্রাক আর্য বা অনার্য জাতি গোষ্ঠী ২. আর্য জনগোষ্ঠী
- প্রাক আর্য বা অনার্য জাতি গোষ্ঠীকে আবার ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে– নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়
- বাংলা ভাষা যে ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত– ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর
- প্রাচীন সাহিত্যে নিষাদ নামে পরিচিত– আদি অস্ট্রেলীয়
- দ্রাবিড় জাতি এ দেশে আসে– প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে।
- আর্য সংস্কৃতি সমধিক বিকাশ লাভ করে– পাল শাসনামলে
- আর্যরা এদেশে আসে– ইরান থেকে
- আর্য সাহিত্যকে বলে– বৈদিক সাহিত্য
- হিন্দু সমাজ চার শ্রেণিতে বিভক্ত – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র
- নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালিদের আদি গোষ্ঠীকে বলা হয়-অস্ট্রেলীয়
- বাঙালিদের প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে-অস্ট্রিক জাতি থেকে।
- বাঙালি আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল-অস্ট্রিক।
- প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গ্রন্থ রাজতরঙ্গিনী লেখক- কলহন।
- ইতিহাস শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ-Historia থেকে
- ইতিহাস শব্দের শাব্দিক অর্থ – ঐতিহ্য
- ইংরেজি History শব্দের আভিধানিক অর্থ – অনুসন্ধান বা গবেষণা
- ইতিহাসের জনক – গ্রীক দার্শনিক হেরোডোটাস
- ইসলামের ইতিহাসের জনক– আল মাসুদী
- বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক– থুকিডাইডিস।
- বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয় – বঙ্গ ধাতু থেকে।
- বাঙালি জাতির পরিচয়– শংকর জাতি হিসেবে।
- বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাবা ছিল– অস্ট্রিক।
- "বঙ্গ" নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় – হিন্দুদের ঋগ্বেদের "ঐতরেয় আরণ্যক" গ্রন্থে।
- দেশবাচক "বঙ্গ" নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়– আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে।
- তাম্রলিপি– তামার পাত্রে খোদাই করা শাসনাদেশ।
- বাংলার প্রাচীনতম বন্দরের নাম– তাম্রলিপ্ত।
- চীনা দেশীয় ইতিহাসের জনক– সুমা কিয়েন।
- সুমা-কিয়েন ভারতীয় ইতিহাসের গ্রন্থ লেখেন– ঐতিহাসিক দলিল।
- ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেত্তা।

জনপদ

প্রাচীন বাংলায় ছোট বড় ১৬টি জনপদের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জনপদগুলো হচ্ছে......

পুণ্ড্র *** (Pundra)	• অবস্থান-বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর • জড়িত নদী– করতোয়া • রাজধানী ছিল– পুণ্ড্রনগর/পুণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান নাম মহাস্থানগড়) • বিশেষত্ব-বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ ও সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ (মৌর্যরা শাসন করে) • বাংলার প্রাচীনতম নগর– পুণ্ড্র নগর বা মহাস্থানগড় • ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম আবিষ্কার করেন– মহাস্থানগড় • মৌর্য সম্রাট অশোক মৌর্য শাসনের প্রাদেশিক রাজধানী করেন– পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন • মহাস্থানগড়ের নিদর্শনঃ শাহ সুলতান বলখীর (মাহী সাওয়ার) মাজার, ভাসু বিহার, পরশুরামের প্রাসাদ, গোবিন্দ ভিটা, জীয়ত কুণ্ড, খোদাই পাথর, বেহুলা লখিন্দরের বাসরঘর, ব্রাহ্মী শিলালিপি/মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি, মিহির ভাইয়ার বাসা
বঙ্গ** (Vanga)	• অবস্থান– বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চল • বিশেষ তথ্যঃ বাংলার সবচেয়ে বৃহত্তম জনপদ-বঙ্গ
সমতট*** (Samatata)	• অবস্থান– বৃহত্তম কুমিল্লা ও নোয়াখালী • রাজধানী ছিল - বড় কামতা (পূর্ব নাম-রোহিতগিরি) • ৭ম শতকে হিউয়েন সাং এ জনপদ ভ্রমণ করেন।
হরিকেল*** (Harikela)	• অবস্থান– সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম • বিশেষত্ব ঃ সর্বপূর্ব দিকের জনপদ
বরেন্দ্র (Varendra)	• অবস্থান– উত্তরবঙ্গ (গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) • এ জনপদের নামে বাংলাদেশের ১ম জাদুঘর বরেন্দ্র রিসার্চ যাদুঘর ১৯১০ সালে রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
গৌড় (Gour) ***	• অবস্থান-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিহার উড়িষ্যা। • রাজধানী ছিলঃ কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) • বাংলাদেশের একমাত্র জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত। • গৌড়ের প্রথম ধারণা পাওয়া যায় প্রাচীন কালের বৈয়াকরণিক– পাণিনির গ্রন্থে।
রাঢ় (Radha)	• অবস্থান-ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীর • অপরনাম ছিল – সূক্ষ্ম • রাজধানী– কোটিবর্ষ। (বর্তমান অবস্থান-পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর।)

বাংলায় ভ্রমণকারী বিদেশী পর্যটক

নাম	দেশ	সময়	শাসক	গ্রন্থ
মেগাস্থিনিস	গ্রীক দূত	খ্রিস্টপূর্ব ৩০২	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	ইন্ডিকা**
ফা হিয়েন ***	চীনা ১ম পর্যটক	৩৮০- ৪১৪ খ্রি.	২য় চন্দ্রগুপ্তের	ফো কুয়ো কিং
হিউয়েন সাং***	চীন (৭ম শতকে)	৬৩০-৬৪৪ খ্রি.	হর্ষবর্ধন	সিদ্ধি**
মা হুয়ান	চীন	১৪০৫-১৪৩৩খ্রি.	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	ইং ইয়াই শেংলান
ইবনে বতুতা	মরক্কো	১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ	(ভারতে) মোহাম্মদ বিন তুঘলক	কিতাবুল রেহলা
ইবনে বতুতা ***	মরক্কো	১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দ	(বাংলায়) ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ	কিতাবুল রেহলা**

- ইতালির বিখ্যাত যে পর্যটক ইতালি থেকে চীনে আসেন– মার্কোপোলো**
- ইংল্যান্ডের রালফ ফিচ বাংলায় আসেন– ২ বার (১৫৮৪ ও ১৫৮৮)
- গংজেন যার সহযোগী ছিলেন– মা হুয়ানের

প্রাচীন রাজবংশ

মৌর্য বংশ (খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ – ১৮৫)

প্রতিষ্ঠাতা	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (বাংলার ১ম সম্রাট)
শ্রেষ্ঠ শাসক	সম্রাট অশোক
শেষ শাসক	বৃহদ্রথ
রাজধানী	পাটালীপুত্র

- প্রাচীন ভারতের প্রথম রাজবংশ– মৌর্য বংশ
- কনৌজের রাজা নন্দকে পরাজিত করে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন– চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- খ্রিস্টপূর্ব ২৬১ অব্দে কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন– সম্রাট অশোক।
- প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্ব ধর্মে রূপান্তরিত করেন – সম্রাট অশোক
- বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয়– সম্রাট অশোককে।
- চন্দ্র গুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিল– চাণক্য বা কৌটিল্য (তাঁর গ্রন্থ– অর্থশাস্ত্র)
- তিব্বতের রাজার অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মকে দুর্নীতিমুক্ত করতে সেখানে যান– মুন্সিগঞ্জের অতীশ দীপংকর (জন্ম – বজ্রযোগিনী গ্রামে)।
- পুণ্ড্র বর্ধন/মহাস্থানগড়ের রাজধানী স্থাপন করেন– সম্রাট অশোক।
- মৌর্য যুগের গুপ্তচরদের বলা হতো– সঞ্চারা

চাণক্য

- জন্ম– খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০ অব্দে এবং মৃত্যু– খ্রিস্টপূর্ব ২৮৩ অব্দে
- প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও রাজ উপদেষ্টা হিসেবে পরিচিত– চাণক্য
- চাণক্যের উপাধি– কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ– অর্থশাস্ত্র (১৫ খণ্ডের বই), চাণক্যনীতি
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যের জন্য ভারতের ম্যাকিয়াভেলি বলা হয়– চাণক্যকে
- চাণক্য অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন– তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়
- উপদেষ্টা ছিলেন– চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসার

গুপ্ত বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	১ম চন্দ্রগুপ্ত
শ্রেষ্ঠ শাসক	সমুদ্র গুপ্ত
শেষ শাসক	২য় জীবিত গুপ্ত/বিষ্ণু গুপ্ত
অন্যতম শাসক	২য় চন্দ্রগুপ্ত
রাজধানী	পাটালীপুত্র

- কাব্য রচনার জন্য কবিরাজ উপাধি পান– সমুদ্রগুপ্ত
- প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয় – সমুদ্রগুপ্তকে
- চীনা ১ম পর্যটক ফা হিয়েন যার শাসনামলে বাংলাতে আসেন– ২য় চন্দ্রগুপ্তের সময়
- ২য় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি – বিক্রমাদিত্য, বীরবিক্রম, সিংহবীর।
- গুপ্ত যুগের বিখ্যাত কবি "কালিদাসের" মহাকাব্য হলো – মেঘদূত।**
- প্রাচীনকালে সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়– গুপ্ত যুগকে।
- চতুরঙ্গ বা দাবা খেলার প্রচলন হয়– গুপ্ত যুগে
- গুপ্ত যুগের গুণী ব্যক্তি ও প্রতিভাবানদের প্রধান ৯ জনকে বলা হতো– নবরত্ন
- কালীদাস, অমর সিংহ, বরাহ মিহির বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন– গুপ্তযুগের
- সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার ছিলেন– মহাকবি কালিদাস
- অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটক, রঘু বংশ ও কুমার সম্ভব মহাকাব্য রচনা করেন– কালিদাস
- সংস্কৃত কবি, ব্যাকরণবিদ এবং প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিধান প্রণেতা– অমরসিংহ
- বিখ্যাত অভিধান 'অমরকোষ' এর লেখক– অমরসিংহ
- বরাহ মিহির প্রাচীন কালে বিখ্যাত ছিলেন– জ্যোতির্বিদ
- বরাহ মিহিরের বিখ্যাত গ্রন্থ– বৃহৎ সংহিতা
- ভারত বর্ষের গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যকে বলা হতো– ধ্রুপদী
- রাজা কনিষ্ক যে বংশের শাসক ছিলেন– কুষাণ
- ঔষধী ব্যবস্থা আয়ুর্বেদ বিষয়ক 'চরক সংহিতা' গ্রন্থের লেখক– চরক
- কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ছিলেন– চরক

গৌড় রাজ্য

- গৌড় বংশের শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজা – শশাঙ্ক।
- বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা বা সম্রাট– শশাঙ্ক
- স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা – শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খ্রিঃ)।
- শশাঙ্কের উপাধি – মহাসামন্ত, রাজাধিরাজ, গৌড়েশ্বর, গৌড়রাজ।
- শশাঙ্কের রাজধানী ছিল – কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)।
- শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় দেখা দেয়- মাৎস্যন্যায়।
- বঙ্গাব্দ চালু করেন – শশাঙ্ক (৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে)।
- শশাঙ্ক ও মাৎস্যন্যায় সম্পর্কে গ্রন্থ লিখেন– তিব্বতীয় লেখক লামা তারানাথ
- গৌড়ের কথা প্রথম পাওয়া যায়- ইতিহাসবিদ ও বৈয়াকরণিক পাণিনির গ্রন্থে
- গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোন অঞ্চলের শাসন কর্তাকে বলা হতো– মহাসামন্ত। শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহা সেন গুপ্তের – একজন সামন্ত।

মাৎস্যন্যায় (৬৩৭-৭৫০ খ্রিঃ)

- অর্থ– আইনশৃঙ্খলার অবনতি, অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা, বিশৃঙ্খলতা।
- সময়কাল– ৭ম-৮ম শতক (প্রায় ১০০ বছর)।**
- মাৎস্যন্যায়ের সূচনা হয় – শশাঙ্কের মৃত্যুর পর।
- অবসান ঘটে– রাজা গোপালের পাল বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
- মাৎস্যন্যায় ঘটে– তাম্রপাল শাসনামলে**

হর্ষবর্ধন

- সিংহাসনে আরোহন করেন – ৬০৬ খ্রিঃ (শশাঙ্কের সমসাময়িক শাসক ছিলেন), রাজধানী ছিল – কনৌজে।
- হর্ষবর্ধনের সভাকবি – বানভট্ট ।
- হর্ষবর্ধনের জীবনীমূলক গ্রন্থ 'হর্ষচরিত' এর লেখক– বানভট্ট।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়– নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার (ভারত)
- ৭ম শতকের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন – শীলভদ্র, তাঁর ছাত্র ছিলেন – চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং।

পাল বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	রাজা গোপাল (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)
শ্রেষ্ঠ শাসক	ধর্মপাল
শেষ শাসক	মদন পাল (অপশনে না থাকলে দিব রামপাল)

- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' রচিত হয়– পাল আমলে।
- পাল রাজারা ছিল-দেশীয় শাসক (ধর্ম ছিল– বৌদ্ধ)।
- বাংলার দীর্ঘস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন – পাল রাজারা (প্রায় চারশত বছর)
- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা – ধর্মপাল।**
- রামপালের আত্মজীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ– রামচরিত (লেখক– সন্ধ্যাকর নন্দী)

সেন বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	হেমন্ত সেন
শ্রেষ্ঠ শাসক	বিজয় সেন
শেষ শাসক	কেশব সেন (শেষ হিন্দু রাজা)
লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল	নদীয়া বা নবদ্বীপ

- কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করেন– বল্লাল সেন।
- ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা– বল্লাল সেন।
- সেনদের ধর্ম ছিল– হিন্দু ধর্ম।
- সেনরা আসেন – দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে।
- দানসাগর, অদ্ভুত সাগর রচনা করেন – বল্লাল সেন।
- দানসাগর, অদ্ভুত সাগর সমাপ্ত করেন– লক্ষণ সেন (উপাধি- গৌড়েশ্বর)

  Note: ১২০৪ সালে লক্ষণ সেন বখতিয়ার খিলজির নিকট পরাজিত হলে পালিয়ে বিক্রমপুরে আশ্রয় নেয় এবং এখানে কিছু দিন শাসন করেন। সর্বশেষ ১২৩০ সাল পর্যন্ত কেশব সেন শাসন করেন। তবে কেশব সেন অপশনে না থাকলে উত্তর হবে লক্ষণ সেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও ধর্ম গ্রন্থ

ইসলাম ধর্ম গ্রন্থ	আল-কুরআন	ফেরদৌসি	শাহনামা
আর্যদের আদি গ্রন্থ	বেদ	বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ	ত্রিপিটক
আল বেরুনী	কিতাবুল হিন্দ	খ্রিস্টান ধর্ম গ্রন্থ	বাইবেল
আবুল ফজল	আইন-ই-আকবরী	কলহন	রাজতরঙ্গিনী
বাল্মীকি	রামায়ণ		
হিন্দু	বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত		
মিনহাজ উস সিরাজ	তবকাত-ই-নাসিরী		
গোলাম হোসেন সলিম	রিয়াজ আস সালাতিন (ঐতিহাসিক গ্রন্থ)		

মুসলিম শাসন

- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন আসে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে– ৭১২ খ্রিস্টাব্দে
- মুহাম্মদ বিন কাসিম আক্রমণ করেন– মুলতান ও সিন্ধু
- এ সময় সিন্ধু ও মুলতানের শাসক ছিল – রাজা দাহির
- ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা ছিল – মুহাম্মদ বিন কাসিম
- সুলতান মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত – মোট ১৭ বার ভারত বর্ষ আক্রমণ করেন।
- সুলতান মাহমুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন– ১০২৬ সালে
- সুলতান মাহমুদ ভারত বর্ষ আক্রমণ করে – ধন-সম্পদ লুট করেছেন কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি।
- মুসলিম বীর "তারিক বিন জিহাদ" স্পেনের রাজা রডারিক-কে পরাজিত করে স্পেন জয় করেন– ৭১১ সালে
- ১১৯১ সালে ১ম তরাইনের যুদ্ধ হয় – মুহাম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বী রাজের মধ্যে। এ যুদ্ধে পরাজিত হয়– মুহাম্মদ ঘুরি।
- ১১৯২ সালে ২য় তরাইনের যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পৃথ্বী রাজকে পরাজিত করে – ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- বাংলায় মুসলিম শাসন আসে বখতিয়ার খলজীর হাত ধরে– ১২০৪।
- সেন বংশের শেষ শাসক লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন– বখতিয়ার খিলজি।

দিল্লীর স্বাধীন সুলতানী শাসন (সালতানাত)

দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়	১২০৬ সালে
দিল্লীর স্বাধীন সালতানাতের পতন ঘটে	১৫২৬ সালে
দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত টিকেছিল	মোট ৩২০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা	কুতুবউদ্দীন আইবেক
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	ইলতুৎমিশ
একমাত্র মহিলা সুলতান	সুলতানা রাজিয়া
শেষ শাসক	ইব্রাহীম লোদী
রাজধানী	দিল্লী

- ১৫২৬ সালে প্রথম পানি পথের যুদ্ধে লোদি বংশের শেষ শাসক ইব্রাহিম লোদি পরাজিত হলে – বাবর মোঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।
- দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা– কুতুবউদ্দিন আইবেক।
- দিল্লীর কুতুব মিনার নির্মাণ করেন– কুতুবউদ্দিন আইবেক।
- দিল্লীর লাখ বক্স বলা হয়– কুতুবউদ্দিন আইবেককে।
- দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করেন– আলাউদ্দিন খিলজি।

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়	১৩৩৮ সালে***
বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনের পতন ঘটে	১৫৩৮ সালে
বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন টিকে ছিল	মোট ২০০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা	ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্
শ্রেষ্ঠ শাসক	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্
শেষ শাসক	গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ্
রাজধানী	সোনারগাঁও ও গৌড়

- বাংলার সবগুলো জনপদকে একত্রিত করে 'বাঙালাহ' নাম দেন– শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহ এর উপাধি– শাহ-এ- বাঙাল
- 'ইলিয়াস শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা– শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- 'হোসেন শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা– আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯)
- সুলতানী শাসনামলে যার শাসনকালকে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়েছে– আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন)
- বাংলার আকবর বলা হয় – আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে।
- পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্র আদান প্রদান করেন– গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ।

পানি পথের যুদ্ধ

- এ পর্যন্ত পানি পথের যুদ্ধ হয়– ৩ টি।
- পানিপথ নামক স্থানটি অবস্থিত – ভারতের হরিয়ানা প্রদেশে যমুনা নদীর তীরে, পানিপথ– একটি গ্রামের নাম

যুদ্ধ	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১ম যুদ্ধ	১৫২৬	বাবর– ইব্রাহিম লোদী (জয়ী– বাবর)	ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, প্রথম কামানের ব্যবহার করেন বাবর
২য় যুদ্ধ	১৫৫৬	বৈরাম খাঁ-হিমু (জয়ী– বৈরাম খাঁ)	দিল্লী উদ্ধার
৩য় যুদ্ধ	১৭৬১	দুররানি সম্রাজ্য ও মারাঠা (দুররানিদের জয় হয়)	দুররানি সম্রাজ্যের বিস্তার

- পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর লিখিত নাটক– রক্তাক্ত প্রান্তর (মুনীর চৌধুরী)
- পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর লিখিত মহাকাব্য– মহাশশ্মান (কায়কোবাদ)

মুঘল শাসন (১৫২৬–১৮৫৭ খ্রি.)

- ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শাসক– জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ বাবর। (১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন– ভারতবর্ষে)
- বাংলায় মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা– সম্রাট আকবর (১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন– বাংলায়
- মুঘল বংশের শেষ শাসক– ২য় বাহাদুর শাহ (১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করায় মুঘল বংশের পতন হয়)।
- মুঘল আমলে বাংলার নাম ছিল– সুবা-ই-বাঙ্গালা।
- দক্ষ শাসক ছিল – ৬ জন।
- **মনে রাখার টেকনিক: বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে।**
  - বাবার = বাবর (যে মুঘল সম্রাট নিজের আত্মজীবনী নিজেই লিখেন)
  - হইল = হুমায়ুন (বাংলাকে জান্নাতাবাদ ঘোষণা করেন)
  - আবার = আকবর (মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক)
  - জ্বর = জাহাঙ্গীর (তার সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ সালে ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন)
  - সারিল = শাহজাহান (Prince of Builders বলা হয়)
  - ঔষধে = আওরঙ্গজেব (জিন্দাপীর বলা হয়)

দক্ষ মুঘল শাসক ৬ জন

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর

- জন্ম : ১৪৮৩ সালে তুর্কিস্তানের ফারগনায়
- শাসনকাল– (১৫২৬-৩০ খ্রিঃ)।
- ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোদ্ধায় বাবরী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন– ১৫২৮ সালে। উগ্রবাদী হিন্দুরা ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর এই মসজিদটি ধ্বংস করে।
- সমাধি – কাবুলে (আফগানিস্তান)।
- আত্মজীবনী– তুযুক-ই-বাবর বা বাবরনামা (তুর্কিভাষায় লেখা)

নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন

- ডাকনাম– নাসিরুদ্দিন।
- শাসনকাল– ১ম (১৫৩০– ৪০ খ্রিঃ), ২য় (১৫৫৫–৫৬খ্রিঃ)
- গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান।
- ১৫৩৮ সালে গৌড় তথা বাংলাকে ঘোষণা করেন – "জান্নাতাবাদ" **
- সমাধি – দিল্লী (ভারত)।

জালালুদ্দিন মুহম্মদ আকবর

- ভারতবর্ষে দীর্ঘ সময় (৪৯ বছর) শাসন করেন, তার সময়ে সবচেয়ে বেশি সম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে।
- ডাক নাম– জালালুদ্দিন।
- শাসনকাল– (১৫৫৬-১৬০৫খ্রিঃ)।
- সমাধি – সেকেন্দ্রা (ভারত)।**
- মৃত্যুবরণ করেন– ১৬০৫ সালে

নুরুদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর

- ডাকনাম – সেলিম। সম্রাট আকবর ডাকতেন – শেখুবাবা নামে।
- শাসনকাল – (১৬০৫-২৭ খ্রি.)।
- স্ত্রী ছিল – মেহেরুন্নেসা বা নূর জাহান বেগম।
- বারো ভূঁইয়াদের পতন ঘটান এবং ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠির নির্মাণের অনুমতি দেন – জাহাঙ্গীর।**
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ– তুযুক-ই-জাহাঙ্গীর
- সমাধি– লাহোর, পাকিস্তান

সম্রাট শাহজাহান

- পুরোনাম– শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররম।
- ডাক নাম– খুররম।
- শাসনকাল– ১৬২৭-৫৮খ্রি.।
- ১৭৩৯ সালে পারস্যের "নাদির শাহ" ময়ূর সিংহাসন লুণ্ঠন করেন।
- হুগলি থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন– শাহজাহান।
- তার চার পুত্র– খুররম (আওরঙ্গজেব), শাহরিয়ার, দারাশিকো, শাহ সুজা।
- সমাধি – আগ্রা, উত্তরপ্রদেশ, ভারত।

আওরঙ্গজেব

- জীবন কাল ছিল– ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.।
- উপাধি – আলমগীর শাহ গাজী।
- ডাক নাম ছিল– আলমগীর।
- সমাধি – খুলতাবাদ, মহারাষ্ট্র, ভারত।
- তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার ও ধার্মিক ছিলেন।
- মুঘল বংশের ষষ্ঠ শাসক ছিলেন।
- কুচবিহারের নামকরণ করা হয়– আলমগীরনগর।
- জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন।

আকবরের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- বাংলা সনের প্রবর্তন, নববর্ষের প্রচলন, পহেলা বৈশাখের সূচনা করেন।
- 'মনসবদারি' প্রথার প্রচলন ও ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ করেন।
- 'জিজিয়া কর' (অমুসলিমদের নিরাপত্তা কর) ও 'তীর্থকর' রহিতকরণ করেন
- পাঞ্জাবের 'অমৃতসর স্বর্ণমন্দির' নির্মাণ, জালালী সন প্রচলন করেন।
- 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নতুন ধর্মের প্রচলন, ফসলী সনের সাথে সম্পর্কিত।

আকবরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আবুল ফজল	সম্রাট আকবরের সভাকবি
তানসেন	রাজসভার গায়ক
টোডরমল	রাজস্ব মন্ত্রী/অর্থমন্ত্রী
বীরবল	কৌতুককার

শাহজাহানের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- আমমহল, খাস মহল, শীষ মহল, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন।
- দিল্লির জামে মসজিদ, দিল্লির লাল কেল্লা নির্মাণ করেন।
- সালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন।

সর্বশেষ মুঘল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ

- সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করায় তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়– রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।
- রেঙ্গুনের বর্তমান নাম– ইয়াঙ্গুন
- মৃত্যু– ১৮৬২ সালে ৮৭ বছর বয়সে। সমাধি– রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।
- সিপাহী বিদ্রোহের সাথে স্মৃতি বিজড়িত স্থান– বাহাদুর শাহ পার্ক।

  Note: ১৮৫৮ সালে ঢাকার নবাব আব্দুল গনী রানী ভিক্টোরিয়া সরাসরি ১৮৫৮ সালে ভারত বর্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার স্বরণে ভিক্টোরিয়া পার্ক নির্মাণ করেন। পরবর্তী ১৯৫৭ সালে ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক।

আগ্রার তাজমহল

- অবস্থিত– ভারতের উত্তর প্রদেশ, আগ্রা।
- যে নদীর তীরে– যমুনা, অপরনাম– মমতাজ মহল।
- নির্মাণ কাল– ১৬৩২-১৬৫৩ খ্রি. (সপ্তদশ শতক)
- নির্মাণ শ্রম– ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছরে নির্মাণ করেন।
- স্থপতি– ওস্তাদ আহমেদ লাহৌরি।
- ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়– ১৯৮৩ সালে (২৫২ তম)
- বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম অংশ– তাজমহল।

  প্রেক্ষাপট: শাহজাহানের দ্বিতীয় স্ত্রী আরজুমান্দ বেগম যিনি 'মমতাজ' নামে পরিচিত। তিনি ১৬৩১ সালে চতুর্দশ কন্যা সন্তান গৌহর বেগমকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শাহজাহান মমতাজের স্মৃতিকে ধরে রাখতেই এটি নির্মাণ করেন।

বাংলায় ও দিল্লিতে মুঘল স্থাপত্য***

স্থপতি	স্থাপত্যকর্ম
শায়েস্তা খান	লালবাগ কেল্লা, ছোট কাটরা, সাত গম্বুজ মসজিদ, বিনত বিবির মসজিদ
শেরশাহ	আফগান দুর্গ
শাহজাহান	দিল্লী লাল কেল্লা, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, সালিমার উদ্যান, আমমহল, খাসমহল
শাহজাদা সুজা	বড় কাটরা
মীর জুমলা	ঢাকা গেট
তারা মসজিদ	মীর্জা গোলামপীর
হোসনি দালান বা ইমাম বাড়া	মীর মুরাদ (১৭ শতকে ঢাকার বকশি বাজারে নির্মিত শিয়া ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও কবরস্থান)

বাংলায় সুবাদারী শাসন***

বাংলার সুবেদার	উল্লেখযোগ্য কর্ম
মানসিংহ	• মানসিংহ আকবরের সুবেদার ছিলেন। • বারো ভূঁইয়াদের সাথে যুদ্ধ করেন। • বারো ভূঁইয়াদের দমন করতে ব্যর্থ হন।
ইসলাম খান	• ইসলাম খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবেদার ছিলেন। • বারো ভূঁইয়াদের দমন করেন। • ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন (১৬১০)। • ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। • ধোলাইখাল খনন করেন। • নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।
শাহ সুজা	• শাহ সুজা সম্রাট শাহজাহানের সুবেদার ছিলেন। • সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজের পুত্র ছিলেন। • বিনা শুল্কে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য সুবিধা দেন। • ঢাকার চকবাজারে 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন।
মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩)	• মীর জুমলা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সুবেদার ছিলেন। • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত 'ঢাকা গেট' নির্মাণ করেন • ১৬৬৩ সালে আসাম যুদ্ধ করেন শাহ সুজার সাথে। • ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত কামানটি আসাম যুদ্ধে ব্যবহার করেন। • মুন্সিগঞ্জের 'ইদ্রাকপুর দুর্গ' নির্মাণ করেন।
শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮)	• শায়েস্তা খান ছিলেন আওরঙ্গজেবের মামা ও সুবেদার। • চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করেন। • চট্টগ্রামের নাম রাখেন "ইসলামাবাদ" • পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন। • 'লালবাগ কেল্লা' নির্মাণ করেন • চকবাজারে ছোট কাটরা ও চক মসজিদ নির্মাণ করেন • ঢাকা মোহাম্মদপুরে সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। • মির্জা আবু তালিব ইতিহাসে 'শায়েস্তা খান' নামে পরিচিত • বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে শায়েস্তা খানের সময়। • টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত শায়েস্তা খানের সময়। • ঢাকার নারিন্দায় বিনত বিবির মসজিদ নির্মাণ করেন।

- ➢ বাংলায় সুবেদারী শাসন চালু হয়– মুঘল আমলে।
- ➢ বাংলায় প্রথম সুবেদার ছিল– ইসলাম খাঁ।
- ➢ মুঘল আমলে বাংলার নাম ছিল– সুবাহ বাংলা।
- ➢ সমগ্র বাংলায় সুবেদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন– জাহাঙ্গীর।
- ➢ ইউরোপীয় প্যারাডাইজ অব নেশন হিসেবে বর্ণনা করেন– সুবাহ বাংলাকে।

নবাবী শাসন**

- ➢ বাংলায় নবাবী শাসন চালু হয়– মুঘল আমলে।
- ➢ বাংলার প্রথম নবাব– মুর্শিদকুলী খান (১৭০৩ সাল)
- ➢ বাংলার শেষ নবাব– নিজাম উদ্দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬ সাল)
- ➢ বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব– মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭ সাল)
- ➢ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব– সিরাজ উদ্দৌলা (১৭৫৭ সাল)
- ➢ নবাব সিরাজ উদ্দৌলার ডাক নাম ছিল- মির্জা মোহাম্মদ। কিন্তু হত্যাক ছিল – মোহাম্মদী বেগ।
- ➢ বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন– মুর্শিদকুলী খা
- ➢ নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নানা ছিলেন– আলীবর্দী খান।
- ➢ আলীবর্দী খান নবাব ছিলেন– ১৭৪০-১৭৫৬ সাল পর্যন্ত।
- ➢ আলীবর্দী খানের কন্যা ছিল– ৩ জন (মায়মুনা, ঘসেটি, আমেনা)
- ➢ নবাব সিরাজ উদ দৌলা ছিলেন– আমেনা বেগমের ছেলে।
- ➢ সিরাজ উদ দৌলা কলকাতা নগরীর নাম রাখেন 'আলীনগর' – ১৭৫৬ সা
- ➢ ১৭৫৬ সালে 'অন্ধকূপ হত্যা' প্রচারিত হয়– ইংরেজ চিকিৎসক হলওয়েল কর্তৃ
- ➢ রাজস্ব আদায়ের ইজারাদারি প্রথার প্রচলন করেন– মুর্শিদকুলী খান
- ➢ নবাবী শাসনামলে বাংলায় অত্যাচার ও লুটপাট করত– বর্গী/মারাঠা সৈন্য
- ➢ আফগান সৈন্যদের বিদ্রোহ ও মারাঠাদের দমন করেন– আলীবর্দী খান

শূর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রি.)

- ➢ শের শাহ এর জন্ম– আফগানিস্থান।
- ➢ শের শাহ এর সমাধি– বিহারের সাসারাম, ভারতে।
- ➢ প্রতিষ্ঠাতা – শের শাহ ১৫৪০ সালে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজি করে শূর শাসন প্রতিষ্ঠা করে।
- ➢ ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন– শের শাহ। ডাক – চিঠি পাঠানো।
- ➢ দাম মুদ্রার প্রচলন করে– শের শাহ।
- ➢ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা সড়ক-ই-আজম নির্মাণ করেন– শের শাহ।
- ➢ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা সড়ক-ই-আজম অবস্থিত– নারায়ণগঞ্জের সোনা থেকে দিল্লি পর্যন্ত।
- ➢ কবুলিয়াত ও পাট্টা ব্যবস্থা প্রচলন করে– শের শাহ।
- ➢ শের শাহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মাণ করেন– আফগান দূর্গ।

বারো ভূঁইয়া

- ➢ প্রেক্ষাপট: ১৫৭৬ সালে মুঘল সম্রাট আকবর ও দাউদ খান কররানীর রাজমহলে যুদ্ধ হয়। সম্রাট আকবর কররানীকে পরাজিত করে বা মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করলে বাংলার অনেক শাসক বিদ্রোহ ক তাঁরাই বারো ভূঁইয়া নামে ইতিহাসে পরিচিত।
- ➢ বারো ভূঁইয়া হলো– বাংলার অসংখ্য জমিদার বা বারো জন জমিদার।
- ➢ বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন– ঈশা খাঁ
- ➢ ঈশা খাঁ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন– সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
- ➢ বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন – ঈশা খাঁ
- ➢ ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর নেতা হয়– তাঁর ছেলে মুসা খাঁ।
- ➢ বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ছিলেন– যশোরের প্রতাপাদি
- ➢ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ "র প্রতাপাদিত্য" লেখক– রামরাম বসু।
- ➢ বারো ভূঁইয়াদের দমনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন– আকবরের সুবেদার মান
- ➢ বারো ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে– জাহাঙ্গীরের সুবেদার ইসলাম খাঁ

বাংলায় বাণিজ্য

- ➢ ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ হতে পূর্ব দি আসার জল পথ আবিষ্কার করেন– বার্থালোমিউ দিয়াজ।
- ➢ ১৪৯২ সালে "আমেরিকা" আবিষ্কার করেন– ইতালির নাবিক ক্রিস্টোফার কলম
- ➢ ১৪৯৮ সালে ইউরোপ থেকে জলপথে প্রথম সফলভাবে ভারত কালিকট বন্দরে আসেন– পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা।

দেশ	সাল	জাতি	পরিচিতি
পর্তুগাল ***	১৫১৬	পর্তুগিজ	ফিরিঙ্গি
নেদারল্যান্ডস	১৬০২	ডাচ্	ওলন্দাজ
ব্রিটেন	১৬০৮	ইংরেজ	ব্রিটিশ
ডেনমার্ক	১৬১৬	ডেনিশ	দিনেমার
ফ্রান্স	১৬৬৮	ফরাসি	ফরাসি

- ➢ সর্বপ্রথম বাণিজ্য করতে আসে– পর্তুগিজ জাতি।
- ➢ পর্তুগিজরা ১৫০২ সালে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন– কেরালার কোচিনে।
- ➢ পর্তুগিজরা কোচিনে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন– এটি ভারতের প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ।
- ➢ ফিরিঙ্গি শব্দটি এসেছে– ফারসি শব্দ থেকে।
- ➢ পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে আসে– ১৫১৮ সালে।
- ➢ পর্তুগিজদের অধীনে চট্টগ্রামের সমৃদ্ধি ঘটে এবং একটি বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয় যা পরিচিতি পায়– পোর্টো গ্রান্ডে বা বিশাল বন্দর নামে।
- ➢ ১৫৩৮ সালে চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন– শের শাহ।
- ➢ ১৫৮১-১৬৬৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম অধীনে ছিল– মিয়ানমারের আরাকানদের
- ➢ মগ এবং পর্তুগিজ জলদস্যুদের একসাথে বলা হতো – হার্মাদ।
- ➢ পর্তুগিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন– মুঘল সম্রাট শাহজাহান।
- ➢ ১৬৬৬ সালে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন– শায়েস্তা খান।
- ➢ সর্বপ্রথম আসার চেষ্টা করলেও সর্বশেষ আসে– ফরাসি জাতি।
- ➢ "কলকাতা" নগরীর প্রতিষ্ঠাতা– জব চার্নক (১৬৮৫ সাল)
- ➢ ইংরেজরা কলকাতায় "ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ" নির্মাণ করেন– ১৬৯৮ সালে
- ➢ "ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" গঠিত হয়– ১৬৬৪ সালে।
- ➢ ইউরোপের গৃহযুদ্ধ/৩০ বছরের যুদ্ধের অবসান হয় – ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তির মাধ্যমে।**

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

- ➢ ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ এবং দিল্লী সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করার জন্য ২১৮ জন ইংরেজ বণিকদের প্রচেষ্টায় "ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" গঠিত হয়- ১৬০০ সালে ইংল্যান্ডে।**
- ➢ ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন– ১৬০৮ সালে।
- ➢ ক্যাপ্টেন হকিন্সের আবেদনক্রমে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন– সম্রাট জাহাঙ্গীর***
- ➢ ১৬১২ সালে ইংরেজরা উপমহাদেশে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন– সুরাট, ভারত**
- ➢ প্রথম ইংরেজ দূত হিসেবে স্যার টমাস রো সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন– ১৬১৫ সালে
- ➢ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম বাংলায় কুঠি স্থাপন করেন– সম্রাট শাহজানের সময়
- ➢ ১৬৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম বাংলায় কুঠি স্থাপন করেন– হরিহরপুর, দ্বিতীয়টি – হুগলি (১৬৫১), তৃতীয়টি – কাশিমবাজার (১৬৫৮)
- ➢ ১৬৯০ সালে সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম নিয়ে কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন – ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক (১২০০ টাকার বিনিময়ে) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কেন্দ্র ছিল– কলকাতা
- ➢ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা নেয়– ১৭৫৭ সালে
- ➢ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে- ১৭৬৫ সালে (মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে)।
- ➢ কোম্পানির অবসান– ১৮৫৮ সালে।***
- ➢ কোম্পানির শাসন ছিল– ১০০ বছর (১৭৫৭-১৮৫৮ সাল পর্যন্ত)**

কনফিউশন দূর করুন

- ➢ বাংলায় ব্রিটিশদের প্রথম গভর্নর – লর্ড ক্লাইভ।
- ➢ বাংলায় ব্রিটিশদের শেষ গভর্নর – ওয়ারেন হেস্টিংস।
- ➢ বাংলায় ব্রিটিশদের প্রথম গভর্নর জেনারেল – ওয়ারেন হেস্টিংস।
- ➢ বাংলায় ব্রিটিশদের ব্রিটিশদের শেষ গভর্নর জেনারেল – উইলিয়াম বেন্টিং
- ➢ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রথম গভর্নর জেনারেল – উইলিয়াম বেন্টিং।
- ➢ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শেষ গভর্নর জেনারেল – লর্ড ক্যানিং।
- ➢ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রথম ভাইসরয়/রাজ প্রতিনিধি – লর্ড ক্যানিং (১৮৫৭)
- ➢ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শেষ ভাইসরয়/রাজ প্রতিনিধি – লর্ড মাউন্টব্যাটেন

ইংরেজ শাসকদের সংস্কার

সংস্কারক/শাসক	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড ক্লাইভ	• দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠা করে (১৭৬৫ সালে)। • ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন (১৭৫৭)
ওয়ারেন হেস্টিংস	• দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন (১৭৭২) • পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত (১৭৭৩) • সাম্রাজ্যবাদী স্বত্ব বিলোপ নীতি (১৭৭৪) • উপমহাদেশে প্রথম রাজস্ব বোর্ড গঠন
লর্ড কর্ণওয়ালিশ **	• জমিদারী প্রথার সূত্রপাত • ভারতে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা চালু করেন • দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন • চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) • সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন (১৭৯৩) • সতীদাহ প্রথা প্রর্বতন (১৭৯৩)
লর্ড ওয়েলেসলী	• অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন • টিপু সুলতানের সাথে মহীশুর যুদ্ধ করেন।
উইলিয়াম বেন্টিংক **	• কলকাতা মেডিক্যেল কলেজ প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৫) • ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু (১৮৩৫) • সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন করেন (১৮২৯)
লর্ড রিপন	• উপমহাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন
লর্ড ডালহৌসী ***	• স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রবর্তন। • ১৮৫০ সালে ভারতে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু করেন • ভারতে টেলিগ্রাফ সেবা চালু ছিল ১৬২ বছর • ২০১৩ সালে এই সেবা বন্ধ করে দেয়া হয় • কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৫৭) • রেল লাইনের প্রচলন (১৮৫৩) • বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন (১৮৫৬)
লর্ড ক্যানিং ****	• কাগজী মুদ্রা প্রচলন (১৮৫৭) • সিপাহী বিপ্লবকালীন গভর্নর জেনারেল/ ভাইসরয় • ভারতবর্ষে পুলিশি ব্যবস্থা চালু করেন– ১৮৬১
লর্ড মেয়ো	• ভারতবর্ষে ১ম আদমশুমারি চালু করেন (১৮৭২)
লর্ড হার্ডিঞ্জ **	• ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। • হার্ডিঞ্জ ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৯১৫) • বঙ্গভঙ্গ রদ করেন (১৯১১)

- ➢ বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে চেষ্টা করেন– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**
- ➢ ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারের নামানুসারে উপমাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নামকরণ করা হয় - হান্টার কমিশন (Hunter Commission)**
- ➢ হিন্দু বিধবাদের বিয়ে যে আইনের দ্বারা হয়– The Hindu Widow's Re-marrige Act, 1856
- ➢ ভারতের কর্ণাটকের মহীশুর রাজ্যের রাজা টিপু সুলতান যে ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের সাথে যুদ্ধ করেন– লর্ড ওয়েলেসলি*

বাংলায় মন্বন্তর

২বার

নাম	বাংলা সাল	ইংরেজি সাল
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	১১৭৬	১৭৭০**
পঞ্চাশের মন্বন্তর	১৩৫০**	১৯৪৩

- ➢ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উপর লেখা উপন্যাস– পথের পাঁচালি (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।**
- ➢ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উপর চলচ্চিত্র– পথের পাঁচালি (সত্যজিৎ রায়)
- ➢ পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর লেখা নাটক– নেমেসিস (নুরুল মোমেন)
- ➢ পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর চিত্রকর্ম– ম্যাডোনা-৪৩ (জয়নুল আবেদীন)
- ➢ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য দায়ী ছিলো – লর্ড ক্লাইভ
- ➢ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালীন বাংলার গভর্নর ছিলো– লর্ড কার্টিয়ার

- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার ৩ কোটি মানুষের মধ্যে মারা যায়- প্রায় ১ কোটি মানুষ
- পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর চিত্রকর্ম এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন- জয়নুল আবেদীন**
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত তুলসি লাহিড়ীর- ছেঁড়াতার
- মনে রাখুন: ১লা জানুয়ারি থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত তারিখ হলে বাংলা সাল থেকে ইংরেজি সাল বের করতে ৫৯৪ বছর যোগ করুন এবং ১৪ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তারিখ হলে বাংলা সালের সাথে ৫৯৩ বছর যোগ করলেই ইংরেজি সাল পাওয়া যাবে।

ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

- সময়- (১৭৬০-১৮০০)
- বাংলার ফকিরদের নেতা- মজনু শাহ**
- সন্ন্যাসীদের নেতা- ভবানী পাঠক
- ভবানী পাঠকের সহযোগী ছিলেন- দেবী চৌধুরাণী
- ফকিররা ইংরেজদের কোম্পানী লুট করে- ১৭৬৩ সালে
- ফকিরদের নেতা মজনু শাহ মারা যায়- ১৭৮৭ সালে
- ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ- ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ**

তিতুমীরের আন্দোলন (Titumir's Movement)

- ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে প্রথম শহীদ হন- তিতুমীর।**
- তিতুমীরের প্রকৃত নাম- মীর নিসার আলী
- তিতুমীর "বাঁশের কেল্লা" নির্মাণ করেন- নারিকেল বাড়িয়ায়।**
- বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে যার পরিকল্পনায়- গোলাম মাসুমের।
- বাঁশের কেল্লা ধ্বংস ও তিতুমীর শহীদ হন- ১৮৩১ সালে।
- বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করেন- ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ট।
- বারাসাতের বিদ্রোহ করেন- তিতুমীর
- ২৪ পরগনায় ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা- তিতুমীর

ফরায়েজী আন্দোলন (Faraizi Movement)

- নেতা- হাজী শরীয়তউল্লাহ। জন্ম গ্রহণ করেন- ১৭৮১ সালে (মাদারীপুর)
- ফরায়েজী আন্দোলনের কেন্দ্র ভূমি ছিল- ফরিদপুর।
- ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন- দুদু মিয়া
- জমি থেকে খাজনা আদায় করা "আল্লাহর আইনের পরিপন্থী" বলেন- দুদুমিয়া। ফরায়েজী আন্দোলন ছিল - ধর্মভিত্তিক আন্দোলন।
- ফরায়েজী আন্দোলনের মূল বিষয় ছিলো- মুসলমানদের ফরজ পালনের নির্দেশ। ফরায়েজী আন্দোলন শুরু হয়- ১৮১৮ সালে।
- ব্রিটিশ শাসন আমলে ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বলেছেন - হাজী শরীয়তউল্লাহ।*

নীল বিদ্রোহ (Indigo Revolt)

- নীল বিদ্রোহের প্রবাদ পুরুষ ছিল- সর্দার বিশ্বনাথ
- নীল বিদ্রোহের নেতা- দিগম্বর বিশ্বাস, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস।
- নীল করদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হয়- নীলদর্পণ
- "নীল দর্পণ" নাটকের রচয়িতা- দীনবন্ধু মিত্র
- "নীল দর্পণ" নাটক প্রথম প্রকাশ হয় - ঢাকার 'বাংলা প্রেস' থেকে।
- নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে- ১৮৬২ সালে।**
- "নীল দর্পণ" নাটকটি মঞ্চায়িত হওয়ার সময়ে মঞ্চে জুতা ছুড়েন- বিদ্যাসাগর
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত A Native ছদ্মনামে নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন- "Indigo Planting Mirror" নামে

সিপাহী বিদ্রোহ- ১৮৫৭ (Indian Rebellion of 1857)

- পরিচিত - সর্বভারতীয় বিদ্রোহ বা সিপাহী জনতার বিদ্রোহ।**
- সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়- ১৮৫৭ সালে।*
- সিপাহী বিদ্রোহের নেতা- মঙ্গল পাণ্ডে, রজব আলী**
- সিপাহী বিদ্রোহের সাথে জড়িত পার্ক- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক (পূর্ব নাম ছিল- ভিক্টোরিয়া পার্ক)।
- ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার আন্দোলন হলো - সিপাহী বিদ্রোহ**
- সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ - মঙ্গল পাণ্ডে

উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার

ব্যক্তি	অবদান
হাজী মুহাম্মদ মুহসিন	▪ বাংলার 'হাতেমতাই' বলে খ্যাত ▪ ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা ▪ ১৮০৬ সালে মুহসিন ট্রাস্ট গঠন
নওয়াব আব্দুল লতিফ	▪ ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরি সোসাই প্রতিষ্ঠা
সৈয়দ আমীর আলী	▪ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশ প্রতিষ্ঠা।
স্যার সৈয়দ আহমদ খান	▪ আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা ▪ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ▪ ১৮৭৭ সালে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা ▪ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন
এ কে ফজলুল হক	▪ ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন ▪ ঋণ সালিশি আইন প্রণয়ন ▪ ঢাকা ইডেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। ▪ বরিশালের চাখারে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা

সর্বভারতীয় কংগ্রেস

- প্রতিষ্ঠা- ১৮৮৫ সালে (ভারতের বোম্বেতে)।**
- প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক- অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।**
- প্রথম সভাপতি- উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি।
- ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল এবং ভারতের স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দেন।

প্রাক-পাকিস্তান আমল (১৯০০-১৯৪৭ সাল)

লর্ড কার্জন ও বঙ্গভঙ্গ***

- ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হন- ১৮৯৯ সালে।
- বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন- ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে।
- কার্জন হল প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।
- University Act পাস করেন- লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গ করেন- ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশ- পূর্ব বাংলা ও আসাম।
- সৃষ্ট প্রদেশের প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী- ঢাকা
- বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে- হিন্দুরা।
- পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম ছোট লাট- ফ্রেজার।
- বঙ্গভঙ্গের সময় বৃটিশ রাজা ছিলেন – পঞ্চম জর্জ

ফলাফল:

- আমার সোনার বাংলা রচনা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)
- রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের সূচনা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা- ১৯০৬ সালে (ঢাকায়)
- স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা- ১৯০৬ সাল।

মুসলিম লীগ

- মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল- মুসলিম লীগ।
- প্রতিষ্ঠা- ১৯০৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায়।**
- প্রতিষ্ঠাতা- নবাব সলিমুল্লাহ্।
- প্রথম সভাপতি- আগা মোহাম্মদ খান।
- প্রথম অধিবেশন হয়- ১৯০৬ সালে ঢাকায়।**
- পাকিস্থান রাষ্ট্র স্বাধীনের নেতৃত্ব দেয়- মুসলিম লীগ।

স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন**

- স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য-বিলিতি পণ্যের বর্জন, দেশিও পণ্যের প্রসার
- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত ৪ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

১. মুকুন্দরাম দাস (বরিশালের চারণ কবি, স্বদেশী আন্দোলনের নেতা)।

২. ক্ষুদিরাম (১৯০৮ সালে কিংস ফোর্ড কে হত্যার প্রচেষ্টার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়। ক্ষুদিরামকে নিয়ে পিতাম্বর সেন লিখেন বিখ্যাত গান- "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি"। (তার সহযোগী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী)

৩. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯৩২ সালে চট্টগ্রামে পাহাড় তলীতে ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করে সায়ানাইড খেয়ে আত্মহুতি দেন। তিনি বেথুন কলেজের দর্শনের ছাত্রী ছিলেন।

৪. মাস্টারদা সূর্যসেন (১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন এবং ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশরা তাঁকে ফাঁসি দিয়ে বঙ্গোপসাগরে লাশ ভাসিয়ে দেয়)। পেশায় ছিলেন- শিক্ষক।

বঙ্গভঙ্গ রদ

- রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন- ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর।***
- বঙ্গভঙ্গ রদের সময় ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ছিলেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- ফলাফল- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা**
- পূর্ব বাংলা পুনরায় অবিভক্ত বাংলায় পরিণত হয়- ১ জানুয়ারি, ১৯১২।
- কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়- ১৯১২ সালে।***
- মর্লি মিন্টো আইন পাস হয়- ১৯০৯ সালে
- লক্ষ্মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯১৬ সালে
- লক্ষ্মৌ চুক্তির মূল বিষয়- হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা
- ১৯২৩ সালে স্বরাজ দল গঠন করেন- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস**
- বাংলার মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য জনিত সমস্যা সমাধানে বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯২৩ সালে।**

খিলাফত আন্দোলন

- সময়সীমা- ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সাল **
- তুরস্কের সমর্থনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছিল- খিলাফত আন্দোলন
- খিলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন- মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।**
- ১৯২৩ সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হন- কামাল আতাতুর্ক
- আন্দোলনের অবসান হয়- ১৯২৪ সালে। রাওলাট আইন পাস হয় – ১৯১৯
- রাওলার্ট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে – জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয় নাগরিকরা একত্র হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড

- ঘটেছিল- পাঞ্জাবের অমৃতসরে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে)।**
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটায়-জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৯ সাল)।

অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী ঘটনা

- অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক- মহাত্মা গান্ধী***।
- তাঁর প্রকৃত নাম-মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন- মহাত্মা গান্ধী
- মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের উন্মেষ ঘটে – দক্ষিণ আফ্রিকায়**
- মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন- ১৯১৫ সালে
- মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পাদনা করতেন যেই পত্রিকার- ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন*
- ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী প্রবেশ করেন- ১৯১৭ সালে।
- অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল ছিল- ১৯২০-১৯২২ সাল।
- মহাত্মা গান্ধী "ভারত ছাড়" আন্দোলন করেন- ১৯৪২ সালে**
- মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের একমাত্র 'নোয়াখালী' জেলায় আসেন- ১৯৪৬
- গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর ও গান্ধী আশ্রম রয়েছে- নোয়াখালী**
- অসহযোগ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল- ব্রিটিশ সরকারের সাথে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের অধিকার আদায় করা।
- বিশ্ব অহিংস দিবস- ২ অক্টোবর (মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন।)
- ১৯৩৯ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- ১৪ দফার প্রবক্তা – মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন – পাকিস্তানের লাহোরে। এ প্রস্তাবের মূল কথা ছিল- ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।*
- বাংলাদেশে স্বাধীনতার বীজ বুপিত ছিল- লাহোরের প্রস্তাবের মধ্যে।
- বাংলা ও কলকাতার মধ্যে দাঙ্গা হয়- ১৯৪৬ সালে

প্রাদেশিক নির্বাচন

- ভারত শাসন আইন পাস হয়- ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালে।
- ভারত শাসন আইন কার্যকর হয়- ১৯৩৭ সালে।
- ভারতীয় উপমহাদেশের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯৩৫ সালে।*
- ভারতীয় উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে- ১৯৩৭ সালে
- উপমহাদেশের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়- ১৯৩৭ সালে।***
- ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন- এ কে ফজলুল হক।**
- প্রাদেশিক নির্বাচনে এ কে ফজলুল হকের প্রতীক ছিল- হুক্কা।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করে- কোয়ালিশন সরকার।**
- ১৯৫০ সালে উপমহাদেশে প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করেন- এ.কে. ফজলুল হক।**

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী- ৩ জন

- ১ম মুখ্যমন্ত্রী- এ কে ফজলুল হক (১৯৩৭-১৯৪৩)***
- ২য় মুখ্যমন্ত্রী- খাজা নাজিম উদ্দীন (১৯৪৩-১৯৪৬)
- ৩য় মুখ্যমন্ত্রী/শেষ মুখ্যমন্ত্রী- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৬-১৯৪৭)
- গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কে।**

তিন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে তৈরি (তিন নেতার মাজার)

- স্থপতি- মাসুদ আহমেদ এবং এস এ জহিরুদ্দিন।**
- অবস্থান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- অবিভক্ত বাংলার তিন মুখ্যমন্ত্রী (এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিম উদ্দিন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী) কে নিয়ে তৈরি- তিন নেতার মাজার।**
- সমাধি সৌধটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়- ১৯৭৯ এবং আনুমানিক কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯৮৫ সালে।

তেভাগা আন্দোলন

- তেভাগা শব্দের আভিধানিক অর্থ - ফসলের তিন অংশ।
- আন্দোলনের সময়- ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত
- তেভাগা বলতে বোঝায় - মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে চাষী এবং বাকী এক ভাগ পাবে জমির মালিক।
- আন্দোলনে অংশ নেয় - জমির বর্গা বা ভাগচাষীরা ।
- আন্দোলনটি তীব্র আকার ধারণ করে - দিনাজপুর, রংপুর ,খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, যশোর, জলপাইগুড়ি এবং চব্বিশ পরগনা।
- তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী - ইলা মিত্র (তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের রানী ছিলেন)***
- তেভাগা আন্দোলনের জনক নামে খ্যাত - হাজী মোহাম্মদ দানেশ।
- এই আন্দোলন হয় - পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গে।
- তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস - নাঢ়াই।
- শওকত আলী কর্তৃক রচিত 'নাঢ়াই' উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে - অল্প বয়সে বিধবা ফুলমতির সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই যা তেভাগা আন্দোলনের সাথে একাকার হয়ে যায় 'নাঢ়াই' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র - ফুলমতি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

- ১৯২৯ সালে 'নেহের রিপোর্ট-১৯২৮' এর প্রতিবাদে ১৪ দফা পেশ করে – মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ ঘোষণা করেন – দ্বি-জাতি তত্ত্ব।
- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর মূল কথা ছিল – ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে একাধিক মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
- ১৯৪২ সালে ১৩ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে মন্ত্রী ক্রিপসের নেতৃত্বে প্রেরিত মিশন– মন্ত্রী মিশন
- মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড় আন্দোলনের ডাক দেন – ৮ আগস্ট, ১৯৪২
- ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠন করেন – সুভাষ চন্দ্র বসু।
- ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ৩ জন মন্ত্রীকে লরেন্স, ক্রিপস এবং আলেকজেন্ডারকে প্রেরণ করেন তাই পরিচিত – মন্ত্রী মিশন নামে।
- অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর – ফ্রেডরিক জন বারোজ।
- সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত – আব্দুল গাফফার খান।

বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-৭১)

- ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগ হয় "সৃষ্টি হয়"– ক. পাকিস্তান খ. ভারত।
- পাক-ভারত স্বাধীনের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন– ক্লিমেন্ট এটলি
- দেশ ভাগের উপর লেখা উপন্যাস– আগুন পাখি (হাসান আজিজুল হক), কালো বরফ (মাহমুদুল হক), বটতলার উপন্যাস (রাজিয়া খান)

পাকিস্তান

- পাকিস্তান নামের প্রস্তাবক – চৌধুরী রহমত আলী।
- ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলীর "Now and Never" গ্রন্থে প্রথম পাকিস্তান শব্দ উল্লেখ করেন।
- পাকিস্তানের রূপরেখা তৈরি করেন– আল্লামা ইকবাল।
- পাকিস্তানের জাতির জনক– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- পাকিস্তান স্বাধীন হয়– ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট।
- পাকিস্তান প্রথম ইসলামী প্রজাতন্ত্র হয়– ১৯৫৬ সালে।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট– ইস্কান্দার মির্জা (১৯৪৭-১৯৫৮)।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী– লিয়াকত আলী খান (১৯৪৭-১৯৫১)।
- প্রথম মুখ্যমন্ত্রী– খাজা নাজিম উদ্দীন (১৯৪৭-১৯৫১)।
- প্রথম গভর্নর জেনারেল– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৪৭-১৯৪৮)।

ভারত

- ভারতের জাতির জনক– মহাত্মা গান্ধী।
- স্বাধীন হয়– ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।
- ভারত প্রজাতন্ত্র হয়– ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট– রাজেন্দ্র প্রাসাদ।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী– জওহরলাল নেহেরু।
- স্বাধীন ভারতে প্রথম গভর্নর জেনারেল– লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২)

- বাংলা সন– ১৩৫৮ সালের ৮ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।
- জাতীয়তাবাদ উন্মেষের প্রথম ঘটনা – ভাষা আন্দোলন।
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি– ভাষা ও সংস্কৃতি।
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ লাভ করে- ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।
- যার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল- বাঙালি জাতীয়তাবাদ
- পূর্ব ও পশ্চিমে পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম বিরোধ দেখা দেয়- ভাষার প্রশ্নে।
- পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার বাংলায় কথা বলে-৫৬ ভাগ।
- পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার উর্দুতে কথা বলতো- ৩.২৭ ভাগ।
- বাকী লোকসংখ্যায় কথা বলে- পাঞ্জাবি, বেলুচি, সিন্ধু ও পশতুন ভাষায়
- ১৯৩৭ সালে জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করতে চাইলে বিরোধীতা করেন– এ কে ফজলুল হক।
- ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরে করাচির শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে প্রথম পাকি রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়।
- ভাষা আন্দোলন চলাকালীন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা ছিল– ১১ মার্চ।
- ভাষার প্রেক্ষিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন– "আমরা হিন্দু বা মুসল যেমন সত্য; তার চেয়ে বড় সত্য আমরা বাঙালি"।
- ভাষা আন্দোলনের সময় ১৭ সদস্যের "পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি"র সভা ছিলেন– আকরাম খাঁ
- ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্দি ছি ফরিদপুর জেলে।

তমদ্দুন মজলিস**

- ভাষার প্রথম সংগঠন- তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭ সালে ১ সেপ্টেম্বর এ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জন্ম হয়, (সদরদপ্তর ছিল– বড় মগবাজার
- তমদ্দুন মজলিস গঠনে নেতৃত্ব দেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞা অধ্যাপক আবুল কাসেম।
- ভাষা আন্দোলনের স্থপতি/জনক বলা হয় – অধ্যাপক আবুল কাসেম।
- ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র পত্রিকা– সাপ্তাহিক সৈনিক। (সম্পাদক- শ আলী)
- ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ ক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু।
- 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রবন্ধটি লেখেন– অধ্যাপক আ কাসেম, কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদ।

গণপরিষদে বাংলার দাবি

- পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে- করাচি (১৯৪৮ সালে)
- পাকিস্তানের গণপরিষদের ভাষা উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি প্রথম বাং অন্যতম ভাষা করার দাবি জানান- গণপরিষদের কংগ্রেস সদস্য কুমি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)।

উর্দু ঘোষণা

- 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রথম এ ঘো দেয়-মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- জিন্নাহ প্রথম এ ঘোষণা দেয়– ২১ মার্চ, ১৯৪৮ সালে ঢা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী)।
- জিন্নাহ ২য় বার ঘোষণা দেয়– ২৪ মার্চ, ১৯৪৮ সালে ঢাবির কা হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে (ছাত্র ছাত্রী তখনই না, না, না বলে উত্তর দে
- প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিমউদ্দীন প্রথম 'উর্দু এবং উর্দুই। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করে-২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২ স (ঢাকার পল্টন ময়দানে)
- বঙ্গবন্ধু, অলি আহাদসহ অনেকে ধর্মঘট করেন– ১১ মার্চ, ১৯৪৮ সা

ভাষা আন্দোলনকালীন গঠিত বিভিন্ন পরিষদ

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১ অক্টোবর, ১৯৪৭
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (দ্বিতীয় বার গঠিত)	২ মার্চ, ১৯৪৮
বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১৯৫০
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি (পেশাজীবীদের) আহ্বায়ক- কাজী গোলাম মাহবুব	৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২***

ভাষা আন্দোলনকালীন পাকিস্তানের প্রধান ব্যক্তিবর্গ

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট	ইস্কান্দার মির্জা
পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	লিয়াকত আলী খান (১৯৪৭-৫১)
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ***	খাজা নাজিমউদ্দীন (১৯৫১-৫৩)
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ***	নূরুল আমিন

ভাষা আন্দোলনে শহীদ

- ভাষা আন্দোলনে ৮ জন শহীদের নাম পাওয়া যায়। নাম না জানা অসংখ্য ভাষা শহীদ ছিল

১. **মানিকগঞ্জের রফিক** - ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন।

২. ময়মনসিংহের **আব্দুল জব্বার**- ভাষা আন্দোলনের ২য় শহীদ।

৩. **আবুল বরকত** (ডাকনাম ছিল 'আবাই' ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র)

৪. ফেনীর **আব্দুস সালাম**- আন্দোলনকালে সচিবালয়ের পিয়ন ছিলেন

৫. হুগলিতে জন্মগ্রহণকারী **শফিউর** আন্দোলনকালে হাইকোর্টে কর্মরত ছিলেন।

৬. **অহিউল্লাহ** সর্বকনিষ্ঠ শহীদ বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর।

৭. **আউয়াল** (রিকশা চালক ছিলেন)।

৮. **আখতারুজ্জামান** (অজ্ঞাতনামা)।

Note: *ভাষা শহীদ আবুল বরকতের নামে "আবুল বরকত স্মৃতি যাদুঘর" রয়েছে – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (জহুরুল হক হল সংলগ্ন)*

বাংলা ভাষার স্বীকৃতি**

১৯৫৩	• ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে প্রথম পালন।
৯ মে, ১৯৫৪	• পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬**	• পাকিস্তানের সংবিধানের ২১৪(১) নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়।
১৯৭৫	• বঙ্গবন্ধু সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ জারি করেন
১৯৮৭	• বাংলাদেশ সরকার সর্বস্তরে "বাংলা ভাষা প্রচলন আইন" পাস করেন
১৯৯৮	• আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির জন্য কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের উদ্যোগে সংগঠিত হয় 'The mother Language lovers of the world'
১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯***	• ইউনেস্কো ৩০তম অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০**	• সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রথমবারের মতো পালন করে।
২০০২***	• আফ্রিকার দেশ 'সিয়েরা লিওন' বাংলাকে ২য় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়। তৎকালীন সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট আহমাদ তেজান কাব্বাহ।
২০০৩	• বাংলা ভাষাকে বিশ্বের মাঝে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য ইউনেস্কোকে একুশে পদক প্রদান করা হয়
২০০৬	• অস্ট্রেলিয়ার সিডনির অ্যাশফিল্ড হেরিটেজ পার্কে নির্মিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ
২০০৮	• জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন শুরু করে
৩০ মার্চ, ২০২৩**	• ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য কানাডার পার্লামেন্টে বিল পাশ হয়– ৩০ মার্চ, ২০২৩

ভাষার উপরে গান

গান	গীতিকার ও সুরকার
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি***	গীতিকার– আব্দুল গাফফার চৌধুরী ১ম সুরকার– আব্দুল লতিফ বর্তমান সুরকার– আলতাফ মাহমুদ
ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়	গীতিকার ও সুরকার– আব্দুল লতিফ
সালাম সালাম হাজার সালাম	গীতিকার– ফজলে খোদা শিল্পী – আব্দুল জাব্বার
তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি	গীতিকার ও সুরকার– আব্দুল লতিফ

ভাষা আন্দোলনের উপর সাহিত্য কর্ম

প্রথম গান	ভুলব না ভুলব না (গীতিকার- গাজীউল হক)
প্রথম নাটক	'কবর' (রচয়িতা- মুনীর চৌধুরী)
প্রথম কবিতা	'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' (মাহবুব-উল-আলম) [কবিতাটি ১৯৫২ সালে চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে পাঠ করা হয়]
প্রথম উপন্যাস	'আরেক ফাল্গুন' (লেখক- জহির রায়হান) প্রকাশিত– ১৯৬৯ সালে
প্রথম সংকলন	২১ ফেব্রুয়ারি (হাসান হাফিজুর রহমান)
প্রথম চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেয়া (পরিচালক- জহির রায়হান) মুক্তি পায়- ১৯৭০

- **'কবর' নাটকটি প্রথম মঞ্চায়িত হয়**– ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (১৯৫৩ সালে) **বিবাহ (নাটক)**– মমতাজউদ্দীন।
- **অমর একুশে (কবিতা)**– হাসান হাফিজুর রহমান।
- **একুশের কবিতা**– আল মাহমুদ।
- **বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (কবিতা)**– শামসুর রাহমান।
- **স্মৃতির মিনার/স্মৃতির স্তম্ভ কবিতাটি**– আলাউদ্দিন আল আজাদের।
- **'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাসের রচয়িতা**– সেলিনা হোসেন।
- **'আর্তনাদ' উপন্যাসের রচয়িতা**– শওকত ওসমান।
- **পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি**– বদরুদ্দীন ওমর
- **জীবন থেকে নেয়া, Let there be light চলচ্চিত্রের পরিচালক**– জহির রায়হান। **একুশের গল্প লেখক**– জহির রায়হান।
- **ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থ 'বায়ান্নর দিনগুলো'**– শেখ মুজিবুর রহমান

শহীদ মিনার

- **ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারের নাম ছিল**– শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ।
- **শহীদ মিনারের অবস্থান ছিল**– ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে।
- **নির্মিত হয়**– ১৯৫২ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের দ্বারা।
- **উদ্বোধন করা হয়**– ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ (ঐদিনই পুলিশ ভেঙ্গে দেয়)
- **নকশা ও ডিজাইন করেন**– বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দার।
- **উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের বাবা**– মৌলভী মাহবুবুর রহমান

Note: প্রথম শহীদ মিনার ঢাকার বাহিরে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় রাজশাহী কলেজ মুসলিম হোস্টেলের এফ ব্লকের সামনে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটি পুলিশ ভেঙ্গে ফেলে ২২ ফেব্রুয়ারি।

বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

- অবস্থান– ঢাকা মেডিক্যেল কলেজ প্রাঙ্গণে। নির্মাণ শুরু হয়– ১৯৫৭
- নকশা ও ডিজাইন করেন– হামিদুর রহমান ও সহযোগী নভেরা আহমদ
- মূল নকশা পরিবর্তন করে নতুন নকশা দাঁড় করানো হয়– ১৯৬২ সালে
- শহীদ মিনার উদ্বোধন হয়– ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
- উদ্বোধন করেন– শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম

অন্যান্য শহীদ মিনার

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনার (৭১ ফুট) অবস্থিত– জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনারের নকশা করেন– মর্তুজা বশীর
- ১৯৯৭ সালে দেশের বাহিরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়– ওল্ডহ্যাম, যুক্তরাজ্য
- ১৯৯৯ সালে ২য় শহীদ মিনার নির্মিত হয়– লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে
- ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে দেশের বাহিরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়– টোকিও, জাপান
- মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়– ওমানে

ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য***

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
অমর একুশে (১৯৯১)	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
মোদের গরব (২০০৭)	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্বর
জননী ও গর্বিত বর্ণমালা (২০১৬)	মৃণাল হক	ঢাকার পরিরবাগে

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল- আওয়ামী মুসলিম লীগ।
- প্রতিষ্ঠা- ২৩ জুন, ১৯৪৯ সালে (ঢাকার টিকাটুলির কে এম দাস লেনের কাজী মোহাম্মদ বশীর হুমায়নের বাসভবন রোড গার্ডেনে)
- আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে "মুসলিম" শব্দ বাদ দেওয়া হয়- ১৯৫৫ সালে (তৃতীয় সম্মেলনে অসাম্প্রদায়িক দল প্রতিষ্ঠার জন্য) রূপমহল সিনেমা হলে।
- বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন – ১৯৫৩ সালে
- বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি হন – ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ।

নাম	পদের নাম
আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা	মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সভাপতি	মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
প্রথম সাধারণ সম্পাদক	শামসুল হক
প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন

- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়– ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে
- নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– ১০ মার্চ, ১৯৫৪ সাল।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার– ২১ দফা (প্রথম দফা রাষ্ট্রভাষা বাংলা)

মোট আসন	৩০৯টি
মুসলমানদের জন্য	২৩৭টি
যুক্তফ্রন্ট লাভ করে	২২৩টি
মুসলিম লীগ লাভ করে	৯টি

- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল– নৌকা।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল– মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগের প্রতীক ছিল– হ্যারিকেন।
- যুক্তফ্রন্টে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল- ৪টি।
- ৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট আসন লাভ করে– মুসলমানদের জ সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি।**
- আওয়ামী লীগ এককভাবে আসন লাভ করে– ১৪৩টি
- যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে– ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪ সালে। (এ ফজলুল হকের নেতৃত্বে)
- যুক্তফ্রন্টের কনিষ্ঠতম মন্ত্রী ছিলেন- শেখ মুজিবুর রহমান (বন, কৃ ও সমবায় মন্ত্রণালয়)।
- যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেওয়া হয়– ৩০ মে ১৯৫৪ (৫৬ দিন পর)

যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলের নাম	দলের প্রধান
আওয়ামী মুসলিম লীগ	মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি	শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
নেজাম ই ইসলামী পার্টি	মাওলানা আতাহার আলী
বামপন্থী বা গণতন্ত্রী দল	হাজী দানেশ

কাগমারী সম্মেলন

- কাগমারী সম্মেলন হয়– ১৯৫৭ সালে ৬-১০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাই সন্তোষে।
- প্রধান এজেন্ডা - পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি।
- সভাপতি ছিলেন– মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
- প্রধান অতিথি ছিলেন– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
- বিশেষ অতিথি ছিলেন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীকে হুশিয়ারি করে ভাসানী ব যদি পূর্ব পকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তিনি প পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাতে বাধ্য হবেন।
- মাওলানা ভাসানী ন্যাপ (National Awami Party- NA গঠন করেন– ১৯৫৭ সালে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসন

- জারি করেন– ইস্কান্দার মির্জা। (৭ অক্টোবর, ১৯৫৮)
- প্রধান সামরিক কর্মকর্তা হন– আইয়ুব খান।
- আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে পদচ্যুত করে নিজেই প্রেসিডেন্ট হ ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর।
- আইয়ুব খান ক্ষমতায় ছিলেন – ১৯৫৮–১৯৬৯ সাল পর্যন্ত।
- আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র/Basic Democracy চালু কর ১৯৫৯ সালে। আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন – ২৫ মার্চ, ১৯৬৯।
- ১৯৬২ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর শরীফ শিক্ষা কমিশনের বির আন্দোলন হয়– শিক্ষা আন্দোলন

১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধ

- যুদ্ধ শুরু হয়– ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
- যুদ্ধ শেষ হয়– ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
- যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল– ১৭ দিন।
- যুদ্ধের বিষয়– কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে।

যুদ্ধ বিরতিতে তাসখন্দ চুক্তি

- চুক্তি স্বাক্ষর হয়– ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান– তাসখন্দ, উজবেকিস্তান।**
- চুক্তি স্বাক্ষর করেন– ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।
- মধ্যস্থতাকারী– সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন।

ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬)***

- ছয় দফা রচিত– ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে।
- ছয় দফার নায়ক– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলনে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা পেশ করেন– ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি।
- আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা উত্থাপিত হয়– ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ সালে।
- বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ/'ম্যাগনাকার্টা' বলা হয় – ৬ দফা-কে।
- ছয় দফার প্রথম দফা– প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।
- ছয় দফা দিবস– ৭ জুন (তেজগাঁও ও নারায়ণগঞ্জে অনেকে শহীদ হন)
- ৬ দফার প্রথম বুকলেট – 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি', লেখক- বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিন আহমেদ।
- নির্মিত চলচ্চিত্র – জয় বাংলা (পরিচালক– ফখরুল আলম)**
- প্রথম শহীদ– মনু মিয়া (তাঁর মৃত্যুর দিনই ৬ দফা দিবস পালন করা হয়)
- ৬ দফায় অর্থ বিষয়ক দফা রয়েছে– ৩টি।
- দফার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য– বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ
- ৬ দফার প্রধান দফাগুলো হলো– [দফাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ]

১. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।	২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।
৩. মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা।	৪. রাজস্ব ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা।
৫. বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা	৬. আধা মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা- ১৯৬৮ সাল

- মামলা দায়ের– ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮।
- মামলার শিরোনাম– রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য (State vs Sheikh Mujibur Rahman and others)
- মোট আসামি – ৩৫ জন (প্রধান আসামি– শেখ মুজিবুর রহমান)।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার– ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮। (বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী অনুযায়ী- ১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮)
- মামলা ফাঁস করে দেয়– আমির হোসেন।
- মামলার বিচার কাজ শুরু হয়– ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে ঢাকা সেনানিবাসে
- মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন– এস এ রহমান।
- শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন- স্যার টমাস উইলিয়াম।
- মামলার সাথে স্মৃতিবিজড়িত জাদুঘর– 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর' ও বিজয় কেতন
- 'বঙ্গবন্ধু জাদুঘর' অবস্থিত– ঢাকা সেনানিবাসে।

গণঅভ্যুত্থান-১৯৬৯ সাল

- ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।
- ১৯৬৮ "ঘেরাও আন্দোলন কার্মসূচি" ঘোষণা করেন– মাওলানা ভাসানী।
- ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা Students Action Committee (SAC) পেশ করে– ১১ দফা
- ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য পেশাজীবীরা Democratic Action Committee (DAC) গঠন করে দাবী পেশ করে– ৮ দফা

জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ৪ জন ব্যক্তি

- **আসাদ**– (১৯৬৯ সালে ২০ জানুয়ারি ঢাবির ইতিহাসের ছাত্র আসাদকে হত্যা করা হয়), ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদ দিবস।
- **মতিউর রহমান**– (১৯৬৯ সালে ২৪ জানুয়ারি নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্রকে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর দিনই ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে পালিত হয়)
- **সার্জেন্ট জহুরুল হক**– ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলার ১৭তম আসামী বিমান বাহিনীর সদস্য সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে হাবিলদার মনজুর শাহ হত্যা করেন।
- **ড.শামসুজ্জোহা**– ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। তিনি দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী
- **শহীদ আনোয়ার বেগম**– ২৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯ একমাত্র নারী হিসেবে শহীদ হন (শহীদ আনোয়ারা দিবস– ২৫ জানুয়ারি)
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার– ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
- আগরতলা মামলা প্রত্যাহার দিবস– ২২ ফেব্রুয়ারি।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়– ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯; রেসকোর্স ময়দানে (ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক)
- গণঅভ্যুত্থানের উপরে লিখিত উপন্যাস – 'চিলেকোঠার সেপাই', লেখক- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
- আসাদের সাথে জড়িত কবিতা – 'আসাদের শার্ট' (শামসুর রাহমান)।
- আসাদ গেট পূর্ব নাম ছিল– আইয়ুব গেট যা গণ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ড. শামসুজ্জোহার প্রতিকৃতি– স্ফুলিঙ্গ
- স্ফুলিঙ্গ ভাস্কর্যের স্থপতি– কনক কুমার পাঠক।

সাধারণ নির্বাচন-১৯৭০

- ১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন– আব্দুস সাত্তার
- আওয়ামী লীগ ও পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি মধ্যে হয়)

নির্বাচন	তারিখ	আসন	আওয়ামী লীগ পায়
জাতীয় পরিষদ	৭ ডিসেম্বর ১৯৭০	মোট আসন ১৬৯ নির্বাচিত ১৬২ + সংরক্ষিত ৭টি	১৬৭টি (নির্বাচিত আসন ১৬০টি এবং সংরক্ষিত ৭টি)
প্রাদেশিক পরিষদ	১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০	মোট আসন ৩১০ নির্বাচিত ৩০০ + সংরক্ষিত ১০টি	২৯৮টি (নির্বাচিত ২৮৮ এবং সংরক্ষিত ১০টি)

- নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে জয়লাভ করে শপথ নেয়- ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে। (রেসকোর্স ময়দানে)

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

অসহযোগ আন্দোলন

- ইয়াহিয়া খান বেতার বার্তায় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে– ১ মার্চ, ১৯৭১
- পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল– ৩ মার্চ, ১৯৭১
- বঙ্গবন্ধু ঢাকায় হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন ডাক দেন– ২ মার্চ, ১৯৭১
- অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়– ৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ, ১৯৭১
- পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র আসে– ৩ মার্চ, ১৯৭১
- ইয়াহিয়া খান পুনরায় ২৫ মার্চ অধিবেশন হওয়ার তারিখ দেন– ৬ মার্চ, ১৯৭১
- মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহীদ– শঙ্কু সমজদার (১৯৭১ সালের ৩ মার্চ প্রথম শহীদ হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়া কিশোর। তবে প্রচলিত তথ্যমতে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ ফারুক ইকবাল, মৌচাক মোড়ে তাঁর সমাধি রয়েছে)
- মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ শহীদ– তসলিম উদ্দিন (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

স্বাধীনতার ইশতেহার

- ইশতেহার পাঠের আয়োজন করা হয়- ৩ মার্চ, ১৯৭১ পল্টন ময়দানে
- আয়োজন করে- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
- স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন- শাহজাহান সিরাজ

ব্যক্তি	পদের অধিকারী
১. নূরে আলম সিদ্দিকী	ছাত্রলীগের সভাপতি
২. শাহজাহান সিরাজ	ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক
৩. আ.স.ম আব্দুর রব	ডাকসুর সহ সভাপতি (ভিপি)
৪. আব্দুল কুদ্দুস মাখন	ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক

- ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে পল্টন ময়দানে জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন- শাহজাহান সিরাজ।
- ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' উপাধিতে ভূষিত করেন- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা ও ডাকসুর ভিপি আ স ম আব্দুর রব।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

- সময়- ৭ মার্চ, ১৯৭১ রবিবার বিকাল ৩টা ২০ মিনিট।
- স্থান- রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- মোট সময়- ২৩ মিনিট কিন্তু রেকর্ড হয়- ১৮-১৯ মিনিট।
- মোট শব্দ সংখ্যা- ১১০৮টি, রেকর্ডকারী- এ এইচ খন্দকার।
- চিত্র ধারণকারী- আবুল খায়ের এমএনএ।
- প্রথম লাইন ছিল- 'ভাইয়েরা আমার, আপনারা সবই জানেন'।
- শেষ লাইন ছিল- 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'
- মোট দফা ছিল- ৪টি (প্রথম দফা- সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে)
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ভাষণের ৪টি দফা:-

১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে	২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে
৩. গণহত্যার তদন্ত করতে হবে	৪. নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে

- বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ভাষণে ইয়াহিয়া খানকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেওয়ার আহবান করেন- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
- Round Table Conference- RTC জড়িত- ৭ মার্চ ভাষণের সাথে
- বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ভাষণে বেসামরিক প্রশাসন চালুর ঘোষণা দেন- ৩৫টি বিধি জারির।
- মন্ত্রিপরিষদ ৭ মার্চকে জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস প্রস্তাব অনুমোদন ও ঘোষণা করেন- ৭ অক্টোবর, ২০২০।
- ৭ মার্চ প্রথম বারের মত ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস হিসেবে পালিত হয়- ২০২১ সালে।
- ময়দান জুড়ে স্লোগান ছিল- "পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা"
- বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে প্রবেশের সময় জনতার স্লোগান ছিল- "শেখ মুজিবের পথ ধরো, বাংলাদেশকে স্বাধীন করো"।
- বক্তব্যের সময় উপস্থিত ছিল- প্রায় ১০ লক্ষ জনতা।
- ৭ মার্চের ভাষণের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র- দ্য স্পিচ (পরিচালক- ফখরুল আরেফিন)
- ৭ মার্চ ভাষণের উপর নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র- তর্জনী (নির্মাতা- সোহেল রানা বয়াতী)
- দ্য স্ট্যাচু অব স্পিচ অ্যান্ড ফ্রিডম অবস্থিত- কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ (১২০ ফিট উঁচু ভাস্কর্য)
- ৭ মার্চ ভাষণ সংকলিত হয়েছে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব এফ ফিল্ড রচিত- 'We shall fight on the Beaches; The speeches that Inspired History' গ্রন্থে।
- ৭ মার্চের ভাষণ হলো স্বাধীনতার মূল দলিল বলেছেন- নেলসন ম্যান্ডেলা।

ভাষণের উক্তি

- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
- রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, তবুও এদেশের মানুষকে মু করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

৭ মার্চের ভাষণ এখন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল

- ৭ মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত ক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেন- ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোব
- ৪২৭টি প্রামাণ্য ঐতিহ্যের মধ্যে প্রথম অলিখিত ভাষণ- ৭ মার্চের ভাষণ।
- ৭৮টি ভাষণের মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণের অবস্থান- ৪৮তম।
- ৭ মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত কর সময়ে ইউনেস্কোর প্রধান ছিলেন- ফ্রান্সের ইরিনা বকোভা।
- ইউনেস্কো গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করে আসছে- ১৯৯২ সাল থেকে।
- ৭ মার্চ ভবন ও ৭ মার্চ জাদুঘর অবস্থিত- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হ
- ৭ মার্চ ভাষণকে কেন্দ্র করে নির্মিত ভাস্কর্য 'তর্জনী' অবস্থিত- নরসিংদী।
- ৭ মার্চের ভাষণকে তুলনা করা হয়- আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ ভাষণের সা

প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

- পূর্ব পাকিস্তানের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদে নিরস্ত্রীকরণ পাকবাহিনী শুরু করে- ১৯ মার্চ, ১৯৭১।
- ১৯ মার্চ, ১৯৭১ বাঙালি সৈন্যরা প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোল গাজীপুরের জয়দেবপুর। ঐ স্থানেই তৈরি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ভা "জাগ্রত চৌরাঙ্গী', ১৯৭৩ সালে নির্মিত (স্থপতি- আব্দুর রাজ্জাক)
- আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং বাসভবনসহ সারা দেশে স্ব বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়- ২৩ মার্চ, ১৯৭১।

২৫ মার্চের গণহত্যা ও স্বাধীনতার ঘোষণা

- অপারেশন সার্চ লাইটের অপর নাম- অপারেশন ব্লিটজ।
- অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে- ১৮ মার্চ, ১৯৭১
- অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে- রাও ফরমান আলী টিক্কা খান, জামশেদ।
- সার্বিকভাবে গণহত্যার পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান করে- জেনারেল টিক্কা খা
- অপারেশন সার্চ লাইট হলো- বাঙালি নিধন অভিযানের নাম।
- অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়- ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ ঘটিকায়।
- ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইটের মূল দায়িত্বে ছিল- রাও ফরমান আলী
- ঢাকার বাহিরে সব স্থানে দায়িত্বে ছিল- খাদেম হোসেন রেজা।
- যে সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডেইলি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে প্রথম পাকিস্তানের বর্বরতার খবর বর্হিবিশ্বে প্রচার করেন- সাইমন ড্রিং।
- টিক্কা খান বলেন- "আমি এদেশের মানুষ চাইনা, মাটি চাই"।
- ঢাকাতে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে মানুষকে হত্যা কর হয়- ৭ থেকে ৮ হাজার।
- পোড়ামাটির নীতি (সবকিছু ধ্বংস করে হলেও মাটির ওপর দখল বজায় রাখা) গ্রহণ করে- পাকিস্তান সেনাবাহিনী।
- ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত সংসদে গৃহীত হয়- ১১ মার্চ, ২০১৭।
- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে সামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার যে ষড়যন্ত্র তা- অপারেশন ব্লিজ নামে পরিচিত।
- ২৬ মার্চ, ১৯৭১- প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং অপারেশন বিগ বার্ড এর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের নেতৃত্ব দেয়- মেজর জেড এ খান।

- ২৬ মার্চ, ১৯৭১- চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন
- ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে দম্ভোক্তি করে বলেন- "শেখ মুজিব কর্তৃক শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। এই লোক এবং তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু"।
- পৃথিবীতে দুটি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র আছে- ১. যুক্তরাষ্ট্র ২. বাংলাদেশ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
- প্রতিষ্ঠা করেন- ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন- জিয়াউর রহমান (২৭ মার্চ, ১৯৭১)
- পাক বিমানবাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে বন্ধ হয়- ৩০ মার্চ, ১৯৭১
- পরবর্তী সম্প্রচার শুরু কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে- ২৫ মে, ১৯৭১ সালে।
- চরমপত্র সিরিজটির পরিকল্পনাকারী- আব্দুল মান্নান।
- স্থানীয় ঢাকাইয়া ভাষায় স্ক্রিপ্ট লেখা ও উপস্থাপনা করেন- এম আর আখতার মুকুল।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান- অগ্নিশিক্ষা, দেশাত্মবোধক গান, রণাঙ্গন কথিকা, রক্তস্বাক্ষর
- প্রথম নারী শিল্পী ছিলেন- নমিতা ঘোষ
- পত্রিকা পাঠ করেন- বেলাল আহমেদ
- চরমপত্র (কথিকা) পাঠ করেন- এম আর আখতার মুকুল
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল- চরমপত্র পাঠ ও জল্লাদের দরবার
- ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ করে "জল্লাদের দরবার" অনুষ্ঠানটি চরিত্রায়িত করেন- কেল্লা ফতেহ আলী খান

মুক্তিফৌজ থেকে মুক্তিবাহিনী

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনাদের নিয়ে নিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয় সরকারিভাবে এদেরই নামকরণ করা হয়- মুক্তিফৌজ হিসেবে

- মুক্তিফৌজ গঠিত হয়- ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে তৎকালীন সিলেটের (বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার) তেলিয়াপাড়ায়।
- মুক্তিবাহিনীর ওয়ার স্ট্র্যাটেজি পরিচিত- তেলিয়াপাড়া স্ট্র্যাটেজি নামে।
- মুক্তিফৌজ গঠন করেন- এম এ জি ওসমানী
- পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন- ৪টি যুদ্ধ অঞ্চলে
- অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নাম ছিলো- গণবাহিনী (এফএফ)
- মুজিব বাহিনী (BLF) জন্ম হয়- ভারতে

মুক্তিবাহিনীর শীর্ষ নেতা

পদ	ব্যক্তি
মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক	শেখ মুজিবুর রহমান
মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও প্রধান সেনাপতি	এম এ জি ওসমানী
চিফ অব স্টাফ (সেনাবাহিনীর প্রধান)	কর্নেল এম এ রব
বিমান বাহিনীর প্রধান ও উপ-সেনাপ্রধান	এ কে খন্দকার

-মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়- বঙ্গবন্ধুর নামে।

বাংলাদেশের ৩টি ফোর্স

ফোর্সের নাম	গঠন	প্রধান
১. জেড ফোর্স	৭ জুলাই, ১৯৭১	জিয়াউর রহমান
২. এস ফোর্স	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	কে এম শফিউল্লাহ
৩. কে ফোর্স	১৪ অক্টোবর, ১৯৭১	খালেদ মোশাররফ

মুক্তিযুদ্ধে নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনী

- নৌ বাহিনী গঠিত হয়- জুলাই, ১৯৭১ সালে।
- নৌ বাহিনী যাত্রা করে- ভারত থেকে উপহার পাওয়া 'পিএনএস পদ্মা' ও 'পিএনএস পলাশ' নামক গানবোট নিয়ে।
- নৌপথে 'বাংলাদেশ নৌ বাহিনী 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালনা করে- একদিনে পাক বাহিনীর চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে।
- ১৫ আগস্ট রাত ১২টায় তথা ১৬ আগস্ট, ১৯৭১ সালে নৌ সেক্টর (১০ নং সেক্টর) এর অধীনে ফ্রান্সে ট্রেনিং প্রাপ্ত বাঙালি নৌ কমান্ডো পরিচালিত পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যে অপারেশন হয়- অপারেশন জ্যাকপট।
- ৯ নভেম্বর, ১৯৭১ দেশের প্রথম নৌবহর উদ্বোধন করেন- বঙ্গবন্ধু নৌবহর
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু- ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে।
- সশস্ত্র বাহিনী গঠনে গোপনীয়তা রক্ষার্থে এর গুপ্ত নাম হয়- কিলো ফ্লাইট।
- মুক্তিযুদ্ধে বিমানবাহিনীর পরিচালিত অপারেশন- অপারেশন কিলোফ্লাইট।

অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার

- অন্যান্য নাম- প্রবাসী সরকার, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার।
- সরকার গঠন- ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ এবং শপথ গ্রহণ- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
- মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছিল - ১২টি এবং সরকারের মোট সদস্য- ৬ জন

ব্যক্তি	দায়িত্ব
১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক (অনুপস্থিত)
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি/উপ-রাষ্ট্রপতি
৩. তাজউদ্দীন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী, পরিকল্পনা, প্রতিরক্ষা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী
৪. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী	অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী
৫. এ এইচ এম কামরুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, কৃষি, ত্রাণ, পুনর্বাসন, কৃষি মন্ত্রী
৬. খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী

- মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান হয়- কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া আমবাগানে।
- সচিবালয় ছিল- কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোড।
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানী করা হয়- মুজিবনগরকে।
- শপথ বাক্য পাঠ করান- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- এম এ মান্নান।
- মুক্তিযুদ্ধের সর্বদলীয় উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ছিল - ৮ জন (প্রধান ভাসানী), গার্ড অব অনার দেন- আনসার বাহিনী।
- গার্ড অব অনার দলের নেতৃত্ব দেন- মাহবুব উদ্দিন আহমেদ।
- মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- জয় বাংলা (প্রকাশক - আব্দুল মান্নান), জন্মভূমি, বাংলার বাণী, দাবানল।
- মুজিবনগর শপথ অনুষ্ঠানে নারী সমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন- বেগম নাজিয়া ইসলাম।
- বৈদ্যনাথতলার বর্তমান নাম- মুজিবনগর (নামকরণ- তাজউদ্দীন আহমদ)
- মুক্তিযুদ্ধ কালে কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে "বাংলাদেশ বাহিনী" গঠিত হয়- ১২ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।
- মুজিবনগরের অর্থবিষয়ক ও পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন- তাজউদ্দিন আহমদ
- মুজিবনগর সরকারের মুখ্য সচিব ছিলেন- রুহুল কুদ্দুস।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি(১০ এপ্রিল) এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ (১৭ এপ্রিল) করা হয়- মুজিবনগর হতে

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন

- বাংলাদেশের প্রথম মিশন স্থাপিত হয়– কলকাতা, ভারত।
- ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম বিদেশি মিশন 'কলকাতা মিশনে' বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন– এম আর হোসেন আলী।
- ৬ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন– পাকিস্তান হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব কে এম শাহাবুদ্দিন ও সহকারী প্রেস অ্যাটাশে আমজাদ উল হক
- বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন– আবু সাঈদ চৌধুরী
- বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন গড়ে তোলেন– ভারতের সমর সেন

বিদেশি মিশন	দেশ	মিশন প্রধান
১. কলকাতা	ভারত	এম আর হোসেন আলী
২. দিল্লী	ভারত	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
৩. লন্ডন	যুক্তরাজ্য	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
৪. ওয়াশিংটন	যুক্তরাষ্ট্র	এম আর সিদ্দিকী

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

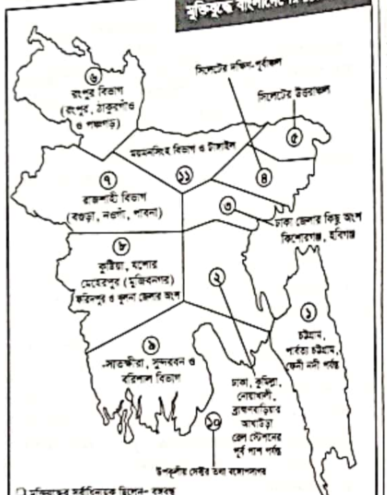
মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ১১টি সেক্টর
৬
রংপুর বিভাগ (রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়)
সিলেটের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল
সিলেটের উত্তরাঞ্চল
৫
ময়মনসিংহ বিভাগ ও টাঙ্গাইল
১১
৪
৭
রাজশাহী বিভাগ (বগুড়া, নওগাঁ, পাবনা)
৩
ঢাকা জেলার কিছু অংশ কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ
৮
কুষ্টিয়া, যশোর মেহেরপুর (মুজিবনগর) ফরিদপুর ও খুলনা জেলার অংশ
২
১
চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ফেনী নদী পর্যন্ত
৯
সাতক্ষীরা, সুন্দরবন ও বরিশাল বিভাগ
ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেল স্টেশনের পূর্ব পাশ পর্যন্ত
১০
উপকূলীয় সেক্টর তথা বঙ্গোপসাগর

- ☐ মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন– বঙ্গবন্ধু
- ☐ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন– এমএজি ওসমানী
- ☐ বাংলাদেশের মোট সেক্টর– ১১টি
- ☐ সাব সেক্টর– ৬৪টি
- ☐ সেক্টরগুলোকে বিভক্ত করেন– তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এমএজি ওসমানী
- ☐ নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না এবং একমাত্র নৌ সেক্টর– ১০
- ☐ মোট সেক্টর কমান্ডার ছিলেন– ১৬ জন

- ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এম.এ.জি ওসমানী বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর এবং ৬৪টি সাব সেক্টরে বিভক্ত করেন।
- ১ নং সেক্টর-চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত।
- ২ নং সেক্টর-ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া।
- ৩ নং সেক্টর- কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
- ৪ নং সেক্টর- সিলেটের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল তথা মৌলভীবাজার।
- ৫নং সেক্টর- সিলেটের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ডাউকি সড়ক পর্যন্ত।
- ৬নং সেক্টর- রংপুর বিভাগ (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়)।
- ৭নং সেক্টর- রাজশাহী বিভাগ (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, নওগাঁ)।
- ৮নং সেক্টর- যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মুজিবনগর।
- ৯ নং সেক্টর- সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালি, বরিশাল।
- ১০ নং সেক্টর-সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
- ১১ নং সেক্টর- ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল।

সেক্টর কমান্ডরদের নাম মনে রাখার টেকনিক

সূত্র: জিয়ার খা শ দশ বানুর ও জন শূন্য তা

- জিয়া → জিয়াউর রহমান, রফিকুল ইসলাম (সেক্টর ১)
- খা → খালেদ মোশাররফ, এটিএম হায়দার (সেক্টর ২) **
- শ → কে. এম শফিউল্লাহ, এ. এন. নুরুজ্জামান (সেক্টর ৩) **
- দ → সি আর দত্ত (সেক্টর ৪) **
- শ → শওকত আলী (সেক্টর ৫) **
- বা → এম কে বাশার (সেক্টর ৬) **
- নুর → কাজী নুরুজ্জামান (সেক্টর ৭) **
- ও → আবু ওসমান চৌধুরী (সেক্টর ৮)
- জন → আব্দুল জলিল (সেক্টর ৯)
- শূন্য → নিয়মিত সেক্টর কমান্ডর ছিল না (সেক্টর ১০)
- তা → আবু তাহের (সেক্টর ১১)

Note: নিয়মিত বাহিনী ছিল না, ফ্রান্সে প্রশিক্ষিত বাঙালি নৌ বাহিনী দ্ব গঠিত বাহিনী, প্রধান সেনাপতির অধীন, বঙ্গোপসাগরীয় সেক্টর ছিল ১ নং।

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

- সময়- ১ আগস্ট, ১৯৭১ (নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ারে)।
- অনুষ্ঠান শুরু হয়– সেতার বাদক রবি শংকর ও বিখ্যাত সরোদ বাদ ওস্তাদ আলী আকবর খানের যন্ত্র সংগীত বাজানোর মাধ্যমে
- **আয়োজক**- জোবানা, **ব্যান্ড দল**- বিটলস্, **প্রধান শিল্পী**- জর্জ হ্যারিসন।
- সেতার বাদক- ভারতের রবিশংকর, **তবলা বাদক**– ওস্তাদ আল্লা রাখা
- সহযোগী শিল্পী- বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রিস্টন, লিওন রাসে রিঙ্গো রকস্টার প্রমুখ। **অনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ছিল** – ৪ ঘণ্টা।
- বাংলাদেশ বাংলাদেশ গান পরিবেশন করেন– জর্জ হ্যারিসন।
- ভারতীয় শিল্পীদের পরিবেশিত গান– বাংলার ধুন (শিল্পী- রবিশংক আল্লারাখা খান, কমলা চক্রবর্তী)
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের পরিচালক– সল সুইমার।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ৬ মে, ২০২২ সা নিউইয়র্কের সেই ঐতিহাসিক ম্যাডিসিন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হ সুবর্ণজয়ন্তী বাংলাদেশ কনসার্ট।

Note: *২০১৬ সালে সংগীত শিল্পী ও গীতিকার হিসাবে 'কনসার্ট ফ বাংলাদেশ'র অন্যতম শিল্পী বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।*

মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা বাহিনী – ক্র্যাক প্লাটুন

- ক্র্যাক প্লাটুন যুদ্ধে করে – ২ নং সেক্টর তথা ঢাকা শহরে।
- ক্র্যাক প্লাটুন গঠন করেন – ২নং সেক্টর প্রধান খালেদ মোশাররফ এটিএম হায়দার।
- গেরিলা দল আক্রমণ করতো – হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে।
- অন্যতম সদস্য – জাহানারা ইমামের সন্তান শহীদ রুমি, শিল্পী আজম ক্রিকেটার জুয়েল, ঢাবি ছাত্র বদিউল আলম, আজাদ ও অন্যান্যরা।
- শহীদ আজাদকে নিয়ে 'আনিসুল হক' লেখেন – 'মা' উপন্যাস।
- হুমায়ূন আহমেদ মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম-এর মহত্ব ও বিজয়গাঁথা ধরে রচনা করেন – 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে।
- মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বিরোধিতা করে– শান্তি কমিটি।
- ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটায়– আল বদর বাহিনী।

আঞ্চলিক বাহিনী

বাহিনীর নাম	যুদ্ধের অঞ্চল	বাহিনীর নাম	যুদ্ধের অঞ্চল
কাদেরিয়া বাহিনী	টাঙ্গাইল	আকবর বাহিনী	মাগুরা
আফসার বাহিনী	ভালুকা, ময়মনসিংহ	জিয়া বাহিনী	সুন্দরবন
বাতেন বাহিনী	টাঙ্গাইল	লতিফ মির্জা বাহিনী	সিরাজগঞ্জ, পাবনা
হেমায়েত বাহিনী	গোপালগঞ্জ, বরিশাল	হালিম বাহিনী	মানিকগঞ্জ

যৌথ বাহিনী

- গঠিত হয়– ২১ নভেম্বর, ১৯৭১
- যার সমন্বয়ে গঠিত– বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী ও ভারতের মিত্র বাহিনী
- যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন– শ্যাম মানেকশ।
- ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন– জগজিৎ সিং অরোরা
- বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী দিবস– ২১ নভেম্বর
- ভারতের সৈন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে যান– ১২ মার্চ, ১৯৭২
- পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে সেদিনই তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন– ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী

- পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের মিত্র আল বদর বাহিনী বাঙালির তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেন– ১০-১৪ই ডিসেম্বর
- প্রতি বছর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়– ১৪ই ডিসেম্বর।
- বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগকেই হত্যা করা হয়– রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে।
- সেলিনা পারভীন যে পত্রিকায় কাজ করতেন– শিলালিপি।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন– গোবিন্দ চন্দ্র (জিসি)

উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবী

ড. ফজলে রাব্বি	ড. আলীম চৌধুরী
রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শহীদুল্লাহ কায়সার
জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা	সাংবাদিক সেলিনা পারভীন
সুরকার আলতাফ মাহমুদ	সাহিত্যিক আনোয়ার পাশা
দার্শনিক জিসি দেব	সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী	ড. সিরাজুল ইসলাম

বিজয় দিবস

- **১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ৪.৩১ মিনিটে পাক বাহিনী আত্মসমর্পনের দলিল স্বাক্ষরিত হয়–** রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- **দলিল স্বাক্ষর করে**– পাকিস্তানের পক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী (এম এ জি নিয়াজী) ও যৌথ বাহিনীর পক্ষে ভারতের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা।
- **বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন**– গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
- **আত্মসমর্পন দলিলের নাম** – Instrument of Surrender যা বর্তমানে দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রয়েছে।
- **ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রথম আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে ঢাকায় প্রবেশ করেন**– কাদেরিয়া বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব (Gallantry Awards)

- বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪ ধরনের খেতাব প্রদান করেন। যথা:

খেতাব	'৭৩ এর গেজেট	বর্তমান সংখ্যা
১. বীরশ্রেষ্ঠ (Most Valiant Hero)	৭ জন	৭ জন
২. বীর উত্তম (Great Valiant Hero)	৬৮ জন	৬৭ জন
৩. বীর বিক্রম (Valiant Hero)	১৭৫ জন	১৭৪ জন
৪. বীর প্রতীক (Ideal of Courage)	৪২৬ জন	৪২৪ জন
মোট	৬৭৬ জন	৬৭২ জন

- **বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত**– ৬৭+১ জন (সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু পরিবারের জন্য আত্মত্যাগের জন্য বীর উত্তম খেতাব পান– বিগেডিয়ার জামিল)
- **মুক্তিযুদ্ধের মোট খেতাব পান**– ৬৭২ জন +১ জন (এক জন বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার আত্মত্যাগের জন্য) **জীবিতদের মধ্যে সর্বোচ্চ খেতাব**– বীর উত্তম।

Note: ০৬ জুন, ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলায় দণ্ডিত ৪ খুনির বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

বঙ্গবন্ধুর চার খুনির খেতাব বাতিল

নাম	খেতাব	গেজেট নং
১. লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম	বীর উত্তম	২৫
২. লে. কর্নেল এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী	বীর বীক্রম	৯০
৩. লে. এ এম রাশেদ	বীর প্রতীক	২৬৭
৪. নায়েক সুবেদার মোসলেম উদ্দিন খান	বীর প্রতীক	৩২৯

- খেতাব প্রাপ্ত নারী – ২জন (ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও তারামন বিবি)
- প্রথম খেতাব প্রাপ্ত নারী– কিশোরগঞ্জের সেতারা বেগম (২নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন) তিনি সেক্টর কমান্ডার এটিএম হায়দারের বোন ছিলেন।
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ভারতের মেলাঘরে ৪৮০ শয্যার বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালে চিকিৎসা দেন সেতারা বেগম।
- কুড়িগ্রামের তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন, তাঁকে খেতাব দেওয়া হয়- ১৯৭৩ সালে। মৃত্যুবরণ করেন– ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর।
- তারামন বিবিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অস্ত্র চালান শেখান– মুহিব হালদার
- ১৯৯৬ সালে স্বীকৃতি দিলেও রাষ্ট্রীয় খেতাবে নাম উঠেনি- কাঁকন বিবির।
- সুনামগঞ্জের খাসিয়া সম্প্রদায়ের কাঁকন বিবিকে গুপ্তচর নিয়োগ করেন– রহমত আলী। পরিচিত– মুক্তিবেটি নামে। (মৃত্যু– ২১ মার্চ, ২০১৮)
- বিদেশী বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র ব্যক্তি– ডব্লিউ এইচ ওডারল্যান্ড (২নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন টঙ্গি) নেদারল্যান্ডসের বংশোদ্ভূত ও অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক।
- আদিবাসী হিসেবে প্রথম বীর বিক্রম খেতাব প্রাপ্ত– ইউ কে চীং মারমা (৬নং সেক্টর)
- সর্বকনিষ্ঠ বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত– শহীদুল ইসলাম (১৩ বছর), ১১নং সেক্টর
- একমাত্র সাহিত্যিক হিসেবে বীর প্রতীক খেতাব পান– আব্দুস সাত্তার।
- প্রথম বীর উত্তম খেতাব পান– লে. কর্নেল আব্দুর রব (চিফ অব স্টাফ)
- প্রথম বীর বিক্রম খেতাব পান– মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা।
- প্রথম বীর প্রতীক খেতাব পান– মোহাম্মদ আব্দুল মতিন।
- বাংলাদেশ সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করেন– ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।
- বীরাঙ্গনাদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্যে একাত্তরের বীভৎস নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেন– ভাস্কর ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণী (বীরাঙ্গনা স্বীকৃতি পান- ২০১৬ সালে)

বীরশ্রেষ্ঠ***

- মোট বীরশ্রেষ্ঠ– ৭ জন [সেনাবাহিনীর- ৩ জন, ইপিআর (বর্ডার গার্ড) ২ জন, বিমানবাহিনী– ১ জন, নৌবাহিনী – ১ জন]
- প্রথম শহীদ– সিপাহী মোস্তফা কামাল (১৮ এপ্রিল, ১৯৭১)
- সর্বশেষ শহীদ– ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
- সর্ব কনিষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন– সিপাহী হামিদুর রহমান

নোট: সরকারি পোর্টাল অনুযায়ী ১ম শহীদ– মুন্সী আব্দুল রউফ

সিপাহী মোস্তফা কামাল	জন্ম	১৯৪৭ সালে ভোলা জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
	সেক্টর	২ নং
	মৃত্যু	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে
ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ	জন্ম	১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলায়
	কর্মস্থল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবি	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	১ নং
	মৃত্যু	২০ এপ্রিল, ১৯৭১ মতান্তরে- ৮ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ার চরে

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	জন্ম	১৯৪১ খ্রি. ঢাকায়: পৈতৃক নিবাস রায়পুরা, নরসিংদী
	কর্মস্থল	বিমানবাহিনী
	পদবি	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
	সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্ম নাম ব্লু-বার্ড-১৬৬) ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
	মৃত্যু	২০ আগস্ট, ১৯৭১
	সমাধি	পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাঁটিতে তাঁর সমাধিস্থল ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় ২৪ জুন এবং ২৫ জুন, ২০০৬ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।
	চলচ্চিত্র	'অস্তিত্বে আমার দেশ' তাঁর জীবনের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র (পরিচালক - খিজির হায়াত খান ও মিলি রহমান)
ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	জন্ম	১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে
	কর্মস্থল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবি	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	৮ নং
	মৃত্যু	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	যশোরের শর্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।
সিপাহী হামিদুর রহমান	জন্ম	১৯৫৩ সালে ঝিনাইদহের খালিশপুর গ্রামে
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
	সেক্টর	৪ নং
	মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ধলাই সীমান্তে
	সমাধি	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবসার হাতিমেরছড়া গ্রামে সমাধি ছিল। ১০ ডিসেম্বর, ২০০৭ তাঁর দেহাবশেষ ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং পরদিন ১১ ডিসেম্বর ঢাকার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।
ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার রুহুল আমিন	জন্ম	১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলায়
	কর্মস্থল	নৌবাহিনী
	পদবি	গানবোট 'পলাশ' এর ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার
	সেক্টর	প্রথমে ২ নং সেক্টর এবং পরে ১০ নং সেক্টরে যুদ্ধ করে শহীদ হন
	মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	জন্ম	১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	ক্যাপ্টেন
	সেক্টর	৭ নং
	মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ হন)
	সমাধি	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান

- বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করেন- ব্রিটি সাংবাদিক সাইমন ড্রিং।
- ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম যে বিদেশি মৃত্যুবরণ করেন- ইতালির ক্যাথলিক ধর্ম যাজক মাদার মারিও ভেরেনজি (কর্মরত- যশোর)।
- ১৯৭১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে যশোরে আসেন- মার্কিন কবি এলেন গিনেসবার্গ। তিনি নিউইয়র্ক টাইমস এ কর্মরত ছিলেন।
- September on Jessore Road কবিতার আয়োজন করেন- মার্কিন কবি এলেন গিনেসবার্গ (১৫২ লাইনের কবিতা)। তাঁর কবিতা নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়।
- September on Jessore Road এর বাংলা অনুবাদক- খান মোহাম্মদ ফারাবী
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্সফামের ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন- জুলিয়ান ফ্রান্সিস (যুক্তরাজ্যের নাগরিক)
- ১৯৭১ সালে অক্সফাম কর্তৃক প্রকাশ করেন- "টেস্টিমনি অফ সিক্সটি অন দ্যা ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল" (বাঙালি মানুষের সংকটের ষাটজনের সাক্ষ্য)
- মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য জুলিয়ান ফ্রান্সিসকে দেওয়া হয়- মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী সম্মাননা। (Friends of Liberation war honour)
- ১৯৭১ সালে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কেন্ট ব্লাড গ্র রচনা করেন- দ্যা ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ।
- রাশিয়ান যে কবি অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন- ইয়েভগান তুসোঙ্কর।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা

- মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরনীয় অবদানের জন্য বিদেশী নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা- ৩ টি
- মোট রাষ্ট্রীয় সম্মাননা লাভ করেন- ৩২৮ জন ব্যক্তি ও ১০ টি প্রতিষ্ঠান।
- মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে প্রথম সম্মাননা লাভ করেন- ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।**
- বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা **(Bangladesh Liberation war honour)** লাভ করেন- ১৫ জন।
- মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা **(Friends Liberation war honour)** লাভ করেন- ৩১২ জন ও ১০ টি সংগঠন।

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা

- মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- বাংলাদেশ, বঙ্গবাণী, রণাঙ্গন, স্বদেশ, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ।
- আমেরিকা থেকে প্রকাশিত- Bangladesh News Letter, বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন।
- কানাডা থেকে প্রকাশিত- বাংলাদেশ স্ফুলিঙ্গ।
- সাংবাদিক মার্ক টালি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রচার করেন- বিবিসি থেকে
- দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে প্রচার করেন- সংবাদ পরিক্রমা।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি

- প্রথম দেশ- ভুটান ও ভারত (২য়) (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।
- প্রথম আরব / মধ্যপ্রাচ্যের দেশ- ইরাক।
- প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ/প্রথম অনারব মুসলিম দেশ- মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।
- প্রথম আফ্রিকান দেশ/ প্রথম মুসলিম দেশ- সেনেগাল
- প্রথম ইউরোপিয়ান দেশ ও প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ - পূর্ব জার্মানি, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ স্বীকৃতি দেয় (অপশনে না থাকলে দিব- পোল্যান্ড)
- প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ-বার্বাডোস
- প্রথম ওশেনিয়া মহাদেশের দেশ-টোঙ্গা
- রাশিয়া স্বীকৃতি দেয় - ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২
- যুক্তরাজ্য স্বীকৃতি দেয় -৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সাল
- ফ্রান্স স্বীকৃতি দেয় - ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
- যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় -৪ এপ্রিল ১৯৭২ সাল
- পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয় - ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
- চীন স্বীকৃতি দেয় - ৩১ আগস্ট ১৯৭৫

মুক্তিযুদ্ধের সময় বৃহৎশক্তি

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে- রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করে- যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।
- ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করলে বাংলাদেশকে সমর্থন করে ভেটো দেয়- রাশিয়া।
- বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেন- যুক্তরাষ্ট্রের হেনরী কিসিঞ্জার।
- যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন- হেনরী কিসিঞ্জার (যিনি বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেন)
- ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনস্যুলেট ছিলেন- আর্চার কে ব্লাড (তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন)

জাতিসংঘ	মহাসচিব- উথান্ট, তৃতীয় (মিয়ানমারের নাগরিক)*
ভারত	প্রধানমন্ত্রী- ইন্দিরা গান্ধী**
	প্রেসিডেন্ট- ভিভি গিরি (বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি)*
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী- শরণ সিংহ সেনাপ্রধান- শ্যাম মানেকশ
	জাতিসংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি- সমর সেন
	পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী- অজয় মুখোপাধ্যায়
সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)	প্রেসিডেন্ট- নিকোলাই পদগর্নি**
	প্রধানমন্ত্রী- আলেক্সেই কোসিগিন**
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী- আলেক্সেই গ্রোমিকো
যুক্তরাষ্ট্র	প্রেসিডেন্ট- রিচার্ড নিক্সন (৩৭তম)***
	নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা- হেনরী কিসিঞ্জার
	ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনস্যুলেট- আর্চার কে ব্লাড
চীন	প্রেসিডেন্ট- দোং বিমু
	প্রধানমন্ত্রী- ঝু এনলাইন
যুক্তরাজ্য	প্রধানমন্ত্রী- এডওয়ার্ড হীথ

সিমলা চুক্তি-১৯৭২

- চুক্তি হয়- ১৯৭২ সালের ২ জুলাই।
- চুক্তির স্থান- ভারতের হিমাচল প্রদেশের সিমলা।**
- স্বাক্ষর করেন- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর ভারত পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম চুক্তি হয়- সিমলা চুক্তি।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি-১৯৭২

- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রথম চুক্তি- মৈত্রী চুক্তি।***
- চুক্তি স্বাক্ষর- ১৯ মার্চ, ১৯৭২ (বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে)।
- চুক্তির মেয়াদ- ২৫ বছর (১৯ মার্চ, ১৯৭২- ১৯ মার্চ, ১৯৯৭)

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান***

গান	গীতিকার/সুরকার/শিল্পী
সব কটি জানালা খুলে দাও না..........	গীতিকার- নজরুল ইসলাম বাবু সুরকার- আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল শিল্পী - সাবিনা ইয়াসমিন
আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই..........	গীতিকার- সিকান্দার আবু জাফর
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি......	গীতিকার- গোবিন্দ হালদার শিল্পী - আপেল মাহমুদ
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে,..........	গীতিকার- গোবিন্দ হালদার
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা..........	গীতিকার- গোবিন্দ হালদার শিল্পী- প্রথমে স্বপ্না রায়, পরে রেবেকা সুলতানা
এক নদী রক্ত পেরিয়ে.............	গীতিকার- খান আতাউর রহমান শিল্পী- শাহনাজ রহমতউল্লাহ
জয় বাংলা বাংলার জয়.............।	গীতিকার- গাজী মাযহারুল আনোয়ার
শোনো একটি মুজিবরের থেকে.....	গীতিকার- গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
মাগো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে.............।	গীতিকার- গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সুরকার- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম

ধরন	নাম	পরিচালক/ লেখক
স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	আগামী (১৯৮৪)	মোরশেদুল ইসলাম
প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	স্টপ জেনোসাইড (১৯৭১)	জহির রায়হান
পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র	ওরা ১১ জন (১৯৭২)	চাষী নজরুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য	জাগ্রত চৌরঙ্গী, গাজীপুর (১৯৭৩)	আব্দুর রাজ্জাক
মুক্তিযুদ্ধের ১ম উপন্যাস	রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)	আনোয়ার পাশা
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম নাটক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম কবিতা	স্বাধীনতা তুমি	শামসুর রাহমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

গ্রন্থ	লেখক	গ্রন্থ	লেখক
'রাইফেল রোটি আওরাত'	*শহীদ আনোয়ার পাশা*	হাঙর নদী গ্রেনেড, যুদ্ধ	*সেলিনা হোসেন*
জাহান্নাম হইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক, জলাঙ্গী	*শওকত ওসমান*	আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প, শ্যামল ছায়া, সূর্যের দিন, সৌরভ, ১৯৭১	*হুমায়ুন আহমেদ*
উপমহাদেশ	*আল মাহমুদ*	প্রিয় যোদ্ধা প্রিয়তমা	*হারুন হাবিব*
একটি ফুলের জন্য	*রিজিয়া রহমান*	একটি কালো মেয়ের কথা	*তারা শঙ্কর বন্দোপাধ্যায়*
যাত্রা	*শওকত আলী*	মা	*আনিসুল হক*
খাঁচায়	*রশিদ হায়দার*	ফেরারী সূর্য, একাত্তরের নিশান	*রাবেয়া খাতুন*
অদ্ভুত আঁধার এক	*শামসুর রাহমান*	ওঙ্কার, অলাতচক্র	*আহমদ ছফা*
দেয়াল	*আবু জাফর শামসুদ্দিন*	নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন	*সৈয়দ শামসুল হক*
পূর্ব পশ্চিম	*সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*	কালো ঘোড়া, মহাযুদ্ধ, ঘেরাও	*ইমদাদুল হক মিলন*

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

গ্রন্থ	লেখক	গ্রন্থ	লেখক
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	*সৈয়দ শামসুল হক*	যে অরণ্যে আলো নেই	*নীলিমা ইব্রাহীম*
কি চাহ শঙ্খচিল, বর্ণচোরা, বকুল পুরের স্বাধীনতা	*মমতাজ উদ্দিন আহম্মদ*	নরকে লাল গোলাপ	*আলাউদ্দিন আল আজাদ*

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যগ্রন্থ

কাব্যগ্রন্থ	লেখক	কাব্যগ্রন্থ	লেখক
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান	বন্দী শিবির থেকে	শামসুর রাহমান
যখন উদ্যত সঙ্গীত	হাসান হাফিজুর রহমান	আমার প্রতিদিনের শব্দ	সৈয়দ আলী আহসান
আর্তনাদে বিবর্ণ	ড. মাযহারুল ইসলাম	মুক্তিযুদ্ধের কবিতা	আবুল হাসনাত

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ গ্রন্থ

প্রবন্ধ	লেখক	প্রবন্ধ	লেখক
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহীম	বাংলাদেশ কথা কয়	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	গাজীউল হক	বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু	মোনায়েম সরকার
একাত্তরের ঢাকা, যাপীত জীবন	সেলিনা হোসেন	বুকের ভেতর আগুন, বিদায় দে মা ঘুরে আসি	জাহানারা ইমাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পগ্রন্থ

গল্পগ্রন্থ	লেখক	গল্পগ্রন্থ	লেখক
রেইনকোট, অপঘাত	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	নামহীন গোত্রহীন	হাসান আজিজুল হক
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির	সময়ের প্রয়োজনে	জহির রায়হান
জলেশ্বরীর গল্পগুলো	সৈয়দ শামসুল হক	জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা

স্মৃতিকথা	লেখক	স্মৃতিকথা	লেখক
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম	একাত্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল
একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন	ফেরারী ডায়েরী	আলাউদ্দিন আল আজাদ
একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন	প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	আবু সাঈদ চৌধুরী
স্মৃতির শহর	শামসুর রাহমান	একাত্তরের বিজয় গাথা	রফিকুল ইসলাম
একাত্তরের বর্ণমালা, আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল	আমার কিছু কথা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র (১৫ খন্ডে সংকলিত)**	হাসান হাফিজুর রহমান
মুক্তিযুদ্ধ কোষ (১২ খন্ডে সংকলিত)	মুনতাসীর মামুন
একাত্তরের চিঠি	প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
A Golden Age, The Good Muslim, The bones of Grace	তাহমিমা আনাম
Surrender At Dacca: Birth of a Nation	জে আর জ্যাকব
দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ	আর্চার কে ব্লার্ড
ব্লাড টেলিগ্রাম	গ্যারি জে ব্যাস
A Search for Identity	মেজর আব্দুল জলিল
The Libaration War of Bangladesh	সুখওয়ান্ত সিং
The Rape of Bangladesh (1971),	অ্যান্থনি
Bangladesh A Legacy of Blood (1986)	মাসকারেনহাস
Witness to Surrender	সিদ্দিক সালিক
The Betrayal of East Pakistan	এ.কে. খান নিয়াজী

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব	শিরিন আক্তার
দুইশত ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা	নূরুল কাদির
কালো ইলিশ	বশির আল হেলাল
জন্মই আমার আজন্ম পাপ	দাউদ হায়দার
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	মেজর রফিকুল ইসলাম
আমি নারী আমি মুক্তিযোদ্ধা	সেলিনা হোসেন
আত্মকথা ১৯৭১ (স্মৃতিচারণমূলক)	নির্মলেন্দু গুণ
স্বাধীনতা এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো (কবিতা)	নির্মলেন্দু গুণ
তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান
অব ব্লাড অব ফায়ার (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা)	জাহানারা ইমাম

গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ

শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর, আয়না, ফুড কনফারেন্স	আবুল মনসুর আহমদ
শেষ বিকেলের মেয়ে, বরফ গলা নদী	জহির রায়হান
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ
বিদ্রোহী কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা (উপন্যাস)	কাজী নজরুল ইসলাম
বিষাদ সিন্ধু, গাজী মিয়ার বস্তানী	মীর মোশাররফ হোসেন
ক্রীতদাসের হাসি (আইয়ুব খানের শাসনের উপর)	শওকত ওসমান
'বনলতা সেন' কবিতা, রূপসী বাংলা	জীবনানন্দ দাশ
লালসালু উপন্যাস	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
১৯৬৭ সালে লালসালু উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়	The Tree without Roots
সাতটি তারার ঝিকিমিকি, বুকের ভিতর আগুন	জাহানারা ইমাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম	আগুনের পরশমণি**	হুমায়ূন আহমেদ
শোভনের স্বাধীনতা	মানিক মানবিক	শ্যামল ছায়া**	
হাঙর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম	জয়যাত্রা, স্ফুলিঙ্গ	তৌকির আহমেদ
সংগ্রাম, ধ্রুব তারা		একাত্তরের যীশু	নাসিরউদ্দীন ইউসুফ
মেঘের পরে মেঘ		গেরিলা	
ধীরে বহে মেঘনা**	আলমগীর কবির	আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
আমার বন্ধু রাশেদ***	মোরশেদুল ইসলাম	এখনও অনেক রাত	
খেলাঘর		নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল
অনিল বাগচির একদিন**		চিত্রা নদীর পাড়ে ****	
একাত্তরের লাশ	নাজিম উদ্দিন রিজভী	রাবেয়া	
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা	জীবন ঢুলি**	
যুদ্ধ শিশু	মৃত্যুঞ্জয় দেবব্রত	দীপ নিভে যায়	ইলজার ইসলাম
৭১ এর মা জননী	শাহ আলম কিরণ	নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ	মাসুদ পথিক
বাঁধনহারা	এ. জে. মিন্টু	হৃদয়ে '৭১	সাদেক সিদ্দিকী
কলমীলতা	শহীদুল হক খান	জয়বাংলা	ফখরুল আলম
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী	মেঘের অনেক রং	হারুনুর রশিদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
হুলিয়া***	তানভীর মোকাম্মেল	আগামী***	মোরশেদুল ইসলাম
একাত্তরের মিছিল	কবরী সারোয়ার	সূচনা	
দুরন্ত	খান আখতার হোসেন	বখাটে	হাবিবুল ইসলাম হাবিব
চাক্কি	এনায়েত করিম বাবুল	আবর্তন, ধূসর যাত্রা	আবু সায়ীদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

প্রামাণ্যচিত্র	পরিচালক	প্রামণ্যচিত্র	পরিচালক
Stop Genocide,*** A State is Born	জহির রায়হান	Liberation Fighters	আলমগীর কবির
		Diaries of Bangladesh	
Innocent Million	বাবুল চৌধুরী	রূপালী সৈকত	
পলাশী থেকে ধানমন্ডি	আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	
Dateline Bangladesh	গীতা মেহতা	১৯৭১	তানভীর কবির
মুক্তির কথা***	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	দ্য কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার	রবার্ট রজার্স
মুক্তির গান***		স্মৃতি '৭১	তানভীর মোকাম্মেল
নাইন মান্থস টু ফ্রিডম	এস. সুকুদেব	রিফিউজি '৭১	বিনয় রায়

- ➢ 'টিয়ার্স অব ফায়ার' হলো– মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্য চিত্র।
- ➢ আমেরিকান এনবিসি টেলিভিশন মুক্তিযুদ্ধের যে প্রামান্য চিত্র নির্মাণ করে তার নাম– দ্য কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার।
- ➢ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'একজন মহান পিতা' এর পরিচালক– মির্জা সাখাওয়াত হোসেন।
- ➢ গেরিলা চলচ্চিত্রটি যে উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত– নিষিদ্ধ লোবান।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ ও ভাস্কর্য

ভাস্কর্য/স্মৃতিফলক	স্থপতি	অবস্থান
বিজয় ৭১	শ্যামল চৌধুরী	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
মুক্ত বাংলা	রশিদ আহমেদ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
জয় বাংলা জয় তারুণ্য	আলাউদ্দিন বুলবুল	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রত্যয়৭১	-	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

- ➢ সাভার সেনানিবাসে স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ হলো– বিজয় চেতন।
- ➢ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য বিজয় গাথা অবস্থিত– রংপুর সেনানিবাসে।
- ➢ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য বিজয় উল্লাস অবস্থিত– কুষ্টিয়া।
- ➢ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ 'রক্তসোপান' অবস্থিত– রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস।
- ➢ কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ স্মারক ভাস্কর্য 'মুক্ত বাংলা' এর স্থপতি– রশিদ আহমেদ।
- ➢ বিজয় কেতন– আসিকুর রহমান, ঢাকা সেনানিবাস।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

- ➢ অবস্থান- ঢাকার অদূরে সাভারের নবীনগরে।
- ➢ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (শেখ মুজিবুর রহমান)।
- ➢ উদ্বোধন – ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে (হুসেইন মু. এরশাদ কর্তৃক)।
- ➢ স্থপতি– সৈয়দ মাইনুল হোসেন
- ➢ উচ্চতা: ৪৬.৫ মিটার বা ১৫০ ফুট
- ➢ ফলক আছে– ৭টি এবং কবর আছে– ১০টি।
- ➢ "সম্মিলিত প্রয়াস" বলা হয়– জাতীয় স্মৃতিসৌধকে
- ➢ বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে– মালদ্বীপের আদ্দু ও ভারতের ত্রিপুরায়
- ➢ জাতীয় স্মৃতিসৌধের ৭টি ফলক দ্বারা বুঝায়– ইতিহাসের ৭টি পর্যায়কে

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন	১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন
১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান
১৯৫৬ সালের ইসলামিক শাসনতন্ত্র	১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।
১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন	

জাগ্রত চৌরঙ্গী

- ➢ মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় ১ম নির্মিত ভাস্কর্য– জাগ্রত চৌরঙ্গী
- ➢ অবস্থান– জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর
- ➢ ভাস্কর– শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক, নির্মাণ করা হয়– ১৯৭৩ সালে
- ➢ প্রেক্ষাপট– মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের অসামান্য আত্মত্যাগের স্বরণে।

স্বাধীনতা জাদুঘর ও স্বাধীনতা স্তম্ভ

- ➢ অবস্থিত– সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- ➢ প্রধান বিষয়– ১৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট আলোক স্তম্ভ, যা স্বাধীনতা স্তম্ভ নামে পরিচিত। জাদুঘরটি এই স্তম্ভের নিচে অবস্থিত।
- ➢ বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র ভূগর্ভস্থ জাদুঘর– স্বাধীনতা জাদুঘর

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

- ➢ মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়– মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে
- ➢ অবস্থান– মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে, স্থপতি– তানভীর কবির

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

- ➢ অবস্থান– ঢাকার মিরপুরে, উদ্বোধন হয়– ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে
- ➢ উদ্বোধন করেন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ➢ স্থপতি– মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হালি

রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ

- অবস্থান– ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার রায়ের বাজার এলাকায়।
- যাদের স্মরণে– ১৯৭১ সালের ১০-১৪ ডিসেম্বর দেশের সূর্যসন্তানদের হত্যা করে এই স্থানের ইটের ভাটার পশ্চাতে ফেলে রাখা হয়েছিল।
- স্মৃতিসৌধ নির্মিত- ১৯৯৩ সালে সূর্য সন্তানদের স্মরণে ইটের ভাটার আদলে
- স্থপতি– ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, জামি আল শফি।

অপরাজেয় বাংলা

- অবস্থান– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে।
- স্থপতি– মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ।
- নির্মাণকাজ শুরু হয়– ১৯৭৩ সালে।
- উদ্বোধন করা হয়– ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে।
- বেদির উচ্চতা– ৬ ফুট, ভাস্কর্যটির উচ্চতা– ১২ ফুট।
- কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী পুরুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিজয়ের প্রতীক।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় – ২২ মার্চ, ১৯৯৬ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থান– ঢাকার সেগুন বাগিচায়।
- বর্তমান অবস্থান– ঢাকার আগারগাঁও।**
- স্থানান্তর – ১৬ এপ্রিল, ২০১৭ সালে আগারগাঁও এর নির্মিত নিজস্ব ভবনে
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দেশের প্রথম জাদুঘর– মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

বিজয় কেতন

- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর– বিজয় কেতন।**
- অবস্থান– ঢাকা সেনানিবাসে। স্থপতি– আসিফুর রহমান।
- জাদুঘরটির মূল প্রদর্শনী সামগ্রির মধ্যে রয়েছে– বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক বঙ্গবন্ধুর বন্দিশালা
- বঙ্গবন্ধুর বন্দিশালার নামকরন করা হয়েছে– হল অব ফ্রেম নামে
- জাদুঘরের মূল ফটকে নির্মিত হয়েছে– ৭ জন মুক্তিযোদ্ধার মূর্তি, এদের একজন হলেন বাংলাদেশের পতাকাবাহী একজন নারী। বিশেষ এই ভাস্কর্যটিকেই বলা হয় বিজয় কেতন।

১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর

- প্রথম গণহত্যা আর্কাইভ জাদুঘর– ১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর, সবচেয়ে বেশি গণহত্যা করা হয়– চুকনগর, খুলনা
- প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থান– ২০১৪ সালের ১৭ মে খুলনা নগরের ময়লাপোতা এলাকার শেরেবাংলা রোড।
- বর্তমান অবস্থান– সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা।
- জাদুঘরটি শেরেবাংলা রোড থেকে সাউথ সেন্ট্রাল রোডের স্থানান্তর করা হয়– ২০১৬ সালের ২৬ শে মার্চ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- গঠিত হয়– ২০০১ সালের ৩০ অক্টোবর
- মন্ত্রণালয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে যে দিবসটি পালন করে - ১লা ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা দিবস

শহিদ সাগর

- শহিদ সাগর অবস্থিত– নাটোরের লালপুর উপজেলার নর্থবেঙ্গল সুগার মিলস লি. এর ভিতরে ছোট পুকুর।
- পাক বাহিনী পুকুরের সিঁড়িতে অর্ধশতাধিক মানুষকে গুলি করে হত্যা করে– ৫ মে, ১৯৭১।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির

- ঘাতক দালালদের বিচারের জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমি গঠন করা হয়– ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি।
- একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন- জাহানা ইমাম। ১৯৯২ সালে গণআদালত গঠিত হয় – সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- গণআদালত গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন- ১৯

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়– ২০১০ সালের ২৫ মার্চ।
- দেশের শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়– আন্তর্জাতিক অপরা ট্রাইব্যুনাল থেকে। প্রথম রায় এসেছিল– ২০১৩ সালে ২১ জানুয়ারি।

প্রবাসী সরকারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- প্রবাসী সরকার ভারত থেকে বাংলাদেশে আসেন এবং শাসন ক্ষম গ্রহণ করেন– ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি ছিলেন– ১০ এপ্রিল, ১৯৭ থেকে ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত
- বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করেন– ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
- তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন– ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ – ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত
- তাজউদ্দীন আহমদ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন– ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ থেকে ২৬ অক্টোবর, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেন– ২৫ মার্চ মধ্যরাত তথা ২৬ মা ১ম প্রহরে।
- পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেন– অপারেশন বিগ বার্ড পরিচাল করে মেজর জেড এ খান।
- বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে ফয়সালাবাদ লায়ালপুর জেলে নিয়ে য ২৯ মার্চ, ১৯৭১।
- গোপনে বিচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ডের রা দেয়– ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
- ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গবন্ধু লায়ালপুর জেল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়– মিয়ানওয়ালি কারাগারে।
- বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারগার থেকে মুক্তি পান– ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- বঙ্গবন্ধু ব্রিটেন-ভারত সফর করে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন– ১ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস– ১০ জানুয়ারি।

সংবিধান (Constitution)

- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বা দলিল হলো– সংবিধান।
- রাষ্ট্রের দর্পণ বলা হয়– সংবিধানকে।
- রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত জীবন পদ্ধতি হলো সংবিধান' উক্তিটি করেছে এরিস্টটল
- সংবিধান প্রধানত দুই ধরনের (সুপরিবর্তনীয়, দুষ্পরিবর্তনীয়)
- লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের-লিখিত ও অলিখিত।
- অলিখিত সংবিধানের দেশ- যুক্তরাজ্য, স্পেন, নিউজিল্যা ইসরায়েল ও সৌদি আরব।
- পৃথিবীর শান্তি সংবিধান বলা হতো- জাপানের সংবিধানকে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের (অনুচ্ছেদ- ৩৯৫টি)
- পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবিধান এবং সবচেয়ে ছোট সংবিধান- যুক্তরাষ্ট্রের
- বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছে-ব্রিটেন ও ভারতের সংবিধানে আদলে

বাংলাদেশের সংবিধান

- সংবিধান শুরু– প্রস্তাবনা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে- তফসিল দিয়ে।
- সংবিধানের প্রকৃতি- লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়।
- সংবিধানের অভিভাবক, রক্ষক ও ব্যাখ্যাকারক- সুপ্রিম কোর্ট।
- মূল সংবিধান সংরক্ষিত আছে – শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরে।
- বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়– ইংরেজিতে।
- সংবিধান বাংলায় অনুবাদ করেন– অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
- সংবিধানের অস্থায়ী আদেশ জারি করেন- শেখ মুজিব (১১ জানুয়ারি, ১৯৭২)
- গণপরিষদের আদেশ জারি- আবু সাঈদ চৌধুরী (২৩ মার্চ, ১৯৭২)
- গণপরিষদের প্রথম সভাপতি- আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ।
- গণপরিষদের প্রথম স্পিকার- শাহ আব্দুল হামিদ।
- গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার- মোহাম্মদ উল্ল্যাহ্ (তিনিই পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার ছিলেন)
- মূলনীতি- ৪টি (জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, ও সমাজতন্ত্র)
- তফসিল/ মৌলিক নীতি– ৭টি, ভাগ বা অধ্যায়– ১১টি, অনুচ্ছেদ– ১৫৩টি
- মোট সংশোধনী– ১৭টি, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য– ১২টি।
- রচনা কমিটি সদস্য– ৩৪ জন (আওয়ামী লীগের সদস্য- ৩৩ জন এবং বিরোধী দল ন্যাপের সদস্য- ১ জন)
- সংবিধানের জনক/ রূপকার/ চেয়ারম্যান/ প্রধান/ খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপনকারী– ড. কামাল হোসেন।
- একমাত্র মহিলা সদস্য– বেগম রাজিয়া বানু।
- বিরোধী দলীয় সদস্য– সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত (খসড়া সংবিধানে একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বাক্ষর করেননি)
- হস্ত লেখক– আব্দুর রউফ (হস্ত লিখিত পৃষ্ঠা ছিল– ৯৩টি এবং স্বাক্ষরসহ মোট পৃষ্ঠা- ১০৮টি)।
- অঙ্গসজ্জা করেন– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
- গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে– ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।
- সংবিধান কমিটি গঠন– ১১ এপ্রিল এবং ১ম অধিবেশন- ১৭ এপ্রিল ১৯৭২
- গণপরিষদে উত্থাপিত– ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে।
- গণ-পরিষদে গৃহীত হয়– ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- স্বাক্ষরিত হয়– ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- কার্যকর হয় এবং গণপরিষদ বাতিল হয় – ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- Constitution Law of Bangladesh গ্রন্থের লেখক– সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম। এটি প্রকাশিত হয়- ১৯৯৫ সালে

সংবিধানের ভাগ - ১১টি ভাগ

- টেকনিক: *পুরা মনের সাথে নিয়মিত অবিচার করলে নির্বাচনের হিসাব কর্ম সংশোধন বিবিধ করতে হবে।*
- **প্র** = প্রথম ভাগ - প্রজাতন্ত্র (অনুচ্ছেদ ১ - ৭)***
- **রা** =দ্বিতীয় ভাগ - রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (অনুচ্ছেদ ৮-২৫)*
- **মনের** = তৃতীয় ভাগ - মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭)**
- **নিয়মিত** = চতুর্থ ভাগ - নির্বাহী বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৪৮-৬৪)**
- **অ** =পঞ্চম ভাগ - আইনসভা (অনুচ্ছেদ ৬৫-৯৩)
- **বিচার** = ষষ্ঠ ভাগ - বিচার বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৯৪-১১৭)
- **নিবার্চন** = সপ্তম ভাগ - নির্বাচন (অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬)
- **হিসাব** = অষ্টম ভাগ - মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অনুচ্ছেদ ১২৭ -১৩২)
- **কর্ম** = নবম ভাগ-বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (অনুচ্ছেদ ১৩৩-১৪১)
- **সংশোধন** = দশম ভাগ - সংবিধান সংশোধনী (অনুচ্ছেদ ১৪২)
- **বিবিধ** = একাদশ - বিবিধ (অনুচ্ছেদ ১৪৩ - ১৫৩)

সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১	প্রজাতন্ত্র (বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত)
২	প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সীমানা
২ক	রাষ্ট্রধর্ম
৩ **	রাষ্ট্রভাষা
৪ **	জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক
৪ক **	জাতির পিতার প্রতিকৃতি
৫ *	রাজধানী [(১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা]
৬(২)***	নাগরিকত্ব (বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী পরিচিত হইবে)
৭	সংবিধানের প্রাধান্য (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ.....
৭ক	সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ
৭খ	সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য
৮	মূলনীতি
৯*	জাতীয়তাবাদ
১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
১১**	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
১২***	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৩	মালিকানার নীতি
১৪	কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
১৫	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা
১৬	গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব
১৭ ***	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
১৮	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
১৮ক	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
১৯	সুযোগের সমতা ৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন
২০	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম ২) রাষ্ট্র এমন অবস্থান সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না.........।
২১	নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য ২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।
২২ ***	নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক (২০০৭)
২৩	জাতীয় সংস্কৃতি
২৩ক**	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
২৪*	জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি
২৫*	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন
২৬	মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল
২৭ ***	আইনের দৃষ্টিতে সমতা
২৮	ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য
২৮(২)***	রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার
২৯ **	সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা
৩০	বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ (রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে গ্রহণ করা যাবে)
৩১	আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার
৩২	জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ
৩৩	গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

৩৬ ***	চলাফেরার স্বাধীনতা
৩৭*	সমাবেশের স্বাধীনতা
৩৮*	সংগঠনের স্বাধীনতা
৩৯ ***	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা (২) খ- সংবাদপত্রের স্বাধীনতার
৪০	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
৪১**	ধর্মীয় স্বাধীনতা
৪২	সম্পত্তির অধিকার
৪৩	গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
৪৪*	মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ ১) এই অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য ১০২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট মামলা রুজু করে
৪৭(৩)*	গণহত্যা জনিত অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার
৪৮ *	রাষ্ট্রপতি
৪৯ **	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন
৫০	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ (ক্ষমতা গ্রহণ থেকে ৫ বছর)
৫১	রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি
৫২*	রাষ্ট্রপতির অভিশংসন (Impeachment)
৫৩	অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ
৫৫*	মন্ত্রিসভা (The Cabinet) (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।
৫৬	মন্ত্রীগণ (Ministers)
৫৭	প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ
৫৯	স্থানীয় শাসন
৬৪ **	অ্যাটর্নি জেনারেল (রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা)
৭০ **	ফ্লোর ক্রোসিং
৭৭ ***	ন্যায়পাল
৮১*	অর্থবিল
৮৭*	বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (বাজেট)
৯৩ ***	অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা
৯৪ *	সুপ্রিম কোর্ট গঠন
৯৫ *	বিচারপতি নিয়োগ
৯৬	বিচারকদের পদের মেয়াদ (৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত)
১০২	কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতিদানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা
১০৮*	'কোর্ট অব রেকর্ড' রূপে সুপ্রিম কোর্ট
১১৭ **	প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল
১১৮ ***	নির্বাচন কমিশন
১২৭ **	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
১৩৭ ***	সরকারী কর্ম কমিশন
১৪১ক	জরুরী অবস্থা ঘোষণা
১৪২	সংবিধানের সংশোধনের ক্ষমতা
১৪৫	চুক্তি ও দলিল
১৪৫ক	আন্তর্জাতিক চুক্তি
১৪৮	পদের শপথ
১৫০	ক্রান্তিকালীন অস্থায়ী বিধানাবলি
১৫২	ব্যাখ্যা
১৫৩	প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

- ➢ ৩ সদস্যের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন- প্রধান বিচারপতি। নির্বাহী বিভাগের পরিচ্ছেদ রয়েছে- ৫টি।
- ➢ সংসদ সদস্য নয় কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এমন মন্ত্রীদের বলে- টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী [মন্ত্রীসভার এক দশমাংশ (১০%) টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী]
- ➢ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা (CEO) প্রযুক্ত হয়- প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও পদ

- ➢ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান – নির্বাচন কমিশন, অ্যাটর্নি জেনারেল, মহাহিস নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এবং সরকারী কর্মকমিশন।
- ➢ সাংবিধানিক পদ – রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, স্পিকার, ন্যায়পাল, প্র বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান।
- ➢ সাংবিধানিক যে পদের শপথ নেই- অ্যাটর্নি জেনারেল।
- ➢ বাংলাদেশের সাংবিধানিক পদসমূহ- ৯টি (ন্যায়পাল পদটি এখ বাস্তবায়িত হয়নি)।
- ➢ বাংলাদেশে প্রধান হিসাব রক্ষকের পদবী- Comptroller of Audit

তফসিল

তফসিল : ৭টি যথা-

- প্রথম তফসিল : অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন।
- দ্বিতীয় তফসিল : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)।
- তৃতীয় তফসিল : শপথ ও ঘোষণা।
- চতুর্থ তফসিল : ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি।
- পঞ্চম তফসিল : ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ।**
- ষষ্ঠ তফসিল : ২৫ মার্চ, ১৯৭১; ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গব শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা।***
- সপ্তম তফসিল : ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ এর মুজিবনগর সরকারের জারিকৃ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।***

সংবিধান সংশোধনী**

সংশোধনী	সাল	বিষয়
প্রথম সংশোধনী	১৯৭৩	• যুদ্ধপরাধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ
দ্বিতীয় সংশোধনী	১৯৭৩	• জরুরি অবস্থার বিধান
তৃতীয় সংশোধনী	১৯৭৪	• সীমান্ত চুক্তি/ছিটমহল বিনিময় চুক্তি
চতুর্থ সংশোধনী	১৯৭৫	• সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু • বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি (বাকশাল) প্রতিষ্ঠ
পঞ্চম সংশোধনী	১৯৭৯	• সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন • জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী • প্রথম বিকৃত সংশোধনী (First Distortion) বলা হয়
অষ্টম সংশোধনী	১৯৮৮	• ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয় • Dacca কে Dhaka করা হয় • Bengali কে Bangla করা হয়
দ্বাদশ সংশোধনী	১৯৯১	• রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রবর্তন
ত্রয়োদশ সংশোধনী	১৯৯৬	• তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু
পঞ্চদশ সংশোধনী	২০১১	• তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত • স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজিত হয় • বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সংযোজন • জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ • সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫টি থেকে ৫০ টিতে বৃদ্ধি করা হয় • ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি পুনঃরায় বহাল রাখা হয়
ষোড়শ সংশোধনী	২০১৪	• বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে প্রদান • ২০১৭ সালের ৩ জুলাই- ষোড়শ সংশোধনীকে সুপ্রিমকোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেন।
সপ্তদশ সংশোধনী	৮ জুলাই ২০১৮	• সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন আগামী ২৫ বছরের জন্য নির্ধারণ

Note: *এ পর্যন্ত সংবিধান সংশোধনী হাইকোর্ট বাতিল করে- ৪টি (পঞ্চম, সপ্তম, ত্রয়োদশ, ষোড়শ)।* বঙ্গবন্ধুর সময় সংবিধান সংশোধনী হয়- ৪টি।

জাতীয় সংসদ (House of The Nation)***

- ➢ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ/আইনসভা/পার্লামেন্ট।
- ➢ বাংলাদেশের আইনসভা- এককক্ষ বিশিষ্ট
- ➢ জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর- ১৯৬১ সাল আইয়ুব খান কর্তৃক।
- ➢ জাতীয় সংসদ ভবনের উদ্বোধন- ১৯৮২ সালে আব্দুস ছাত্তার কর্তৃক।
- ➢ জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি- লুই আই কান (এস্তোনিয়ার বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক), ২১৫ একর জায়গাতে ৯তলা ভবন অবস্থিত।
- ➢ স্থাপত্যিক সৌন্দর্যের জন্য 'আগাখান পুরষ্কার' পায়- ১৯৮৯ সালে
- ➢ জাতীয় সংসদ ভবনের প্রতীক- শাপলা।
- ➢ জাতীয় সংসদ ভবনের মোট আসন- ৩৫০টি (নির্বাচিত আসন ৩০০টি, সংরক্ষিত আসন ৫০টি)
- ➢ নির্বাচিত ৩০০ আসনের ১ নং আসন আছে- পঞ্চগড়।
- ➢ নির্বাচিত ৩০০ আসনের ৩০০ নং আসন আছে- বান্দরবান।
- ➢ সবচেয়ে বেশি সংসদের আসন রয়েছে- ঢাকা জেলায় (২০টি)
- ➢ সবচেয়ে কম সংসদের আসন রয়েছে- ৩টি জেলায় (রাঙামাটি ১টি, খাগড়াছড়ি ১টি, বান্দরবান ১টি)
- ➢ জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না- ৪র্থ জাতীয় সংসদে
- ➢ জাতীয় সংসদের স্পীকারের ভোটকে বলে- কাস্টিং ভোট।
- ➢ জাতীয় সংসদে ফ্লোর ক্রোসিং হলো – নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দান বা অন্য দলে যোগদান করা।
- ➢ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন হয়- ৭ মার্চ, ১৯৭৩ সাল।
- ➢ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে- ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- ➢ জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার- মোহাম্মদ উল্লাহ।
- ➢ জাতীয় সংসদের প্রথম নেতা- শেখ মুজিবুর রহমান।
- ➢ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত, ভেঙ্গে দিতে পারেন ও অভিভাবক- রাষ্ট্রপতি (যিনি ৩৫ বছর বয়সে নিয়োগ পান)।
- ➢ সংসদ সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত বিল – বেসরকারি বিল
- ➢ মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত বিল – সরকারি বিল
- ➢ জাতীয় সংসদে অধিবেশনের পরিচালনা করেন, বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেন- স্পিকার।
- ➢ জাতীয় সংসদের হুইপের কাজ হলো- সংসদের শৃংঙ্খলা রক্ষা করা।
- ➢ বর্তমান সংসদ ভবনের পূর্বে কার্যক্রম হয় – ঢাবি'র জগন্নাথ হলে।
- ➢ বাংলাদেশের যে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়- ৭ম সংসদে
- ➢ সাদা-কালো পোস্টার, ছবি যুক্ত ভোটার তালিকা, না ভোট চালু হয়- নবম সংসদে
- ➢ প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, স্পীকার, প্রধান বিচারপতি কে নিয়োগ ও শপথ বাক্য পাঠ করান- রাষ্ট্রপতি।
- ➢ রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান- স্পীকার।
- ➢ নির্বাচন কমিশনের প্রধান, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রধান, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান কে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি কিন্তু শপথ বাক্য পাঠ করান- প্রধান বিচারপতি।
- ➢ প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবনের নাম – গণভবন, (শেরে বাংলা নগর)।
- ➢ রাষ্ট্রপতির বাস ভবনের নাম- বঙ্গভবন (দিলকুশা, মতিঝিল)।
- ➢ বাংলাদেশ প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র হলো- সচিবালয়
- ➢ সরকারি যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম গৃহিত হয়- সচিবালয়ে
- ➢ বাংলাদেশের সচিবালয় হলো- আমলাতান্ত্রিক
- ➢ সংসদ কক্ষের সামনের দিকের আসনগুলোকে বলা হয় – ট্রেজারি বেঞ্চ/ফ্রন্ট বেঞ্চ
- ➢ বিরোধি দলের সদস্যদের সরকারি কোন সিদ্ধান্ত বা স্পিকারের রুলিং এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বলে – ওয়াক আউট।

সংখ্যাতত্ত্ব

১২০	জরুরী অবস্থার মেয়াদ সর্বোচ্চ ১২০ দিন
৯০	উপনির্বাচনের মেয়াদ ৯০ দিন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ছিল ৯০ দিন, স্পীকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন সংসদ সদস্য ৯০ দিনের বেশি সংসদের বাহিরে থাকতে পারবেন না।
৬০	দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময় সর্বোচ্চ ৬০ দিন, সংসদের কোরাম হয় ৬০ জন নিয়ে।
৩০	সাধারণ নির্বাচন হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে
১৫	রাষ্ট্রপতি যে কোন বিল স্বাক্ষরের জন্য সময় পান ১৫ দিন
৭	সংশোধিত বিলের জন্য রাষ্ট্রপতি সময় পান ৭ দিন

Warrant of Precedence বা রাষ্ট্রের পদমানক্রম

প্রথম	(রাষ্ট্রপ্রধান) মহামান্য রাষ্ট্রপতি***
দ্বিতীয়	(সরকার প্রধান) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী***
তৃতীয়	জাতীয় সংসদের স্পীকার
চতুর্থ	বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিবৃন্দ
পঞ্চম	মন্ত্রিবর্গ, চীফ হুইফ, ডেপুটি স্পীকার, বিরোধী দলীয় নেতা
সপ্তম	বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জাতীয় অধ্যাপক, সচিব পদ

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর সদর দপ্তর

বাহিনীর নাম	সদর দপ্তর	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	কুর্মিটোলা, ঢাকা	ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ নৌবাহিনী	বনানী, ঢাকা	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	কুর্মিটোলা, ঢাকা	যশোর
বাংলাদেশ পুলিশ	ফুলবাড়িয়া	সারদা, রাজশাহী
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)	পিলখানা, ঢাকা	বাইতুল ইজ্জত, সাতকানিয়া
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	খিলগাঁও, ঢাকা	সফিপুর, গাজীপুর

বাংলাদেশের নদ-নদী

- ➢ নদী সম্পর্কিত বিদ্যাকে বলা হয়- পোটোমলোজি। (Potamology)
- ➢ যৌথ নদী কমিশন (JRC) গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- ➢ বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত/অভিন্ন নদী- ৫৭টি।
- ➢ বাংলাদেশ ও ভারত এর মধ্যে অভিন্ন নদীর সংখ্যা- ৫৪টি।
- ➢ মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী- ৩টি (নাফ, মাতামুহুরী, সাঙ্গু)।
- ➢ বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত- হারুকান্দি, ফরিদপুর।
- ➢ বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- ➢ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানের নদী- ২টি (পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র)
- ➢ কুমিল্লার দুঃখ বলা হয়/ যে নদীতে জোয়ার ভাটা হয় না – গোমতী নদীকে।
- ➢ ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট নদী- যমুনা।
- ➢ পশ্চিমাঞ্চলের লাইফ লাইন বলা হয়- গড়াই নদীকে।
- ➢ পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়- বিল ডাকাতিয়াকে।
- ➢ বাংলার দঃখ বলা হয়- দামোদার নদীকে।
- ➢ চট্টগ্রামের দঃখ বলা হয়- চাকতাই খালকে।
- ➢ বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম খাল- গাবখান খাল (দৈর্ঘ্য- ১৮ কিমি)
- ➢ বাংলার সুয়েজখাল বলা হয়- গাবখান নদীকে (ঝালকাঠি)।
- ➢ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী- নাফ (দৈর্ঘ্য ৫৬ কি. মি.)।
- ➢ বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়াভাঙ্গা। (সাতক্ষীরা জেলার সীমান্তে, দৈর্ঘ্য ৩৮ কি.মি)

- বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্তি নদী- হালদা (অপশনে না থাকলে দিবো- মাতামুহুরী)
- বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র - হালদা নদী।
- এশিয়ার বৃহত্তম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র-হালদা নদী।
- বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর- নারায়ণগঞ্জ।
- বাংলাদেশের একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম নদী- কর্ণফুলী।
- বাংলাদেশের একমাত্র খরস্রোতা নদী-কর্ণফুলী।
- ব্রহ্মপুত্র নদের বর্তমান প্রবাহ যে নামে পরিচিত- যমুনা।
- ব্রহ্মপুত্র নদের ভারতীয় অংশের নাম- ডিহি।
- ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বতীয় অংশের নাম- সানপো।
- তিব্বত (চীন)-ভারত, ভুটান-বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদ- ব্রহ্মপুত্র
- নেপাল-ভারত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী- পদ্মা।
- যে নদীটির নামকরণ করা হয়েছে একজন ব্যক্তির নামে- রূপসা (রূপলাল শাহ)।
- যে নদীটির নামে জেলার নামকরণ করা হয়েছে- ফেনী (ফেনী জেলা)।
- বাংলাদেশ থেকে ভারত গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে এসেছে এমন নদী- ৪টি (আত্রাই, মহানন্দা, পুনর্ভবা, টাঙ্গন)।
- চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী- আত্রাই।
- বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী নদী- ১টি (কুলিখ)।
- উৎপত্তিস্থলে মেঘনা নদীর নাম- বরাক।
- নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত জনগণকে বলা হয়- সিকস্তি।
- নদীর চর জাগলে যারা চাষাবাদ শুরু করে তাদের বলা হয়- পয়স্তী।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী - পদ্মা নদী (দৈর্ঘ্য - ৩৪১ কি.মি)
- বাংলাদেশের বৃহত্তম, প্রশস্ততম, গভীরতম, নাব্যতম, চির যৌবনা নদী- মেঘনা
- বাংলাদেশের অধিক পথ অতিক্রান্ত নদ, বৃহত্তম নদ- ব্রহ্মপুত্র
- সম্প্রতি যে নদীতে চীন বাঁধ দিচ্ছে- ব্রহ্মপুত্র
- ময়মনসিংহ শহর যে নদীর তীরে অবস্থিত- পুরাতন ব্রহ্মপুত্র
- তিস্তা ও করতোয়া যে নদের উপ নদী- ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা
- পদ্মা নদীর শাখা নদী - কুমার ও গড়াই
- ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী- যমুনা
- হাইকোর্ট যে নদীকে প্রথম জীবন্ত সত্ত্বা বলে আখ্যায়িত করেন- তুরাগ নদী
- অধিক চর বেষ্টিত নদী- যমুনা
- যমুনা ও বাঙালি নদী মিলিত হয়েছে- বগুড়ায়
- ঢাকা শহরকে বন্যার পানি থেকে রক্ষার জন্য বাকল্যান্ড বাঁধ দেওয়া হয় যে নদীতে- বুড়িগঙ্গা নদীতে
- বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়- হালদা নদীকে

নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

নদীর নাম	উৎপত্তিস্থল
গঙ্গা/পদ্মা**	হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে
মহানন্দা	হিমালয় পর্বতমালার মহালদিরাম পাহাড় থেকে
ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা*	তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ
তিস্তা, করতোয়া*	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে
বরাক, সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা	নাগা-মনিপুরী পাহাড়ের দক্ষিণের লুসাই পাহাড় থেকে
কর্ণফুলি*	মিজোরামের লুসাই পাহাড় থেকে
নাফ, সাঙ্গু	মিয়ানমার ও বাংলাদেশের আরাকান পর্বত থেকে
মাতামুহুরী	বান্দরবানের লামার মইভার পর্বত থেকে
হালদা**	খাগড়াছড়ির বাদনাতলী শৃঙ্গ থেকে
ফেনী নদী	ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল

বর্তমান ও পুরাতন নাম

পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম
দোলাই*	বুড়িগঙ্গা	নলিনী/কীর্তিনাশা	পদ্মা
জোনাই	যমুনা	লৌহিত্য**	ব্রহ্মপুত্র

প্রধান নদী সমূহের মিলিত স্থান ও প্রবাহ

নদী	মিলিতস্থল	সম্মিলিত প্রবাহ
পদ্মা ও যমুনা**	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী	পদ্মা
পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া	চাঁদপুর	মেঘনা
তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী, কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা*	ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ	মেঘনা
সুরমা ও কুশিয়ারা	আজমেরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ	কালনী/মেঘনা
বাঙ্গালী ও যমুনা নদী**	বগুড়া	যমুনা
হালদা ও কর্ণফুলী	কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী

বিভিন্ন নদীর উপরের গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ

ফারাক্কা বাঁধ (বাংলাদেশের মরণ ফাঁদ)

- বাধ দেওয়া হয়- গঙ্গা নদীর উজানে পশ্চিমবঙ্গের মনোহরপুর গ্রামে।
- নির্মাণ কাজ শুরু হয়-১৯৬১ সালে এবং শেষ হয়- ১৯৭৫ সালে।
- পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হয়-১৯৭৫ সালে।
- বাংলাদেশের চাঁপাই সীমান্ত থেকে দূরত্ব-১৬.৫ কি.মি/১১ মাইল।
- মাওলানা ভাসানী রাজশাহী থেকে ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে লং মা করেন- ১৬ মে ১৯৭৬। (লং মার্চ যাত্রায় অসুস্থ হয়ে ১৯৭৬ সা ১৭ই নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন) ফারাক্কা দিবস- ১৬ মে।

টিপাইমুখ বাঁধ

- বাঁধ নির্মাণ- ভারতের মনিপুর রাজ্যের বরাক নদীতে।
- বাংলাদেশের সিলেট থেকে দূরত্ব- ১০০ কি.মি।
- যে দুই নদীর সংযোগ মুখে- বরাক ও তুইভাই
- নির্মাণ কাজ শুরু হয়- ২০০৫ সালে।

তিস্তা ব্যারেজ

- অবস্থিত- লালমনিরহাট জেলার সীমান্তে তিস্তা নদীতে।
- কাজ শুরু হয়- ১৯৭৯ সালে এবং শেষ হয়- ১৯৯০ সালে।
- দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প- তিস্তা সেচ প্রকল্প।
- ঢাকা শহরকে বন্যার পানি থেকে রক্ষার জন্য ১৮৬৪ সালে কমিশনা সি টি বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে তৈরী করেন- বাকল্যান্ড বাঁধ।
- বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প- গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (GK)
- ঢাকা শহরকে রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেম (DND) প্রকল্প।
- বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূল রেখায় বন্যা ঘটে- জলোচ্ছ জনিত বন্যা। ঘুর্ণিঝড় ও প্রবল জোয়ারের কারণে এ বন্যা হয়।
- বাংলাদেশে ভূমিধ্বস ঘটে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের- পার্বত্য এলাকায়।
- দেশের ভূমিকম্প বিবেচনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ- উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চ

বাংলাদেশের স্থলবন্দর

- বর্তমান স্থল বন্দর- ২৫টি (সর্বশেষ- মুজিবনগর, মেহেরপুর)
- মুজিবনগরকে স্থল বন্দর ঘোষণা করা হয়- ২৭ মে, ২০২১ সালে।
- মুজিবনগর স্থল বন্দরের ভারতীয় স্থলবন্দরের নাম- হৃদয়পুর।
- প্রস্তাবিত নতুন স্থলবন্দর- প্রাগপুর, কুষ্টিয়া।
- দেশের সবচেয়ে বড় স্থলবন্দর- বেনাপোল, যশোর।
- দেশের ২য় বৃহত্তম স্থল বন্দর- হিলি, দিনাজপুর।
- মিয়ানমারের সাথে বাণিজ্য কার্যক্রম চলে- টেকনাফ বন্দর দিয়ে।

- বাংলাদেশ, ভারত ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য কার্যক্রম চলে- লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নদী বন্দর অবস্থিত- নারায়নগঞ্জে
- সিলেট জেলায় স্থলবন্দর- ৩টি (তামাবিল, শ্যাওলা ও ভোলাগঞ্জ)

স্থলবন্দর	জেলা	স্থলবন্দর	জেলা
ভোমরা	সাতক্ষীরা	বিলোনিয়া	ফেনী
সোনা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বিরল ও হিলি	দিনাজপুর
হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	দর্শনা ও দৌলতগঞ্জ	চুয়াডাঙ্গা
তামাবিল	সিলেট	বুড়িমারী	লালমনিরহাট
বিবির বাজার	কুমিল্লা		

বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর

বর্তমান সমুদ্রবন্দর- ৩টি

নাম	প্রতিষ্ঠা	নদী
চট্টগ্রাম বন্দর (চট্টগ্রাম)	১৮৮৭ সালে	কর্ণফুলী নদীর তীরে (ব্রিটিশ আমলে তৈরি)
মংলা বন্দর (বাগেরহাট)	১৯৫০ সালে	পশুর নদীর তীরে (পাকিস্তান আমলে তৈরি)
পায়রা বন্দর (পটুয়াখালী)	২০১৬ সালে	রামনাবাদ চ্যানেল/আন্দারমানিক নদীর তীরে (স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম বন্দর)
মাতারবাড়ি কক্সবাজার	নির্মানাধীন	দেশের চতুর্থ সমুদ্র বন্দর, প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর

সমুদ্র সৈকত

- বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত- কক্সবাজার (দৈর্ঘ্য- ১২০ কি. মি.)
- বাংলাদেশের ২য় প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত- কুয়াকাটা, পটুয়াখালী (১৮ কি.মি)
- "হিমালয়ের কন্যা" বলা হয়- পঞ্চগড়কে।
- যে সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়- কুয়াকাটা।
- "ইনানী বীচ" অবস্থিত- কক্সবাজার।
- 'কটকা সমুদ্র সৈকত' অবস্থিত - কয়রা, খুলনা (সুন্দরবন)

সমুদ্র সৈকত	অবস্থান	দৈর্ঘ্য
কক্সবাজার	কক্সবাজার	১২০ কি.মি.
কুয়াকাটা	পটুয়াখালী	১৮ কি.মি.
পতেঙ্গা	চট্টগ্রাম	৫ কি.মি.
পারকী	চট্টগ্রাম	১৩ কি.মি.

বাংলাদেশের পাহাড়-পর্বত; হাওর ও বিল

শৃঙ্গ

- পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ- মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৪৮.৮৬ মিটার)
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- তাজিংডং বা বিজয় (১২৩১ মিটার)
- বাংলাদেশের ২য় পর্বতশৃঙ্গ- কেওক্রাডং (১২৩০ মিটার)

দ্বীপ

- বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ- সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার (আয়তন ৮ বর্গ কি. মি)
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের অপর নাম- নারিকেল জিঞ্জিরা, দারুচিনি দ্বীপ।
- বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের স্থান- ছেঁড়া দ্বীপ, কক্সবাজার (আয়তন- ৩ বর্গ কিমি) এটি সেন্টমার্টিনের দক্ষিণে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের যে দ্বীপ "বাতিঘরের" জন্য বিখ্যাত- কুতুবদিয়া (কক্সবাজার)
- বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ- মহেশখালী (কক্সবাজার)
- দেশের প্রথম ডিজিটাল আইল্যান্ড ঘোষণা করা হয়- মহেশখালী দ্বীপকে।
- আদিনাথের মন্দির আছে যে দ্বীপে- মহেশখালী।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ- ভোলা।
- এক দ্বীপ এক জেলা/দ্বীপের রানী/দ্বীপ কন্যা- ভোলা।
- সাগর দ্বীপ/দ্বীপ জেলা- ভোলা।
- পর্তুগিজরা যে দ্বীপে বাস করতো- মনপুরা দ্বীপে (ভোলা)
- "সন্দ্বীপ দ্বীপ" অবস্থিত- চট্টগ্রাম
- 'নিঝুম দ্বীপ' অবস্থিত- নোয়াখালীর হাতিয়ায় মেঘনা নদীর মোহনায়
- নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম- বাউলার চর, বালুয়ার চর, চর ওসমান।
- হাতিয়া দ্বীপ, ভাসান চর অবস্থিত- নোয়াখালী
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একমাত্র বিরোধপূর্ণ দ্বীপ ছিল- দক্ষিণ তালপট্টি (সাতক্ষীরা জেলার সীমান্তে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়)।
- দক্ষিণ তালপট্টির অপর নাম- নিউমুর বা পূর্বাশা (দৈর্ঘ্য- ১০ কিমি)
- মৎস্য আহরণ ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত সোনাদিয়া দ্বীপ অবস্থিত- কক্সবাজার। (দ্বীপের দৈর্ঘ্য- ৭ কিমি)
- প্রাচীনকালে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরি হতো- সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।
- ১৯৯২ সালে সুন্দরবনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে আবিষ্কৃত হয়- বঙ্গবন্ধু দ্বীপ, (দ্বীপের আয়তন- ৭.৮৪ বর্গকিলোমিটার)
- মেঘনা নদী ও বঙ্গোপসাগরের মহনায় নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চরঈশ্বর ইউনিয়নের দ্বীপ- ভাসানচর।
- ১৬ হাজার একর বা ৮ বর্গ কি.মি. ভাসানচর গঠিত দুটি চরের সমন্বয়ে- ঠেঙ্গার চর এবং জালিয়ার চর।
- ভাসানচর নামকরণ করেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পাহাড়

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড়- গারো পাহাড় (বৃহত্তম ময়মনসিংহ)
- "লালমাই পাহাড়" অবস্থিত- কুমিল্লা
- চট্টগ্রামের বৃহত্তম পাহাড়- বাটালী পাহাড়
- খাগড়াছড়ির বৃহত্তম পাহাড়- আলুটিলা পাহাড়
- পাহাড়ের রানী বলা হয়- চিম্বুক পাহাড় (বান্দরবান)
- হিন্দুদের তীর্থস্থানের জন্য বিখ্যাত- চন্দ্রনাথের পাহাড়, চট্টগ্রাম
- ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে যে পাহাড়ে- কুলাউড়া (মৌলভীবাজার)

ঝরনা

- "উষ্ণ পানির ঝরনা" (উষ্ণ প্রস্রবণ)- চন্দ্রনাথ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
- 'শীতল পানির ঝরনা'- হিমছড়ি, কক্সবাজার শহর থেকে ১২ কিমি দূরে
- "শুভলং ঝরনা" অবস্থিত- বরকল, রাঙ্গামাটি।

জলপ্রপাত

- দেশের বৃহত্তম জলপ্রপাত "মাধবকুন্ড জলপ্রপাত" অবস্থিত- বড়লেখা, মৌলভীবাজার (এটি পাথুরিয়া পাহাড় থেকে উৎপত্তি)
- দেশের উচ্চতম জলপ্রপাত "ঋজুক জলপ্রপাত" অবস্থিত- রুমা, বান্দরবান।
- হামহাম জলপ্রপাত অবস্থিত- কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
- শৈল প্রপাত, নাফাখুম, আমিয়াখুম জলপ্রপাত অবস্থিত- বান্দরবান।

হ্রদ (Lake)

- "হ্রদের জেলা" বলা হয়- রাঙ্গামাটি কে
- "কাপ্তাই হ্রদ" অবস্থিত- রাঙ্গামাটি।(১৯৬২ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়)
- "ফয়েজ লেক" অবস্থিত- চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে (এটি কৃত্রিম হ্রদ)
- "জাফলং লেক" অবস্থিত- সিলেটে
- "ক্রিসেন্ট লেক" অবস্থিত- ঢাকায় (জাতীয় সংসদ ভবনের পাশে)
- "প্রান্তিক লেক" (হলুদিয়া) ও "বগা লেক" অবস্থিত- বান্দরবান

হাওর

- বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর "হাকালুকি হাওর" অবস্থিত– মৌলভীবাজার
- সুনামগঞ্জের "টাঙ্গুয়ার হাওর"-কে রামসার সাইট হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় – ২০০০ সালে। হাওরের গেটওয়ে বলে – কিশোরগঞ্জকে।
- টাঙ্গুয়ার হাওরের অপরনাম – নয় কুড়ি কান্দার ছয় কুড়ি বিল।
- প্রথম মৎস্য অভয়াশ্রম 'হাইল হাওর' অবস্থিত – মৌলভীবাজার।
- সবচেয়ে ছোট হাওর 'বরবুক হাওর' অবস্থিত – সিলেট।

বিল

- বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল– চলন বিল (পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ)
- চলন বিলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদী– আত্রাই নদী।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিল– তামাবিল, সিলেট
- "পশ্চিমা বাহিনীর নদী" বলা হয়– বিল ডাকাতিয়াকে, খুলনা
- "কোলাবিল বিল" অবস্থিত– খুলনা
- "আড়িয়াল বিল" অবস্থিত– মুন্সিগঞ্জ
- "ভবদহ বিল" অবস্থিত– যশোর
- বাইক্কা বিল অবস্থিত – মৌলভীবাজার
- পদ্মা বিল, বাঘিয়া বিল অবস্থিত – গোপালগঞ্জ

উপত্যকা

"হালদা ভ্যালি"	খাগড়াছড়ি
মাইনমুখী ভ্যালি, সাজেক ভ্যালি ও ভেঙ্গী ভ্যালি	রাঙ্গামাটি
"নাপিত খালি ভ্যালি"	কক্সবাজার
"বলিশিরা ভ্যালি"	মৌলভীবাজার

চর

দুবলার চর	সুন্দরবনের দক্ষিণে
নির্মল চর (বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী চর)	রাজশাহী
চর মানিক, চর নিউটন, চর জব্বার, চর কুকরি মুকরি	ভোলা
চর গজারিয়া, চর আলেকজান্ডার	লক্ষ্মীপুর
মুহুরীর চর	ফেনী
চর ওসমান, বাউলার চর, বালুয়ার চর	নোয়াখালী

ইকো পার্ক

- প্রথম ইকো পার্ক– সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথের পাহাড়, চট্টগ্রাম।
- দ্বিতীয় ইকোপার্ক– মৌলভীবাজারের মাধবকুন্ডের মুরাইছড়াই।
- টিলাগড় ইকোপার্ক– সিলেট।
- মুরাইছড়া ইকোপার্ক– বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

সাফারী পার্ক

- দেশের ১ম সাফারী পার্ক "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক" অবস্থিত– ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
- ২য় সাফারী পার্ক "বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক" – শ্রীপুর, গাজীপুর (২০১৩)

অন্যান্য পার্ক ও উদ্যান

- দেশের ১ম "হাইটেক পার্ক" নির্মাণ করা হচ্ছে– কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- দেশের ১ম "প্রজাপতি পার্ক" অবস্থিত– পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
- শেখ রাসেল এভিয়ারি এন্ড ইকো পার্ক অস্থিত– রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
- বলধা গার্ডেন অবস্থিত– ওয়ারী, ঢাকা (১৯০৯ সালে ভাওয়াল জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী এটি সূচনা করেন)।
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান অবস্থিত– মৌলভীবাজার (এটি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও ক্রান্তীয় আধা চিরহরিৎ বনভূমির অন্তর্ভূক্ত)

জনসংখ্যা, জনশুমারি, উপজাতি

- মেগাসিটি বলা হয়– যে শহরের জনসংখ্যা ১ কোটির অধিক
- মেটাসিটি বলা হয়– যে শহরের জনসংখ্যা ২ কোটির অধিক
- বিশ্বের বৃহত্তম মেগাসিটি ও মেটাসিটি হল– জাপান।
- 'জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে আর উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হা বলেছেন– রবার্ট ম্যালথাস।
- উপমহাদেশে আদমশুমারি চালু করে– ১৮৭২ সালে লর্ড মেঁয়ো
- বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়– ১৯৭৪ সালে
- ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহ গণনা শুরু– ২০২২ সালে
- বর্তমান বাংলাদেশের মোট উপজাতি– সরকারি হিসেব অনুযায়ী ৫০টি ও আদিবাসী রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৫টি।
- বৃহত্তম উপজাতি– চাকমা। (২য় বৃহত্তম উপজাতি-মারমা)
- সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উপজাতি– ভিল।
- উপজাতিদের বর্ষবরণ অনষ্ঠান– বৈসাবি (ত্রিপুরা, মারমা, চাকমা)।
- মুসলিম উপজাতি– পাঙ্গন ও লাউয়া। চাকমা গ্রামকে বলে– আদম
- প্রধান মাতৃতান্ত্রিক– গারো ও খাসিয়া। কির পূজা করে– ত্রিপুরা
- প্রধান পিতৃতান্ত্রিক– মারমা ও হাজং।
- খাসিয়াদের দেবতা– উব্লাই নাংথুউ।
- বিশ্ব আদিবাসি দিবস– ৯ আগস্ট।
- রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা অনুষ্ঠান– মনিপুরি।
- যে বিভাগে উপজাতি নেই– খুলনা
- বৌদ্ধ ধর্মালম্বী– চাকমা, মারমা, রাখাইন
- নির্বাণ ধারনাটি সংশ্লিষ্ট– বৌদ্ধ ধর্মের সাথে
- খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী– গারো, খাসিয়া। সমতলে বাস করে – সাঁওতাল।
- সনাতন ধর্মাবলম্বী– ত্রিপুরা। উপজাতি যাদুঘর অবস্থিত– রাঙ্গামাটি।
- মনিপুরি ললিতকলা একাডেমি– মৌলভীবাজার।
- মনিপুরি রাজবাড়ী অবস্থিত– সিলেটের মির্জা জাঙ্গালে।
- পাহাড়ীদের রাজস্ব আদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসব– রাজপূর্ণাহ।
- একমাত্র বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ চালু রয়েছে– হাজংদে ওয়াংগালা যার প্রতীক– আদিত্য (সূর্য)
- বান্দরবানের আদিবাসি রাজাকে বলা হয়– বোমাং রাজা
- কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান যে অঞ্চল পালন করে– পার্বত্য চট্টগ্রাম
- খাসিয়া গ্রামগুলো পরিচিত– পুঞ্জি নামে
- চাকমাদের ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস– ফেবো (২০০৪ সাল)
- ফেসবুকের দ্বিতীয় ভাষা– চাকমা ভাষা
- সাঁওতাল বা কার্পাস বিদ্রোহ হয়– ১৮৫৫-৫৬ সালে
- মনিপুরি ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি বাস করে – মৌলভীবাজার।

উপজাতিদের ভাষা

উপজাতি	ভাষা	উপজাতি	ভাষা
গারো	মান্দি/মান্দি খুশিক	মগ	পালি
ওরাও	সারদি, কুরুখ	খাসিয়া	মনখেমে
ত্রিপুরা	ককবরক	মনিপুরি	বিষ্ণুপ্রিয়া

উপজাতিদের অবস্থান

- গারো, হাজং, হদি, হাদুই– বৃহত্তর ময়মনসিংহ।
- মনিপুরি, খাসিয়া, পাত্র – বৃহত্তর সিলেট।
- রাখাইন, মগ, রোহিঙ্গা – পটুয়াখালী ও কক্সবাজার।
- সাঁওতাল– দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর।
- রাজবংশী, ওরাও, কোল– রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও।
- বাওয়ালী, মাওয়ালী- সুন্দরবন; পাঙন- মৌলভীবাজার।
- মাহাতু– সিরাজগঞ্জ ও নওগাঁ।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে– ১১টি উপজাতি (চাকমা, মার তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, মুরং, চাক, পাংখোয়া)

অনুষ্ঠান-বর্ষবরণ

- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী – বিরিশিরি, নেত্রকোনা (১৯৭৭)
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সিটিটিউট– বান্দরবান।
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র– রাঙ্গামাটি।
    - চাকমা- বিঝু • মারমা- সাংগ্রাই,
    - গারো– ওয়ানগালা • রাখাইন-জলকেলি, সান্দ্রে
    - ত্রিপুরা-বৈসুক • সাঁওতাল– সোহরাই/বাহা।

অর্থনীতি

- অর্থনীতির ইংরেজি প্রতি শব্দ– Economics যা গ্রীক শব্দ oikonomia থেকে এসেছে যার অর্থ– গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনা।
- প্রাচীন কালে অর্থনীতি বিষয়ে অগোছালো তথ্য পাওয়া যায়– চাণক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে।
- অর্থনীতির জনক – এ্যাডাম স্মিথ (১৭৭৬ সালে "Wealth of Nations" গ্রন্থে প্রথম অর্থনীতির ধারনা দেন)
- আধুনিক অর্থনীতির জনক বলা হয় – পল স্যামুয়েলসনকে (প্রথম মার্কিন হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী)
- অর্থনীতিকে "সম্পদের বিজ্ঞান" বলেছেন – এ্যাডাম স্মিথ
- অর্থনীতিতে "অদৃশ্য হাত" কথাটি ব্যবহার করেন – এ্যাডাম স্মিথ
- অর্থনীতিকে "অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান" বলেছেন – এল রবিন্স
- "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের" ধারনার প্রবক্তা – অধ্যাপক নার্কস
- দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মূল কথা – A country is poor because it is poor.
- অর্থনীতিতে সর্বপ্রথম ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক (Micro & Macro) কথাটি ব্যবহার করেন – রাগনার ফ্রেশ
- পরার্থপরতার অর্থনীতি, আজব ও জবর আজব অর্থনীতি গ্রন্থের লেখক– অর্থনীতিবিদ আকবর আলি খান।
- Untranquil Recollection: The Years of Fulfilment গ্রন্থের লেখক– রেহমান সোবহান।
- ১৯৯৮ সালে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের উপর গবেষণা করে অর্থনীতিতে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন– অমর্ত্য সেন
- মাক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা– ড. মো. ইউনুস (বাংলাদেশ)
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ দেয়/ সাহায্য দেয় – জাপান
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণদাতা সংস্থা বা গোষ্ঠী– বিশ্বব্যাংক [অপশনে না থাকলে দিবো IDA]
- IDA যা পরিচিত– "Soft loan window" নামে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে– যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানী করে যে পণ্য – তৈরি পোশাক।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানী করে যে দেশে – যুক্তরাষ্ট্রে (দ্বিতীয় দেশ জার্মানি)।
- বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগে (FDI) শীর্ষদেশ – যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স লাভ করে – সৌদি আরব থেকে।
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের GSP (Generalized System of Preferences) স্থগিত করে– ২০১৩ সালের ২৭ জুন
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে GSP সুবিধা দেয়– ১৯৭৬ সাল থেকে
- বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয় যে খাতে – VAT (Value Added Text বা মূল্য সংযোজন কর) থেকে।
- মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) চালু হয়- ১৯৯১ সালের ১ জুলাই
- বাংলাদেশে "মুক্ত বাজার অর্থনীতি" (Open Market policy) চালু হয়– ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে।
- কর প্রধানত দুই ধরনের– ১. প্রত্যক্ষ কর ২. পরোক্ষ কর
- প্রত্যক্ষ কর– আয়কর, ভূমিকর, কর্পোরেট কর, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প।
- পরোক্ষ কর– ভ্যাট/মূল্য সংযোজন কর/বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, আবগারি শুল্ক (Excise Duties), আমদানি শুল্ক (Custom Duties), সম্পূরক শুল্ক।
- বাংলাদেশ সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের উৎস– সুদ, প্রশাসনিক ফি, টোল ও লেভি, ভাড়া ও ইজারা।
- সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে– জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (National Board of Revenue- NBR) প্রতিষ্ঠা- ১৯৭২
- উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে-উঠে মুঘল আমলে (হিন্দুস্তান ব্যাংক)
- পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাংক- ব্যাংক অব শাঙ্গী (চীন)।
- বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সকল ব্যাংকের অভিভাবক, মুদ্রা ইস্যুকারী ব্যাংক, নিকাশ ঘর, বৈদেশি মুদ্রার বিনিময় ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করে– বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধানের পদবি– গভর্নর (যার মেয়াদ- ৪ বছর)
- উপমহাদেশে মুদ্রা আইন পাশ হয়- ১৮৩৫ সালে।
- উপমহাদেশে কাগজীমুদ্রা প্রচলন হয়- ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং কর্তৃক
- বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রা প্রচলন হয়- ১৯৭২ সালে ৪ মার্চ।
- বাংলাদেশের মুদ্রার জনক– কে পি মুস্তফা

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিলস্থ প্রধান কার্যালয়ে 'কারেন্সি মিউজিয়াম' স্থাপিত হয়– ২০০৯ সালে।

ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে 'টাকা জাদুঘর' স্থাপিত হয়– ২০১৩ সালে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রদান করে– বছরে দুইবার।
- বর্তমান দেশে মোট নোট হচ্ছে– ১০টি, সরকারি- ৩টি (১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকার নোট) এবং ব্যাংক নোট- ৭টি (১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ (২০০৮ সালে বাজারে আসে) টাকার নোট)
- বাংলাদেশ সর্বশেষ ২০০ টাকার নোট প্রবর্তন করেন– ১৭ মার্চ ২০২০ (বাজারে আসে- ১৮ মার্চ, ২০২০)
- বাংলাদেশে টাকা ছাপানোর কারখানা সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অবস্থিত– শিমুলতলী, গাজীপুর (প্রতিষ্ঠা হয়– ১৯৮৮ সালে)।
- বাংলাদেশের প্রথম নোট– ১ টাকা ও ১০০ টাকা (৪ মার্চ, ১৯৭২)
- সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রথম ছাপানো হয়– ১০ টাকার নোট
- ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয়– জার্মানি থেকে।
- স্বাধীনতার পর প্রথম প্রকাশিত স্মারক ডাক টিকিটের মূল্য– ২০ পয়সা
- 'পরিকল্পিত পরিবার, সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগান– ধাতব ১ টাকা (১৯৭৫)
- 'সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগান– ধাতব ২ টাকা (২০০৪)।
- পলিমার ১০ টাকার নোট অস্ট্রেলিয়া ও ৫০০ টাকা মুদ্রিত– জার্মানি
- বাংলাদেশ ব্যাংকে নোটের মূল্যের শতকরা রিজার্ভ– ৩০% স্বর্ণ/রৌপ্য
- সরকারি নোট ইস্যু করে– অর্থ মন্ত্রণালয় (স্বাক্ষর থাকে- অর্থ সচিবের)
- ব্যাংক নোট ইস্যু করে– বাংলাদেশ ব্যাংক (স্বাক্ষর থাকে- গভর্নরের)
- অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনে দপ্তর রয়েছে– ৪টি (১. অর্থ বিভাগ, ২. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ৩. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ)
- ১ অক্টোবর, ১৯৭৬ প্রতিষ্ঠিত একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ ব্যাংক– ICB (Investment Corporation of Bangladesh)
- বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিমাপে ব্যবহৃত হয়– খাদ্যশক্তি গ্রহণ পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি।
- চরম দারিদ্র্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়– প্রতিদিন ১৮০৫ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ।
- দেশের মোট EPZ (ইপিজেড) আছে- ১০টি। (সরকারি ৮টি এবং বেসরকারি ২টি)।
- সরকারি ৮টি ইপিজেড মনে রাখার টেকনিক– CD MC EUAK C = চট্টগ্রাম (১৯৮৩), D = ঢাকা (১৯৯৩ সাল) M = মংলা, বাগেরহাট, C = কুমিল্লা, E = ঈশ্বরদী, পাবনা, U = উত্তরা, নীলফামারি, A = আদমজী, নারায়ণগঞ্জ, K = কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম
- বেসরকারি ইপিজেড ২টি – i. REPZ (রাঙ্গুনিয়া এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, ১৯৯৯) চট্টগ্রাম। ii. KEPZ (কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, ১৯৯৯) চট্টগ্রাম।
- প্রথম EPZ (ইপিজেড) চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৮৩ সালে।
- সর্বশেষ EPZ (ইপিজেড) চট্টগ্রামে কর্ণফুলিতে প্রতিষ্ঠত হয়-২০০৬ সালে

- দেশের একমাত্র কৃষি ভিত্তিক EPZ (ইপিজেড)-উত্তরা, নীলফমারী।
- EPZ কে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা – BEPZA (প্রতিষ্ঠা- ১৯৮০ সাল)
- দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়ন– PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers)
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো (BBS) প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৭৪ সালে
- আদমশুমারি, কৃষিশুমারি, শিল্প কারখানা ও হাপনাশুমারি পরিচালনা– BBS
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান– প্রধানমন্ত্রী এবং সহসভাপতি- পরিকল্পনামন্ত্রী
- MRA- Microcredit Regulatory Authority

কার্যক্রম	প্রথম চালুকারী
মোবাইল ব্যাংকিং (রকেট)	ডাচ বাংলা ব্যাংক (২০১১ সাল)
বিকাশ (২০১২)	ব্র্যাক ব্যাংক
এজেন্ট ব্যাংকিং (২০১৪)	ব্যাংক এশিয়া
এটিএম কার্ড (১২ জুলাই, ১৯৯৪)	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
নগদ (২০১৯)	সরকারি ডাক বিভাগ
শিউর ক্যাশ স্কুল ব্যাংকিং (২০১০)	রূপালী ব্যাংক
ক্রেডিট কার্ড	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
এম ওয়ালেট	ইসলামী ব্যাংক
রেডি ক্যাশ কার্ড	জনতা ব্যাংক
পেপ্যাল	সোনালী ব্যাংক পিএলসি

- রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক– সোনালী ব্যাংক পিএলসি ।
- সোনালী ব্যাংকের নতুন নাম– সোনালী ব্যাংক পিএলসি।
- প্রথম বেসরকারি ব্যাংক– এবি ব্যাংক (আরব বাংলাদেশ ব্যাংক)
- প্রথম ইসলামী শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক– ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশে প্রথম বিদেশি ব্যাংক– স্টান্ডার্ড চার্টাড ব্যাংক।
- ট্যারিফ কমিশন, টিসিবি যে মন্ত্রণালয়ের অধীন– বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে নির্ধারিত কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে ভোক্তাদের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে– TCB (Trading Corporation of Bangladesh)
- ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করে– TCB
- বাংলাদেশের দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত– বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ও অধিদপ্তর চালু– ২০০৯।
- **EPB**-এর পূর্ণরূপ– Export Promotion Board.
- **CIP**-এর পূর্ণরূপ– Commercially Important Person.
- **CBA**– Collective Bargaining Agent (শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী) এটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন– FBCCI (The Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry)
- ঢাকার ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে পুরনো ও বড় সংগঠন– DCCI (Dhaka Chamber of Commerce and Industry)

শেয়ার বাজার (Stock Market)

- বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে– ২টি
  ১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE প্রতিষ্ঠা– ১৯৫৪ সালে)
  ২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE প্রতিষ্ঠা– ১৯৯৫ সালে)
- প্রস্তাবিত তৃতীয় শেয়ার বাজার– খুলনা স্টক এক্সচেঞ্জ (KSE)
- পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা– SEC (১৯৯৩)
- **SEC** এর পূর্ণরূপ– Securities and Exchange Commission
- ১৯৯৩ সালে **SEC** নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী **BSEC** নামে আত্মপ্রকাশ করে– ২০১২ সালে
- **BSEC** এর পূর্ণরূপ– Bangladesh Securities and Exchange Commission

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

ভাতার নাম	কার্যক্রম	পরিমাণ
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৬	২০,০০০ টাকা
বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৮	৬০০ টাকা
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৮-৯৯	৫৫০টাকা
দারিদ্র্য মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা	কার্যক্রম শুরু- ২০০৭	৮০০ টাকা
আশ্রয়ণ প্রকল্প	কার্যক্রম শুরু- ১৯৯৭	
আশ্রয়ণ প্রকল্প-২	কার্যক্রম শুরু- ২০১০-২০২৩	

আমার বাড়ি আমার খামার/একটি বাড়ি একটি খামার

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের প্রথম উদ্যোগ হচ্ছে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প।
- প্রকল্পটি অনুমোদন করে– ECNEC
- প্রকল্পের মেয়াদ– জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত
- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের নতুন নাম হয়– আমার বাড়ি আমার খামার (২৫ মার্চ, ২০১৯)
- প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়– ৩০ জুন, ২০২১

শব্দ সংক্ষেপ

EVM	Electronic Voting Machine
ATM	Automated Teller Machine
OMR	Optical Mark Reader
SIM	Subscriber Identity Module
VAT	Value Added Tax
GDP	Gross Domestic Product
NDP	Net Domestic Product
GNP	Gross National Product
PRSP	Poverty Reduction Strategy Papers.
TIN	Tax payer Identification Number
BSTI	Bangladesh Standards & Testing Institution
TCP	The Transmission Control Protocol

অর্থনীতি সংক্রান্ত শব্দ, তত্ত্ব ও প্রবক্তা

- "বেইল আউট" কথাটি জড়িত– অর্থনীতির সাথে।
- বিশ্ব গ্রাম (**Global Village**) ধারনা দেন – মার্শাল ম্যাকলুহান
- সবুজ বিপ্লবের জনক – মার্কিন বিজ্ঞানী নরম্যান বুরলগ।
- উবারের জনক – স্টেভিন কালাকিন

তত্ত্ব	প্রবক্তা	তত্ত্ব	প্রবক্তা
সনেট	পেত্রার্ক	সামাজিক চয়ন	অমর্ত্য সেন
জনসংখ্যা তত্ত্ব	ম্যালথাস	খাজনা তত্ত্ব	ডেভিড রিকার্ডো
শ্রম বিভাগ	এ্যাডাম স্মিথ	আধুনিক গণতন্ত্র	জন লক
অলিম্পিক	ব্যারন কুবার্তো	কাম্য জনসংখ্যা	ডালটন
ফ্যাসিজম	মুসোলিনী	আমলাতন্ত্র	ম্যাক্স ওয়েভার
উদ্বৃত্ত মূল্য	কাল মার্কস	ভোক্তার উদ্বৃত্ত	মার্শাল
মজুরি তহবিল	জে.এস.মিল	তুলনামূলক খরচ	ডেভিড রিকার্ডো
এক্সপ্লোরেশন	কার্ল মার্কস	স্বাতন্ত্রবাদ	জন মিল
লেইসে ফেয়ার নীতি	এ্যাডাম স্মিথ	মজুরি নির্ধারণ	ল্যাসলেকে
রক্ষণশীলতা নীতি	মার্গারেট থ্যাচার	সৎ প্রতিবেশী নীতি	আব্রাহাম লিংকন

বাংলাদেশের সম্পদ

বনজ সম্পদ

- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনিস্টিটিউট অবস্থিত– ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
- যে কোন দেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমি থাকা প্রয়োজন- শতকরা ২৫ ভাগ (বাংলাদেশের আছে– ১৭.৫০ ভাগ)।
- **FAO** এর তথ্য মতে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমান – ১০ ভাগ।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই – ২৮টি জেলায়।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা – ১৯টি।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী বনাঞ্চল রয়েছে – ১০টি জেলায়।
- প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বনভূমি রয়েছে – ৭টি জেলায়।
- অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি হলো– চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি আছে যে বিভাগে – চট্টগ্রাম বিভাগে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বনভূমি আছে যে বিভাগে – রাজশাহী বিভাগে।
- একক জেলা হিসেবে সবচেয়ে বেশি বনভূমির পরিমাণ রয়েছে – বাগেরহাট জেলায়।
- গাজীপুরের ভাওয়াল গড়ের বিখ্যাত বনভূমি– শালবন।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ম্যানগ্রোভ বন আছে– ইন্দোনেশিয়া।
- জলাভূমির বন (Swamp Forest) রাতারগুল অবস্থিত– গোয়াইনঘাট, সিলেট। এখানে একমাত্র বন্য গোলাপ পাওয়া যায়।
- বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য– চট্টগ্রামের চুনতি ও ভোলার চর কুকরি মুকরি
- সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা– সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড, মেরিন প্রটেক্টটেড এরিয়া, নিঝুমদ্বীপ।
- পরিবেশ সঙ্কটাপন্ন এলাকা– হাকালুকি হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড়, সুন্দরবন, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, সেন্টমার্টিন, সোনাদিয়া, জাফলং।
- মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে – সেন্টমার্টিন ও তার আশেপাশের ১৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে।

জাতীয় বন সুন্দরবন

- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন/ গড়ান বনভূমি– সুন্দরবন।
- পৃথিবীর বৃহত্তম টাইডাল/স্রোতজ বন– সুন্দরবন।
- যে বনাঞ্চল প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানিদ্বারা প্লাবিত হয়– ম্যানগ্রোভ বন
- বাংলাদেশের ফুসফুস বলা হয়– সুন্দরবনকে।
- সুন্দরবনের মোট আয়তন– ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশ মালিক– ৬,০১৭ বর্গ কিমি. বা ২৪০০ বর্গমাইল
- বাংলাদেশে অবস্থিত সুন্দরবনের– ৬২% (৩৮% ভারত)
- ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করে– সুন্দরবনকে (৭৯৮তম)
- সুন্দরবন রামসার সাইটের অন্তর্ভুক্ত হয়– ১৯৯২ সালে (৫৬০তম)
- সুন্দরবনে অবস্থিত ৩টি পয়েন্ট– হিরন পয়েন্ট, জাফর পয়েন্ট, টাইগার পয়েন্ট
- সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে নির্মিত হচ্ছে – রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- সুন্দরবনকে স্পর্শ করেছে– ৫টি জেলা (তবে প্রত্যক্ষ জেলা – ৩টি)
- টেকনিক: বাঘ সাতারে খুব পটু।
  বাঘ = বাগেরহাট, সাতারে = সাতক্ষীরা, খু = খুলনা,
  ব = বরগুনা, পটু = পটুয়াখালী,
- সুন্দরবনের বাঘ গণনা পদ্ধতিকে বলা হয়– ক্যামেরা ট্র্যাপিং (পূর্বে ছিল পাগমার্ক পদ্ধতি)।
- সুন্দরবন দিবস– ১৪ই ফেব্রুয়ারি।
- সুন্দরবনের সাথে জড়িত নদী– রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা, শ্যালা, পশুর
- সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ– সুন্দরী (৭০%)
- দেশের মোট ব্যবহৃত কাঠের সুন্দরবন যোগান দেয়– ৬০%
- বর্তমানে সুন্দরবনে হরিণ রয়েছে– ২ ধরনের (চিত্রা ও মায়া)
- বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ রয়েছে– ১১৪টি

Note: ২০১৯ সালে ইউনেস্কো ৪৩তম অধিবেশনে আজারবাইজানের বাকুতে সুন্দরবনকে 'ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্ব ঐতিহ্য' বলে ঘোষণা করে।

মৎস্য সম্পদ

- বাংলাদেশের জাতীয় মাছ– ইলিশ।
- ইলিশ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম– *Tenualosa ilisha*
- জাটকা ইলিশ/ ইলিশ ধরা নিষেধ– ২৫ সে.মি (১০ ইঞ্চির) কম।
- রুই মাছের পোনা ধরা নিষেধ– ২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চির) কম
- ইলিশ ও নদীর মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত – চাঁদপুর।
- ইলিশ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়– মেঘনা নদী ও ভোলা জেলায়
- ২০২০ সালে বাংলাদেশে মোট ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে– ৮৬%
- মৎস্য সম্পদে ইলিশের অবদান– ১২%
- ইলিশের অভয়াশ্রম– ৬টি (সর্বশেষ– বরিশাল)
- মিঠা পানির মাছ গবেষাণা কেন্দ্র অবস্থিত - ময়মনসিংহ।
- সামুদ্রিক মাছ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ কে বলে – White Gold।
- বাংলাদেশের হিমায়িত খাদ্য কে বলে- Thurst Sector।
- "গলদা চিংড়ি" রপ্তানী হয় – আশির দশক থেকে
- চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত– বাগেরহাট

Note: *ইলিশের জিনোম সিকুয়েন্সি বা জীবন রহস্য উন্মোচন করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাসিনা খান ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুল আলম।*

প্রাণী সম্পদ

- বাংলাদেশের প্রথম কুমির প্রজনন কেন্দ্র – ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- বাংলাদেশের প্রথম ছাগল প্রজনন কেন্দ্র – সিলেটের টিলাগড়ে।
- বাংলাদেশের প্রথম হরিণ প্রজনন কেন্দ্র – ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
- ব্ল্যাক কোয়াটার হলো– গবাদি পশুর রোগ।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বৃহত্তম গো-চারণ ক্ষেত্র অবস্থিত- সিরাজগঞ্জ।
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা প্রথম যে প্রাণীর জিন আবিষ্কার করেন– মহিষ
- বাংলাদেশে বিজ্ঞানীরা সর্বশেষ যে প্রাণীর জিন আবিষ্কার করেন– ছাগল।
- দুগ্ধ খামার ও গো প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত– সাভার, ঢাকা।
- সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যে জাতের ছাগল– Black Bengal
- কুষ্টিয়ার কালো ছাগলের চামড়া বিশেষভাবে খ্যাত– কুষ্টিয়া গ্রেড নামে।
- বাংলাদেশের চামড়া শিল্প নগরি অবস্থিত– সাভার, ঢাকা।

খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিক গ্যাস

- বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ – প্রাকৃতিক গ্যাস।
- বর্তমান দেশে গ্যাসক্ষেত্র আছে - ২৯ টি (সর্বশেষ – ইলিশা-১, ভোলা)
- বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার হয় –১৯৫৫ সালে (সিলেটের হরিপুরে)।
- বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস উত্তোলন হয় – ১৯৫৭ সালে (সিলেটের হরিপুরে)
- সামুদ্রিক গ্যাস ক্ষেত্র– ২টি (সাঙ্গু, চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া, কক্সবাজার)।
- পরিত্যাক্ত গ্যাসক্ষেত্র– ২টি (সুনামগঞ্জের ছাতক, গাজীপুরের কামতা)।
- অগ্নিকাণ্ড ঘটে ২টি গ্যাসক্ষেত্রে- মৌলভীবাজারের মাগুরছড়ায় ১৯৯৭, সুনামগঞ্জের টেংরাটিলায় ২০০৫ সালে।
- প্রাকৃতিক গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়-বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
- গ্যাস উত্তোলনের জন্য মোট ব্লক রয়েছে – ৪৯টি (স্থলভাগকে ২৩টি এবং উপকূলকে ২৬টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে)।
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান– মিথেন।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র – তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- ঢাকা শহরে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়– তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে।
- সিলিন্ডারে করে বিক্রি করা গ্যাসের নাম– বিউটেন গ্যাস।
- সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত– খাগড়াছড়ি
- দেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র– সাঙ্গু, চট্টগ্রাম (১৯৯৬ সাল)।
- বাংলাদেশ LNG প্রথম টার্মিনাল স্থাপিত হয়– মহেশখালী, কক্সবাজার

- দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে- বিবিয়ানা, হবিগঞ্জ।
- সালদা নদী গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত- ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- PSC শব্দটি সম্পর্কিত- গ্যাস অনুসন্ধান।
- রাঙামাটির কাপ্তাই এ কর্ণফুলী নদীতে একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়- ১৯৬২ সালে (বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা- ২৩০ মেগাওয়াট)।
- বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত- সোনাগাজী, ফেনী।
- বাংলাদেশের শক্তি সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে- BERC

বাংলাদেশের খনিজ তেল

- প্রথম খনিজ তেল আবিষ্কার হয়- ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে
- প্রথম খনিজ তেল উত্তোলন হয়- ১৯৮৭ সালে সিলেটের হরিপুরে।
- ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় স্থাপিত একমাত্র তেল শোধনাগার- ইস্টার্ন রিফাইনারি।

কয়লা

- দেশে প্রাপ্ত সবচেয়ে উন্নতমানের কয়লার নাম – বিটুমিনাস কয়লা
- বাংলাদেশে উন্নতমানের কয়লা পাওয়া গেছে–জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে
- "বড়পুকুরিয়া" কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয় – ১৯৮৫ সালে
- বাংলাদেশের ১ম "কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র" অবস্থিত - বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর

অন্যান্য খনিজ সম্পদ

- বাংলাদেশের "তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ" পাওয়া গেছে – কক্সবাজার।
- "কালো সোনা" (**Black Gold**) পাওয়া যায় – কক্সবাজার।
- "চীনা মাটির" সন্ধান পাওয়া গেছে – নেত্রকোনার বিজয়পুরে, শেরপুর জেলার ভুরুংগা, দিনাজপুরের মধ্য পাড়ায়।
- "গন্ধক/সালফার" সন্ধান পাওয়া গেছে – কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায়।
- "ইউরেনিয়াম" পাওয়া গেছে – মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে।
- প্রথম লোহার খনি আবিষ্কার হয় – দিনাজপুরের ইসবপুরে।
- BAPEX (Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company) সরকারি তেল গ্যাস নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান অবস্থিত– কাওরান বাজার।
- **DPDC** – Dhaka Power Distribution Company
- **GSB** – Geological Survey of Bangladesh. (ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর)।
- **BSTI** – Bangladesh Standard & Testing Institute. পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করে ও ভেজাল বিরোধী অভিযান চালায়
- **CNG** এর পূর্ণরূপ– Compressed Natural Gas

কৃষি সম্পদ

- কৃষি উন্নয়নে গবেষণার ক্ষেত্রে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান- ১৯৭৩
- বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল – ৮০ ভাগ
- জিডিপিতে ক্রমহ্রাসমান খাতের নাম- কৃষি খাত।
- সরকার "জাতীয় কৃষি দিবস" হিসেবে ঘোষণা দেন – পহেলা অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর) কে।
- আশ্বিন থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত সময়কালকে বলে- রবি মৌসুম (শীতকালীন)।
- চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে বলে- খরিপ মৌসুম
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কৃষি শুমারী হয় – ৬ বার (১ম হয়- ১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৯৬, ২০০৮, সর্বশেষ ২০১৯)।
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কৃষি শুমারি হয় – ১৯৭৭ সালে
- কৃষিতে স্বর্ণা সার আবিষ্কার করেন – ড. সৈয়দ আবদুল খালেক (১৯৮৭ সালে)
- বাংলাদেশে বীজ গবেষণা সরকারি প্রতিষ্ঠান- বিএডিসি (BADC)
- **BADC**- Bangladesh Agricultural Development Corporation.
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর '**DAE**'– ফার্মগেটের খামারবাড়ি, ঢাকা।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল '**BARC**' অবস্থিত– ফার্মগেট, ঢাকা।

ধান

- বাংলাদেশের প্রধান ফসল– ধান
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় যে ধান- বোরো ধান।
- দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত সহিষ্ণু ধান- বিনা ধান ৮, বিনা ধান ৯, বি আর
- মঙ্গা এলাকার খরা সহিষ্ণু ধান- বি আর ৩৩।
- বন্যা পরবর্তী এলাকার উপযোগী ধান- ব্রি ধান ৪৬।
- খরা সহিষ্ণু ধান – নারিকা-১
- উচ্চমাত্রার জিঙ্কসমৃদ্ধ ধান– ব্রি বঙ্গবন্ধু-১০০।
- ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধি ধান – ব্রি ধান-১০১।

পাট

- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল ও সোনালী আঁশ বলা হয়- পাটকে
- পাটকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ– ১ মার্চ, ২০২৩
- বাংলাদেশে পাট বেশি উৎপাদন হয়– ফরিদপুর
- ২০১০ সালের জুন মাসে তোষা পাটের এবং ২০১৩ সালে দেশি পাট জীবন রহস্য উন্মোচন করেন– বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আল
- পাট, পেঁপে, রাবার ও ছত্রাকের জীবন উন্মোচন করেন– ফরিদপুরের মাকসুদুল আলম (গবেষক দলটির নাম ছিল– স্বপ্নযাত্রা)
- পাটের জুটন আবিষ্কার করেন – ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুল্লাহ
- জুটন হলো– ৭০% পাটের সাথে ৩০% তুলা মিশিয়ে তৈরি হয়
- একটি কাঁচা পাটের গাইটের ওজন– সাড়ে ৪ মণ।
- রিবন রেটিং হলো– পাট পচাঁনোর পদ্ধতি। পাটের জন্য উপযোগী- দো-আঁ
- এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাটকল নারায়নগঞ্জ আদমজী পাটকল বন্ধ হয় - জুন ২০০২ সালে
- পাটের আঁশ থেকে পচনশীল পলিমার ব্যাগ তৈরি করেন- মোবারক আহমেদ খ
- পাট থেকে এন্টিবায়োটিক ও ঢেউটিন আবিষ্কার করেন– মোবারক আহমেদ খ
- জাতীয় পাট দিবস – ৬ মার্চ
- বাংলাদেশে জিনোম গবেষণার প্রতিকৃৎ ও জিনতত্ত্ববিদ– ড. মাকসুদুল আল
- Bangladesh Jute Research Institute (BJRI) অবস্থি মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
- BTMC- Bangladesh Textile Mills Corporation.
- BJMC- Bangladesh Jute Mills Corporation.

চা

- বাংলাদেশের ২য় অর্থকারী ফসল – চা।
- চা চাষের জন্য প্রয়োজন– উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু (১৬°-১৭° সে. তাপমা ২৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাত, আবাদি এলাকায় ৪০% ছায়ার।
- বাংলাদেশের চা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত – শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান হয়– সিলেটের মালনিছড়ায় (১৮৫৭ সা
- বাংলাদেশের চা নিলাম কেন্দ্র– ৩টি; প্রথম টি- চট্টগ্রাম (১৯৪৯) দ্বি টি- শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এবং তৃতীয় টি – পঞ্চগড়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান আছে – মৌলভীবাজার (৯২টি)।
- ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রথম "অর্গানিক" চা চাষ করা হয় – পঞ্চগড়ে
- কাজী অ্যান্ড কাজী কোম্পানির প্রথম চাষকৃত অর্গানিক চায়ের নাম – মীন
- বর্তমানে চা বাগান রয়েছে– ১৬৮টি (সর্বশেষ চা বাগান – খাগড়াছড়ি)
- সম্প্রতি চা চাষ শুরু হয়– ঠাকুরগাঁও ও খাগড়াছড়ি জেলায়।

কৃষির অন্যান্য ফসল

- "ইউরিয়া সার" তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়– মিথেন গ্যাস।
- "জুম" চাষ করা হয়– পাহাড়ি এলাকায় (চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গা বান্দরবান ও কক্সবাজার)।***
- "রাবার" চাষের জন্য বিখ্যাত – কক্সবাজারের রামু।
- বলাকা, দোয়েল, কাঞ্চন, আকবর, গৌরভ, প্রতিভা, বিজয়, সুফী- গ
- রূপালী ও ডেলফোর্স হল – উন্নত জাতের তুলা।**
- বর্ণালী, উত্তরণ ও শুভ্র হল– উন্নত জাতের ভুট্টা।**
- তোষা, মেসতা হল – উন্নত জাতের পাট।**

ফসল	ফসলের জাত
বাঁধাকপি	গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়াই ক্রস, গ্রীন এক্সপ্রেস, ড্রামহেড, এটলাস
টমেটো	বাহার, মানিক, রতন, অপূর্ব, সিঁদুর, শ্রাবণী, ঝুমকা, মিন্টু
তরমুজ	পদ্মা, মধুবালা (হলদে জাতের তরমুজ)
পিয়াজ	তাহেরপুরী, ভাজি, ঝিটকা
মরিচ	মেজর, যমুনা, চন্দ্রশুকী, চাতক
আলু	ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, কুফরী, সুন্দরী, আইসা
কলা	অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, বীটজবা, করবী, অমৃতসাগর
আম	মহানন্দা, মোহনভোগ, গোপালভোগ, ইলামতি
ধান	ময়না, বাংলামতি, ব্রিশাইল, প্রগতি, চিনিগুড়া, কালিজিরা, কাটারিভোগ, ইরাটম, নারিকা-১, হরিধান, বিপ্লব, সোনার বাংলা
বেগুন	শুকতারা, তারাপুরী, নয়নতারা ও ইওরা*
মিষ্টি কুমড়া	হাজী ও দানেশ*
তামাক	সুমাত্রা, ম্যানিলা**
সরিষা	সফল, অগ্রণী

- বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে– ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে
- প্রথম রাবার বাগান হয়– ১৯৬১ সালে কক্সবাজারের রামুতে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রেশম গুটির চাষ হয়– চাঁপাইনবাবগঞ্জে
- ফুলের রাজধানী বলা হয়– যশোরের ঝিকরগাছার গদখালীকে।
- পাহাড়ি এলাকায় আনারস চাষ করা হয়– টুরেসিং বা কন্টুর পদ্ধতিতে

গবেষণা কেন্দ্র	অবস্থান
ধান (BRRI) ও কৃষি (BARI)	জয়দেবপুর, গাজীপুর
গম ও ভুট্টা	নশিপুর, দিনাজপুর
তুলা	যশোর
ডাল, ইক্ষু	ঈশ্বরদী, পাবনা
মসলা	শিবগঞ্জ, বগুড়া
আম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
পাট	মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
চা	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
মৎস্য	ময়মনসিংহ
বন	সাতকানিয়া চট্টগ্রাম
ফল	বিনোদপুর, রাজশাহী

বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (**WHO**) এর মতে ১ লিটার পানিতে যে মি. গ্রা. আর্সেনিক থাকলে তাকে আর্সেনিক দূষণ বলা হয় – ০.০১ মি.গ্রা.।
- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১ লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা – ০.০৫ মি. গ্রা/ লিটার
- বাংলাদেশে আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা – ৬১টি।
- বাংলাদেশে আর্সেনিক মুক্ত জেলা – ৩টি (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান)
- ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক সনাক্ত হয় – বড়ঘরিয়া ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত জেলা– গোপালগঞ্জ (পূর্বে ছিল- চাঁদপুর)
- বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয় – গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
- পানি থেকে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূর করার কাজে ব্যবহৃত সনো ফিল্টার এর উদ্ভাবক – আবুল হুসসাম।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার - সায়দাবাদ পানি শোধনাগার (২০০২)

ডাক যোগাযোগ

- বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনার – বিমান মল্লিক।
- ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুজিবনগর সরকারের ৮টি স্মারক প্রচারমূলক ডাকটিকেট চালু করা হয়। (১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা)।
- বাংলাদেশের প্রথম স্মারক ডাকটিকিট বিক্রির দায়িত্ব পায় - বাংলাদেশ ফিলাটেলিক এজেন্সি।
- স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারের ছবি সম্মলিত ডাকটিকেট প্রকাশিত হয়। ***
- শহিদ মিনারের ছবি সম্মিলিত ডাকটিকিটের ডিজাইনার - বিপি চিতনিশ (ডাকটিকিটের মূল্যমান - ২০ পয়সা)**
- ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার – নিতুন কুন্ডু।
- ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার – কে.জি মোস্তফা
- বাংলাদেশের প্রথম পোস্টমাস্টার – মওদুদ আহমেদ।
- বাংলাদেশে প্রথম ডাকঘর চালু হয়– চুয়াডাঙ্গা।
- ডাক বিভাগের নতুন সেবা "নগদ" চালু হয় – ২০১৮ সালে।**
- ডাক জাদুঘর অবস্থিত – জিপিও, গুলিস্তান, ঢাকা।
- ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ একাডেমী অবস্থিত – রাজশাহীতে।
- ডাক বিভাগের স্লোগান - সেবাই আদর্শ।**
- আগারগাঁও-এ অবস্থিত ডাক ভবনের স্থপতি– কৌশিক বিশ্বাস।

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহনে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা– বিআরটিসি
- ২০১৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয়– সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
- বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৬১ সালে
- **BRTC** – Bangladesh Road Transport Corporation
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সেতু– পদ্মা সেতু (দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কি.মি.)
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু– বঙ্গবন্ধু সেতু (দৈর্ঘ্য- ৪.৮ কি.মি.)
- কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিত সেতু– শাহ আমানত সেতু (দৈর্ঘ্য- ৯৫০ মি.)
- পদ্মা নদীর উপর নির্মিত সেতু– লালন শাহ সেতু (দৈর্ঘ্য- ১.৮ কি.মি.)
- রূপসা নদীর উপর নির্মিত সেতু– খানজাহান আলী সেতু (দৈর্ঘ্য-১৩৬০ মিটার)

রেলপথ

- ১৮৫৩ সালে উপমহাদেশে প্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন– লর্ড ডালহৌসি
- ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত প্রথম ভারতের রেল লাইন নির্মিত হয়– হাওড়া থেকে হুগলী (চুচুঁড়া) (দৈর্ঘ্য ৩৮ কি.মি.)
- ১৮৬২ সালে বাংলাদেশে প্রথম রেল লাইন স্থাপিত হয়– দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া
- রেলওয়ের সার্বিক সদর দপ্তর ও পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর– ঢাকা
- রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের সদর দপ্তর– রাজশাহী
- বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন– কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন
- বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্ববৃহৎ কারখানা অবস্থিত– সৈয়দপুর, নীলফামারী
- পদ্মা নদীর উপর বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেলসেতু– হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (১.৮ কি.মি.)
- হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মিত হয়– ১৯০৯-১৯১৫ সালের মধ্যে
- যমুনা নদীর উপর নির্মিত হচ্ছে দেশের বৃহত্তম রেল সেতু – বঙ্গবন্ধু রেল সেতু (দৈর্ঘ্য ৪.৮ কি.মি.)
- ব্রিটিশ সরকার তিন ধরনের গেজের (প্রস্থের) রেলপথ প্রবর্তন করেন– মিটার গেজ, ব্রড গেজ, ন্যারো গেজ
- বাংলাদেশের ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইন সবচেয়ে বেশি রয়েছে– রাজশাহী বিভাগে

নৌ পরিবহন

- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কর্পোরেশন– BIWTC
- Bangladesh Inland Water Transport Corporation (BIWTC) সদর দপ্তর– ঢাকায়
- নদীপথে ঢাকার সাথে সরাসরি যোগাযোগ নেই – রাঙ্গামাটি জেলার
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট অবস্থিত– জলদিয়া, চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর বহরে সংযোজিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাবাহী প্রথম জাহাজ– বাংলার দূত

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

- প্রতিষ্ঠা – ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- প্রতীক – বলাকা (উদীয়মান সূর্যের মধ্যে উড়ন্ত বলাকা)
- প্রতীক বলাকা এর ডিজাইনার – শিল্পী কামরুল হাসান।
- স্লোগান – আকাশে শান্তির নীড় (Your home in the sky)।
- যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে – বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
- প্রথম অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট – ৭ মার্চ, ১৯৭২ (চট্টগ্রাম ও সিলেট)।
- প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট – ৪ মার্চ, ১৯৭২ (ঢাকা – লন্ডন – ঢাকা)।
- বিমান বাংলাদেশের এয়ার লাইন্সের সদরদপ্তর – বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা

বাংলাদেশের প্রথম

প্রথম নিয়োগ/নির্বাচিত প্রসঙ্গ

প্রথম প্রেসিডেন্ট, প্রথম সাংবিধানিক প্রধানমন্ত্রী	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
প্রথম সাংবিধানিক প্রেসিডেন্ট	আবু সাইদ চৌধুরী
প্রথম প্রধান বিচারপতি	এ.এস.এম. সায়েম
প্রথম নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস
প্রথম উপজাতীয় রাষ্ট্রদূত	শরবিন্দু শেখর চাকমা
প্রথম বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	এ.এন হামিদুল্লাহ
প্রথম বাংলাদেশের এভারেস্ট বিজয়ী	মুসা ইব্রাহিম

বিবিধ প্রথম

প্রথম পাঠাগার	রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার
প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা	মাগুরা
প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিলেট
প্রথম মোবাইল ফোন কোম্পানি	সিটিসেল (১৯৯৩ সালে)
প্রথম টেলিভিশন চালু হয়	১৯৬৪ সালে
প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু হয়	১৯৮০ সালে

প্রথম মহিলা প্রসঙ্গ

প্রথম বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী	পূর্ণিমা সেনগুপ্তা
প্রথম মহিলা মুসলিম অভিনেত্রী	বনানী চৌধুরী
প্রথম মহিলা লোর্ড অব অনার লাভ কারী	মারজিয়া ইসলাম
প্রথম মহিলা কূটনীতিবিদ	তাহমিনা হক ডলি
প্রথম মহিলা স্পীকার	ড. শিরিন শারমীন
প্রথম মহিলা বিচারপতি	নাজমুন আরা সুলতানা
প্রথম মহিলা জাতীয় অধ্যাপক	ড. সুফিয়া আহমেদ
প্রথম বাংলাদেশী এভারেস্ট বিজয়ী নারী	নিশাত মজুমদার
প্রথম নারী মেজর**	গীতা গোপিনাথ
প্রথম নারী মেজর জেনারেল	সুসানে গীতি
প্রথম নারী ভাস্কর	নভেরা আহমেদ
প্রথম নারী BGMEA সভাপতি	রুবানা হক
প্রথম নারী শিক্ষামন্ত্রী	ডা. দীপু মনি

বাংলাদেশের বৃহত্তম

বৃহত্তম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
বৃহত্তম গ্রাম	বানিয়াচং (হবিগঞ্জ)
বৃহত্তম যাদুঘর	জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা
বৃহত্তম সিনেমা হল	মনিহার সিনেমা হল, যশোর
বৃহত্তম মসজিদ	বায়তুল মোকাররম মসজিদ
বৃহত্তম মন্দির	ঢাকেশ্বরী মন্দির
বৃহত্তম ঘণ্টা	রামু থানার বৌদ্ধবিহার ঘন্টা (কক্সবাজার)
বৃহত্তম অফিস	বাংলাদেশ সচিবালয়
বৃহত্তম স্মৃতিসৌধ	জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ

শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী	ড. কুদরত-এ-খুদা
শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি	শামসুর রাহমান
শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি	সুফিয়া কামাল
শ্রেষ্ঠ স্থপতি	এফ.আর.খান (ফজলুর রহমান খান)
শ্রেষ্ঠ ফুটবলার	যাদুকর সামাদ
শ্রেষ্ঠ সাতারু	ব্রজেন দাস
শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু	নিয়াজ মোর্শেদ
শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাড়ু	রানী হামিদ
শ্রেষ্ঠ যাদুকর	জুয়েল আইচ
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ লেখক	সৈয়দ মুজতবা আলী
শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই মিস্ত্রী	অলক রায়
শ্রেষ্ঠ ভাস্কর	শামীম শিকদার
শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট/ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী	রফিকুন্নবী (রনবী)
শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সাধক	ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

বাংলাদেশের জাদুঘর

- বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর 'বরেন্দ্র জাদুঘর' অবস্থিত – রাজশাহী (১৯১০)
- জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা হয় – শাহবাগ, ঢাকা (১৯১৩ সালে)
- ঢাকা জাদুঘরকে জাতীয় জাদুঘর নামকরণ করা হয়- ১৯৮৩ সালে।
- বিজ্ঞান জাদুঘর, বিমান জাদুঘর অবস্থিত – আগারগাঁও, ঢাকা।
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অবস্থিত – আগারগাঁও, ঢাকা (১৯৯৬ সালে)।
- বাংলাদেশের একমাত্র লোকশিল্প জাদুঘর অবস্থিত – সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ। প্রতিষ্ঠা– ১৯৭৫ সালে।
- বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর– ধানমন্ডি, ৩২ নং সড়কের বাসা (১৯৯৪)।
- জয়নুল চারু ও কারু শিল্প জাদুঘর অবস্থিত - সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।
- জাতি তাত্ত্বিক জাদুঘর অবস্থিত - চট্টগ্রাম।
- রেলওয়ে জাদুঘর অবস্থিত– চট্টগ্রাম ও (সৈয়দপুর) নীলফামারী।
- পানি জাদুঘর অবস্থিত - পটুয়াখালী।
- সামরিক জাদুঘর অবস্থিত - বিজয় সরণি, ঢাকা।
- ডাক জাদুঘর অবস্থিত - জিপিও, ঢাকা।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রত্নতত্ত্ব যাদুঘর অবস্থিত – ময়নামতি, কুমিল্লা
- "ক্রিকেট যাদুঘর" অবস্থিত – ঢাকায় (২০০০ সালে)
- "টাকা যাদুঘর" অবস্থিত – মিরপুর, ঢাকা (২০১৩)
- "মুদ্রা জাদুঘর" অবস্থিত – মতিঝিল, ঢাকা (২০০৯)
- যাদুঘরে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধানকে বলা হয়– কিউরেটর

Note: *১৯১৩ সালে লর্ড কারমাইকেল শাহবাগের জাতীয় জাদুঘর ঢাকা জাদুঘর নামে প্রতিষ্ঠা করেন।*

- *১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেগুনবাগিচায় স্থাপিত হয়, ২০১৭ সালে ঢাকা আগারগাঁওয়ে স্থানান্তরিত হয়।*

বাংলাদেশের প্রত্নস্থল

- বাংলার প্রাচীনতম নগর কেন্দ্র– 'উয়ারী বটেশ্বর' অবস্থিত- নরসিংদী
- 'উয়ারী বটেশ্বরের প্রত্নাবশেষ যে সময়কার– ৫০০ খ্রি. পূর্ব অব্দে।
- 'উয়ারী বটেশ্বর সভ্যতা– ২৫০০ বছরের আগের।
- ছাপাংকৃত রৌপ্য মুদ্রার প্রাপ্তিস্থল– উয়ারী বটেশ্বর।
- ১৯৩০ সালে উয়ারী বটেশ্বর প্রথম নজরে আসে– মো. হানিফ পাঠানের
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান সুফী মোস্তাফিজুর রহমানের উদ্যোগে খনন কাজ শুরু হয়– ২০০০ সালে

স্থানের নাম	বিশেষ তথ্য
পাহাড়পুর	✓ একক বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। ✓ পূর্বনাম- সোমপুর বিহার। নির্মাতা – ধর্মপাল ✓ নিদর্শন- পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার। ✓ অবস্থিত– নওগাঁ জেলার আত্রাই নদীর তীরে ✓ সত্য পীরের ভিটা অবস্থিত। ✓ বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়ের ১২৭ হিজরী (৭৮৮খ্রি.) রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে
ময়নামতি	✓ দেশের ১ম প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর (১৯৫৫) ✓ পূর্বনাম- রোহিতগিরি, বৌদ্ধ সভ্যতার স্মৃতি নির্দশন ✓ বর্তমান শালবন বিহার নামে পরিচিতি। ✓ নির্মাতা দেবপাল,পাল যুগের দেব বংশীয় নিদর্শন ✓ অবস্থিত- কুমিল্লা জেলার কোটবাড়ীতে। ✓ স্থাপনা- শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, লালমাই পাহাড়, কুটিলামুড়া, রূপবানমুড়া
সোনারগাঁও	অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ, পূর্ব নাম- সুবর্ণগ্রাম। নামকরণ- ঈসাখাঁর স্ত্রী সোনাবিবির নামানুসারে। দর্শনীয় স্থান– পাঁচবিবির মাজার, পাঁচ পীরের মাজার, সোনাবিবির মাজার, গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, পানাম নগর, জয়নুল চারু ও কারু শিল্প জাদুঘর/লোকশিল্প জাদুঘর, বাংলার তাজমহল। উনিশ শতকে উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল– পানাম নগরী, সোনারগাঁও।

- বিক্রমপুরী বিহার পাওয়া গেছে– বজ্রযোগিণী গ্রাম, মুন্সিগঞ্জ।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পোড়ামাটির ফলক চিত্র রয়েছে– নওগাঁর পাহাড়পুরে
- যে প্রত্নস্থান থেকে সবচেয়ে বেশি পাথরের ভাস্কর্য পাওয়া যায়– পাহাড়পুর।
- সম্প্রতি যে স্থানে বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে– মুন্সিগঞ্জে।
- ভারতের বিহারের অচিন্তকে চিহ্নিত হয়েছে তার নাম– বিক্রমশীল মহাবিহার
- কান্তজীউ মন্দির বা কান্তজীর মন্দির অবস্থিত– কাহারোল, দিনাজপুর।
- কান্তজীউ মন্দির গাত্রের রিলিফ ভাস্কর্যগুলো রচিত হয়েছে– পোড়ামাটির ফলকে
- গুরুদুয়ারা শিখ মন্দির অবস্থিত– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- সুলতানি আমলের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ– ষাটগম্বুজ মসজিদ।
- টেরাকোটার জন্য বিখ্যাত– রাজশাহীর বাগা মসজিদ।
- মুঘল আমলের ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ– আওলাদ হোসেন লেনের জামে মসজিদ।
- ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেন– মির্জা গোলাম পীর।
- সপ্তদশ শতাব্দিতে নির্মিত ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা– ৭টি। কিন্তু ষাট গম্বুজ মসজিদ– বাগেরহাট।
- সুলতানি আমলে নির্মিত ঢাকা নারিন্দায় অবস্থিত– বিনত বিবির মসজিদ।
- ১৬৭৬ সালে ঢাকার চকবাজার শাহী মসজিদ নির্মান করে– শায়েস্তা খাঁ।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জড়িত কমনওয়েলথ সমাধি– কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম।
- ঢাকার হোসেনী দালানের নির্মাতা– মীর মুরাদ।
- লালবাগ দূর্গের অভ্যন্তরে সমাধি রয়েছে– পরি বিবি/ইরান দুখত।
- ১৮৭২ সালে ঢাকার আহসান মঞ্জিল নির্মাণ করেন– নবাব আব্দুল গণি।
- ১৭৩৪ সালে রাজা দয়ারাম রায় নির্মাণ করেন– উত্তরা গণভবন।
- ১৯৭২ সালে এই রাজবাড়ির নাম 'উত্তরা গণভবন' করেন– বঙ্গবন্ধু।
- রানী ভবানীর রাজবাড়ী অবস্থিত– নাটোর।
- বালিয়াটি জমিদার বাড়ি অবস্থিত– সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।
- রাজশাহী অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন ইমারত– বড়কুঠি (এটি ওলন্দাজদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল) যা অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমে নির্মিত হয় বলে ধারণা করা হয়।
- লালবাগ কেল্লা অবস্থিত ঢাকায় কিন্তু লাল কেল্লা অবস্থিত– দিল্লী, ভারত।
- সোনাকান্দা জলদূর্গ অবস্থিত– শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে, নারায়ণগঞ্জ।
- ঢাকার চকবাজারে 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন– মুঘল সুবেদার শাহ সুজা।
- ঢাকার চকবাজারে 'ছোট কাটরা' নির্মাণ করেন– মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খাঁ

বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতি

- বাংলাদেশের সুর সম্রাট বলা হয় – ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে।
- বাংলাদেশের বাউল সম্রাট বলা হয় – লালন ফকিরকে।
- বাংলাদেশের মরমী কবি নামে পরিচিত – হাছন রাজা।
- বাংলা টপ্পা গানের জনক – নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত।
- মাটির পুরুষ, ভাটির পুরুষ বলা হয় – শাহ আব্দুল করিম কে।
- বাংলার পপ সম্রাট বলা হয় - আজম খানকে।
- শাক্ত গীতাবলীর জনক– রাম প্রসাদ সেন।

গান	অঞ্চল
গম্ভীরা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী
ভাওয়াইয়া গান	রংপুর, রাজশাহী
চটকা	রংপুর
ভাটিয়ালি, ঘাটু গান	ময়মনসিংহ ও সিলেট
সারি গান	সিলেট, ময়মনসিংহ
মাইজভান্ডারি, সাম্পানের গান	চট্টগ্রাম

নৃত্য	অঞ্চল
গম্ভীরা নৃত্য	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী
ঝুমুর নৃত্য	রাজশাহী ও রংপুর
জারি নৃত্য	ঢাকা ও ময়মনসিংহ
মনিপুরী নৃত্য	সিলেট
বল নৃত্য, ধুপ নৃত্য	যশোর অঞ্চল

লালন ফকির

- জন্ম– ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে।
- পরিচিতি– মানবতাবাদী মরমী কবি, বাউল সম্রাট, আধ্যাত্মিক ভাবধারার গানের রচয়িতা।

লালনের বিখ্যাত গান:

- সময় গেলে সাধন হবে না.......
- সহজ মানুষ ভজে দেখ নারে মন দিব্যজ্ঞানে
- খাঁচার ভিতর অচিন পাখী.....
- জাত গেল জাত গেল বলে.......
- সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন.......
- আমার ঘরের চাবি পরের হাতে কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব......
- আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময় পাড়ে লয়ে যাও আমায়...
- সব লোকে কয় লালন কি জাত...
- কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো...
- আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর, এক পরশী বসত করে

দেওয়ান হাসন রাজা

- জন্ম– ১৮৫৪ সালে, সুনামগঞ্জে। হাসনকে বলা হয়– মরমি কবি।

তাঁর বিখ্যাত গান:

- লোকে বলে, বলে রে, ঘর বাড়ী ভালা নাই আমার.......
- মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়ারে......
- নিশা লাগিল রে, বাঁকা দু'নয়নে নিশা লাগিলো রে.......

শাহ আবদুল করিম

- পরিচিতি– তিনি বাউল সম্রাট হিসেবে পরিচিত।
- ভাটির পুরুষ, মাটির পুরষ বলা হয়– শাহ আবদুল করিমকে।

শাহ আবদুল করিমের বিখ্যাত গানঃ

- গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে.......
- আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম.........
- বন্দে মায়া লাগাইচে, পিরিতি শিক্ষাইছে..........
- কেন পিরিতি বাড়াইলারে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি...........
- পরানের বান্ধবরে বুড়ি হইলাম... শিল্পী– শেখ ওয়াহিদুর রহমান
- এইযে দুনিয়া কিসের ও লাগিয়া... শিল্পী– আব্দুল আলীম।
- ও কি গাড়িয়াল ভাই... গানটি যে ধরনের– ভাওয়াইয়া।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কেন্দুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক 'ডি লিট' উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে সরকারি উদ্যোগে 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা' ময়মনসিংহ শহরে স্থাপিত হয়। ১৯৭৫ সালে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম জাতীয় অধ্যাপক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে স্থাপিত হয়েছে 'জয়নুল আর্ট গ্যালারি'। ১৯৭৬ সালে পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে সমাহিত করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে।

- বাংলাদেশের জাতীয়, শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী – জয়নুল আবেদীন (উপাধি-শিল্পচার্য) তাঁর চিত্রকর্ম গুলো (ম্যাডোনা- ৪৩, মনপুরা– ৭০, গাঁয়ের বধূ, সংগ্রাম, মইটানা, নবান্ন, বিদ্রোহী গরু, নৌকা, বীরমুক্তিযোদ্ধা, গরুর গাড়ি, দুমকার ছবি, প্রসাধন, পাইন্যার মা, দুর্ভিক্ষ, দুই মুখ, সাঁওতাল রমনী, মই দেয়া (জল রং) ইত্যাদি।
- ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন (ম্যাডোনা-৪৩)।
- ১৯৭০ সালে মনপুরায় ঘূর্ণিঝড়ের উপরে অঙ্কিত চিত্রকর্ম– মনপুরা-৭০ (জয়নুল আবেদীন অঙ্কন করেন ১৯৭৪ সালে)
- ঢাবির চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা – জয়নুল আবেদীন।
- জয়নুল সংগ্রহশালা অবস্থিত – পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে, ময়মনসিংহ।
- শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র ক্যানভাসের তেলরং অঙ্কিত চিত্রকর্ম – সংগ্রাম। ৬০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল চিত্রকর্ম – নবান্ন।
- মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ঢাকার পিজি হাসপালে শুয়ে শেষ চিত্রকর্ম অঙ্কন করেন – দুই মুখ।
- ঢাবি'র চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা – জয়নুল আবেদীন।
- জয়নুল সংগ্রহশালা অবস্থিত– পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে, ময়মনসিংহ

কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮ খ্রি.)

- *কামরুল হাসান পটুয়া নামে খ্যাত। তিনি তরুণ বয়সেই ব্রতচারী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ব্রতচারী আন্দোলনে খাঁটি বাঙালি গড়ে তোলার জন্য 'মুকুলফৌজ' নামে শিশুকিশোর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন*
- জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার– কামরুল হাসান ।
- তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম– তিন কন্যা, নাইওর, রায়বেঁশে নৃত্য, বাংলার রূপ, উঁকি দেয়া, জেলে, প্যাঁচা, শিয়াল, বাংলাদেশ, গণহত্যার আগে ও পরে।
- ১৯৮৮ সালে তিনি স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ব্যঙ্গ করে পোস্টারটির স্কেচ আঁকেন– দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে
- স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ করে তার মুখের স্কেচ আঁকেন– "এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে" (এনিহিলেট দিজ ডেমনস)।
- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হলে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে গড়ে তোলেন- আর্ট ও ডিজাইন সেন্টার।
- "তিন কন্যা" চলচ্চিত্রের পরিচালক - সত্যজিৎ রায় (১৯৬১ সাল)।
- বাংলাদেশের পতাকা, প্রতীক, বিমানের প্রতীক বলাকা, সংসদের প্রতীক শাপলা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মনোগ্রাম অঙ্কন করেন- কামরুল হাসান।

এস এম সুলতান

- জন্ম – নড়াইলে, ডাকনাম - লালমিয়া।
- চিত্রকলার আবহমান বাংলার মানুষের রূপকার– এস এম সুলতান।
- বিখ্যাত চিত্রকর্ম– হত্যাযজ্ঞ, চরদখল, প্রথম বৃক্ষ রোপণ, মাটি কাটা, ধান মাড়াই, যাত্রী, পৃথিবীর মানচিত্র ইত্যাদি।
- তাঁর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান– নন্দন কানন, শিশুস্বর্গ, চারুপীঠ, অবস্থিত – নড়াইল
- বিখ্যাত চিত্রকর্ম– হত্যাযজ্ঞ, চরদখল *(বোর্ডের উপর তেলরং)*, জমি কর্ষণ, প্রথম বৃক্ষরোপণ (First Tree Plantation), মাটি কাটা, ধান মাড়াই, যাত্রী, পৃথিবীর মানচিত্র ইত্যাদি।
- শিল্পকলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে প্রদান করেন – রেসিডেন্ট আর্টিস্টের সম্মান।
- এসএম সুলতানকে নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র - আদম সুরত (পরিচালক- তারেক মাসুদ)

অন্যান্য চিত্র শিল্পী

শাহাবুদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যিনি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন– প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে। চিত্রকলায় অসামান্য অবদানের জন্য ফরাসি সরকার তাঁকে সম্মানে ভূষিত করেন– Knight in the order of Fine Arts and Humanities.
সফিউদ্দিন আহমেদ	জনক বলা হয়– বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রের। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলো– জলের নিনাদ, মেলার পথে
মর্তুজা বশীর	চিত্রশিল্পী, লেখক ও ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী তিনি পুত্র ছিলেন– ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর। বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামকে মনে রেখে এঁকেছেন- এপিটাফ সিরিজ।
মুস্তফা মনোয়ার	দ্বিতীয় সাফ গেমসের প্রতীক 'মিশুক' নির্মাণ এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পিছনে লাল রঙের সূর্যের প্রতিরূপ স্থাপনায় তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় মেলে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় নির্মিত– একটি শিক্ষামূলক কার্টুন 'মীনা' এর স্রষ্টা।

বাংলাদেশের স্থাপত্য কর্ম

স্থাপত্যকর্ম	অবস্থান	স্থপতি
সাবাস বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নিতুন কুণ্ডু
বায়তুল মোকাররম	পুরানা পল্টন	আবুল হোসেন মোহাম্মদ থারিয়ানী
কমলাপুর রেল স্টেশন	কমলাপুর, ঢাকা	বব বুই
শাপলা চত্বর	মতিঝিল	আজিজুল জলিল পাশা
শাহ জালাল বিমান বন্দর	কুর্মিটোলা, ঢাকা	লারোস
সার্ক ফুয়ারা	কাওরান বাজার	নিতুন কুণ্ডু
স্বাধীনতা স্তম্ভ, স্বাধীনতা যাদুঘর	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান	কাশেফ মাহবুব চৌধুরী, মেরিনা তাবাসসুম
বীর (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য)	নিকুঞ্জ, ঢাকা	হাজ্জাজ কায়সার
চারুকলা ও শহীদ বুদ্ধিজীবী সমাধি সৌধ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মাজহারুল ইসলাম

- "শিখা চিরন্তন" অবস্থিত– সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
- "শিখা অনির্বাণ" অবস্থিত– ঢাকা সেনানিবাসে
- "নভোথিয়েটার" এর স্থপতি– আলী ইমাম
- রক্তসোপান অবস্থিত- গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস
- বিজয়গাঁথা অবস্থিত- রংপুর সেনানিবাসে অবস্থিত।
- "বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ" ভাস্কর্য– ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে
- রাজারবাগ পুলিশ লাইন এর মুরাল চিত্রের শিল্পী– মৃণাল হক।
- রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 'দুর্জয়' ভাস্কর্যটির শিল্পী- মৃণাল হক।

স্থাপত্য শিল্পী

নভেরা আহমেদ	পরিচিতি– বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ভাস্কর এবং আধুনিক ভাস্কর্য শিল্পের পথিকৃৎ। **তাঁর উত্থান**– পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে ষাটের দশকের প্রারম্ভে **তাঁর উল্লেখযোগ্য**– চাইল্ড ফিলোসফার, ইকারুস, জেব্রা ক্রসিং, এক্সটার্মিনেটিং এঞ্জেল, যুগল ও পরিবার (অপর নাম- কাউ উইথ টু ফিগারস)
শামীম শিকদার****	পরিচিতি– বাংলাদেশের খ্যাতনামা মহিলা ভাস্কর জন্ম– ১৯৫২ চিংগাশপুর গ্রাম, মহাস্থানগড়, বগুড়া। তাঁর অমর ভাস্কর্য- ১. 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' ২.'স্বাধীনতা সংগ্রাম' ৩. জগন্নাথ হলে স্বামী বিবেকানন্দের ভাস্কর্য ৪. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে জাতির জনকের ভাস্কর্য ৫. স্ট্রাগলিং ফোর্স ৬. একটি মধুর স্বপ্ন
নিতুন কুণ্ডু	পরিচিতি– বিখ্যাত ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এবং নকশাবিদ। **তাঁর অমর কীর্তি-** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য 'সাবাস বাংলাদেশ'। **তাঁর শিল্পকর্ম-** ঢাকার কাওরানবাজারের 'সার্ক ফোয়ারা' এবং 'ঢাকার হাইকোর্ট সংলগ্ন 'কদম ফোয়ারা'।
হামিদুজ্জামান খান	ভাস্কর্যগুলো– বঙ্গভবনের 'পাখি পরিবার', ১৯৮৮ সালে সিউল অলম্পিকের 'স্টেপস' (সিঁড়ি) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মারক ভাস্কর্য 'সংশপ্তক'*
মৃণাল হক***	উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য– রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 'দুর্জয়', মতিঝিলে 'বক', পরিবাগে ভাষা আন্দোলন নিয়ে নির্মিত 'জননী ও গর্বিত বর্ণমালা'**, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে 'রত্নদ্বীপ', ইস্কাটনে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে 'কোতোয়াল', ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়কে 'ইস্পাতের কান্না', ফুলবাড়িয়ায় 'প্রত্যাশা'। ২০০৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী (৫০ বছর পূর্তি) উপলক্ষে নির্মিত হয়- 'গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার'। ঢাকা মহানগরীর ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে– কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ'র হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে নির্মাণ করা হয় 'রাজসিক বিহার'।

আধুনিক গান ও দেশাত্মবোধক গান

গান	গীতিকার/সুরকার/শিল্পী
জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো....	গীতিকার- নঈম গহর সুরকার- আমজাদ রহমান শিল্পী- সাবিনা ইয়াসমিন
আমি বাংলার গান গাই........	গীতিকার, সুরকার ও প্রথম শিল্পী- প্রতুল মুখোপাধ্যায় বর্তমান শিল্পী- মাহমুদুজ্জামান বাবু
আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন.........	গীতিকার- মো. মনিরুজ্জামান শিল্পী- শাহনাজ রহমতুল্লাহ
একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়ে.........	গীতিকার- গাজী মাজহারুল আনোয়ার শিল্পী- শাহনাজ রহমতুল্লাহ
ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা....	গীতিকার ও সুরকার- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
সালাম সালাম হাজার সালাম.	গীতিকার- ফজল এ খোদা শিল্পী- আব্দুল জাব্বার
মানুষ মানুষের জন্য......	গীতিকার ও শিল্পী- ভূপেন হাজারিকা
কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই...	গীতিকার- গৌরি প্রসন্ন মজুমদার শিল্পী- মান্না দে (প্রকৃতনাম- প্রবোধ চন্দ্র)
যদি রাত পোহালে শোনা যেতো, বঙ্গবন্ধু মরে নাই....	গীতিকার ও সুরকার – হাসান মতিউর রহমান।

চলচ্চিত্র

- সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন – লুমিয়ার ব্রাদার্স (USA, ১৮৯৫ সালে)
- উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক – হীরালাল সেন।
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক – আব্দুল জব্বার খান।
- উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্রকর – কাজী নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকর – জহির রায়হান।
- উপমহাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র – জামাই ষষ্ঠী।
- বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র – মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)
- বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র– সঙ্গম (জহির রায়হান)
- কাজী নজরুল ইসলাম যে চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন – ধুপছায়া।
- কাজী নজরুল ইসলাম যে চলচ্চিত্রের অভিনয় করেন – ধ্রুব।
- জহির রায়হানের চলচ্চিত্র – জীবন থেকে নেয়া, কাঁচের দেয়াল, আনোয়ারা, সোনার কাজল, বেহুলা, সঙ্গম, স্টপ জেনোসাইড, লেট দেয়ার বি লাইট
- তারেক মাসুদের চলচ্চিত্র– মুক্তির গান, মুক্তির কথা, মাটির ময়না, কাগজের ফুল, রানওয়ে, অন্তর্যাত্রা, নর সুন্দর, আদম সুরত।
- সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত চলচ্চিত্র- পথের পাঁচালি,অশনি সংকেত, হিরোক রাজার দেশে, অপুর সংসার, অপরাজিত, তিন কন্যা, গণশত্রু, চারুলতা।
- ১৯৯২ সালে পথের পাঁচালি চলচ্চিত্রের জন্য উপমহাদেশের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে অস্কার পুরস্কার লাভ করেন – সত্যজিৎ রায়।
- ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র– সুবর্ণ রেখা, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার।
- হুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত চলচ্চিত্র – আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, আমার আছে জল এবং শেষ চলচ্চিত্র ঘেটুপুত্র কমলা
- তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের লেখক– অদ্বৈত মল্লবর্মন, কিন্তু চলচ্চিত্রের পরিচালক– ঋত্বিক ঘটক
- বাঘা বাঙালি চলচ্চিত্রের পরিচালক– আনন্দ
- মাস্টার দ্য সূর্য সেনের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কাহীনি নিয়ে নির্মিত 'চিটাগং' এর পরিচালক– দেবব্রত পাইন।
- ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের কাহীনি নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'চিত্রা নদীর পাড়ে' এর পরিচালক– তানভীর মোকাম্মেল।
- লালন ফকিরের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত 'মনের মানুষ' এর পরিচালক– গৌতম ঘোষ।
- 'পদ্মা নদীর মাঝি' চলচ্চিত্রের পরিচালক– গৌতম ঘোষ।

Note: তারেক মাসুদ কাগজের ফুল চলচ্চিত্রের লোকেশন খুঁজতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন– মানিকগঞ্জে।

পত্র পত্রিকা

- উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র হলো– বেঙ্গল গেজেট।
- উপমহাদেশের প্রথম সাময়িক/ মাসিক বাংলা পত্রিকার নাম – দিকদর্শন।
- উপমহাদেশের প্রথম সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার নাম – সমাচার দর্পণ।
- উপমহাদেশের প্রথম দৈনিক বাংলা পত্রিকার নাম – সংবাদ প্রভাকর।
- বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের ১ম পত্রিকা – রংপুর বার্তা (১৮৪৭)।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা- ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)।
- বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের বাইরে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম– দেশবার্তা (ইংল্যান্ডের লন্ডন থেকে)।
- জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার নাম– মানচিত্র।
- কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা হলো – ধূমকেতু, লাঙ্গল, নবযুগ।
- কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা– গ্রাম বার্তা।
- চলিত বা কথ্য রীতির প্রথম মুখপত্র– সবুজ পত্র।
- বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সাথে জড়িত 'শিখা পত্রিকার' শ্লোগান ছিল– জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।
- বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পত্র– সমাচার দর্পণ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পত্রিকাটিতে অভিনন্দন বাণী পাঠান– ধূমকেতু।

পত্রিকা	প্রকাশকাল	সম্পাদক
বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস অগাস্টাস হিকি
দিকদর্শন, সমাচার দপর্ণ	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
মিরাতুল আখবার	১৮২২	রাজা রামমোহন রায়
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
তত্ত্ববোধিনী	১৮৪৩	অক্ষয় কুমার দত্ত
ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
গ্রামবার্তা	১৮৬৩	কাঙ্গাল হরিনাথ
বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাধনা	১৮৯১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মিহির	১৮৯২	শেখ আব্দুর রহিম
সবুজপত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী
সওগাত	১৯১৮	মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
কল্লোল	১৯২৩	দীনেশরঞ্জন দাস
শনিবারের চিঠি	১৯২৪	সজনীকান্ত দাস
দৈনিক আজাদ	১৯৩৬	মাওলানা আকরম খাঁ
বেগম	১৯৪৭	নূরজাহান বেগম
লোকায়েত	১৯৮২	এ কে ফজলুল হক

বিখ্যাত ব্যক্তিদের পৈতৃক নিবাস

নাম	পৈতৃক নিবাস	নাম	পৈতৃক নিবাস
অমর্ত্য সেন	মানিকগঞ্জ	অতীশ দীপংকর	মুন্সিগঞ্জ
হীরালাল সেন	মানিকগঞ্জ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	মাদারীপুর
সত্যজিৎ রায়	কিশোরগঞ্জ	ব্রজেন দাস	মুন্সিগঞ্জ
সরোজিনী নাইডু	মুন্সিগঞ্জ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	খুলনা

বাংলাদেশে অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার

নাম	অবস্থান	নাম	অবস্থান
হলুদ বিহার	নওগাঁ	আনন্দ বিহার, শালবন বিহার ভোজ বিহার	কুমিল্লার ময়নামতি
সোমপুর বিহার বা পাহাড়পুর বিহার	নওগাঁ	সীতাকোট বিহার	দিনাজপুর
জগদ্দল বিহার	নওগাঁ	রাজবন বৌদ্ধ বিহার	রাঙ্গামাটি
মহামুনি বিহার	চট্টগ্রামের রাউজানে	ভাসু বিহার	বগুড়ার মহাস্থানগড়
শাক্যমনি বিহার	মিরপুর, ঢাকা		

(বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

বাংলা একাডেমি

- ভাষা আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান-বাংলা একাডেমি।
- প্রতিষ্ঠা – ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সাল।
- মূল ভবনের পূর্বনাম – বর্ধমান হাউজ।
- ১ম পরিচালক – ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
- ১ম মহাপরিচালক – ড. মাযহারুল ইসলাম।
- বাংলা একাডেমি পুরস্কার চালু – ১৯৬০ সালে।
- বাংলা একাডেমিতে বই মেলা শুরু হয় – ১৯৭৮ সালে।
- বাংলা একাডেমি অবস্থিত ভাস্কর্য – মোদের গরব (স্থপতি – অখিল পাল)
- আরো অবস্থিত– নজরুল মঞ্চ, রবীন্দ্র মঞ্চ, রোকেয়া মঞ্চ।
- বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র পুরস্কার চালু করে– ২০১০ সালে

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত পত্রিকা

পত্রিকার নাম	ধরণ
উত্তরাধিকার	সৃজনশীল মাসিক
ধান-শালিকের দেশ	ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রিকা
লেখা	বাংলা একাডেমির মাসিক মুখপত্র

এশিয়াটিক সোসাইটি

- প্রতিষ্ঠা – ১৭৮৪ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা – উইলিয়াম জোন্স।
- এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা– ১৯৫২ সালে।
- বাংলা পিডিয়া প্রকাশক – এশিয়াটিক সোসাইটি (২০০৩ সাল)।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি : (BARD)

- পূর্ণরূপ – Bangladesh Academy for Rural Development
- প্রতিষ্ঠা – ১৯৫৯ সালে (একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান)।
- প্রতিষ্ঠাতা – আখতার হামিদ খান।
- অবস্থান – কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

ECNEC (একনেক)

- পূর্ণরূপ- Executive Committee of the National Economic Council (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি) - একনেক
- প্রতিষ্ঠা-১৯৮২, সভাপতি- প্রধানমন্ত্রী
- বিকল্প সভাপতি- অর্থমন্ত্রী, নিয়মিত বৈঠক হয় - মঙ্গলবার
- বৈঠক হয়- আগারগাঁওয়ের পরিকল্পনা কমিশন ভবনে
- উন্নয়নশীল প্রকল্প অনুমোদিত হয়– একনেকে
- বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রকল্প পাস হয়– একনেকে

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

- প্রতিষ্ঠা- ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮। যাত্রা শুরু- ১ ডিসেম্বর, ২০০৮
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়- রাষ্ট্রপতি
- প্রথম চেয়ারম্যান- বিচারপতি আমিরুল কবীর চৌধুরী
- বর্তমান চেয়ারম্যান- কামালউদ্দীন আহমদ (পঞ্চম)

গ্রামীণ ব্যাংক

- কার্যক্রম শুরু – ১৯৭৬ (চট্টগ্রামের জোবরা গ্রাম থেকে)।
- পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে যাত্রা – ১৯৮৩ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা – ড. মুহাম্মদ ইউনুস (২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. মুহম্মদ ইউনুস যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)।
- ক্ষুদ্র ঋণ/ মাইক্রো ক্রেডিটের প্রবক্তা-ড. মুহম্মদ ইউনুস (বাংলাদেশ)

ব্র্যাক (BRAC

- পূর্ণরূ adesh Rural ancement Committee.
- প্রতিষ্ঠা – ১৯৭২ (বি বচেয়ে বড় NGO ব্র্যাক)।
- প্রতিষ্ঠাতা– স্যার ফ ান আবেদ।

Note: গুরুত্বপূর্ণ বাঙা উপাধি লাভ, তাঁরা হলেন (i) রবীন্দ্রনাথ , (ii) জগদীশচন্দ্র ব হাসান আবেদ ০১০), (iv) আখলাকুর রহমান (২০১৭)।

তথ্য কমিশন

- প্রতিষ্ঠা - ১ জুলাই, ২০০৯ সালে
- বর্তমান প্রধান তথ্য কমিশনার – ড. আব্দুল মালেক।

BIRDEM (বারডেম)

- BIRDEM – Bangladesh Institute of Research Rehabilitation in Diabetes, endocrine and Metabolic Disorders. বারডেমকে বলা হয়– বহুমূত্র সমিতি**
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৮০ সালে (শাহবাগ)
- প্রতিষ্ঠাতা– মোহাম্মদ ইব্রাহিম**

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান

- বাংলাদেশ মসলা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত – বগুড়ার মহাস্থানগড়।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অবস্থিত – সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কেন্দ্র অবস্থিত – সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- জনসংখ্যা গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'নিপোর্ট' (NIPORT) অবস্থিত- আজিমপুর, ঢাকা।
- ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো – এফবিসিসিআই (FBCCI)।
- গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানগুলোর সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো- BGMEA
- বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রকল্প পাশ হয়– একনেক (ECNEC) এ

অন্যান্য প্রসঙ্গ

- "বাংলাদেশ স্কয়ার" অবস্থিত – লাইবেরিয়ায়।
- বাংলাদেশ ভবন অবিস্থত- বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
- "বাংলাদেশ সড়ক" অবস্থিত – আইভরিকোস্ট।
- "লিটল বাংলাদেশ" অবস্থিত – লস এঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র।
- "মিনি বাংলাদেশ" অবস্থিত– সিঙ্গাপুর।
- 'বাংলা টাউন' অবস্থিত– লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- বাংলাদেশে আগমনকারী প্রথম বিদেশী প্রধানমন্ত্রী– ভারতের ইন্দিরা গান্ধী (১৭ মার্চ, ১৯৭২)।
- জাতিসংঘের যে মহাসচিব প্রথম বাংলাদেশে আগমন করেন- কূট ওয়াল্ড হেইম, ১৯৭৩ সাল (অস্ট্রিয়া)।
- বাংলাদেশে আগমনকারী প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট– বিল ক্লিনটন।
- 'রূপসী বাংলাদেশ' বলা হয় যে এলাকাকে– সোনারগাঁয়ের জাদুঘর এলাকাকে।
- বাংলাদেশের যে এলাকাকে 'মিনি বাংলাদেশ' বলা হয় – সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে – ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর (২৯ তম অধিবেশনে) ১৩৬ তম দেশ হিসেবে
- শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেয় – ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর (২৯ তম অধিবেশনে)
- বাংলাদেশ প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ লাভ করেন – কমনওয়েলথ (১৮ এপ্রিল, ১৯৭২) ৩২তম দেশ হিসেবে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করেন – হুমায়ন রশিদ চৌধুরী – ১৯৮৬ সালে, ৪১ তম অধিবেশনে
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয় – ২বার (১৯৭৯-৮০) (১৯৯৯-২০০০)।
- বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতিত্ব করে- ২ বার (২০০০ সালের মার্চ মাস ও ২০০১ সালের জুন মাস)।
- বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরানের UNIIMOG শান্তিরক্ষী মিশনে প্রথম সৈন্য প্রেরণ করে- ১৫ জন।
- ১৯৭৩ সালে ন্যামের সদস্য পদ লাভ করলে বঙ্গবন্ধু ৪র্থ ন্যাম সম্মেলনে যোগদান করতে যান- আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে
- বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে অর্থনৈতিক জোটের সদস্যপদ লাভে আগ্রহী – ASEAN।
- যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদরদপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত –BIMSTEC, CIRDAP, ICDDR'B, সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র, সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক পাট গবেষণা কেন্দ্র
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই যে দেশের সাথে – তাইওয়ান।
- বিশ্বের যে রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও টেলিযোগাযোগ নেই – ইসরায়েল।
- বাংলাদেশ CTBT সনদে স্বাক্ষর করে – ১৯৯৬ সালে, কিন্তু সনদ কার্যকর করে- ২০০০ সালে (১২৯ তম দেশ হিসেবে)।

বিবিধ প্রসঙ্গ

- বাংলাদেশে সর্ব প্রথম শিশু আইন প্রণীত হয়– ১৯৭৪ সালে।
- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাংলাদেশ অনুসমর্থন করে– ১৯৯০।
- বাংলাদেশ সরকার 'শিশু অধিকার দশক' ঘোষণা করে– ২০০১-২০১০
- জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ অনুযায়ী শিশুর বয়স– ০-১৮ বছর।
- ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমি' অবস্থিত– পুরাতন হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা। একাডেমি প্রাঙ্গণে ভাস্কর্য- দুরন্ত।
- সন্তানের পরিচয়ে মায়ের নাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক– আগস্ট, ২০০০
- জন্ম নিবন্ধনে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম– ২৪ আগস্ট, ২০০৪
- মহিলা চাকুরিজীবীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি– ৬ মাস।
- মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে– দ্বাদশ বা সমমান শ্রেণি পর্যন্ত
- যৌতুক নিরোধ আইন চালু হয়– ১৯৮০ (সর্বোচ্চ শাস্তি- ৫ বছর)
- বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন চালু– ২০০০ সালে।
- গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচি– RSS
- প্রথম জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র– টঙ্গী, গাজীপুর (দ্বিতীয়টি- যশোর)
- একমাত্র কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রীয় কারাগার অবস্থিত– কোনাবাড়ি, গাজীপুর।
- বাংলাদেশ কিশোর অপরাধী হিসেবে গণ্য– ৭ থেকে ১৬ বছর।
- খাবার স্যালাইনের উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান– ICDDR,B, মহাখালী, ঢাকা।
- 'বেবি জিংক' ট্যাবলেটের আবিষ্কারক প্রতিষ্ঠান– ICDDR,B
- ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা প্রণীত হয়– বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ নামে।
- নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস- ২৮ মে। ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস- ২৮ ফেব্রুয়ারি
- ১৯৯৮ সাল থেকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের প্রতীক– সবুজ ছাতা।
- ইউএসএইড এর 'মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা'র প্রতীক– সূর্যের হাসি ক্লিনিক
- ১৯৯৮ বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল চালু– জীবন তরী।
- EPI এ বর্তমানে রোগের টিকা দেয়– ১০টি।
- যক্ষ্মা রোগের টিকা- BCG। পোলিও রোগের টিকা– OPV
- WHO বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করে– ২৭ মার্চ, ২০১৪।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) সম্প্রচার শুরু হয়– ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৪।
- বিটিভি'র রঙ্গিন সম্প্রচার শুরু হয়– ১ ডিসেম্বর, ১৯৮০।
- বিটিভি'র প্রধান কার্যালয় অবস্থিত– রামপুরা, ঢাকা (১৯৭৫ সালে ঢাকার ডিআইটি ভবন থেকে প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়- রামপুরা)

- বিটিভি'র বর্তমান লোগোর ডিজাইনার– ইমদাদ হোসেন।
- বিটিভি'র প্রথম শিল্পী– ফেরদৌসি রহমান। গান- এইযে আকাশ নীল
- বিটিভি'র প্রথম নাটক– একতলা দোতলা (রচনা- মুনির চৌধুরী)
- বর্তমানে সরকারি টিভি চ্যানেল– ৪টি।
- বাংলাদেশ বেতারের পূর্ব নাম– রেডিও বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত প্রথম বাংলা নাটক– কাঠ ঠোকরা।
- বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর অবস্থিত– আগারগাঁও, ঢাকা।
- দেশের প্রথম FM (Frequency Modulation) Radio- রেডিও টুডে
- ভারতে বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার শুরু হয়– ১৪ জানুয়ারি, ২০২০।
- বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট ভিত্তিক নিউজ এজেন্সি– BD News
- বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন চালু হয়– ১ জুলাই, ২০০৯ সালে।
- ১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'Bangladesh Film Development Corporation (BFDC)' অবস্থিত– তেজগাঁও, ঢাকা
- ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রেসক্লাব অবস্থিত– তোপখানা রোড, ঢাকা।
- বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি অবস্থিত– গাজীপুর।
- দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রধান সংবাদ সংস্থা– BSS (বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা)
- পৌষ সংক্রান্তি হলো– পৌষ মাসের শেষদিন ও পিঠা পুলির উৎসব।
- বাংলা সন প্রবর্তন করেন– মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ সালে (কিন্তু প্রচলন ধরা হয়– আকবরের সিংহাসন আরোহনের বছর ১৫৫৬ সাল)।
- ১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা সন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়– ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
- রমনার বটমূলে ১লা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজক– ছায়ানট।
- পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেয়– ২০১৬ সালে।
- বাংলা একাডেমি প্রকাশিত সংগীত কোষ গ্রন্থের রচয়িতা– করুণাময় গোস্বামী
- ঢাকার বেইলী রোডের নামকরণ 'নাটক সরণি' করা হয়– ২০০৫ সালে।

বাংলাদেশের কতিপয় পুরস্কার প্রবর্তনের সাল

- বাংলা একাডেমি পুরস্কার– ১৯৬০, বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক– ১৯৭৩
- একুশে পদক পুরস্কার– ১৯৭৬, জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার– ১৯৭৬
- স্বাধীনতা পুরস্কার– ১৯৭৭, শিশু একাডেমি পুরস্কার– ১৯৮৯
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার– ১৯৭৬, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার– ১৯৯৩

আইসিসি (ICC)

- বিশ্ব ক্রিকেটের নির্বাহী সংস্থা – ICC (International Cricket Council)। প্রতিষ্ঠা– ১৯০৯ সালে।
- সদর দপ্তর – দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।***
- বর্তমান চেয়ারম্যান – গ্রেগ বার্কলে (নিউজিল্যান্ড)।
- প্রধান নির্বাহী – জেওফ আলারদিস (অস্ট্রেলিয়া)।

পুরস্কার ও খেলাধুলা (Sports)

- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮৬ সালে (সাভারের জিরানী)
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলা – হাডুডু/কাবাডি।
- শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম অবস্থিত – বগুড়ায়।
- মা ও মনি হলো - একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম (প্রথম আয়োজন করে- ১৯৯১ সালে)
- গিনিস বুক অব রেকর্ডে নাম উঠেছে বাংলাদেশের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়- জোবায়রা লিনু (মোট - ১৬ বার চ্যাম্পিয়ন হন)
- বাংলাদেশ প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করে– ১৯৭৮ সালে
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্ব অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে– ১৯৮৪ সালে (২৩তম অলিম্পিক, লস এ্যাঞ্জেল, যুক্তরাষ্ট্র)।
- বিশ্ব অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ - ১৯৮০ সালে।

ফুটবল (Football)

- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করে - ১৯৮৬ সালে।
- বাংলাদেশে ফুটবলের উন্নয়নে গঠিত সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা বাফুফে (বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে (মতিঝিল)
- বাফুফে ফিফার সদস্য পদ লাভ করে - ১৯৭৬ সালে।
- বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয় – ১৯৯৬ সালে।

ক্রিকেট (Cricket)

- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB) গঠিত হয়– ১৯৭২ সালে।
- ক্রিকেট পিসের দৈর্ঘ্য – ২২গজ/৬৬ ফুট
- বাংলাদেশ শততম টেস্ট খেলে যে দলের বিপক্ষে - শ্রীলঙ্কা।
- বাংলাদেশ আইসিসির সদস্যপদ লাভ করে – ১৯৭৭ সালে।
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে – ভারতের বিপক্ষে।
- বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ জয় লাভ করে . জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।
- বাংলাদেশ শততম ওয়ানডে তে জয় লাভ করে ভারত হারিয়ে . ২০০৪ সালে।
- ২০০৩ সালে টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম হ্যাট্রিক করে – অলক কাপালী।
- ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ– নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে
- বাংলাদেশ প্রথম আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ম্যাচ জয় লাভ করে - ১৯৯৮ সালে (কেনিয়ার বিপক্ষে)
- দেশের সর্বশেষ অষ্টম টেস্ট ভেন্যু – সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, সিলেট।
- ২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ১৩তম অনূর্ধ্ব- ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়- বাংলাদেশ।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান – ৩৪৯ রান।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান – ৬৩৮ রান।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন রান – ৪৩ রান।
- বাংলাদেশে টেস্ট ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরিয়ান – মুশফিকুর রহিম (১ম), তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান।
- বিশ্বের প্রথম উইকেটরক্ষক হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি করেন– মুশফিকুর রহিম
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সেঞ্চুরিয়ান – ৩ জন, প্রথম- মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, দ্বিতীয়- সাকিব আল হাসান ও তৃতীয়- মুশফিকুর রহিম।
- প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে UNDP এর শুভেচ্ছা দূত হয়েছিলেন– মাশরাফি বিন মর্তুজা।
- প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনের শুভেচ্ছা দূত হন – সাকিব আল হাসান
- বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৯০০০ (হাজার) রান পূর্ণ করেছেন – তামিম ইকবাল।

ওয়ানডে ক্রিকেটে স্ট্যাটাস লাভ করে	১৫ জুন, ১৯৯৭
বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অভিষেক করে (৭ম)	১৯৯৯
বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে	২৬ জুন, ২০০০
বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ক্রিকেটে জয় পায়	২০০৫ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে
মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ	২০১১
মহিলা ক্রিকেট দল এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন	২০১৮***
মহিলা ক্রিকেট দল টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে	১ এপ্রিল, ২০২১

বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রথম অধিনায়ক	
জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক	শামীম কবির
জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক	জাকারিয়া পিন্টু
প্রথম ক্রিকেট টেস্ট দলের অধিনায়ক	নাঈমুর রহমান দুর্জয়
প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের অধিনায়ক	আমিনুল ইসলাম বুলবুল
বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে অধিনায়ক	গাজী আশরাফ লিপুর

দাবা ও সাঁতার

- দাবা খেলার জন্ম – ভারতে।
- দাবায় গ্রান্ডমাস্টার খেতাব পেয়েছেন – ৫ জন বাংলাদেশি।
- বাংলাদেশের প্রথম এবং দক্ষিণ এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দাবাড়ু - নিয়াজ মোর্শেদ (১৯৮৭ সালে গ্রান্ড মাস্টার খেতাব পান)
- বাংলাদেশের সর্বশেষ পঞ্চম গ্রান্ডমাস্টার খেতাব পান- এনামুল হক রাজিব (২০০৮ সালে)
- বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মহিলা দাবাড়ু– রানী হামিদ।
- বাংলাদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু – ব্রজেন দাস।
- ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী একমাত্র সাঁতারু – ব্রজেন দাস[১৯৫৮]

সুশাসন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ [চাকরি প্রার্থীদের জন্য]

বিভিন্ন সংস্থার মতে সুশাসনের উপাদান				
UNDP	জাতিসংঘ	বিশ্বব্যাংক	UNHCR	AFDB
৯টি	৮টি	৬টি	৫টি	৫টি

বিভিন্ন সংস্থার মতে সুশাসনের ধারণাসমূহ				
বিশ্বব্যাংক	ADB	IMF	UNDP	IDA
১৯৮৯	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮

- ১৯৮৯ সালে সুশাসনের প্রথম ধারণা দেন– বিশ্বব্যাংক।
- বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে – ১৯৯২ সালে।
- জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো– সুশাসন।
- সুশাসন হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে
- সুশাসন বলতে- রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়" বলেছেন– ম্যাককরনি
- মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদন্ড হলো– মূল্যবোধ।
- সরকারি চাকুরীতে সততার মাপকাঠি– নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা।
- সরকারি চাকুরিতে সততার মাপকাঠি – নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা।
- ২০০২ সালে **Johannesburg Plan of Implementation** সুশাসনের সঙ্গে যে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়– টেকসই উন্নয়ন
- বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের স্তম্ভ – ৪টি এবং উপাদান – ৬টি।
- সুশাসনের পূর্ব শর্ত হচ্ছে– মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন।
- সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে– সুশীল সমাজ।
- **Civil Society** শব্দের পরিভাষা – সুশীল সমাজ।
- সুশীল সমাজের কাজ – সরকারকে দিকনির্দেশনা দেয়া।
- ১৯৮৬ সালে কার্যক্রম শুরু হওয়া (আইন ও সালিশ কেন্দ্র) যে ধরনের সংস্থা – মানবাধিকার।
- সুশাসনের পথে অন্তরায়– স্বজনপ্রীতি।
- নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি যার অন্তরায়– সুশাসনের
- জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে (সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ) প্রতিষ্ঠা করেন– অধ্যাপক শফিক রেহমান।
- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে– এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতে তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন।
- **Almond ও Powel** চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন – ৪ ভাগে (স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী, সংগঠনভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী, সংগঠনহীন স্বার্থগোষ্ঠী, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী)।
- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিকল্প সরকার বলা হয় – বিরোধী দলকে।
- বাংলাদেশের নবনৈতিকতার প্রবর্তক হলেন- আরজ আলী মাতব্বর
- **IMF Good Governance** এর এজেন্ডা গ্রহণ করে – ১৯৯৬ সালে
- **IDA** সুশাসনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে- ১৯৯৮ সালে।
- ১৯৯৫ সালে **ADB** সুশাসনের উপর রিপোর্ট প্রকাশ করে- Governance: Sound Development Management নামে।
- বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে- শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন শীর্ষক রিপোর্টে।
- ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে- শাসন ও ক্রমবর্ধমান মানবিক উন্নয়ন।
- রাষ্ট্রের স্তম্ভ/ এস্টেট হলো– ৫টি (১. আইন বিভাগ, ২. শাসন বিভাগ, ৩. বিচার বিভাগ, ৪. গণমাধ্যম ও ৫. সুশীল সমাজ)
- রাষ্ট্রের ফোর্থ এস্টেট বা চতুর্থ স্তম্ভ – গণমাধ্যম।
- কৌটিল্য ও **IDA** -এর মতে সুশাসনের উপাদান– ৪টি।
- রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক।

সুশাসনের.....	
✓ লক্ষ্য- জনকল্যাণ ও মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন ✓ মানদণ্ড- জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি ✓ অন্তরায়- দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ✓ চালিকা শক্তি- স্বচ্ছতা ✓ সুশাসনের পথ সুগম করে- স্বচ্ছতা ✓ প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে- পেশাদারিত্ব	✓ মূল চাবিকাঠি- জবাবদিহিতা ✓ অন্তর্নিহিত শক্তি- নৈতিকতা ✓ মূলভিত্তি- আইনের শাসন (যা সভ্য সমাজের মানদণ্ড) ✓ সুশাসনের প্রাণ- গণতন্ত্র ✓ সুশাসনকে গতিশীল করে- অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়া

- সরকার ও জনগণের **'Win Win Game'** বলা হয়- সুশাসনকে
- উপযোগবাদ (Utilitarianism) তত্ত্বের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা– ইংলিশ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম। কিন্তু Utilitarianism গ্রন্থের লেখক – জন স্টুয়ার্ট মিল।
- জেরেমি বেন্থাম ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'An Introduction of the Principles of Morals and Legislation গ্রন্থে উপযোগবাদ তথ্যটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন।
- **'Critique of Pure Reason', 'Critique of Practical Reason'** রচয়িতা– জার্মান অধিবাসী নৈতিক দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট
- ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এর বিখ্যাত গ্রন্থ – A History of Western Philosophy, The elements of Ethics, Introduction to Mathematical Philosophy, Human Society in Ethics and Politics, Power: A New Social Analysis, Principia Mathematica, Dictionary of Mind,'Marriage & Morals.

ই-গভর্নেন্স (E-Governance)

- **E-Governance** এর পূর্ণরূপ- Electronic Governance
- **E-Governance** হলো- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শাসন।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌছানোকেই বলে- ই-গভর্নেন্স।
- ই-গভর্নেন্সের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- সুশাসনের সহায়ক- ই-গভর্নেন্স।
- সরকারি তথ্য ও সেবা, ইন্টারনেট এবং **WWW** এর মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌছানোর মাধ্যমই ই-গভর্নেন্স' বলেছেন- জাতিসংঘ।
- ই-গভর্নেন্স এর সফল অঞ্চল- ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়া মহাদেশ।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার ২০০৭ সালে গ্রহণ করে– a2i (Access to Information)

মূল্যবোধ (Values)

- যেগুণের মাধ্যমে মানুষ ভুল ও শুদ্ধ এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে তা হচ্ছে- মূল্যবোধ।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- পরমতসহিষ্ণুতা।
- সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি- আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায় বিচার, সহনশীলতা, নীতি ও ঐতিহ্যবোধ।
- মূল্যবোধ হলো- মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড।
- 'মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছের একটি মানদণ্ড' বলেছেন- Mr. William
- 'মূল্যবোধ হলো আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যেরবোধ' বলেছেন- ফ্রাঙ্কেল।
- আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধ- সত্য ও ন্যায়।
- মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে- সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা।
- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে- সামাজিক মূল্যবোধকে।
- মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হচ্ছে- সংস্কৃতি।
- মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়- নৈতিকতার মাধ্যমে।
- মূল্যবোধ দৃঢ় হয়- শিক্ষার মাধ্যমে।
- মূল্যবোধ শিক্ষা শুরু হয়- পরিবার থেকে। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি হলো- পেশাগত মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ পরীক্ষা করে- ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, নৈতিকতা ও অনৈতিকতা।
- ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে- মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে।
- যে মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত- ইতিবাচক মূল্যবোধ
- মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো- আপেক্ষিকতা, পরিবর্তনশীলতা, নৈতিক প্রাধান্য, যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন, সামাজিক মাপকাঠি, বিভিন্নতা।
- প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে- পরিবারে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসারে 'শুদ্ধাচার' হচ্ছে- সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ।
- জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশনের নাম- UNCAC
- বাংলাদেশে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়- ২০১২
- বাংলাদেশে উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়- দুর্নীতি।
- দুর্নীতির মূল কারণ- মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয়।

নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতা (Ethics & Morality)

- 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' ধারণাটির প্রবক্তা- জার্মানির ইমানুয়েল কান্ট।
- 'সততার জন্য সদিচ্ছার' কথা বলেছেন- জার্মানির ইমানুয়েল কান্ট।
- 'কর্তব্যের নৈতিকতার ধারণা' প্রবর্তন করেন- ইমানুয়েল কান্ট।
- বাংলাদেশে নবনৈতিকতার প্রবক্তা হলেন- আরজ আলী মাতব্বর।
- আচরণের ন্যায় বা ভাল যে আলোচনা হয় সেটাই নীতিবিদ্যা বলেছেন- ম্যাকেঞ্জি ও লিলি।
- নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান- সততা ও নিষ্ঠা।
- 'নীতিবিদ্যা হচ্ছে আচরণে ন্যায় বা অন্যায়, ভাল বা মন্দ বা অন্যকোন একই ধরনের পন্থা বিচার করে' বলেছেন- উইলিয়াম লিলি।
- মানুষের যে ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়- ঐচ্ছিক ক্রিয়া।
- নৈতিকভাবে বলা হয় মানব জীবনের- নৈতিক আদর্শ।
- নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়- সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন।
- সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মভেদে নৈতিকতার শক্তির প্রধান উপাদান- সততা ও নিষ্ঠা
- সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' এর উদ্ভব হয়- যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে- সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিজের বা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে।
- নৈতিক মানদণ্ডটি সর্বোচ্চ সুখের উপর গুরুত্ব প্রদান করে- উপযোগবাদ।
- আমরা যে সমাজে বাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভাল নাগরি হওয়ার প্রত্যাশা করি এটি- নৈতিক অনুশাসন।
- শূন্যবাদ শব্দটির প্রতি শব্দ 'Nihilism' যার অর্থ হলো- সবই মিথ্যা। এ ল্যাটিন শব্দ Nihil থেকে এসেছে, যার অর্থ- কিছুই না।
- সরকারি চাকুরিতে সততার মাপকাঠি- নির্মোহ নিরপেক্ষ ভাবে অর্পি দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা।
- একজন যোগ্য নাগরিকের গুণবিশেষ হলো- মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সাম

গ্রন্থ	লেখক
On Liberty	জন স্টুয়ার্ট মিল
Political Ideals	বার্ট্রান্ড রাসেল
Leviathan	টমাস হবস

- উপযোগবাদ (Utilitariansism) তত্ত্বের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা- যুক্তরাজ্যের দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম।
- জেরেমি বেন্থাম ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত- তাঁর 'An Introduction of the Principles of Morals and Legislation' গ্রন্থে উপযোগবাদ তথ্যটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন।
- 'Critique of Pure Reason', 'Critique of Practical Reason' রচয়িতা- জার্মান অধিবাসী নৈতিক দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট।
- আধুনিক দর্শনের জনক- ডেকার্ট কিন্তু মুসলিম দর্শনের জনক- আ কিন্দি।

মৌলিক বিষয়াবলি (শুধু ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য)

অর্থনীতি (Economics)

- জে এফ র‍্যাগান বলেছেন- যে উপকরণ (ভূমি, শ্রম এবং মূলধন) ব্যবহার করে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা হয় তাই সম্পদ
- অর্থনীতিকে অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতাকে বলে- দুষ্প্রাপ্যতা।
- দ্রব্য (Goods) দুই প্রকার- ১. অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic Goods) ২. মুক্ত দ্রব্য (Free Goods)
- স্বল্প সম্পদ হতে যে স্বল্প দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তাকেই বলে- অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic Goods)।
- যে সকল দ্রব্যের যোগান দাম নেই তাকে বলে- মুক্ত দ্রব্য (Zero Price)।
- মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় ৩টি বিষয়ে- ১. কী এবং কতটুকু উৎপাদন করা হবে? ২. কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে? ৩. কার জন্য উৎপাদন করা হবে?
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) হলো- একটি রেখা, যার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বৈশিষ্ট্য- বেকারত্ব ও পূর্ণনিয়োগ নির্ধারণ, সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে দক্ষ ব্যবহার নির্বাচন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং মন্দা নির্ধারণ, সুযোগ ব্যয় নির্ধারণ
- একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয়, সেই ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ হলো- সুযোগ ব্যয়।
- সুযোগ ব্যয় ৩ ধরনের- ১. ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় ২. ক্রমহ্রাসমান সুযোগ ব্যয় ৩. স্থির সুযোগ ব্যয়।
- বহুবিধ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে মানবজাতি যেসব কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে তাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়- ক. উৎপাদন (Production) খ. বিনিময় (Exchange) গ. বন্টন (Distribution) ঘ. ভোগ (Consumption)
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৪ ধরনের- ক. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি খ. নির্দেশমূলক সমাজতন্ত্র অর্থনীতি গ. মিশ্র অর্থনীতি ঘ. ইসলামী অর্থনীতি।

- ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সূচনা হয়- ইউরোপে।
- ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য- পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব, বৃহদায়তন উৎপাদন, ব্যবস্থা, সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা, ভোক্তার সার্বভৌমত্ব, অবাধ প্রতিযোগিতা, মুনাফা অর্জন।
- যে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাজার ব্যবস্থার প্রকৃতিকেই বলে- দাম প্রক্রিয়া।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য- শ্রেণি-শোষণ অনুপস্থিত, উপকরণের ব্যক্তিমালিকানা নেই, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান, চাহিদার উপর নিয়ন্ত্রণ।
- ব্যষ্টিক শব্দটির ইংরেজি- 'Micro'
- Micro শব্দটি- গ্রিক শব্দ Mikros থেকে এসেছে যার অর্থ অতি ক্ষুদ্র।
- অর্থনীতির প্রতিটি এককের আচরণ ও কার্যকলাপ যখন পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে বলে- ব্যষ্টিক অর্থনীতি
- ব্যক্তিগত চাহিদা, যোগান, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, মুনাফা, প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত- ব্যষ্টিক অর্থনীতির।
- ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব- উৎপাদন মূল্য নির্ধারণ, বন্টন তত্ত্ব, কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক তত্ত্ব
- সামষ্টিক শব্দের ইংরেজি- Macro গ্রিক শব্দ Makros থেকে এসেছে
- Macro শব্দের অর্থ- বড় বা সামগ্রিক।
- অর্থনীতির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়কে যখন সামগ্রিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে বলে- সামষ্টিক অর্থনীতি।
- অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে মূল কারণ- সম্পদের সীমাবদ্ধতা।
- যে অর্থ ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত- মিশ্র
- বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় যা দ্বারা- দাম।
- ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ফার্মের মূল অর্থনৈতিক লক্ষ্য- মুনাফা সর্বোচ্চকরণ।
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরিস্থিত বিন্দু/ যে কোন বিন্দু নির্দেশ করে- পূর্ণ নিয়োগ।
- সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের জন্য অভাবের অগ্রাধিকার বাছাইয়ের প্রক্রিয়া হলো- নির্বাচন
- The General Theory of Employment Interest and Money- বইটির লেখক- জে. এম. কেইন্স।
- অর্থনীতির যমজ সমস্যাদ্বয় হলো- দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন।
- অর্থনীতিকে সর্বপ্রথম 'দুষ্প্রাপ্যতার বিজ্ঞান' বলেছেন- এল. রবিন্স
- অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্য বা সেবার ঐ বিশেষ গুণকে বোঝায় যা মানুষের বিশেষ অভাব মেটানো সম্ভব।
- কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য ভোগে প্রাপ্ত তৃপ্তির স্তরের ভিত্তিতে সংখ্যাগত উপযোগ ৩ ধরনের- ক. প্রাথমিক উপযোগ (Initial Utility) খ. প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) গ. মোট উপযোগ (Total Utility)
- কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণে অতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের ফলে ঐ দ্রব্যের মোট উপযোগের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তাই- প্রান্তিক উপযোগ।
- কোন নির্দিষ্ট সময়ে, একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে।
- উপযোগ পরিমাপের একক- ইউটিলি।
- অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ব্যক্তি যখন একই দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকে, তখন ঐ দ্রব্যের মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলে ও প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।
- ভোক্তার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে- মোট উপযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।
- অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে- কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ক্রয় ক্ষমতা এবং অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা।
- চাহিদার বৈশিষ্ট্য- একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে চাহিদা পরিমাণ করা হয়, চাহিদা একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য বিবেচ্য, একটি নির্দিষ্ট স্থান বা ব্যক্তির চাহিদা পরিবর্তিত অবস্থায় বা বাজার ধারণায় পরিবর্তিত হতে পারে।
- চাহিদা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে- ১. দাম চাহিদা ২. আয় চাহিদা ৩. আড়াআড়ি চাহিদা ৪. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাহিদা ৫. যুক্ত চাহিদা ৬. বিকল্প চাহিদা
- অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে স্বাভাবিক সময়ে- কোনো দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়।
- দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ককে বলে- চাহিদা বিধি
- চাহিদা বিধি কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল- ১. ভোক্তার আয় স্থির ২. ভোক্তার রুচি অভ্যাস অপরিবর্তিত ৩. ভোক্তার যুক্তিশীল ৪. সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম স্থির ৫. সময় স্থির ৬. বাজারে ক্রেতার সংখ্যা স্থির।
- চাহিদা রেখা বাম দিকে স্থানান্তরিত হয় - চাহিদা হ্রাসের কারণে।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা- অধ্যাপক মার্শাল।
- দুই বা ততোধিক চলকের নির্ভরশীলতার সম্পর্কে বলে- অপেক্ষক
- দুটি দ্রব্য পরস্পর বিকল্প হলে দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা হবে- বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী
- পর্যায়গত উপযোগ ধারণা দেন- জে আর হিক্স।
- অর্থনীতিতে চাহিদা হলো দ্রব্য ও সেবার জন্য ভোক্তার- আকাঙ্ক্ষা পূরণের সামর্থ্য এবং অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা।
- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা যে ধরনের- অস্থিতিস্থাপক।
- প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ- হ্রাস পাবে।
- বাজার ভারসাম্য নির্ধারণের শর্ত- চাহিদার পরিমাণ= যোগানের পরিমাণ।
- উৎপাদনের উপকরণ- ৪টি যথা: ভূমি (Land), শ্রম (Labour), মূলধন (Capital) এবং সংগঠন (Organization)
- ব্যয় যেটির উপর নির্ভরশীল- উৎপাদন।
- প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের অবস্থার পরিবর্তন বা রূপান্তর করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে বলে- উৎপাদন।
- পরিবর্তনশীল ব্যয়- শ্রমের মজুরি। মাত্রাগত উৎপাদন- ৩ প্রকার।
- স্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ থাকলেও ফার্মকে বা উৎপাদনকারীকে যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে বলে- স্থির ব্যয়।
- অর্থনীতিতে বাজার বলতে বোঝায়- কোনো দ্রব্যকে, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ক্রয় বিক্রয় হয়।
- আয়তন বা পরিধির ভিত্তিতে বাজার ৩ ধরনের- ক. স্থানীয় বাজার খ. জাতীয় বাজার গ. আন্তর্জাতিক বাজার।
- সময়ের ভিত্তিতে বাজার ৪ ধরনের- ক. অতি স্বল্পকালীন খ. স্বল্পকালীন গ. দীর্ঘকালীন ঘ. অতি দীর্ঘকালীন বাজার।
- প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার ২ ধরনের- ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার খ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
- অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজার কয়েক ধরনের হতে পারে, যেমন- একচেটিয়া, অলিগোপলি বাজার, ডুয়োপলি বাজার, মনোপসনি বাজার, ডুয়োপসনি বাজার, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার
- একচেটিয়া বাজারে উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে- একজন।
- ডুয়োপলি বাজারে বিক্রেতা থাকে- মাত্র দুজন কিন্তু ক্রেতা থাকে অসংখ্য।
- অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতা থাকে- দুজনের অধিক কিন্তু খুব বেশি নয়।
- মনোপসনি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা- অসংখ্য কিন্তু ক্রেতা মাত্র একজন।
- ডুয়োপসনি বাজারে ক্রেতার সংখ্যা- মাত্র দুজন কিন্তু বিক্রেতা অসংখ্য।

সমাজবিজ্ঞান

- সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়– ১৯৮৩ সালে।
- সমাজবিজ্ঞানের জনক– আগস্ট কোঁৎ।
- সমাজবিজ্ঞানকে বলা হয়– বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।
- Logos শব্দটি এসেছে যে ভাষা থেকে– গ্রিক।
- Sociology শব্দটির প্রবক্তা– অগাস্ট কোঁৎ (ফ্রান্স)
- 'সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান' বলেছেন– এমিল ডুর্খেইম
- Sociology is the Science of Institutions উক্তিটি– ডুর্খেইম।
- সমাজবিজ্ঞানের আদি বা প্রাচীন জনক মনে করা হয়– ইবনে খালদুন কে।
- প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে খালদুন জন্মগ্রহণ করেন– তিউনিশিয়ায় (তাঁর গ্রন্থ- কিতাবুল ইবার, আল মুকাদ্দিমা)
- ইতিহাসকে যিনি বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন– ইবনে খালদুন (জন্ম- তিউনিশিয়া, গ্রন্থ- আল মুকাদ্দিমা)
- Theory of Surplus Value-এর প্রবক্তা– কাল মার্কস।
- The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism- গ্রন্থের লেখক– জার্মানির ম্যাক্সওয়েভার।
- Suicide গ্রন্থটির লেখক– এমিল ডুর্খেইম।
- আমলাতন্ত্রের জনক বলা হয়– ম্যাক্সওয়েবার।
- হেনরি মরগানের মতে, সমাজ বিবর্তনের স্তর– ৫টি
- 'আমরা যা তাই হলো সংস্কৃতি' উক্তিটি করেন– ম্যাকাইভার।
- সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা– পরিবারের।
- সমাজের চালিকা শক্তি হলো– আদর্শ, মূল্যবোধ।
- সংস্কৃতি হলো– মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রণালি।
- কৃষি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায়– সামন্তবাদের উদ্ভব ঘটে।
- সমাজের ক্ষুদ্রতম একক সামাজিক সংগঠন হলো- পরিবার।
- বিবাহত্তোর বসবাসের স্থান অনুযায়ী পরিবার– চার প্রকার।
- Marriage and the Family গ্রন্থের লেখক– নিমকফ।
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের রূপ– ৪টি।
- দাস প্রথা সামাজিক স্তর বিন্যাসের– প্রথম স্তর।
- সামাজিক স্তর বিন্যাসের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বের প্রবক্তা– কাল মার্কস।
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্ম পর্যায়– উৎপাদন।
- পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি– ব্যক্তি মালিকানা।
- কৃষিকাজের শুভ সূচনা করেছে– নারীরা।
- রাষ্ট্র বিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ– ৪টি।
- ধর্ম হলো আত্মিক জীবের বিশ্বাস– টেইলর।
- ভদ্র বেশী অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়– আয়কর ফাঁকি।
- সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্বটি কার– হার্বার্ট স্পেন্সার
- বর্তমান চীনা মঙ্গোলয়েডগণ উত্তরপুরুষ বলে বিবেচিত– পিকিং মানবের।
- কৃষি ও চাকার আবিষ্কার হয়– নব্য প্রস্তর যুগে।
- আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি– লোহা।
- উপমহাদেশে প্রাচীনতম সভ্যতা– সিন্ধুসভ্যতা (কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক)
- মানুষের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, জীবন ও আদর্শের পরিবর্তনকে বলে– সামাজিক পরিবর্তন।

পৌরনীতি

- ইংরেজি Civics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ – পৌরনীতি।
- Civics শব্দটি এসেছে- ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) এবং সিভিটাস (Civitas) থেকে
- সিভিস এবং সিভিটাস শব্দের অর্থ যথাক্রমে – নাগরিক ও নগররাষ্ট্র।
- সংস্কৃত ভাষায় নগরকে 'পুর বা পুরী' এবং নগরের অধিবাসীদেরকে বলা হয় – পুরবাসী
- নাগরিক জীবনের অপর নাম – পৌর জীবন।
- নাগরিক সম্পর্কিত বিদ্যার নাম – পৌরনীতি।
- পৌরনীতিকে বলা হয়– 'নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান'।
- 'সমাজবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন চিন্তা করা সম্ভব নয়' বলেছেন– ক্যাটলিন
- 'Education for Citizenship' বলে আখ্যায়িত করা হয় – পৌরনীতিকে।
- পৌরনীতি ও সুশাসন যে ধরনের বিজ্ঞান– সামাজিক বিজ্ঞান।
- পৌরনীতি ও সুশাসনের অগ্রযাত্রার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকে – নাগরিক।
- 'প্রতিটি নাগরিক বিশ্ব সমাজের সদস্য'-এর দ্বারা নাগরিকত্বের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে – আন্তর্জাতিক রূপ।
- পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল উদ্দেশ্য – মানব কল্যাণ।
- সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য হল – গণতন্ত্র, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া, নৈতিক মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, আইনের শাসন, সততা, বিকেন্দ্রীকরণ, মর্যাদা ও বিশ্বাস অর্জন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য – সামাজিক দায়িত্ব পালন, রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন, আইন মান্য করা, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন, নিয়মিত কর প্রদান, রাষ্ট্রের সেবা করা, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, সংবিধান মেনে চলা
- অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ (**An Uncontrolled bureaucracy is a threat to Democracy**) উক্তিটি করেছেন- রিচার্ড ক্রসম্যান।
- সুশীল সমাজ হচ্ছে– রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি।
- সভ্য সমাজের মানদণ্ড – সুশাসন।
- উৎপত্তিগত অর্থে **Governance** শব্দটি এসেছে – ল্যাটিন শব্দ থেকে।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অপরিহার্য শর্ত – সুশাসন।
- স্বচ্ছতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ – Transparency
- 'যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না' বলেছেন- জন লক।
- মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড হলো – মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধের উপাদান বা ভিত্তি হলো – নীতি ও ঔচিত্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, আইনের শাসন, নাগরিক সচেতনতা, কর্তব্যবোধ, সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা, সরকার ও রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা।
- ফার্সি আইন শব্দটির অর্থ – সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম।
- আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ – Law
- ইংরেজি Law শব্দটির উৎপত্তি – টিউটনিক মূল শব্দ Lag থেকে।
- Lag শব্দের অর্থ – স্থির বা অপরিবর্তনীয়।
- আইনের সুপ্রাচীন বা প্রাচীনতম উৎস হল – প্রথা।
- 'আইন হলো আবেগ বিবর্জিত যুক্তি' উক্তিটি করেছেন – এরিস্টটল।
- 'যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন' (**Law is the passionless reason**) বলেছেন– এরিস্টটল।
- আইন হচ্ছে নিম্নতমের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ' উক্তি করেছেন– জন অস্টিন
- আইনের সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন- উড্রো উইলসন
- অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস ছয়টি– ১. প্রথা ২. ধর্ম ৩. বিচারকের রায় ৪. ন্যায়বিচার ৫. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ৬. আইনসভা।
- জন অস্টিনের মতে আইনের উৎস একটি, তা হলো – সার্বভৌমের আদেশ।
- 'জনমত অন্যতম আইনের উৎস' বলেছেন – ওপেনহেইম।
- লর্ড ব্রাইসের মতে, মানুষ যে ৫টি কারণে আইন মেনে চলে – নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি।
- নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ– Morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে, যার অর্থ সঠিক আচরণ বা চরিত্র।

- জোনাথন হেইট এর মতে নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে – ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ হতে
- 'শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা' বলেছেন– নীতিবিদ ম্যুর।
- স্বাধীনতার ইংরেজি– Liberty শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে এসেছে।
- 'মানুষের মৌলিক শক্তি বলিষ্ঠ, অব্যাহত ও বিচ্ছিন্নমুখী প্রকাশই স্বাধীনতা' জন স্টুয়ার্ট মিল কথাটি বলেছেন যে গ্রন্থে – Essay on Liberty.
- পৌরনীতি ও সুশাসনে 'অধিকার' বলতে বোঝায়– সমাজের সকলের জন্য কল্যাণকর কতগুলো সুযোগ-সুবিধা।
- 'অধিকার হচ্ছে সমাজ জীবনের সে সকল শর্তাবলি যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না'-উক্তিটি করেছেন – অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি।
- 'অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। অধিকার সমাজভিত্তিক'- উক্তিটি করেছেন– অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি।
- অধিকার অবাধ হলে– স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ হলো – আইন।
- অধিকার প্রধানত দুই ধরনের – ১. নৈতিক অধিকার ২. আইনগত অধিকার।
- নাগরিকের সামাজিক অধিকারগুলো হলো – চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, খ্যাতি বা সম্মান লাভের অধিকার
- নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকারগুলো হলো – কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, বিশ্রাম বা অবকাশ লাভের অধিকার, শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়ন করার অধিকার, বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।
- নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার – স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার, নির্বাচনের অধিকার, আবেদন করার অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার
- গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, যা গ্রিক শব্দ Demos এবং Kratos বা Kratia থেকে উদ্ভূত।
- আধুনিক গণতন্ত্র হলো– পরোক্ষ বা প্রতিধিত্বমূলক গণতন্ত্র।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি– রাজনৈতিক দল।
- 'রাজনৈতিক দল এমন এক সংগঠিত জনগোষ্ঠী যার একটি নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রয়াসী হয়' উক্তিটি করেছেন – অধ্যাপক ম্যাকাইভার।
- জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে – রাজনৈতিক দল।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয় – বিরোধী দল।
- গণতন্ত্রের বিপরীত ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা হলো – একনায়কতন্ত্র।
- একনায়কতন্ত্র বলতে বোঝায় – একধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি এক দল বা একনায়কের হাতে কুক্ষিগত থাকে।
- একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো – এক ব্যক্তির শাসন, এক দলীয় শাসন, বল প্রয়োগ, ক্ষমতার অতি মাত্রায় কেন্দ্রীয়করণ, প্রচার যন্ত্রের একচেটিয়া ব্যবহার, উগ্র জাতীয়তাবাদ।
- 'নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হলো আত্মবিশ্বাস এবং দ্রুত ও সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা' উক্তিটি করেছেন– বার্ট্রান্ড রাসেল।
- আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে– সুযোগ্য নেতৃত্বের।
- রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে – নীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে।
- নেতৃত্ব হচ্ছে – সামাজিক গুণ।
- অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি বলেছেন– সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র (A Government is a spokesman to the state)
- সরকার বলতে বোঝায় – আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক– এরিস্টটল।
- আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক– ম্যাকিয়াভেলী।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জনক– উইলিয়াম বেভারিজ।
- সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট একুইনাস, ফিল্মা এবং ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত যে মতবাদ সমর্থন করেছিলেন– ঐশ্বরিক মতবাদ।
- আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উদ্ভবের সময়কাল– ১৬০০-১৮০০ সাল।
- **'The Modern State'** গ্রন্থটির রচয়িতা– আর. এম. ম্যাকাইভার
- নৈরাজ্য যে তত্ত্বের মূল উপাদান সেটি হচ্ছে– বাস্তববাদ।
- জিরোসাম গেম আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট– উদারতাবাদ।
- জাতি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি– জাতীয়তাবাদ।

রাষ্ট্রের উপাদান ও কার্যাবলি

- রাষ্ট্র গঠনের উপাদান– চারটি (নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব)
- রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান উপাদান– জনসমষ্টি।
- রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান– সরকার।
- রাষ্ট্রের মুখপাত্র– সরকার। রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান– সরকার।
- রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– সার্বভৌমত্ব।
- পৃথিবীর যে রাষ্ট্র পূর্ণ সার্বভৌমত্বহীন– ফিলিস্তিন।
- আমলাতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা– ম্যাক্স ওয়েবার।
- **Persona-Non-Grata** শব্দ সমষ্টি যে বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– কূটনীতিবিদ
- রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে ভাগ করা যায়– দুই ভাগে।
- রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ– শিক্ষা বিস্তার করা।

রাষ্ট্রের শ্রেণি বিভাগ

- ল্যাটিন 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ– নগররাষ্ট্র।
- গ্রিক **'Polis'** শব্দটির অর্থ– নগররাষ্ট্র।
- দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয়– বাফার রাষ্ট্র

নাগরিক ও নাগরিকত্ব

- জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি– জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি।
- যে দেশে নাগরিকত্ব অর্জনে জন্মস্থান নীতি অনুসৃত হয়– আমেরিকা।
- রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের প্রধান কর্তব্য– আনুগত্য প্রকাশ করা।
- ভোটদানের অধিকার যে ধরনের অধিকার– রাজনৈতিক অধিকার।
- বিশ্বের যে দেশে ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক– অস্ট্রেলিয়া।

সরকার কাঠামো

- সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতা যার কাছে ন্যস্ত থাকে– প্রধানমন্ত্রীর কাছে
- 'গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা' উক্তিটি করেছেন– মিল।
- গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– নির্বাচন।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি– রাজনৈতিক দল
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিকল্প সরকার বলতে বুঝায়– বিরোধী দল।
- যে দেশকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়– গ্রিস।
- যে দেশকে আধুনিক গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়– ব্রিটেন/ যুক্তরাজ্য।
- যে দেশে সর্বপ্রথম সরাসরি গণতন্ত্র চালু হয়েছিল– সুইজারল্যান্ড।
- যে দেশে প্রাচীনতম গণতন্ত্র চালু আছে– ব্রিটেন/ যুক্তরাজ্য।

- যে দেশকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়- ভারতকে।
- নির্বাচনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভোটদাতাগণ নিজের পছন্দ প্রকাশের জন্য যে পত্র ব্যবহার করে তাকে বলে- ব্যালট পেপার।
- 'বুলেটের চাইতে ব্যালট শক্তিশালী' উক্তিটি করেছেন- আব্রাহাম লিংকন
- যে দেশের মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার লাভ করে- নিউজিল্যান্ড।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা যে সালে ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯২০ সালে
- ২০০২ সালে মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশের মহিলারা প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার লাভ করে- বাহরাইন।
- EVM বলতে বোঝায়- ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন।
- সর্বপ্রথম যে দেশ নির্বাচনে ই-ভোটিং ব্যবহার করে- যুক্তরাষ্ট্র (অপশনে না থাকলে দিতে হবে- এস্তোনিয়া)
- 'ম্যানিফেস্টো' হচ্ছে- রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গণতন্ত্র (Democracy)

- গণতন্ত্রের জনক - ক্লি স্টেনস।
- আধুনিক গণতন্ত্রের জনক - জন লক।
- গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয় - গ্রিসকে।
- বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত আছে - যুক্তরাজ্যে।
- সর্বপ্রথম সরাসরি গণতন্ত্র (Direct Democracy) প্রচলন হয় - সুইজারল্যান্ডে।
- সংসদীয় গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয় যে দেশে - যুক্তরাজ্যে।
- বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ - ভারত।
- গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান - নির্বাচন।
- গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় - জনগণকে।
- গণতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলেছেন - লর্ড ব্রাইস।
- 'গণতন্ত্র মানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার' বলেছেন - বার্কার।
- সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতা যার কাছে ন্যস্ত থাকে- প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

নগর রাষ্ট্র (Polis/Civitas)

- 'Polis' শব্দটি- একটি গ্রিক শব্দ।
- প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলকে বলা হত- নগর রাষ্ট্র (যেমন: এথেন্স এবং স্পার্টা)
- পৌরনীতির ইংরেজি শব্দ- সিভিক্স (Civics)।
- সিভিক্স শব্দ দুটি এসেছে - ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) এবং সিভিটাস (Civitas) থেকে।
- সিভিস শব্দের অর্থ- নাগরিক (Citizen) আর সিভিটাস শব্দের অর্থ- নগর রাষ্ট্র (City state)
- আধুনিক কালেও নগর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান: যেমন সিঙ্গাপুর।

বাংলা সাহিত্য (Bangla Literature)

চর্যাপদ/মধ্যযুগ/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন - চর্যাপদ।
- চর্যাপদের অন্যনাম- চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, চর্যাগীতিকোষ, দোহাকোষ, চর্যাগীতিকা।
- চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সঙ্গীত এটি রচিত - মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।
- চর্যাপদ রচিত হয় - পাল আমলে (সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে)
- চর্যাচর্যবিনিশ্চয় এর অর্থ - কোনটি আচরণীয় আর কোনটি নয়।
- চর্যাপদের পদকর্তা বা রচয়িতা-২৩/২৪ জন।
- ড.সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদের পদ সংখ্যা - ৫১টি।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের পদ সংখ্যা - ৫০টি।
- চর্যাপদে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা - সাড়ে ৪৬টি।
- চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন- কাহ্নপা (১৩টি)
- চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ রচনা করেন- ভুসুকুপা (৮টি)
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীসহ অধিকাংশের মতে, চর্যাপদের আদি কবি- লুইপা
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের আদি কবি – শবরপা (মনে রাখুন শহীদুল্লাহ শবরপা)।
- চর্যাপদের পদগুলো রচিত- সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষায় (এ জন্য এ ভাষাকে আলো আঁধারি ভাষা বলা হয়)
- চর্যাপদের যে কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন - ভুসুকুপা (পূর্ববঙ্গ)
- চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেন- মুনিদত্ত।
- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন, নেপালের রাজ গ্রন্থশালা থেকে
- ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে যে নামে প্রকাশিত হয় - হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা নামে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম - Buddhist Mystic Songs (বাংলায় বৌদ্ধ মর্ম বাদীর গান- ১৯৬০)
- চর্যাপদের প্রথম পদ হচ্ছে- কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল/চঞ্চল চীএ পৈঠো কাল (রচয়িতা- লুইপা)
- চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায় - ৬টি।
- সর্বপ্রথম চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেন- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Origin and Development of the Bengal Language'গ্রন্থে।
- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বা বন্ধ্যাযুগ বলা হয়- ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দকে।
- অন্ধকার যুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দুটি গ্রন্থ পাওয়া যায়- বৌদ্ধ ধর্মীয় তত্ত্ব গ্রন্থ রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' এবং হলায়ুধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া'।
- মধ্যযুগের সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় প্রথম কাব্য গ্রন্থ - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (প্রধান চরিত্র– রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি)
- ১৩ খণ্ডে রচিত এ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা- বড়ু চণ্ডীদাস।
- শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় কাব্যটি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামের এক ব্রাহ্মণ বাড়ির গোয়াল ঘরের চালার নিচ থেকে আবিষ্কার করেন - ১৯০৯ সালে।
- ১৯১৬ সালে বসন্ত রঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।
- প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি ছিলেন - শাহ মুহম্মদ সগীর।
- মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি/মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি/অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
- যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে (১৮১২-১৮৫৯ খ্রি.)
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি- চন্দ্রাবতী।
- দোঁ ভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও শ্রেষ্ঠ কবি- ফকির গরীবুল্লাহ
- লৌকিক কাহিনীর প্রথম কবি ও আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি- দৌলত কাজী।
- আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি- আলাওল।
- পদ্মাবতী, তোহফা (নৈতিক কাব্য), হপ্ত পয়কর, রাগতালনামা এর লেখক- আলাওল
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের নাম- ইউসুফ-জুলেখা (লেখক- শাহ মুহম্মদ সগীর)
- ড.দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন - চন্দ্রকুমার দে।
- পূর্ববঙ্গ গীতিকা ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন - ড.দীনেশচন্দ্র সেন

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি।
- বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের প্রধান লেখক- কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল ও আবুল হুসেন
- ১৯২৭ সালে প্রকাশিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র পত্রিকা- শিখা (সম্পাদক - আবুল হুসেন)
- বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সাথে জড়িত 'শিখা' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো- জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

কাজী নজরুল ইসলাম

- পরিচিত - বিদ্রোহী কবি, মরুকবি , বাংলাদেশের জাতীয় কবি।
- জন্ম -১৮৯৯ সালের ২৪ মে (বাংলা- ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে
- মৃত্যু - ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট (বাংলা- ১৩৮৩ সালের ১২ ভাদ্র) ঢাকায়।
- সমাধি - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে।

কাজী নজরুল ইসলামের ঢাকায় আগমন ও পদক

- কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ঢাকা আসেন– ১৯২৬ সালের জুন মাসে
- ১৯৬০ সালে কাজী নজরুল ইসলাম ভারত সরকার কর্তৃক লাভ করেন– পদ্মভূষণ।
- ৪৩ বছর বয়সে পিকস ডিজিসের কারণে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন– ১৯৪২ সালে।
- ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ সরকার কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং জাতীয় কবির মর্যাদা দেন– ১৯৭২ সালের ২৪ মে।
- সংবর্ধনায় কবিকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করা হয়– ১৯৭৪ সালে।
- কাজী নজরুল ইসলামকে এক বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে– ১৯৭৪ সালে।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম একুশে পদক লাভ করে– ১৯৭৬ সালে।
- কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করেন– পাকিস্তানের করাচিতে
- কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' (১৯২৮) কাব্যটি উৎসর্গ করেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেন– নজরুলকে ।
- পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের দরিদ্র সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও দুঃখ ভরা জীবন নিয়ে ১৯৩০ সালে মৃত্যুক্ষুধা নামে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখেন– কাজী নজরুল ইসলাম
- কবি ঢাকার নবাব পরিবারের এক মহিলার অঙ্কিত ছবি দেখে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন– 'খেয়াপারের তরণী' ।
- কাজী নজরুলের নিষিদ্ধ গ্রন্থ– ৫টি (যুগবাণী, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু)
- কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন– 'আনন্দময়ীর আগমনে' (১৯২২) কবিতার জন্য
- মোট কবিতা - ১২টি; প্রথম কবিতা - প্রলয়োল্লাস।
- অগ্নিবীণা কাব্য গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা - বিদ্রোহী (১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- পরিচিত - বিশ্বকবি (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়), গুরুদেব (মহাত্মা গান্ধী), কবি গুরু (ক্ষিতি মোহন সেন), ভারতের মহাকবি (চীনের কবি চি-নি লিজন) উপাধি দেন।
- জন্ম– ১৮৬১ সালের ৭ মে (বাংলা- ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে।
- মৃত্যু– ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (বাংলা- ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) শান্তি নিকেতনে।

গীতাঞ্জলি

- গীতাঞ্জলির রচনাকাল- ১৯০৮-০৯ প্রকাশিত হয়- ১৯১০ সালে।
- গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ- The Song Offerings
- গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ১৯১২ সালের শেষ দিকে প্রথম প্রকাশিত হয়– লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক।
- 'The Song Offerings' গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন - আইরিশ কবি W.B Yeats.
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫২ বছর বয়সে প্রথম এশীয় হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর।
- রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন থেকে নোবেল পুরস্কার চুরি হয়- ২০০৪ সালের ২৪ মার্চ ।

রবীন্দ্রনাথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ঢাকায় আসেন– ১৮৯৮ সালে ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন– ১৯২৬সালে ।
- ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং অবস্থান করেন– ঢাবির বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে।
- ঢাবির জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'বাসন্তিকা' নামের একটি পত্রিকার জন্য কবিতা লিখে দেন– 'এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসিখেলায় আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়'।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট ডিগ্রি দেয়– ১৯১৩
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আইনস্টাইনের সাক্ষাত হয়– ১৯৩০ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট ডিগ্রি দেয়– ১৯৩৬ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট ডিগ্রি দেয়– ১৯৪০
- নজরুলের অনশনকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে টেলিগ্রাম পাঠান– 'Give up Hunger Strike, Our Literature Claims You'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উৎসর্গকৃত গ্রন্থ

গ্রন্থ	যাকে উৎসর্গ করা হয়েছে
বসন্ত (গীতিনাট্য)	কাজী নজরুল ইসলাম
খেয়া (কাব্য)	জগদীশচন্দ্র বসু
পূরবী (কাব্য)	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে (আর্জেন্টিনা)
কালের যাত্রা (নাটক)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তাসের ঘর (নাটক)	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে

কবি সাহিত্যিকদের উপাধি

প্রকৃত নাম	উপাধি	প্রকৃত নাম	উপাধি
আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	বিহারীলাল	ভোরের পাখি
বঙ্কিমচন্দ্র	সাহিত্য সম্রাট	সুফিয়া কামাল	জননী সাহসিকা
বিনয়কৃষ্ণ	যাযাবর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি

বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস

ঔপন্যাসিক	উপন্যাস
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা
আলাউদ্দিন আল আজাদ	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, কর্ণফুলী
মীর মশাররফ হোসেন	বিষাদ সিন্ধু, উদাসীন পথিকের মনের কথা
আবু ইসহাক	সূর্য দীঘল বাড়ী, পদ্মার পলিদ্বীপ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা, বৌ ঠাকুরাণীর হাট
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চিলে কোঠার সেপাই, খোয়াবনামা
রোকেয়া সাখাওয়াত	পদ্মরাগ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দত্তা, দেনাপাওনা, শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন।
কালী প্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচার নকশা
কাজী নজরুল ইসলাম	বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, লালসালু
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পঞ্চগ্রাম
সেলিনা হোসেন	হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি
নীলিমা ইব্রাহিম	এক পথ দুই বাঁক, বিশ শতকের মেয়ে
সৈয়দ শামসুল হক	এক মহিলার ছবি, সীমানা ছাড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা, নীল দংশন

কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

শামসুর রাহমান	মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক)
কাজী নজরুল ইসলাম	কহলন মিশ্র, ধূমকেতু
মীর মশাররফ হোসেন	গাজী মিয়া
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নীল লোহিত, সনাতন পাঠক
আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	শহীদুল্লাহ কায়সার
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহ
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল

সাধারণ বিজ্ঞান (General Science)

বিভিন্ন খাদ্যে পাওয়া এসিড

খাদ্য/ফল	এসিড	খাদ্য/ফল	এসিড
লেবু, কমলা	সাইট্রিক এসিড	দুধ	ল্যাক্টিক এসিড
আমলকি, টমেটো, জাম	অ্যাসকরবিক এসিড	চা	ট্যানিক এসিড
আপেল, আঙ্গুর	ম্যালিক এসিড	কফি	ক্লোরোজেনিক
তেঁতুল, আলু, গাজর	টারটারিক এসিড	কচু	অক্সালিক এসিড

- ১৯২১ সালে মিথ্যা ধরার যন্ত্র পলিগ্রাফ (Polygraph) আবিষ্কার করেন – জন এ লারসন
- ১৯৪২ সালে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে হেলিকপ্টার উৎপাদন করে – ইগ সিকোরস্কির।
- ১৯২২ সালে RADAR (Radio Detection and Ranging) উদ্ভাবন করেন – এ এইচ টেইর এবং লিও সি ইয়ং ।
- ১৯২৬ সালে টেলিভিশন আবিষ্কার করেন – স্কটিশ বিজ্ঞানী জন লজি বেয়ার্ড।
- ১৮৯৬ সালে বেতার যন্ত্রের সম্প্রচার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন – ইতালি প্রকৌশলী মার্কোনি
- ১৮৭৬ সালে টেলিফোন বা দূরালাপনি একটি যোগাযোগের মাধ্যমে টেলেক্স ও ফ্যাক্স আবিষ্কার করেন – স্কটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল।
- ১৮৭৭ সালে ফনোগ্রাফ (Phonograph) আবিষ্কার করেন – মার্কিন টমাস আলভা এডিসন
- ১৮৭৯ সালে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেন – মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস এডিসন।

আধুনিক বিজ্ঞান

- আলোকবর্ষ ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়- দূরত্ব।
- আলো শূন্য মাধ্যমে এক বৎসর সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয়- আলোক বর্ষ
- কার্বনের বহুরূপী- গ্রাফিন (Graphene)
- ইলেকট্রিক বাল্ব এর ফিলামেন্ট তৈরি হয়- টাংস্টেন দিয়ে।
- পানিতে দ্রবীভূত হয় না- ক্যালসিয়াম কার্বনেট (কারণ সমযোজী যৌগ)।
- ফল পাকানো জন্য দায়ী- ইথিলিন।
- কাঁদুনে গ্যাসের অপর নাম- ক্লোরোপিক্রিন।
- কাঁদুনে গ্যাসের ইংরেজি অর্থ- Tear Gas.
- মানবদেহে লোহিত কণিকার গড় আয়ু- ১২০ দিন বা ৪ মাস।
- হার্ট থেকে রক্ত বাইরে নিয়ে যায় যে রক্তনালী– আর্টারি।
- AC (Alternating Current) কে DC (Direct Current) এ রূপান্তর করার যন্ত্র-রেকটিফায়ার
- বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করার যন্ত্রের নাম- লাউড স্পিকার।
- বাতাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম- ব্যারোমিটার।
- সাঁতার কাটা সহজ- সাগরে।
- ডিমে যে ভিটামিন নেই- ভিটামিন সি।
- যার জন্য পুষ্প রঙ্গিন ও সুন্দর হয়- ক্রোমোপ্লাস্ট।
- লেজার রশ্মি আবিষ্কার করেন- মাইম্যান, ১৯৬০ সালে।
- পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারক- ওপেন হেইমার।
- এক্স-রে আবিষ্কার করেন– রন্টজেন।
- টেলিফোন আবিষ্কার করেন- আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল
- তড়িৎ প্রাবল্যের ব্যবহারিক একক- নিউটন/কুলম্ব।
- আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে তাপমাত্রার একক কে বলে- কেলভিন
- তাপের একক– জুল।
- দূরত্বের সবচেয়ে বড় একক- পারসেক।
- এক কুইন্টাল ওজন সমান– ১০০ কেজি।
- গ্যাসের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র হলো- ম্যানোমিটার।
- নিউটনের গতিসূত্র -৩টি ।
- বস্তুর আপেক্ষিক ভর আবিষ্কার করেন- বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন।
- বস্তুর ওজন শূন্য হয়- ভূকেন্দ্রে।
- চন্দ্রে কোন বস্তুর ওজন পৃথিবীর ওজনের– ছয় ভাগের এক ভাগ।
- জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি' এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন- এরিস্টটল।
- শারীরবিদ্যার জনক- উইলিয়াম হার্ভে।
- যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি– লাল
- যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম– বেগুনি

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

পৃথিবী পরিচিতি***

- সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে বলা হয়- সৌরজগৎ
- বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রবক্তা – বেলজিয়ামের জি. লেমেটার।
- বিগ ব্যাং তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেন – ব্রিটেনের পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস তাঁর **'A Brief History of Time'** গ্রন্থে।
- সৌরজগৎ আবিষ্কার করেন – কোপার্নিকাস। (১৫৪০ সালে)
- সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা – ৮টি (বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন।
- সৌরজগতের সবচেয়ে বৃহত্তম গ্রহের নাম – বৃহস্পতি (একে গ্রহরাজ বলা হয়)
- সূর্য থেকে সৌরজগতের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ, দ্রুততম ও ছোটগ্রহ – বুধ।
- সৌরজগতের সবুজ গ্রহ বলা হয় – ইউরেনাসকে।
- সৌরজগতের লাল গ্রহ বলা হয় – মঙ্গল গ্রহকে (মাটি লালচে)।
- সৌরজগতের যে গ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি – বৃহস্পতি।
- সৌরজগতের যে গ্রহের উপগ্রহ নেই – বুধ ও শুক্র।
- সৌরজগতের উষ্ণ গ্রহ, পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ ও জমজ গ্রহ– শুক্র।
- সূর্য থেকে সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহের নাম – পৃথিবী।
- সূর্যের নিকটতম নক্ষত্রের নাম– সেন্টরাই প্রক্সিমা।
- সূর্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র – লুব্ধক।
- 'পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে'-এ মতবাদ দেন – কোপার্নিকাস।
- শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা বলা হয়– শুক্রগ্রহকে।
- পৃথিবীতে মহাদেশ আছে – ৭টি।
- পৃথিবীতে মোট স্বাধীন দেশ আছে – ১৯৫ টি।
- পৃথিবীর সর্বশেষ স্বাধীন দেশ – দক্ষিণ সুদান (৯ জুলাই, ২০১১ সাল)
- পৃথিবীর আয়তনে ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম মহাদেশ – এশিয়া (৪৪টি দেশ)
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ – ওশেনিয়া (১৪টি দেশ)
- স্বাধীন দেশভিত্তিক বৃহত্তম মহাদেশ – আফ্রিকা মহাদেশ (৫৪টি দেশ)
- স্বাধীন দেশভিত্তিক ছোট মহাদেশ– দক্ষিণ আমেরিকা (১২টি দেশ)
- পৃথিবীতে মহাসাগর আছে – ৫টি।
- পৃথিবীর বৃহত্তম, গভীরতম ও প্রশস্ততম মহাসাগর– প্রশান্ত মহাসাগর
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাসাগর – উত্তর মহাসাগর/ আর্কটিক মহাসাগর
- পৃথিবীর খণ্ডিত দ্বীপ রাষ্ট্র– ২টি (জাপান, ইন্দোনেশিয়া)
- পৃথিবীতে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র আছে – ২টি (ইতালি, দক্ষিণ আফ্রিকা)
- পৃথিবীর সর্ব উত্তরের নগরীর নাম– হ্যামারফাস্ট, নরওয়ে
- পৃথিবীর সর্ব দক্ষিণের নগরীর নাম– পুয়ের্টো উইলিয়াম, চিলি
- এক দেশ দুই মহাদেশে অবস্থিত – ২টি দেশ (তুরস্ক, রাশিয়া)
- ইউরেশিয়ান রাষ্ট্র বলা হয়-তুরস্ক ও রাশিয়াকে।
- পৃথিবীর প্রাচীন তম দেশ – সানম্যারিনো (৩০১ খ্রিস্টাব্দে প্রজাতন্ত্র হয়)
- পৃথিবীর নবীনতম প্রজাতন্ত্র– বার্বাডোজ (২০২১)
- আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ– রাশিয়া
- জনসংখ্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ– ভারত।
- আয়তন ও জনসংখ্যায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ– ভ্যাটিকান সিটি
- পৃথিবীর সর্বাধিক দেশের সাথে সীমান্তবর্তী দেশ – চীন ও রাশিয়া (১৪টি দেশের সাথে)
- পৃথিবীর দীর্ঘতম সীমান্ত যে দুইটি দেশের মধ্যে অবস্থিত – যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা (৪৯° অক্ষরেখা)।
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম সীমান্ত যে দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত – ইতালি ও ভ্যাটিকান সিটি ।
- পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের নাম– চাঁদ (শান্ত সমুদ্র চাঁদে অবস্থিত)।
- পৃথিবীর সবচেয়ে সরু রাষ্ট্র – চিলি। (রাজধানী– সান্তিয়াগো)
- পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী – নীল নদ।
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদী – রো নদী/ ডি নদী (যুক্তরাষ্ট্র)
- পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান – আজিজিয়া (লিবিয়া)
- পৃথিবীর শীতলতম স্থান– ভারখয়ানস্ক, সাইবেরিয়া, রাশিয়া।
- পৃথিবীর বৃষ্টিবহুল স্থান– মৌসিনরাম, চেরিপুঞ্জি, ভারত।
- পৃথিবীর বৃহত্তম শহর– নিউইয়র্ক।
- পৃথিবীর "বিগ অ্যাপেল" নামে খ্যাত – নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
- পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল শহর হলো – টোকিও, জাপান

এশিয়া মহাদেশ ****

- এশিয়া মহাদেশে স্বাধীন দেশ ও জাতিসংঘভুক্ত দেশ – ৪৪টি।
- এশিয়ার সর্বশেষ স্বাধীন দেশ – তিমুর লিসতে/পূর্ব তিমুর (২০০২)।
- আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ – চীন।
- জনসংখ্যায় এশিয়ার বৃহত্তম দেশ – ভারত।
- আয়তন ও জনসংখ্যায় এশিয়ার ছোট দেশ – মালদ্বীপ।
- আয়তনে এশিয়া তথা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ– কাজাখস্তান
- জনসংখ্যায় এশিয়া তথা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ– ইন্দোনেশিয়া
- আয়তন ও জনসংখ্যায় এশিয়া তথা পৃথিবীর ছোট মুসলিম দেশ– মালদ্বীপ
- এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ – বোর্নিও (কালিমান্তান), ইন্দোনেশিয়া।
- এশিয়া তথা পৃথিবীর বৃহত্তম সাগর – দক্ষিণ চীন সাগর।
- দক্ষিণ চীন সাগরের সীমারেখা– নাইন ড্যাস লাইন।
- এশিয়ার স্থল বেষ্টিত সাগর বলা হয় – কাস্পিয়ান সাগরকে।
- এশিয়ার দীর্ঘতম নদী – ইয়াংসিকিয়াং, চীন।
- এশিয়ার বৃহত্তম মরুভূমি – গোবি মরুভূমি (মঙ্গোলিয়া ও চীন সীমান্তে)।
- এশিয়া তথা পৃথিবীর বৃহত্তম অরণ্য হলো– তৈগা, রাশিয়া।
- এশিয়া তথা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম হ্রদের নাম হলো– কাস্পিয়ান সাগর
- এশিয়া তথা পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বতমালার নাম- হিমালয়।
- এশিয়া তথা পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ – মাউন্ট এভারেস্ট।
- এশিয়ায় ইউরোপের প্রাচীনতম উপনিবেশ – ম্যাকাও।
- এশিয়া তথা বিশ্বের সর্বাধিক রাষ্ট্র স্বীকৃত ভাষার দেশ – ভারত (২২টি)।
- এশিয়া তথা পৃথিবীর সর্বোচ্চ গড় আয়ুর দেশ – হংকং।
- এশিয়া মহাদেশকে বিভক্ত করা হয়েছে– ৫টি অঞ্চলে।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশ –৮টি

- মনে রাখার টেকনিট- **NIPA MBBS** এ পড়ে **(N** = নেপাল, **I** = ইন্ডিয়া, **P** = পাকিস্তান, **A** = আফগানিস্তান, **M** = মালদ্বীপ, **B** = ভুটান, **B** = বাংলাদেশ, **S** = শ্রীলঙ্কা।
- দক্ষিণ এশিয়ার Land Lock বা স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র– ৩টি (আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান) এই ৩টি দেশের সমুদ্রবন্দর নেই।
- Water lock বা জলবেষ্টিত দেশ ২টি– শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ।
- ব্রিটিশদের কাছ থেকে প্রথম স্বাধীন হয়– আফগানিস্তান (১৯১৯ সালে)

ভারত

- জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম দেশ– ভারত।
- ভারতের জাতির জনক-মহাত্মা গান্ধি (জাতির জনক হলেও কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেননি)।
- ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী– জওহরলাল নেহেরু (ভারতের আমৃত্যু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন)*
- ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নাম – লোক কল্যাণ মার্গ
- ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি- রাজেন্দ্র প্রাসাদ।*
- ভারতের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি– ড. জাকির হোসেন।
- পরমাণু বিজ্ঞানী ও মিসাইল ম্যান নামে খ্যাত ভারতের রাষ্ট্রপতি– এ পি জে আবদুল কালাম (১১তম)।
- ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি– প্রতিভা পাতিল।
- টোডা উপজাতি বসবাস করে– ভারত।
- ভারতের যে প্রদেশটি চীন তাদের একাংশ বলে দাবী করে– অরুণাচল।
- 'মালাবার হিল' অবিস্থত – ভারতের মুম্বাই।
- উগ্র হিন্দুরা ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে – ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে।
- ঐতিহাসিক নথুলা পাস যে দুটি দেশের সীমান্ত বাণিজ্যপথ- ভারত ও চীন।
- ভারতের সরোজিনী নাইডু পরিচিত-নাইটিংগেল অব ইন্ডিয়া নামে।
- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি– সরোজিনী নাইডু।

পাকিস্তান

- পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৌলিক রূপরেখা তৈরী করেন – আল্লামা ইকবাল।
- পাকিস্তানের জাতির জনক – মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- পাকিস্তানের সংবিধান কার্যকর হয় – ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ।
- পাকিস্তানের পরমাণু বিজ্ঞানের জনক – আব্দুল কাদের।
- পাকিস্তানের প্রবেশদ্বার বলা হয়– করাচীকে।
- আফ্রিদি- পাকিস্তানের একটি উপজাতি, ডন পত্রিকা - পাকিস্তানের
- পাকিস্তানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন– বেনজির ভুট্টো।
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী– বেনজির ভুট্টো।
- 'ডটার অব ইস্ট' বলা হয়– বেনজির ভুট্টোকে।
- 'ডটার অব পাকিস্তান' বলা হয় – মালালা ইউসুফজাইকে।
- মালালার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম– I am Malala
- দক্ষিণ এশিয়ার নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলিম ব্যক্তি – পাকিস্তানের আব্দুস সালাম (১৯৭৯) সালে।
- সার্কভুক্ত যে দেশে ব্লাসফেমি আইন প্রচলিত রয়েছে – পাকিস্তান।
- ব্লাসফেমি হলো– ধর্মনিন্দা

শ্রীলঙ্কা

- জাফনা দ্বীপ, **'Elephant Pass'** কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অবস্থিত– শ্রীলঙ্কা।
- দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র বৌদ্ধ রাষ্ট্র– শ্রীলঙ্কা
- হযরত আদম (আ.) সাথে জড়িত পর্বত এডামস্ পিক অবস্থিত– শ্রীলঙ্কায়।
- বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নাম– শ্রীমাভো বন্দরনায়েক (১৯৬০)
- সার্কভুক্ত যে দেশে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়, আত্মহত্যার প্রবণতার শীর্ষ দেশ- শ্রীলঙ্কা।
- শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম- টেম্পল ট্রি।
- LTTE (Liberation Tigers of Tamil Elam) যে দেশের বাহিনী- শ্রীলঙ্কা ।

মালদ্বীপ

- এশিয়ায় নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই– মালদ্বীপের।
- সার্কভুক্ত যে দেশটির কোন সীমান্ত নেই– মালদ্বীপ।
- মালদ্বীপের সর্বাধিক সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন– মামুন আব্দুল গাইয়ুম, ৩০ বছর
- যে দেশে সমুদ্রের নিচে মন্ত্রীসভার বৈঠক হয়-মালদ্বীপ (২০০৯)।*
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে মাথাপিছু আয় ও শিক্ষায় শীর্ষ দেশ-মালদ্বীপ।
- এশিয়ার প্রবাল দ্বীপ রাষ্ট্র বলা হয়– মালদ্বীপকে
- দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশের জিডিপি পর্যটনের উপর নির্ভরশীল– মালদ্বীপ
- দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশ নারিকেলের জন্য বিখ্যাত– মালদ্বীপ

আফগানিস্তান

- আফগানিস্তানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে– ১৯৭৩ সালে।
- আফগানিস্তানের সর্বশেষ রাজা ছিল -জহির শাহ।*
- জহির শাহ পতন ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী হন– দাউদ খান
- কান্দাহার ও হিন্দুকুশ অবস্থিত– আফগানিস্তান।*
- দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র-আফগানিস্তান
- আফগানিস্তানের সীমান্ত রয়েছে– ৬টি দেশের সাথে (পাকিস্তান, ইরান, চীন, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান)
- আফগানিস্তানের জাতির জনক– আহমেদ শাহ দুররানি
- আফগানিস্তানের দাপ্তরিক ভাষা– দারি ও পশতু
- আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী– পশতু জাতি
- আফগানিস্তানের বিখ্যাত শহর– মাযার-ই-শরিফ, কান্দাহার, হেরাত
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে মাথাপিছু আয় ও শিক্ষার হার সর্বনিম্ন- আফগানিস্তানের। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি।

নেপাল

- হিমালয়ের কন্যা বা হিমালয়ের দান বলা হয়– নেপালকে।
- নেপালের সৈন্যদের বলা হয়– গুর্খা।
- দক্ষিণ এশিয়া সর্বশেষ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়-নেপালে। (২০০৮)
- নেপালের সর্বশেষ রাজা– জ্ঞানেন্দ্র।
- নেপালের ১ম গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী – পুষ্প কমল প্রচন্ড।
- দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশে সর্বশেষ গণতন্ত্র চালু হয়– নেপাল(২০০৮)
- স্যাটেলাইট স্টেট বলা হয়– নেপালকে।

ভুটান

- ভুটানের জাতির জনক-গুলট্রাম।
- বিশ্বের প্রথম ধূমপানমুক্ত দেশ/কার্বনের প্রভাব মুক্ত দেশ – ভুটান।
- বজ্রপাতের দেশ, গর্জনশীল ড্রাগনের রাজ্য বলা হয়– ভুটানকে।
- সার্কভুক্ত যে দেশে কোন রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার নেই– ভুটান।
- ভুটানের সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চালু হয়– ২০০৮ সালে।
- সার্কভুক্ত যে দেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে – ভুটানে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দেশ–১১টি

- টেকনিক: **MTV** তে **FILE** দেখলে **BCS** হবে না (M = মালয়েশিয়া + মিয়ানমার, T = থাইল্যান্ড, V ভিয়েতনাম, F = ফিলিপাইন, I = ইন্দোনেশিয়া, L = লাওস, E = ইস্ট তিমুর, B = ব্রুনাই, C = কম্বোডিয়া, S = সিঙ্গাপুর।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **Land Lock** বা স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র– ১টি (লাওস)
- ইন্দোচীন বলয়ের দেশ – ৩টি (লাকভি: লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম)

মিয়ানমার

- ব্রহ্মদেশ, সোনালী প্যাগোডার দেশ বলা হয়– মিয়ানমারকে।
- মিয়ানমার স্বাধীনতা লাভ করে– ১৯৪৮ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- মিয়ানমারের জাতির জনক-অং সান (মৃত্যু– ১৯৪৭)
- জান্তা সরকার সামরিক শাসন জারি করে– ১৯৬২ সালে।
- মিয়ানমারের সামরিক শাসক "অপারেশন ড্রাগন কিং" পরিচালনা করলে রোহিঙ্গারা প্রথম বাংলাদেশে আসে– ১৯৭৮ সালে।
- রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী নাগরিকত্ব হারায়– ১৯৮২ সালে।
- বার্মা নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার রাখা হয়– ১৯৮৯ সালে।
- মিয়ানমারের গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসাবে খ্যাত অং সান সুচির রাজনৈতিক দল– NLD (National League for Democracy, ১৯৮৮)
- গর্ডস আর্মি, কারেন বিদ্রোহী গোষ্ঠি- মিয়ানমারের।
- মিয়ানমারের সীমান্ত বাহিনীর নাম- বিজিপি (পূর্বে ছিল নাসাকা)।
- মংডু, ঘুমধুম সীমান্তবর্তী স্থান অবস্থিত-বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে।
- মিয়ানমার আর্মি রোহিঙ্গা নিধনের জন্য অপারেশন ক্লিয়ারেন্স শুরু করলে প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসে- ২৫ আগস্ট, ২০১৭।

থাইল্যান্ড

- The Land of Smile হিসেবে খ্যাত– থাইল্যান্ড।
- থাইল্যান্ড শব্দের অর্থ – মুক্তভূমি।
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ - থাইল্যান্ড।
- চির স্বাধীন দেশ/মুক্তভূমি বলা হয় – থাইল্যান্ডকে।
- যে দেশ অতীতে কোনো দেশের উপনিবেশ ছিল না – থাইল্যান্ড।
- সাদা হাতি বা শ্বেত হস্তীর দেশ – থাইল্যান্ড।
- থাইল্যান্ডের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী –ইংলাক সিনাওয়াত্রা।
- শ্যামদেশ নামে পরিচিত – থাইল্যান্ড।

পূর্ব তিমুর (তিমুর লিসতে)

- স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা– জানানা গুসামাও।
- স্বাধীনতা লাভ করে– ২০০২ সালে, ইন্দোনেশিয়া থেকে।
- এশিয়ার সর্বশেষ স্বাধীন দেশ– পূর্ব তিমুর।

NOTE: পূর্ব তিমুর ১৯৭৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল। ১৯৭৫-২০০২ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া দখল করে নেয়।

ইন্দোনেশিয়া

- জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান– প্রথম।
- ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী দ্বীপ- বান্দা আচেহ প্রদেশ ও ইরিয়ান জায়া, পশ্চিম তিমুর, পশ্চিম পাপুয়া, সুলাওয়েসি।
- ইন্দোনেশিয়ার যে দ্বীপ পর্যটনের জন্য বিখ্যাত– বালি দ্বীপ।
- পাম্প তেল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ- ইন্দোনেশিয়া।
- ইন্দোনেশিয়ার জাতির জনক- আহমদ সুকর্ণ (মেয়ে মেঘবতী সুকর্ণ পুত্রী)।
- ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে-১৯৪৫ সালে নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে।

এ অঞ্চলের অন্যান্য তথ্য

- ভিয়েতনামের স্বাধীনতা নেতৃত্ব দেন– হো-চি-মিন ('আংকেল হো' নামে পরিচিত)।
- উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী ছিল – সায়গন সিটি (বর্তমান নাম 'হো-চি-মিন সিটি')।
- ১৯৫৪–১৯৭৩ সাল পর্যন্ত – ভিয়েতনাম যুদ্ধ হয়।
- দি টাইগার অফ বাইসাইকেল বলা হয়– ভিয়েতনামকে।
- কম্বোডিয়ার পূর্বনাম– খেমার প্রজাতন্ত্র।
- কম্বোডিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন– প্রিন্স নরোদম সিহানুক।
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মন্দির 'আঙ্করভাট' অবস্থিত– কম্বোডিয়া।
- এশিয়ার সাংবিধানিক একমাত্র খ্রিষ্টান দেশ– ফিলিপাইন।
- আবু সায়াফ ও মরো মুসলিম উপজাতি বাস করে– ফিলিপাইন
- এশিয়ার গার্ডেন সিটি বলা হয়-সিঙ্গাপুরকে।
- আধুনিক নগর রাষ্ট্র বলা হয়-সিঙ্গাপুরকে।
- আধুনিক সিঙ্গাপুরের জাতির জনক-লি কুয়ান ইউ (১৯৬৫-১৯৯০)।
- সিঙ্গাপুর স্বাধীনতা লাভ করে-১৯৬৫ সালে মালয়েশিয়ার কাছ থেকে

দূর প্রাচ্যের দেশ- ৫টি

মনে রাখার কৌশল : জামটি কাচা তাই খাই।

জা → জাপান, ম → মঙ্গোলিয়া, কা → উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া, চ → চীন

- জাপানের প্রধান ৪টি দ্বীপ– হনসু, কিউসু, শিকুকো, হোক্কাইডো।
- জাপানের বৃহত্তম দ্বীপ– হনসু (এখানে আলোচিত ফুকুসিমা অবস্থিত)
- জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত – টোকিও, জাপান (১৯৭৩ সালে)
- কোরিয়া যুদ্ধ হয় – ১৯৫০-৫৩ সাল পর্যন্ত।
- এক গ্রাম দুটি দেশে অবস্থিত– পানমুনজম (শান্তি পল্লী হিসাবে খ্যাত)
- ১৯৯৮ সালে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে শান্তিপূর্ণ কূটনীতির জন্য সানশাইন পলিসি গ্রহণ করে– কিম দায়ে জং (২০০০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান)।
- শান্ত সকালের দেশ হিসেবে পরিচিত– দক্ষিণ কোরিয়া।
- দূর প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় স্থল বেষ্টিত দেশ ও পর্বত বেষ্টিত দেশ– মঙ্গোলিয়া।
- উত্তর কোরিয়া ৮ম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হয় - ২০০৬ সালে।
- পৃথিবীর গুপ্ত দেশ বলা হয়– উত্তর কোরিয়াকে।

জাপান

- জাপানের পূর্বনাম– নিপ্পন।
- জাপানের বর্তমান সম্রাট – নারুহিতো (১২৬তম)।
- 'প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন' ও ভূমিকম্পের দেশ বলা হয়– জাপানকে।
- বাংলাদেশে বৃহৎ সাহায্য দাতা– জাপান।
- প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার হিসেবে খ্যাত– জাপানের ওসাকা।
- জাপানের বৃহত্তম দ্বীপ- ৪টি (হনসু, কিউশু, হোক্কাইডো, শিকোকু)
- ফুকুশিমা জায়গাটি অবস্থিত- জাপান।
- বিশ্বের বৃহত্তম মেগাসিটি, মেটাসিটি বলা হয়- টোকিও, জাপান।
- JICA (Japan International Cooperation Agency)- শীর্ষ সাহায্য দাতা সংস্থা যে দেশের- জাপান।

চীন

- **Polar Silk Road** প্রবক্তা দেশ- চীন।
- নিউ সিল্ক রোডের প্রবক্তা দেশ - চীন।
- ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড এন্ড ইনিসিয়েটিভ-এর প্রবক্তা দেশ - চীন।
- এক পথ, এক অঞ্চল প্রবক্তা দেশ - চীন।
- আধুনিক ইলেকট্রিক বর্জ্যাগার - চীন।
- এক দেশ দুই নীতি প্রবক্তা দেশ - চীন।
- ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার শীর্ষ দেশ - চীন।
- স্মার্টফোন ব্যবহারে শীর্ষ দেশ - চীন।
- বিশ্বের বৃহত্তম ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলিবাবা - চীন।
- গম, ধান, খাদ্যশস্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশ - চীন।
- মাছ, মাংস উৎপাদনে শীর্ষ দেশ - চীন।
- বস্ত্রশিল্প, পোশাক শিল্প উৎপাদনে শীর্ষ দেশ - চীন।
- বিশ্বের শীর্ষ ব্যবহৃত মাতৃভাষা - মান্দারিন, চীন
- বিশ্বে মোবাইল ফোন ব্যবহারে শীর্ষ দেশ– চীন ।
- বর্তমানে বিশ্বে তেল আমদানীতে শীর্ষ দেশ– চীন ।
- এক সন্তান নীতি প্রবক্তা দেশ - চীন (বর্তমান তিন সন্তান নীতিতে ফিরেছে)।
- ২০১৭ সালে বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন নবযাত্রা, জয়যাত্রা ক্রয় করে- চীন থেকে
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে– চীন সাথে।
- নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি সংশ্লিষ্ট– চীন দেশের সাথে।
- Belt and Road Initiative (BRI) এর প্রবক্তা– শি জিন পিং (২০১৩)
- উইঘুর মুসলিম উপজাতি বসবাস করে- চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে।
- চীনের দুঃখ/পীত নদী (Yellow River) বলা হয় - হোয়াংহো নদীকে।
- গ্রেট হল, গ্রেট ওয়াল অবস্থিত - চীন।

চীনের অধীনে যেসব স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল

তিব্বত

- তিব্বত চীনের কাছে সার্বভৌমত্ব হারায়– ১৯৫০ সালে।
- তিব্বতের ধর্মীয় নেতাকে বলা হয়– দালাইলামা।
- তিব্বতের বর্তমান দালাইলামার নাম– তেনজিন গিয়াৎসু।
- তিব্বতের দালাইলামা বর্তমানে নির্বাসিত– ১৯৫৯ সাল থেকে ভারতে।
- তিব্বতের দালাইলামা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান– ১৯৮৯ সালে।
- পৃথিবীর "নিষিদ্ধ দেশ" বলা হয়– তিব্বতকে।
- পৃথিবীর "নিষিদ্ধ শহর" বলা হয়– লাসা, তিব্বত।

ম্যাকাও

- এশিয়া মহাদেশে ইউরোপের সবচেয়ে প্রাচীন উপনিবেশ ও সর্বশেষ উপনিবেশ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয় - ম্যাকাও।
- 'ম্যাকাও' পূর্বে উপনিবেশ ছিল– পর্তুগালের।
- ম্যাকাও চীনের অন্তর্ভুক্ত হয়– ১৯৯৯ সালে (৫০ বছরের জন্য)।
- ম্যাকাও-এর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে– ২০৪৯ সালে।

হংকং

- এশিয়ার রাজধানী বলা হয় – হংকংকে।
- হংকংকে বলা হয় – ফ্রি পোর্ট বা মুক্ত বন্দর।
- হংকংকে নিয়ে আফিম যুদ্ধ হয় – যুক্তরাজ্য ও চীনের মধ্যে।
- যুদ্ধের ফলে হংকং দখল নেয় – যুক্তরাজ্য।
- ব্রিটিশরা হংকং দখলে রেখেছিল– ১৫৬ বছর
- যুক্তরাজ্য ৫০ বছরের জন্য চীনকে ফিরিয়ে দেয় – ১৯৯৭ সালে।
- চীনের দ্বৈত নীতির মেয়াদ শেষ হবে– ২০৪৭ সালে।
- এক দেশে দুই নীতি প্রযোজ্য – চীনে (হংকং এর জন্য)।

তাইওয়ান

- তাইওয়ানের পূর্ব নাম ছিল– ফরমোজা।
- তাইওয়ান স্বাধীন হয়– ১৯৪৯ সালে।
- তাইওয়ান চীনের নিকট সার্বভৌমত্ব হারায় – ১৯৭১ সালে
- বাংলাদেশের যে দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই – তাইওয়ানের।

মধ্য এশিয়া অঞ্চলের দেশ- ৬টি

টেকনিক: তুতা কাকি উজান + আজারবাইজান

(তু = তুর্কিমেনিস্তান, তা = তাজিকিস্তান, কা = কাজাখস্তান, কি = কিরগিস্তান, উ = উজবেকিস্তান)

- ১৯৯১ সালে এ ৬টি দেশ- সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেন।
- মধ্য এশিয়ার সবগুলো দেশ - স্থলবেষ্টিত ও সমুদ্র বন্দর নেই।
- মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম দেশ- কাজাখস্তান।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ইউরেনিয়াম খনি রয়েছে- কাজাখস্তান।
- পশু পালনের দেশ- তুর্কিস্থান।
- নাগার্নো-কারাবাখ বিরোধ পূর্ণ করিডোর অবস্থিত - আর্মেনিয়া আজারবাইজানের মধ্য।
- এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বতমালা কারাকোরাম অবস্থিত- তাজিকিস্তান ও চীন সীমান্তে।

মধ্যপ্রাচ্যের এশিয়ান দেশ– ১৪টি

টেকনিক: কাকু সৌদিতে Job করে + ৪ই + তুমি জলে ফিস

(কা = কাতার, কু = কুয়েত, সৌ = সৌদিআরব, J = সংযুক্ত আরব আমিরাত, o = ওমান, b = বাহরাইন।

৪ই = ইরাক, ইরান, ইয়েমেন, ইসরায়েল।

তুমি = তুরস্ক, জ = জর্ডান, লে = লেবানন, ফি = ফিলিস্তিন, স = সিরিয়া

- মধ্যপ্রাচ্যের পরাধীন রাষ্ট্র– ফিলিস্তিন।
- মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার রাষ্ট্র – ইসরায়েল।
- মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশে নদী, সংবিধান, পার্লামেন্ট নেই – সৌদি আরব।
- মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশে মরুভূমি নেই – লেবানন।
- মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশ ফার্সি ভাষী – ইরান।
- সভ্যতার চারণক্ষেত্র বলা হয়– মেসোপটেমিয়াকে।
- সভ্যতার সূতিকাগার বলা হয়– সিরিয়াকে।
- মধ্যপ্রাচ্যের অনারব দেশ– ৩টি (ইরান, তুরস্ক ও ইসরায়েল)
- ইস্ট ব্যাংক অবস্থিত– জর্ডান নদীর তীরে, জর্ডান

সুয়েজ খাল

- ১৮৫৯ সাল থেকে শুরু হয়ে 'সুয়েজ খাল' উদ্বোধন হয়– ১৮৬৯ সালে
- জাতীয়করণ করে মিশর– ১৯৫৬ সালে।
- আরব ইসরাইলের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইসরায়েল এ খাল দখল করে– ১৯৫৬
- সুয়েজ খাল বন্ধ ছিল – ১৯৫৬ সালের অক্টোবর-১৯৫৭ সালের মার্চ পর্যন্ত
- বিশ্বের দীর্ঘতম জাহাজ চলাচলকারী কৃত্রিম খাল– সুয়েজ খাল।
- সুয়েজ খাল পৃথক করেছে– এশিয়া মহাদেশ থেকে আফ্রিকা মহাদেশকে
- সুয়েজ খাল যুক্ত করেছে – লোহিত সাগরকে ভূমধ্যসাগরের সাথে।

ফিলিস্তিন (প্যালেস্টাইন)

- পবিত্র ভূমি বলা হয় – ফিলিস্তিনকে
- 'খোদার ভূমি' (**Land of the lord**) বলা হয় –ফিলিস্তিনকে
- মধ্যপ্রাচ্যের পরাধীন রাষ্ট্র বলা হয় – ফিলিস্তিনকে
- ফিলিস্তিন স্বাধীনতা ঘোষণা করে– ১৯৮৮ সালে
- স্বাধীন ফিলিস্তিনকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়– আলজেরিয়া (১৯৮৮) সালে (আলজিয়ার্স চুক্তির মাধ্যমে)।
- ফিলিস্তিনের গেরিলা সংগঠন – হামাস, আল ফাতাহ।
- 'আল আকসা মসজিদ' বা 'ডোম অব দ্যা রক' অবস্থিত – জেরুজালেম।
- ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হলো– PLO।
- **Wailing wall** অবস্থিত – জেরুজালেম
- মুসলমানদের প্রথম কিবলা 'বায়তুল মুকাদ্দাস/আল আকসা'– জেরুজালেম
- ইন্তিফাদা হলো- ইসরাইলের দখল দারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জনগণের গণজাগরণ (প্রথম শুরু হয় ১৯৮৭ সালে)। ইন্তিফাদা অর্থ – গণজাগরণ।

PLO

- PLO এর পূর্ণরূপ– Palestine liberation organization।
- PLO প্রতিষ্ঠান – ১৯৬৪ সালে; PLO প্রতিষ্ঠাতা– ইয়াসির আরাফাত।
- সদরদপ্তর– রামাল্লা, ফিলিস্তিন ।
- PLO ও ইসরায়েল পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান করে– ১৯৯৩
- PLO এর বর্তমান নেতা– মাহমুদ আব্বাস।

ইসরায়েল

- পৃথিবীর একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র– ইসরায়েল।
- ইহুদীবাদের প্রবক্তা ও ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা – থিওডোর হের্জল।
- রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয় – বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ২ মে, ১৯১৭ সালে।
- ইহুদিদের চক্রান্তে ফিলিস্তিনিরা তাদের মাতৃভূমি হারায়– ১৯৪৮ সালে।
- ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন– চীম ওয়াইজম্যান
- ১৯১৭ সালে অ্যাসিটোন আবিষ্কার করেন– চীম ওয়াইজম্যান
- ইসরায়েল জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেন– ১৯৪৯ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকালীন তাদের রাজধানী তেল আবিব হলেও জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করে – ১৯৮০ সালে
- যুক্তরাষ্ট্র জেরুজালমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ২০১৮ সালের ৬ ডিসেম্বর
- মিশর ও ইসরায়েলের মধ্য দ্বন্দ্ব রয়েছে- সিনাই উপত্যকা নিয়ে।
- এ পর্যন্ত ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে– ৬টি আরব দেশ (মিশর, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো ও সুদান)

ইসরায়েলের স্বীকৃতি

- ইসরায়েলকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৪ মে, ১৯৪৮)
- ইসরায়েলকে দ্বিতীয় স্বীকৃতি দেয় – রাশিয়া (১৭ মে, ১৯৪৮)
- ইসরায়েলকে স্বীকৃতদানকারী প্রথম মুসলিম দেশ – তুরস্ক (১৯৪৯)
- ইসরায়েলকে স্বীকৃতদানকারী প্রথম আরব দেশ- মিশর (২৬ মার্চ, ১৯৪৯)
- ইসরায়েলের সীমান্তবর্তী দেশ – ৫টি, যেমন– লেবানন, ফিলিস্তিন, মিশর, জর্ডান, সিরিয়া।
- বর্তমানে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়- ৭টি মুসলিম এবং ৬টি আরব দেশ।
- সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরায়েলের মধ্যে 'অব্রাহাম অ্যাকর্ড' স্বাক্ষরিত হয় – ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

ইসরায়েলের সাথে সীমান্ত বিরোধ

- লেবাননের সাথে বিরোধ – হিজবুল্লাহ গেরিলা গোষ্ঠী ও ওয়াজানি নদীর পানি বন্টন নিয়ে; সিরিয়ার সাথে বিরোধ– গোলান মালভূমি নিয়ে।
- জর্ডানের সাথে বিরোধ– ডেড সী/মৃত সাগর নিয়ে।
- মিশরের সাথে বিরোধ– সিনাই উপত্যকার মালিকানা ও সুয়েজ খাল নিয়ে।
- ফিলিস্তিনের সাথে বিরোধ – গাজা, রামাল্লা, পশ্চিম তীর হেবরন, জেরিকো, জেরুজালেম নিয়ে।

তুরস্ক

- ইউরোপের রুগ্ন মানুষ বলা হয় - তুরস্ককে।
- আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় – কামাল আতাতুর্ককে।
- আধুনিক তুরস্কের যাত্রা হয় – ১৯২৪ সালে।
- অটোমান তুর্কি বলা হয় – তুরস্ককে।
- মুসলমানরা কনস্টানটিনোপল জয় করেন - ১৪৫৩ সালে।
- ইস্তাম্বুলের পূর্ব নাম – কনস্টানটিনোপল।
- কনস্টানটিনোপলের পূর্বনাম ছিল- বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য।
- ইতিহাস বিখ্যাত ধ্বংস প্রাপ্ত ট্রয় নগরী অবস্থিত – তুরস্কে।
- এক শহর বা নগর দুই মহাদেশে বিস্তৃত - ইস্তাম্বুল।
- ইউরোপের ইস্তাম্বুল শহর থেকে এশিয়ার ইস্তাম্বুল শহরকে পৃথক করেছে যে প্রণালী – বসফরাস প্রণালী ও দার্দানেলিস প্রণালী।
- ইউরোপের ইস্তাম্বুল শহর থেকে এশিয়ার ইস্তাম্বুল শহরকে পৃথক করেছে যে সাগর - মর্মর সাগর।
- এশিয়ার একমাত্র NATO ভুক্ত মুসলিম দেশ - তুরস্ক।
- অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- সুলতান ওসমান।

ওশেনিয়া মহাদেশ**

- ওশেনিয়া মহাদেশের স্বাধীন দেশ আছে– ১৪টি

মনে রাখার টেকনিকঃ MP SPKS ATN NTV FM

M = মাইক্রোনেশিয়া, P = পাপুয়া নিউগিনি, S = সামোয়া,

P = পালাউ, K = কিরিবাতি, S = সলোমন দ্বীপপুঞ্জ,

A = অস্ট্রেলিয়া, T = টোঙ্গা, N = নিউজিল্যান্ড, N = নাউরু,

T = টুভ্যালু V = ভানুয়াতু F = ফিজি, M = মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ।

পলিনেশিয়া [Polynesia]

দেশ	রাজধানী	দেশ	রাজধানী
সামোয়া	আপিয়া	টুভ্যালু	ফুনাফুটি
টোঙ্গা	নুকুয়ালোফা		

- পলিনেশিয়ার ৩টি দেশ মনে রাখার কৌশল: TTS

T = টোঙ্গা, T= টুভ্যালু, S = সামোয়া

মেলানেশিয়া (Melanesia)

দেশ	রাজধানী	দেশ	রাজধানী
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	হনিয়ারা	ভানুয়াতু	পোর্ট ভিলা
পাপুয়া নিউগিনি	পোর্ট মোর্সবি	ফিজি	সুভা

- মেলানেশিয়ার ৪টি দেশ মনে রাখার কৌশল: পাপিয়া, সলোমন ও ভানু ফিজি গেলো।

পাপিয়া = পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন = সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ভানু = ভানুয়াতু, ফিজি = ফিজি।

মাইক্রোনেশিয়া (Micronesia)

দেশ	রাজধানী	দেশ	রাজধানী
পালাউ	এনগেরুলমুদ	নাউরু	ইয়ারেন
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	মাজুরো	কিরিবাতি	তারাওয়া
মাইক্রোনেশিয়া	পালকির	গুয়াম প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বশাসিত অঞ্চল	

- মাইক্রোনেশিয়ার ৫টি দেশ মনের রাখার কৌশল:মামা নাকি পালাইছিলা

মা = মাইক্রোনেশিয়া, মা = মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, না = নাউরু, কি = কিরিবাতি, পালা = পালাউ।

- মুদ্রা যেভাবে মনে রাখা যায়: পাপুয়া নিউগিনির মুদ্রা- কিনা, সামোয়ার- তালা, টোঙ্গা- পাঙ্গা, ভানুয়াতু-ভাতু, বাকী দশটি দেশের মুদ্রা ডলার
- পৃথিবীর আয়তন ও জনসংখ্যায় ছোট মহাদেশ– ওশেনিয়া মহাদেশ
- আয়তন ও জনসংখ্যা সবচেয়ে বড় দেশ– অস্ট্রেলিয়া
- যে দেশের কাছে মকরক্রান্তি ও আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা পরস্পর ছেদ করে – টোঙ্গা
- যে মহাদেশের সবগুলো দেশ "ওয়াটার লক বা জলবেষ্টিত– ওশেনিয়া মহাদেশের
- দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন বলা হয়– নিউজিল্যান্ড
- দ্বীপ মহাদেশ বলা হয় – ওশেনিয়াকে
- বিশ্বে প্রথম নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে– নিউজিল্যান্ডে ১৮৯৩ সালে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষা প্রচলিত আছে- পাপুয়া নিউগিনি।
- "দক্ষিণের রাণী" বলা হয় – সিডনীকে।
- কিউই, মাওরি যে দেশের আদিবাসী – নিউজিল্যান্ড।
- ক্যাঙ্গারুর দেশ বলা হয়– অস্ট্রেলিয়াকে।
- "রাগবী" যে দেশের জতীয় খেলা– নিউজিল্যান্ড।
- নিউজিল্যান্ড থেকে নিউজিল্যান্ড পৃথক কারী প্রণালি- কুক প্রণালি।
- "পশমের দেশ" বলা হয় – অস্ট্রেলিয়াকে।
- কার্বন কর চালু করে– অস্ট্রেলিয়া (২০১২ সালে)।
- অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বলা হয়– এবোরিজিন।
- ওয়ার্ল্ড ভিশন যে দেশের সাহায্য সংস্থা– অস্ট্রেলিয়া।
- উইকিলিকস পার্টি রাজনৈতিক দলটি– অস্ট্রেলিয়ার।
- মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র বিদেশি খেতাব প্রাপ্ত ওডারল্যান্ড যে দেশের নাগরিক– অস্ট্রেলিয়া।
- জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের "উইকিলিকস" যে দেশ ভিত্তিক সংস্থা– অস্ট্রেলিয়া।
- ওশেনিয়ার উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের নাম- মাউন্ট কোসিয়াস্কো
- ওশেনিয়ার দীর্ঘতম/ বৃহত্তম নদীর নাম- মারে ডার্লিং
- "গ্রেট বেরিয়ার রীফ" প্রবাল প্রাচীর অবস্থিত- অস্ট্রেলিয়ার নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরে।

ইউরোপ মহাদেশ****

- ইউরোপের স্বাধান দেশ– ৪৮ টি।
- ইউরোপের জাতিসংঘভুক্ত সদস্য দেশ– ৪৬ টি।
- ইউরোপের জাতিসংঘভুক্ত দেশ নয় – ২টি (ভ্যাটিকান সিটি ও কসোভো)
- ইউরোপ থেকে জাতিসংঘে যোগদানকারী সর্বশেষ দেশ – মন্টিনিগ্রো (২০০৬)
- ইউরোপের প্রাচীনতম দেশ– সানম্যারিনো।
- ইউরোপের নবীনতম/সর্বশেষ স্বাধীন দেশ– কসোভো (২০০৮ সালে সার্বিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে)।
- ইউরোপের সবচেয়ে বেশি ঘনবসতি/পৃথিবীর ঘনবসতি পূর্ণ দেশ– মোনাকো।
- ইউরোপ কম ঘনবসতি পূর্ণ দেশ– আইসল্যান্ড।
- ইউরোপের আয়তন ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ– রাশিয়া।
- ইউরোপের আয়তন ও জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ– ভ্যাটিকান সিটি
- ইউরোপের সবচেয়ে বড় দ্বীপ– গ্রীনল্যান্ড (মালিক- ডেনমার্ক)।
- ইউরোপের প্রবেশদ্বার বলা হয়– ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)।
- ইউরোপের দীর্ঘতম নদী– ভলগা(রাশিয়া)।
- ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার বলা হয় – জিব্রাল্টার প্রণালীকে।
- পশ্চিম দিক থেকে ইউরোপের প্রবেশদ্বার– লিসবন, পর্তুগাল
- ইউরোপের বৃহত্তম সুড়ঙ্গপথ হলো– গোথার্ড বেস টানেল (সুইজারল্যান্ড, ২০১৬)
- ইউরোপের উচ্চতম পর্বতমালা – আল্পস।
- ইউরোপের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ- মাউন্ট এলব্রুস।
- বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ- ফিনল্যান্ড।
- হাজার হ্রদের দেশ বলা হয় – ফিনল্যান্ডকে
- ইউরোপের যে দেশে প্রথম নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে– ফিনল্যান্ড (১৯০৬ সালে)।
- 'হেলসিংকি' যে দেশের রাজধানী – ফিনল্যান্ড।
- লুফথানসা যে দেশের বিমান সংস্থা– জার্মানি।
- বিখ্যাত "VOLVO" গাড়ী যে দেশের– সুইডেন।
- পৃথিবীর ১ম ন্যায়পাল (Ombudsman) চালু করে– ১৮০৯ সালে, সুইডেন
- ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব হয়– ১৬৮৮ সালে।
- ইউরোপের যে দেশের সংবিধান অলিখিত– যুক্তরাজ্য, স্পেন
- পৃথিবীর প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র – সুইডেন।
- ১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কার চালু হয় যে দেশে– সুইডেন।
- হোয়াইট হল অবস্থিত – লন্ডন, যুক্তরাজ্য
- অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের যে দেশে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় – ইংল্যান্ডে।
- অষ্টাদশ শতকে ফরাসি বিপ্লব হয় যে দেশে – ফ্রান্সে।
- ১৩৩৮-১৪৫৩ শতবর্ষীব্যাপী যুদ্ধ হয় – যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মধ্যে।
- ইন্টারফ্যাক্স – রাশিয়ার বার্তা সংস্থা।
- পৃথিবীর বিখ্যাত "লুভ্যর মিউজিয়াম" অবস্থিত – ফ্রান্সে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম বইমেলার আয়োজন করে– ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি।
- 'ষাঁড়ের লড়াই' যে দেশের জাতীয় খেলা – স্পেন।
- যে শহর এশিয়া ও ইউরোপ উভয় মহাদেশে বিস্তৃত – ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
- ইউরোপ তথা পৃথিবীর সর্ব উত্তরের স্থান– হ্যামারফাস্ট, নরওয়ে।
- ইউরোপের যে দেশ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসে– পর্তুগাল।
- ইউরোপের ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র – ইতালি (ভিতরে আছে– ভ্যাটিকান সিটি, স্যানম্যারিনো)।
- যে দেশে ডাকটিকেটে সে দেশের নাম লেখা থাকে না– যুক্তরাজ্য
- ইউরোপের 'রেনেসাঁর সূত্রপাত' হয়– ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীকে কেন্দ্র করে চতুর্দশ শতকে।

- প্রথম সামন্তবাদ প্রথা, অপেরা হাউজ চালু হয় – ইতালিতে।
- গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয় – গ্রীসকে।
- সরাসরি প্রথম গণতন্ত্র চালু হয়– সুইজারল্যান্ডে
- পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র অঙ্কন করেন– গ্রীসের বিজ্ঞানীরা।
- সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, মহাকবি হোমার, সফোক্লিস্ট, পিথাগোরাস ও ইতিহাসের জনক হেরোডোটাসের জন্ম– গ্রীসে।
- ইউরোপের মুসলিম দেশ– ৩টি (আলবেনিয়া, কসোভো ও তুরস্ক)।
- ইউরোপের NATO ভুক্ত মুসলিম দেশ– আলবেনিয়া, তুরস্ক।
- পৃথিবীর প্রথম পতাকার প্রচলন করেন– ডেনমার্ক।
- পৃথিবীর প্রথম লোগোর প্রচলন করেন– ডেনমার্ক।
- হিটলার জন্মগ্রহণ করেন যে দেশে– অস্ট্রিয়ায়।
- মধ্যযুগের **'Light House of Europe'** বলা হয় – স্পেনের কর্ডোভা নগরীকে।
- অখন্ড ইউরোপের প্রবক্তা বলা হয় – মিখাইল গর্ভাচেভকে।
- সংবাদপত্র প্রচলন করেন, আয়তনে বৃহত্তম নর্ডিক রাষ্ট্র- সুইডেন।
- বোফোর্স অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান- সুইডেনের।
- উত্তরের ভেনিস বলা হয়- সুইডেনের স্টকহোমকে
- পান্নার দ্বীপ, The Emerald Isle এর দেশ- আয়ারল্যান্ড।
- "দি হলি সিটি" বলা হয়- ভ্যাটিকান সিটিকে।
- নিমজ্জমান নগরী বলা হয়- হেগ, নেদারল্যান্ডস।
- রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে বৃহত্তম শহর - ভ্লাদিভস্টক।
- প্রথম পোস্ট কার্ড সেবা চালু করে-অস্ট্রিয়া।
- সম্প্রতি রাশিয়া পারমাণবিক ঘাঁটি তৈরির ঘোষণা দেয়– বেলারুশে।

ইউরোপের বিভিন্ন শহর ও দেশের ভৌগোলিক নাম***

- আগুনের দ্বীপ বা আগুনের দেশ বলা হয় – আইসল্যান্ডকে।
- ইউরোপের রণক্ষেত্র/সমরক্ষেত্র/যুদ্ধক্ষেত্র বলা হয় – বেলজিয়ামকে
- ইউরোপের ককপিট বলা হয় – বেলজিয়ামকে।
- বাফার স্টেট বলা হয় – বেলজিয়ামকে।
- City of culture বলা হয় – প্যারিস, ফ্রান্স।
- ধীবর/জেলে/মৎস্যজীবীদের দেশ বলা হয় – নরওয়েকে।
- নিশীথ সূর্যের দেশ বলা হয় – নরওয়েকে।
- সমুদ্র অভিযাত্রীদের দেশ (A Nation of Great seafarers) বলা হয় – পর্তুগালকে।
- চির শান্তির শহর বলা হয় – রোমকে।
- 'নীরব শহর' (Silent City) বলা হয়– রোমকে।
- সাত পাহাড়ের শহর (City of Seven Hills) বলা হয়– রোমকে
- সম্মেলনের শহর (Conference City) বলা হয় – জেনেভাকে।
- সাদা শহর বলা হয় – বেলগ্রেডকে।
- হোয়াইট রাশিয়া (সাদা রাশিয়া) বলা হয় – বেলারুশকে।
- ইউরোপের বুট বা জুতা, মার্বেলের দেশ বলা হয় – ইতালিকে।
- **The Father of land/** পিতৃভূমি বলা হয় – রাশিয়াকে।
- ইউরোপের রুগ্ন মানুষ বলা হয় – তুরস্ককে।
- ইউরোপের রুটির ঝুঁড়ি বলা হয় – ইউক্রেনকে।
- সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্যভান্ডার বলা হয় – ইউক্রেনকে।

যুক্তরাজ্য**

- সমুদ্রের বধূ বলা হয়- গ্রেট ব্রিটেনকে।
- ব্রিটিশ প্রশাসনিক ভবন– হোয়াইট হল, লন্ডন
- ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল বলা হয়– ম্যাগনাকার্টা, (স্বাক্ষরিত হয়-১২১৫)
- পৃথিবীর প্রাচীনতম সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রয়েছে- ব্রিটেনে।
- যে দেশের ডাক টিকেটে দেশের নাম লেখা থাকে না- ব্রিটেন।
- যে দেশের সংবিধানে The King can do no wrong লেখা আছে- ব্রিটেন
- ইউরোপের লৌহমানবী বলা হয়-ব্রিটেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে (১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য উপাধি লাভ করেন)।
- ইউনিয়ন জ্যাক বলা হয় যে দেশের পতাকাকে - যুক্তরাজ্য।
- **Land of Cakes** বলা হয় – স্কটল্যান্ডকে।

গ্রেট ব্রিটেন	৩টি অঙ্গরাজ্য (ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড)
যুক্তরাজ্য	৪টি অঙ্গরাজ্য (ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ড)

আফ্রিকা মহাদেশ***

- আফ্রিকা মহাদেশের স্বাধীন দেশ – ৫৪ টি (সর্বশেষ– দক্ষিণ সুদান, ৯ জুলাই, ২০১১ সুদানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে)
- আফ্রিকা মহাদেশের জাতিসংঘভুক্ত দেশ– ৫৪টি (সর্বশেষ– দক্ষিণ সুদান ১৪ জুলাই, ২০১১ সালে সদস্য পদ লাভ করে)
- স্বাধীনদেশ ভিত্তিক সবচেয়ে বড় মহাদেশ – আফ্রিকা মহাদেশ।
- প্রাচীনকালে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হতো– আফ্রিকা মহাদেশকে
- পৃথিবীর বৃহদাকার চিড়িয়াখানা বলা হতো– আফ্রিকা মহাদেশকে।
- জ্যামিতিক সীমারেখার দেশ বলা হয়– উত্তর আফ্রিকার ৬টি দেশকে।
- রেইনবো নেশন বলা হয় – দক্ষিণ আফ্রিকাকে।
- আয়তনে আফ্রিকার বড় দেশ– আলজেরিয়া।
- জনসংখ্যায় আফ্রিকার বড় দেশ – নাইজেরিয়া।
- আয়তন ও জনসংখ্যায় আফ্রিকার ছোট দেশ – সিচেলিস।
- আফ্রিকার বৃহত্তম মরুভূমি – সাহারা মরুভূমি। (আফ্রিকার দুঃখ বলা হয়)
- আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ ও জলপ্রপাত– ভিক্টোরিয়া হ্রদ (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম হ্রদ)
- আফ্রিকার উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ – মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো।
- আফ্রিকা তথা পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী – নীলনদ (১১টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত)।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আফ্রিকার স্বাধীন দেশ ছিল– ১টি (লাইবেরিয়া)
- ২য় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আফ্রিকার স্বাধীন দেশ ছিল – ৩টি (লাইবেরিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া)।
- 'মিশরকে নীল নদের দান' বলেন – ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস।
- পিরামিডের দেশ বলা হয়-মিশরকে।
- **Pearl of Africa** হিসেবে খ্যাত – উগান্ডা (এ নাম দেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল)।
- আরব বসন্তের সূতিকাগার বলা হয় – তিউনিসিয়াকে (সূচনা-২০১০)।
- এশিয়ার সৌদি আরব থেকে আফ্রিকার মিশরকে পৃথককারী সাগর– লোহিত সাগর।
- 'ফেজ টুপির' জন্য বিখ্যাত – মরক্কো।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভাসমান মসজিদ অবস্থিত– মরক্কোতে।
- আফ্রিকার লৌহ মানব বলা হয়– লিবিয়ার গাদ্দাফিকে (৪২ বছর শাসন করে)
- আফ্রিকার লৌহ মানবী বলা হয়– মিশেল আলি ওমারিকে, লাইবেরিয়া
- আফ্রিকা ও ইউরোপকে পৃথক করেছে – জিব্রাল্টার প্রণালী।
- আফ্রিকা ও এশিয়াকে পৃথক করেছে – বাব-এল-মান্দেব প্রণালী
- ২য় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জড়িত "আল আমীন" যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত – মিশর
- পৃথিবীর ১ম বর্ণবাদ প্রথা চালু হয় – দক্ষিণ আফ্রিকায় (১৯৪৮ সাল)
- দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ প্রথার প্রবক্তা – জেমস হার্জগ।
- ব্লু নীল ও হোয়াইট নীল মিলিত হয়েছে – খার্তুম (সুদান)।
- উত্তর আফ্রিকার একমাত্র দেশ যেটি ইতালির উপনিবেশ ছিল– লিবিয়া
- আফ্রিকার মুক্তভূমি ও ১ম স্বাধীন দেশ – লাইবেরিয়া (১৮১৮ সাল)।
- আফ্রিকার প্রাচীনতম দেশ – ইথিওপিয়া।
- আফ্রিকার মুক্তভূমি **(Free land)** বলা হয় – লাইবেরিয়াকে।
- আফ্রিকার যে দেশ দুটি মহাসাগরের পানি অতিক্রম করেছে– দক্ষিণ আফ্রিকা।
- আফ্রিকার একমাত্র শিল্পপ্রধান দেশ – দক্ষিণ আফ্রিকা।
- পৃথিবীর বিখ্যাত স্বর্ণ খনি "জোহানেসবার্গ" অবস্থিত– দক্ষিণ আফ্রিকায়
- পৃথিবীর বিখ্যাত হীরক খনি "কিম্বার্লি" অবস্থিত– দক্ষিণ আফ্রিকায়।
- আফ্রিকার যে দেশ OPEC ও কমনওয়েলথ-এর সদস্য– মোজাম্বিক
- "ইস্ট লন্ডন" বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর অবস্থিত – দক্ষিণ আফ্রিকায়।
- "উত্তমাশা অন্তরীপ" **(Cape of Good Hope)** অবস্থিত– দক্ষিণ আফ্রিকায়
- হর্ন অব আফ্রিকা বা আফ্রিকার শিং বলা হয়-৪টি দেশকে।

মনে রাখার টেকনিক: **GEES**

G = জিবুতি, E = ইথিওপিয়া, E = ইরিত্রিয়া, S = সোমালিয়া

- আফ্রিকার দ্বীপ রাষ্ট্র-৬টি।
- ভারত মহাসাগরের ভিতরে রয়েছে-৪টি (মাদাগাস্কার, মরিশাস, সিচেলিস, কোমোরুস), ভারত মহাসাগরে অবস্থিত বৃহত্তম দেশ– মাদাগাস্কার
- ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ক্ষুদ্রতম দেশ– সিচেলিস
- আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত-২টি রাষ্ট্র (কেপভার্দে, সাওটোমে এ্যান্ড প্রিন্সিপে)।
- আফ্রিকার সর্ব পশ্চিমের দেশ – সেনেগাল, রাজধানী– ডাকার
- বাংলাদেশ আফ্রিকার যে দেশ থেকে জমি লিজ নিয়েছে – সেনেগাল (২০১২)
- চির সবুজের দেশ 'নাটাল' অবস্থিত – দক্ষিণ আফ্রিকায়।
- আফ্রিকার হার্ট বা হৃদয় বলা হয়- সুদানকে।
- আফ্রিকার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কারুইন বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত- মরক্কো (আফ্রিকার সর্বপশ্চিমের দেশ)।
- গাদ্দাফিকে হত্যা করা হয়- লিবিয়ার সিরত শহরে (২০১১)।
- গ্রিন বেল্ট মুভমেন্ট বা সবুজ বনায়ন আন্দোলনের সাথে জড়িত কেনিয়ার ওয়াঙ্গেরী মাথেই (২০০৪ সালে প্রথম আফ্রিকান নারী হিসেবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

আমেরিকা মহাদেশ পরিচিতি

- ইতালির নাবিক কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন-১৪৯২ সালে।
- ইতালির আরেক নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি কলম্বাসের আবিষ্কার করার জায়গাকে নতুন বিশ্ব বলে চিহ্নিত করেন- ১৪৯৭ (তার নাম অনুসারে আমেরিকা নামকরণ করা হয়)।
- আমেরিকাতে মহাদেশ আছে – ২টি (i) উত্তর আমেরিকা (ii) দক্ষিণ আমেরিকা (দুই আমেরিকাতে মোট স্বাধীন দেশ- ৩৫টি)।
- উত্তর আমেরিকা থেকে এশিয়াকে পৃথক করেছে-বেরিং প্রণালী।
- উত্তর আমোরিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পৃথক করেছে-পানামা খাল।
- আমেরিকা মহাদেশে অঞ্চল আছে – ৪টি।

(i. উত্তর আমেরিকা অঞ্চল, ii. মধ্য আমেরিকা অঞ্চল, iii. ক্যারিবিয়ান অঞ্চল, iv. দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল)

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পরিচিতি**

- উত্তর আমেরিকা মহাদেশে স্বাধীন দেশ আছে – ২৩ টি
- উত্তর আমেরিকার অঞ্চলের দেশ-৩টি।

টেকনিক: **CUM** [C = কানাডা, U= USA, M= মেক্সিকো]

- মধ্য আমেরিকা অঞ্চলের দেশ-৭টি। টেকনিকঃ **BGP KHAN**

B = বেলিজ, **G** = গুয়েতেমালা, **P** = পানামা,
K = কোস্টারিকা, **H** = হন্ডুরাস, **A** = এল সালভাদোর,
N = নিকারাগুয়ে।

- ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশ- ১৩টি

টেকনিক: বাবার কিউট ডোমি অ্যান্টির জামাই নিজ হাতে গ্রেনেড সেন্ট করে T & T দ্বীপে।

বাবার = বার্বাডোস, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, কিউট = কিউবা, ডোমি = ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ডোমিনিকো, অ্যান্টি = এ্যান্টিগুয়া এন্ড বারমুডা, জামাই = জ্যামাইকা, হাতে = হাইতি, গ্রেনেড = গ্রানাডা, সেন্ট = সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট কিডস এন্ড নেভিস, সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রানাডাইস, **T & T** = ত্রিনিনাদ এন্ড টোবাগো।

- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আয়তনে বৃহত্তম দেশ – কানাডা (পৃথিবীর মধ্যে আয়তনের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ– কানাডা)।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ– যুক্তরাষ্ট্র
- উত্তর আমেরিকার আয়তন ও জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ– সেন্ট কিটস এ্যান্ড নেভিস
- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশ – যুক্তরাষ্ট্র
- ম্যাপল পাতার দেশ, লিলি ফুলের দেশ বলা হয়– কানাডাকে
- যে দেশের মুদ্রায় ব্রিটিশ রানির ছবি থাকে- কানাডার।
- কমনওয়েলথভুক্ত আয়তনে সবচেয়ে বড় দেশ – কানাডা।
- কানাডার অফিসিয়াল ভাষা দুটি – ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ।
- কানাডার যে প্রদেশে মানুষ ফরাসি ভাষায় কথা বলে – কুইবেক।
- "বিশ্বের রুটির ঝুড়ি" বলা হয়– প্রেইরী অঞ্চলকে (উত্তর আমেরিকা)
- মোটর গাড়ির শহর বলা হয়– ডেট্রয়েটকে (যুক্তরাষ্ট্র)।
- গগনচুম্বী অট্টালিকার শহর বলা হয়– নিউইয়র্ককে।
- জাঁকজমকের নগরী বলা হয়– নিউইয়র্ককে।
- পৃথিবীর কসাইখানা বলা হয়– শিকাগোকে।
- বাতাসের শহর বলা হয়– শিকাগোকে।
- বিশ্বের বৃহত্তম সুপেয় পানির হ্রদ "সুপিরিয়র হ্রদ" অবস্থিত – যুক্তরাষ্ট্র।
- পৃথিবীর গভীরতম সাগর-ক্যারিবিয়ান সাগর।
- পৃথিবীর গুদামঘর বলা হয়- মেক্সিকোকে।
- আজটেক ও মায়া সভ্যতা পাওয়া গেছে- মেক্সিকোসহ মধ্য আমেরিকায়
- পৃথিবীর প্রথম সোয়াইন ফ্লো রোগ দেখা দেয়- মেক্সিকোতে।
- পৃথিবীর প্রথম নারী সম্মেলন হয়- ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে।
- আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত– নায়াগ্রা জলপ্রপাত (কানাডা)।
- "ডেথ ভ্যালি" অবস্থিত – যুক্তরাষ্ট্রে।
- উত্তর আমেরিকার যৌথভাবে দীর্ঘতম নদী – মিসিসিপি – মিসৌরি।
- পৃথিবীর বৃহত্তম উপসাগর – মেক্সিকো উপসাগর।
- প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার বলা হয় – পানামা খালকে
- পৃথিবীর উচ্চতম গিরিপথ "অলপিনা গিরিপথ" অবস্থিত – যুক্তরাষ্ট্র।
- মধ্য আমেরিকার যে দেশে স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই – কোস্টারিকা।
- "মার্কিন ডলারের" অপর নাম – গ্রীনব্যাক।
- মুক্তার দেশ/চিনির আধার বলা হয় – কিউবাকে।
- ল্যাটিন আমেরিকার একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ- কিউবা।
- "গুয়ানতানামো বে" বন্দিশালা অবস্থিত – কিউবায়।
- "জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয়" অবস্থিত – কোস্টারিকায় (১৯৮০ সাল)।
- কন্ট্রা বিদ্রোহীরা সক্রিয় আছে– নিকারাগুয়াতে (পৃষ্ঠপোষক-যুক্তরাষ্ট্র)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র***

- আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে– ৪ জুলাই ১৭৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হল থেকে (বৃটেনের কাছ থেকে)।
- ১৭৮৩ সালে ৩ সেপ্টেম্বর ১ম ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেনের কাছ থেকে ১ম দেশ হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করে- যুক্তরাষ্ট্র
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট– জর্জ ওয়াশিংটন (যুক্তরাষ্ট্রের জাতির জনক)
- হোয়াইট হাউজের আইরিশ স্থপতি– জেমস হোবান (১৯৫১ সাল)।
- হোয়াইট হাউজে বসবাসকারী প্রথম প্রেসিডেন্ট– জন এডামস
- যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে কখনো থাকেননি – জর্জ ওয়াশিংটন
- আমেরিকার মোট অঙ্গরাজ্য – ৫০ টি (মূল ভূখন্ডে ৪৮টি এবং বাইরে ২টি- আলাস্কা ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ)।
- যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র নাম- NASA (প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৮)।
- যুক্তরাষ্ট্রের মোট ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটের সংখ্যা – ৫৩৮ টি।
- প্রেসিডেন্ট হতে প্রয়োজন– ২৭০টি।
- ফেয়ার ফ্যাক্স – যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা
- যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অফিস ভবনের নাম– পেন্টাগন
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর অবস্থিত– পেন্টাগন (ভার্জিনিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীর পদবীকে বলা হয়– সেক্রেটারি অব দ্য ট্রেজারি
- যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদবীকে বল হয়– সেক্রেটারি অব স্টেট
- পৃথিবীর বৃহত্তম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান "হলিউড" অবস্থিত– ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস এঞ্জেলসে
- শেয়ার বাজারের জন্য বিখ্যাত ওয়াল স্ট্রিট অবস্থিত – নিউইয়র্ক
- যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা হয় ১৭৮৭ সালে, কার্যকর করা হয় ১৭৮৯ সাল ও রচয়িতা – জেমস মেডিসন ও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।
- মার্কিন সংবিধানের প্রথম ১০ সংশোধনীকে বলা হয় – বিল অব রাইটস।
- যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত "Statue of Liberty" ১৮৮৬ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উপহার দেয়- ফ্রান্স।
- ১৯৬২ সালে কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র সংকটকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন– জন এফ কেনেডি (৩৫তম)
- ১৯৭২ সারে ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর সাথে জড়িত ছিলেন– রিচার্ড নিক্সন (৩৭তম)
- যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৪ মেয়াদে ১২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন– ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। (১২ এপ্রিল ১৯৪৫) মৃত্যু হলে ৪র্থ মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ***

- দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের স্বাধীন দেশ রয়েছে- ১২টি
  মনে রাখার টেকনিকঃ BBC VS APEC Ur GP
  B = ব্রাজিল, B = বলিভিয়া, C = কলম্বিয়া, V = ভেনেজুয়েলা,
  S = সুরিনাম, A = আর্জেন্টিনা, P = পেরু, E = ইকুয়েডর,
  C= চিলি, Ur = উরুগুয়ে, G = গায়ানা, P = প্যারাগুয়ে।
- ফুটবলের "উর্বর ভূমি" বলা হয় – দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে
- নতুন মহাদেশ বলা হয় – দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে
- স্বাধীন দেশভিত্তিক ছোট মহাদেশ – দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ
- আয়তন ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ-ব্রাজিল।
- আয়তন ও জনসংখ্যায় ছোট দেশ – সুরিনাম
- উত্তর আমেরিকাকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পৃথক করেছে – পানামা খাল
- পৃথিবী তথা দক্ষিণ আমেরিকার প্রশস্ততম নদী- আমাজন নদী।
- পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় – ব্রাজিলের আমাজন বনকে।
- বিশ্বের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু হয় – ব্রাজিলে।
- পৃথিবী তথা দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম রাজধানী– লাপাজ (বলিভিয়া)
- পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা – আন্দিজ পর্বতমালা
- পৃথিবী তথা দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম হ্রদ– টিটিকাকা হ্রদ (বলিভিয়া)।
- পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত– এঞ্জেল জলপ্রপাত (ভেনেজুয়েলা)
- বিশ্বের শীর্ষ কৃষ্ণাঙ্গ জনবহুল দেশ- ভেনেজুয়েলা
- বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ মুদ্রাস্ফীতি ও দুর্ভিক্ষ কবলিত দেশ- ভেনেজুয়েলা।
- পৃথিবীর সবচেয়ে সরু রাষ্ট্র– চিলি
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তামার খনি আছে – চিলিতে।
- বিশ্বের বিখ্যাত কোকেন উৎপাদনকারী/ মাদক দ্রব্য চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত দেশ– কলম্বিয়া।
- ইনকা সভ্যতা ও মাচুপিচু সভ্যতা পাওয়া গেছে-পেরুতে।
- চির বসন্তের নগরী বলা হয়– কিটো, ইকুয়েডর
- দক্ষিণ আমেরিকায় OIC ভুক্ত দেশ– ২টি (সুরিনাম ও গায়ানা)
- দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশ- গায়ানা।
- বিশ্বের ১ম ধরিত্রী সম্মেলন হয়– রিও ডি জেনেরিও,ব্রাজিল (১৯৯২ সালে)
- ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার অবস্থিত- ব্রাজিল।
- ১ম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়– উরুগুয়ে (১৯৩০ সালে)
- বিখ্যাত "সাম্বা নৃত্য" যে দেশের– ব্রাজিল
- ব্রাজিল যে দেশের উপনিবেশ ছিল– পর্তুগাল
- পৃথিবীর ফুসফুস খ্যাত বৃহত্তম গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমি আমাজন অবস্থিত – ৯টি দেশে (ব্রাজিল- ৬০%, পেরু- ১৩%, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গায়ানা, সুরিনাম ও ফরাসি গায়ানা)

বিবিধ প্রসঙ্গ

- এশিয়ার সাংবিধানিক বৌদ্ধ রাষ্ট্র – ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা।
- প্রবাল দ্বীপ রাষ্ট্র নামে খ্যাত – মালদ্বীপ।
- ভূমিকম্প ও অগ্নুৎপাত যে দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য – জাপান।
- বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক দল – ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)
- প্রাচীন গুহাচিত্র 'অজন্তা ও ইলোরা গুহা' অবস্থিত – মহারাষ্ট্র, ভারত।
- ২০০৭ সালে মায়ানমারে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সামরিক জান্তা বিরোধী আন্দোলনের নাম – জাফরানি বিপ্লব।
- ইরানের সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠানের নাম – গার্ডিয়ান কাউন্সিল।
- বাগদাদে 'বাইতুল হিকমাহ' গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন – আল মামুন।
- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য/এশিয়া ও ইউরোপের মিলনক্ষেত্র – ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
- তালগাছের শহর বলা হয় – সিরিয়ার হোমস শহরের পালমিরাকে।
- ইংল্যান্ডের প্রথম রাজা ছিলেন – আলফ্রেড দ্য গ্রেট (আইনের শাসক বলা হয়)
- পুলু বলা হয় – ফ্রান্সের সৈন্যদের। সূর্য রাজা বলা হয় – চতুর্দশ লুইকে।
- বার্লিন দেয়ালে নির্মিত গেইটের নাম ছিল – ব্রান্ডেনবার্গ।
- 'পটেটো দুর্ভিক্ষ' সংগঠিত হয়েছিল – আয়ারল্যান্ডে।
- 'Bradley Effect' কথাটি জড়িত– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সাথে
- 'পশ্চিমের জিব্রাল্টার' বলা হয় – কানাডার কুইবেককে।

- 'রেইনবো নেশন' বলা হয় – দক্ষিণ আফ্রিকাকে।
- স্থলপথে মিশর থেকে গাজা উপত্যকায় প্রবেশপথ – রাফা সীমান্ত (গাজার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত মিশরের সিনাই উপদ্বীপ সংলগ্ন সীমান্ত পথ)
- ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের গাজার মধ্যে অবস্থিত সীমান্তের নাম – অ্যারেজ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (First World War)

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরিচিত ছিল- মহাযুদ্ধ/গ্রেট ওয়ার নামে
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়– ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়– ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর
- যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল-জার্মানির উগ্র জাতীয়তাবাদ নীতি

কেন্দ্রীয় শক্তি (Central Power)	জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক
মিত্রশক্তি (Alliance Power)	সার্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স

- ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল জার্মানি আমেরিকা যে জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়- লুসিতানিয়া।
- আমেরিকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে-১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল**।
- ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র গুড়িয়ে দেয় – জার্মানির হিন্ডেনবার্গ লাইন
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির নৌবাহিনীর প্রধানশক্তি ছিল – জার্মান ইউবোটস (U Boats)*
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন - জেনারেল ফচ(Foch)
- লেনিন পিস ডিক্রি প্রদান করেন- ১৯১৭ সালে।
- ১৯১৭ সালে চীম ওয়াইজম্যান এসিটোন আবিষ্কার করলে ব্রিটিশরা এটি ব্যবহার করে পরাজিত করে– অটোমান সাম্রাজ্যকে (দখল করে প্যালেস্টাইন)
- ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার বেলফোর মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে ঘোষণা দেন তা পরিচিত – বেলফোর ঘোষণা নামে**।
- ১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর জার্মানির কাইজার ২য় উইলিয়াম পলায়ন করে – নেদারল্যান্ডসে।
- স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত (Permanent Court of International Justice) গঠিত হয়- ১৯১৯ সালে । **
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন মিত্রশক্তিকে সমর্থন দিলেও দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তির ফলে চীনের শ্যানডং অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় – জাপানের অধিকার।
- চীনা সরকারের দুর্বল প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বেইজিংয়ে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে – ১৯১৯ সালের ৪ মে (যা ৪ মে আন্দোলন নামে পরিচিত)।
- এই আন্দোলনের ফলে ১৯২১ সালের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় – চীনা কমিউনিস্ট পার্টি।
- ১৯২০ সালে সেভার্স চুক্তি হয়-তুরস্ক ও মিত্রশক্তির মধ্যে।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় এবং অটোমান সালতানাত বিলুপ্ত হয় – ১৯২২ সালের ১ নভেম্বর (তুরস্কে)।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধকালীন তুরস্কের খলিফা ছিলেন – ৬ষ্ঠ মুহাম্মদ।
- মুসলিম জাহানের সর্বশেষ খলিফা ছিলেন – ২য় আব্দুল মজিদ।
- কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের খিলাফত বিলুপ্ত করেন– ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ
- আধুনিক তুরস্কের জনক ও তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা বলা হয় - কামাল আতাতুর্ককে।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধকারী প্যারিস প্যাক্ট (Pact of Paris) স্বাক্ষরিত হয় –১৯২৮ সালের ২৭ আগস্ট**।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বিভিন্ন দেশের নেতা

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী	হ্যানরী আসকুইথ লয়েড জর্জ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট**	উড্রো উইলসন (২৮ তম)
রাশিয়ার রাজা	জার দ্বিতীয় নিকোলাস।
জার্মানির রাজা*	দ্বিতীয় উইলহেম

জাতিপুঞ্জ (League of Nations)

- প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য– বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
- যাত্রা– ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি।
- প্রস্তাবক ছিলেন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন***।
- সদর দপ্তর– জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)**
- ১৪ দফা উত্থাপন করেন– উড্রো উইলসন**
- জাতিপুঞ্জের উদ্যোক্তা হয়েও সদস্য ছিল না– যুক্তরাষ্ট্র।
- বিলুপ্ত হয়– ১৯৩৯ সালে (২য় বিশ্বযুদ্ধের শুরু মাধ্যমে)।
- আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়– ১৯৪৬ সালে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

- শুরু হয়– ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ (জার্মানি পোল্যান্ডকে আক্রমণের মাধ্যমে)।
- শেষ হয়– ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

অক্ষশক্তি	মিত্রশক্তি
জার্মানি, জাপান, ইতালি (জাজাই)	পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম।

- ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান আমেরিকার যে নৌঘাঁটিতে বোমা নিক্ষেপ করে- পার্ল হারবার।
- আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে যোগদান করে– ১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর
- ১৯৪৪ সালে ৬ জুন ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে মিত্র শক্তি "অপারেশন ওভারলোড" (কোড নাম – অপারেশন নেপচুন) পরিচালনা করে হিটলারের বাহিনীকে পরাজিত হয় যা ইতিহাসে D-Day নামে পরিচিত (৬ জুন D-Day দিবস)***।
- ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল আত্মহত্যা করেন– জার্মানির হিটলার।

বিশ্বযুদ্ধকালীন বিভিন্ন দেশের নেতা

- যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী– উইন্সটন চার্চিল**।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট– রুজভেল্ট (৩২ তম) ও ট্রুম্যান (৩৩তম) **
- রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট– যোসেফ স্ট্যালিন।
- জার্মানির চ্যান্সেলর– এডলফ হিটলার।**
- ইতালির প্রেসিডেন্ট– মুসোলিনি*।
- জাপানের সম্রাট– হিরোহিতো (১২৪তম)।
- এডলফ হিটলার আত্মহত্যা করেন– ১৯৪৫ সালে ৩০ এপ্রিল।
- ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট– জাপানের হিরোশিমায় 'লিটলবয়' নিক্ষেপ করে ট্রুম্যানের নির্দেশে*।
- ১৯৪৫ সালে ৯ আগস্ট– জাপানের নাগাসাকিতে ফ্যাটম্যান বোমা নিক্ষেপ করে ট্রুম্যানের নির্দেশে*।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি বলা হয়– রাশিয়াকে*।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া ক্ষেত্র বলা হয়- স্পেনের গৃহযুদ্ধকে*।
- জার্মানি আত্মসমর্পণ করে-১৯৪৫ সালে ৭ মে।
- ১৯৪৫ সালের ৮ মে জার্মানির আত্মসমর্পণ উপলক্ষে ইউরোপে যে বিজয় উৎসব পালিত হয় তা ইতিহাসে পরিচিত– V E Day (Victory in Europe) নামে
- জাপান আত্মসমর্পণ করে-১৯৪৫ সালে ১৪ আগস্ট।
- ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ দলিল এ স্বাক্ষর করে যা ইতিহাসে পরিচিত– V J Day (Victory Over Japan Day) নামে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত স্থান***

- আল-আমিন যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত – আফ্রিকার মিশরে।
- ন্যুরেমবার্গ আদালত অবস্থিত– জার্মানিতে, টোকিও ট্রায়াল– জাপান
- টোকিও ট্রায়ালের বাঙালি বিচারক ছিলেন– রাধা বিনোদ পাল
- স্ট্যাচু অব পিস অবস্থিত– জাপানের নাগাসাকিতে।
- কমনওয়েলথ সমাধিক্ষেত্র/ময়নামতি ওয়্যার সেমিট্রি অবস্থিত– কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম
- কর্ণার স্টোন অব পিস অবস্থিত- জাপানের ওকিনাওয়াতে।

জাতিসংঘ (United Nations)*****

- প্রতিষ্ঠা– ১৯৪৫ সালের, ২৪ অক্টোবর।
- সদর দপ্তর– নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র। (ইস্ট নদীর তীরে)
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য– ৫১টি। (৫১ তম সদস্য দেশ- পোল্যান্ড)
- বর্তমান সদস্য– ১৯৩টি।
- সর্বশেষ সদস্য– দক্ষিণ সুদান (১৪ জুলাই, ২০১১)।
- স্বাধীন দেশ কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয়– ২টি (ভ্যাটিক্যান সিটি ও কসোভো)।
- জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দেশ– ২টি (ভ্যাটিকান সিটি ও প্যালেস্টাইন)।
- মোট ভাষা– ৬টি (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, চাইনিজ, রুশ, স্প্যানিশ, আরবি)
- অফিসিয়াল বা কার্যকরি ভাষা– ২টি (ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ)
- জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব– অ্যান্তোনিও গুতেরেস (৯ম, পর্তুগাল)।
- জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব- ট্রিগভেলি (নরওয়ে)
- জাতিসংঘের যে মহাসচিব বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান- দ্যাগ হ্যামারশোল্ড, সুইডেন (১৯৬১ সালে)।
- জাতিসংঘের প্রথম এশিয় মহাসচিব, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মহাসচিব- উ-থান্ট (মিয়ানমার)
- জাতিসংঘের Veto Power সম্পন্ন দেশ ৫টি- চীন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- জাতিসংঘের মূল সংস্থা– ৬টি (সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ, অছি পরিষদ, সচিবালয়, আন্তর্জাতিক আদালত)
- ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়– লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে (যুক্তরাজ্য)
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম ঘোষণা ছিল– লন্ডন ঘোষণা, ১৯৪১
- ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলনে জাতিসংঘের নামকরণ করেন– মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।
- ১৯৪৩ সালে ভার্জিনিয়া সম্মেলনের মাধ্যমে প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা– FAO প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পাশয়ারের ব্রেটন উডস রেস্টুরেন্টে ব্রেটন উডস সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ গঠিত হয়।
- ১৯৪৫ সালে ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে সনদে স্বাক্ষর করে– ৫০টি দেশ এবং ১৫ অক্টোবর সনদে স্বাক্ষর করে–পোল্যান্ড
- ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ যাত্রা করে– ৫১টি দেশ নিয়ে।
- আন্তর্জাতিক আদালত (ICJ) অবস্থিত- নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে (বিচারক ১৫ জন, ৯ বছরের জন্য নিয়োগ পায়)।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) অবস্থিত- নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে (বিচারক ১৮ জন, ৯ বছরের জন্য নিয়োগ পায়)।
- জাতিসংঘে জমি দান করেন- রক ফেলার।
- জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা- ১৭টি।
- জাতিসংঘের সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেয়– যুক্তরাষ্ট্র, ২য় চীন।
- জাতিসংঘের যে মূল সংস্থা বর্তমানে অকার্যকর- অছি পরিষদ।
- জাতিসংঘের পতাকায় সাদা ও নীল রং রয়েছে জলপাই গাছে ছবি রয়েছে যা দ্বারা- শান্তির প্রতীক বুঝায়।
- জাতিসংঘের পতাকার ডিজাইনার-ডোনাল্ড ম্যাগলিন (যুক্তরাষ্ট্র)।
- নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য- ৫টি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন) এবং অস্থায়ী সদস্য- ১০টি (২ বছরের জন্য নিয়োগ পায়)।
- নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির মেয়াদ - ১ মাস।
- জাতিসংঘের অধ্যায়- ১৯টি এবং অনুচ্ছেদ- ১১১টি।
- ESCAP এর সদরদপ্তর অবস্থিত- ব্যাংকক, থাইল্যান্ড।
- ১৯৭২ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশ সদস্য পদ দাবি করলে চীন ভেটো দেওয়ায় পর্যবেক্ষক দেশের মর্যদা লাভ করে– বাংলাদেশ।
- জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলো- এস এ করিম (সৈয়দ আনোয়ারুল করিম)।
- জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি- ইসমাত জাহান
- বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সদস্য হয়- ২টি দেশ (গ্রানাডা, গিনি বিসাউ)

কতিপয় সংস্থার সদর দপ্তর*****

- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড– WTO, WHO, WMO, WIPO, ILO, ITU, ITC, UNCTAD, UNITAR, UNHCR. জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন (UNHRC), G-15।
- ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র– IDA, IMF, IFC, IBRD, ICSID, MIGA, OAS (Organization of Amirican States)
- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র– UN, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNIFEM, UN WOMAN, CEDAW, UNFPA
- ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া– UNIDO, UNODC, IAEA, CTBTO.
- হেগ, নেদারল্যান্ডস– ICJ, ICC, PCA, OPCW.
- নাইরোবী, কেনিয়া- UNEP, OXFAM, UN Habitat.
- লন্ডন, যুক্তরাজ্য- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, IMO, কমনওয়েলথ**
- ব্রাসেলস, বেলজিয়াম– BENELUX, NATO, EU
- মন্ট্রিল, কানাডা– আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)
- সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া– আন্তর্জাতিক ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট (IVI)
- পেনাং, মালয়েশিয়া– World Fish Centre (WFC)
- তেহরান, ইরান– আকু (ACU), ইকো (ECO)
- ভেলেটা, মাল্টা– International Institute on Ageing.
- **Note:** **G- 7, G-20, NAM-** এ সংস্থা গুলোর কোনো সদরদপ্তর নেই।

কার্যক্রমভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা****

UNDP	মানব উন্নয়ন/ **HDI** রিপোর্ট প্রকাশ**
CEDAW	নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ**
UNIFEM	নারীর উন্নয়ন ও নারীর অধিকার বিষয়ক সংস্থা***
UNCTAD	অনুন্নত বিশ্বের বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাণিজ্য রিপোর্ট প্রকাশ করে
IDA	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান
MIGA	বহুমুখী বিনিয়োগ
UNICEF	শিশু বিষয়ক কার্যক্রম/ মীনা কার্টুন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণে আর্থিক অনুদান
UNESCO	**World Heritage (বিশ্ব ঐতিহ্য) ঘোষণা**
CTBT	পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ
UN Women	লিঙ্গ সমতা ও নারী শিক্ষা**
WTO	বিশ্ব বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ
UNFCCC	**COP** (জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন) আয়োজক।
UNHCR	শরণার্থী ও উদ্বাস্তু (রিফিউজি) বিষয়ক কার্যক্রম**
NPT, SALT, OPCW, CTBT	নিরস্ত্রীকরণের সাথে জড়িত

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা

World Bank

- বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৪৪ সালে।*
- প্রতিষ্ঠিত হয়– ব্রেটন উডস্ সম্মেলনের মাধ্যমে (১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই এ সম্মেলন হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস রেস্টুরন্টে)***
- বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর – ওয়াশিংটন ডি. সি (যুক্তরাষ্ট্র)।**
- বিশ্বব্যাংক থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহারকারী একমাত্র দেশ– কিউবা (১৯৬০)
- বিশ্বব্যাংক যে ধরনের সংস্থা – বিশেষায়িত সংস্থা।
- বাংলাদেশের ঋণের সমন্বয়ক- বিশ্বব্যাংক।**
- বাংলাদেশের উন্নয়ন ফোরামের প্রথম বৈঠক হয়– ফ্রান্সে।
- ১ম দেশ হিসেবে ঋণ গ্রহণ করে– ফ্রান্স।
- প্রধান অর্থনীতিবিদ– ইন্দরমিত গিল (ভারত)
- বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর জনক– লর্ড কেইনস, হ্যারি ডেক্সটার।
- বিশ্ব ব্যাংকে প্রধান নির্বাচিত হন– যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশন বলা হয়– বিশ্ব ব্যাংক ও IMF কে।**
- World Development Report প্রকাশ করে- বিশ্ব ব্যাংক (১৯৭৮ থেকে)**বিশ্ব ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক- ECOSOC

বিশ্বব্যাংকের অঙ্গসংস্থা: ৫টি

- ৫টি সংস্থার সদরদপ্তর– ওয়াশিংটন ডি.সি, যুক্তরাষ্ট্র।
- **IBRD** – International Bank for Reconstruction and Development.
- **IFC** – International Finance Corporation.**
- **IDA** – International Development Association.**
- **ICSID** – International Centre for Settlement of Investment Disputes.
- **MIGA** – Multilateral Investment Guarantee Agency.
- বিশ্বব্যাংকের ৫টি অঙ্গ সংস্থাগুলোর কার্যক্রম:

IBRD	১৯৪৫	বিশ্বব্যাংকের মূল কার্যক্রম পরিচালনা করে
IFC	১৯৫৬	বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়
IDA	১৯৬০	সহজ শর্তে ঋণ দেয়। যা 'International Soft Loan Window' নামে পরিচিত
ICSID	১৯৬৬	পুঁজি-বিনিয়োগজনিত বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করে
MIGA	১৯৮৮	বিনিয়োগে গ্যারান্টি প্রদান করে

IMF

- IMF প্রতিষ্ঠা– জুলাই, ১৯৪৪ সালে। কার্যক্রম শুরু– ১৯৪৭ সালে।
- IMF-এর পূর্ণরূপ– International Monetary Fund.**
- IMF প্রতিষ্ঠিত হয় যে সম্মেলনের মাধ্যমে– ব্রেটন উডস সম্মেলন।**
- IMF-এর সদরদপ্তর – ওয়াশিংটন ডি.সি (যুক্তরাষ্ট্র)।**
- নিম্ন আয়ের দেশের উপর সুদের হার– শূন্য।
- IMF প্রথম ঋণ প্রদান করে– ১৯৪৭ সালে।
- বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে– ১০ মে, ১৯৭২।
- বাংলাদেশ প্রথম ঋণ গ্রহণ করে– ১৯৭৪ সালে।**
- IMF এর প্রধান অর্থনীতিবিদ – পিয়েরে-অলিভিয়ের গৌরিঞ্চাস (ফ্রান্স)
- বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা হ্রাসে ঋণ দেয়– IMF*
- IMF রিপোর্ট প্রকাশ করে– World Economic Outlook, Fiscal Monitor, Financial Stability Report.
- IMF এর কর্মসূচি– SDR, SAP, RST**
- Resilience and Sustainability Trust (RST)- ১ মে, ২০২২
- Structural Adjustment Program (SAP) চালু হয়- ১৯৬৯
- উন্নয়নশীল বিশ্বে ঋণদান শর্ত বা নীতিমালা– SAP

SDR

- SDR এর পূর্ণরূপ- Special Drawing Rights. চালু- ১৯৬৯
- SDR এর মুদ্রা ৫টি– ডলার, পাউন্ড, ইউরো, ইয়েন ও ইউয়ান।**
- IMF-এ রিজার্ভ সম্পদের একক– SDR

BRICS**

- ধারণা দেন– Goldman Saches এর চেয়ারম্যান Jim O Neil
- BRICS - উদীয়মান অর্থনৈতিক সংস্থা।
- উদ্যোক্তা দেশ – চীন। প্রতিষ্ঠা – ২০০৯ সালে।
- বর্তমান সদস্য – ১০টি (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত)
- সদরদপ্তর – নেই (NDB এর সদর দপ্তর চীনের সাংহাই অফিস হিসেবে ব্যবহার করে)।***

নয়া উন্নয়ন ব্যাংক (NDB)

- BRICS এর নতুন ব্যাংক – NDB (New Development Bank বা নয়া উন্নয়ন ব্যাংক); প্রতিষ্ঠা– ১৫ জুলাই, ২০১৪ সালে
- কার্যক্রম শুরু করে– জুলাই, ২০১৫। সদর দপ্তর- সাংহাই, চীন***
- প্রথম আঞ্চলিক অফিস– জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা
- দ্বিতীয় আঞ্চলিক অফিস– সাওপাওলো, ব্রাজিল (২০১৯ সালে)।
- সদস্য দেশ– ৮টি (ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মিশর)
- সর্বশেষ সদস্য– মিশর (২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)
- NDB কে তুলনা করা হয়- IMF এর সাথে।
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট– দিলমা রাউসেফ (ব্রাজিল)
- বাংলাদেশ NDB তে যোগ দেয়– ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১

এশিয়া অবকাঠামো ব্যাংক (AIIB)

- প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১৬ জানুয়ারি, ২০১৬।
- সংস্থাটির উদ্যোক্তা দেশ- চীন (চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কর্তৃক)।
- AIIB এর পূর্ণরূপ - Asian Infrastructure Investment Bank.
- সদরদপ্তর অবস্থিত- বেইজিং, চীন।**
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট- জিন লিকুন, চীন।
- AIIB যে সংস্থার বিকল্প তৈরি করা হয়েছে- বিশ্বব্যাংক।***

UNESCO **

- UNESCO-এর পূর্ণরূপ– United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৬ নভেম্বর, ১৯৪৫।
- **UNESCO**-এর সদরদপ্তর অবস্থিত – ফ্রান্সের প্যারিসে।**
- বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে – UNESCO**
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদরদপ্তর ছিল- যুক্তরাজ্যে।
- ইউনেস্কো পুরস্কার প্রদান করে- কলিঙ্গ পুরস্কার (বিজ্ঞানে) একমাত্র বাংলাদেশী হিসেবে এ পুরস্কার লাভ করেন আব্দুল্লাহ্ আল মুতি শরফুদ্দিন

WTO **

- WTO-এর পূর্ণরূপ – World Trade Organization.
- WTO-এর পূর্ব নাম – GATT (General Agreement on Tariff & Trade)।*
- **GATT** চুক্তি স্বাক্ষর–১৯৪৭, কার্যকর হয় – ১৯৪৮ সালে।
- ১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে ১০৭ টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্যাটের বৈঠক শুরু হয় এবং ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর অষ্টম রাউন্ডের চুক্তি হিসেবে ডাংকেল প্রস্তাব গৃহীত হয়।*
- **WTO** প্রতিষ্ঠিত হয় – ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ সালে।***
- **WTO** বর্তমান সদস্য সংখ্যা – ১৬৪টি (সর্বশেষ– আফগানিস্তান**।
- **WTO** এর সদরদপ্তর – জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।**
- বাংলাদেশ **WTO**-এর সদস্যপদ লাভ করে– ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫

ILO

- ILO – International Labour Organization.
- ILO যে সালে গঠিত হয়– ১৯১৯ সালে।
- যে চুক্তির মাধ্যমে ILO গঠিত হয় – দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি।
- ILO এর সদরদপ্তর – জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।**

WHO

- WHO-এর পূর্ণরূপ– World Health Organization.
- WHO প্রতিষ্ঠিত হয় – ৭ এপ্রিল, ১৯৪৮।**
- WHO-এর সদরদপ্তর – জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।*
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয় – ৭ এপ্রিল।**

FAO

- FAO-এর পূর্ণরূপ– Food and Agricultural Organization.
- FAO- এর সদরদপ্তর – ইতালির রোম*। FAO- প্রতিষ্ঠা-১৯৪৫ সালে।
- বিশ্ব খাদ্য দিবস – ১৬ অক্টোবর*।

IAEA

- IAEA-এর পূর্ণরূপ– International Atomic Energy Agency.
- IAEA প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৫৭ সালের।
- IAEA-এর সদরদপ্তর – ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)।**
- IAEA-বর্তমান মহাপরিচালক– রাফায়েল গ্রোসি।

UPU

- UPU-এর পূর্ণরূপ– Universal Postal Union.
- UPU-এর সদরদপ্তর – বার্ন (সুইজারল্যান্ড)**।

UNHCR

- UNHCR-এর পূর্ণরূপ– United Nations High Commissioner for Refugees. প্রতিষ্ঠা– ১৯৫০ সালের ১৪ ডিসেম্বর।
- জাতিসংঘের উদ্বাস্তু ও শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা। ***
- UNHCR-এর সদরদপ্তর – জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।**

UNICEF

- UNICEF-এর পূর্ণরূপ– United Nations International Childrens Emergency Fund.
- UNICEF- প্রতিষ্ঠা– ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর
- UNICEF-এর সদরদপ্তর – নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)।**

UNU

- UNU-এর পূর্ণরূপ– United Nations University.
- UNU প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৭৩ সালে।
- UNU-এর সদরদপ্তর – টোকিও (জাপান)।**
- জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত– কোস্টারিকার সানজোসে, ১৯৮০

ITU

- ITU-এর পূর্ণরূপ– International Telecommunication Union.
- ITU-এর সদরদপ্তর – জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)*

UNDP

- UNDP-এর পূর্ণরূপ– United Nations Development Programme.
- UNDP- এর সদরদপ্তর – নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)*। প্রতিষ্ঠা– ১৯৬৫
- **HDI (Human Developement Index)** প্রকাশ করে- UNDP. **

WIPO

- WIPO- এর পূর্ণরূপ- World Intellectual Property Organization (বিশ্ব মেধাস্বত্ব সংস্থা)***, প্রতিষ্ঠা- ১৯৬৭ সাল।
- সদরদপ্তর অবস্থিত- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।**
- GI (Geographical Indication) পণ্যের স্বীকৃতি প্রদান করে- WIPO

Transparency International (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল)

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৩ সালে (আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা)।**
- সদরদপ্তর অবস্থিত-বার্লিন, জার্মানি***। উদ্দেশ্য– দুর্নীতি প্রতিরোধ।
- দুর্নীতির রিপোর্ট প্রকাশ করে, সংস্থাটি সংক্ষেপে পরিচিত– TI নামে
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠাতা- পিটার ইজেন (Peter Eigen)
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ (TIB) চালু হয়– ১৯৯৬ সালে, অফিস– আগারগাঁও।
- CPI- Corruption Perceptions Index
- জাতিসংঘ দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (United Nations Convention Against Corruption: UNCAC)**স্বাক্ষরিত হয়– ২০০৩ সালে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা

OIC (মুসলিম দেশগুলোর সহযোগিতা সংস্থা)

- OIC-এর পূর্ণরূপ– Organization of Islamic Co-operation.
- প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৬৯ সালে (১৯৬৭ সালে আরব ইসরাইলের তৃতীয় যুদ্ধে ইসরায়েল আল-আকসা মসজিদে অগ্নিকান্ডের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা হয়)
- সদর দপ্তর – জেদ্দা, সৌদি আরব, উদ্যোক্তা- মিশর**
- বাংলাদেশ OIC-এর সদস্যপদ লাভ করে– ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
- ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি OIC এর ২য় সম্মেলনে যোগদান করতে পাকিস্তানের লাহোরে যান- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।*
- বাংলাদেশ OIC-এর সদস্য হয়– ৩২ তম সদস্য দেশ হিসেবে।*
- সদস্য দেশের সংখ্যা – ৫৭টি (সর্বশেষ দেশ– আইভরিকোস্ট)**
- মুসলিম দেশ না হয়েও OIC সদস্য- মোজাম্বিক, উগান্ডা, গায়ানা, সুরিনাম, বেনিন, ক্যামেরুন ও আইভরিকোস্ট।**
- প্রথম সম্মেলন হয় – মরক্কোর রাবাতে ১৯৬৯ সালে।*
- ভাষা রয়েছে – ৩টি (আরবি, ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ)**।
- OIC এর প্রথম মহাসচিব– টেংকু আব্দুর রহমান (মালয়েশিয়া)।
- ১৯৭৯-১৯৯০ সাল পর্যন্ত সদস্যপদ স্থগিত ছিল– মিশরের।
- ১৯৭৯-১৯৯০ পর্যন্ত OIC এর সদরদপ্তর ছিল– তিউনিস, তিউনিসিয়া
- OIC 'ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (IUT)' প্রতিষ্ঠা করে– গাজীপুর

কমনওয়েলথ (Commonwealth)

- পরিচিতি– ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত দেশগুলোর রাজনৈতিক জোট
- আনুষ্ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা- ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৯ (লন্ডন ঘোষণার মাধ্যমে)
- প্রতিষ্ঠার ধারণা গৃহীত হয় – ১৯২৬ সালের বেলফোর ঘোষণা ও ১৯৩১ সালের ইম্পেরিয়াল সম্মেলনে।
- সদস্য সংখ্যা – ৫৬ টি (সর্বশেষ সদস্য- টোগো)।***
- সদর সপ্তর– মার্লবোরো হাউজ, লন্ডন (যুক্তরাজ্য)।**
- যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের লিখিত সনদ নেই– কমনওয়েলথ।
- বাংলাদেশ প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে – কমনওয়েলথ ৩২তম সদস্য দেশ হিসেবে (১৮ এপ্রিল, ১৯৭২)*
- ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য– ৪টি দেশ মোজাম্বিক (পর্তুগালের উপনিবেশ), রুয়ান্ডা (বেলজিয়ামের উপনিবেশ), গ্যাবন ও টোগো (ফ্রান্সের উপনিবেশ)।***
- ব্রিটিশ শাসিত হয়েও কমলওয়েলথের সদস্য নয়- যুক্তরাষ্ট্র, মিয়ানমার, জিম্বাবুয়ে ও ইয়ামেন।
- ১ম সম্মেলন হয় – সিঙ্গাপুরে, ১৯৭১ সালে
- ২০২৪ সালে ২৭তম সম্মেলন হবে – সামোয়া।
- কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে বলা হয়- হাইকমিশনার।

NAM

- পূর্ণরূপ– Non Aligned Movement (জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন)
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৬১ সালে। বেলগ্রেড সম্মেলনে**
- যে সম্মেলনের মাধ্যমে NAM গঠিত হয়– বান্দুং সম্মেলন, ইন্দোনেশিয়া (১৯৫৫ সাল)।**
- NAM-এর সদর দপ্তর – সদরদপ্তর নেই**।
- বর্তমান সদস্য – ১২০টি (সর্বশেষ সদস্য- আজারবাইজান)।
- ন্যাম এর প্রথম সম্মেলন হয়- বেলগ্রেড, যুগোস্লাভিয়া (১৯৬১)**
- বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে সেপ্টেম্বরে ন্যাম এর সদস্যপদ লাভ করে এবং বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ন্যাম এর চতুর্থ সম্মেলনে যোগদান করেন– আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে****।

আরব লীগ (ARAB LEAGUE)

- আরবী ভাষী দেশগুলোর সংস্থা- আরব লীগ।
- প্রতিষ্টিত হয়- ২২ মার্চ, ১৯৪৫ সালে মিশরের কায়রোতে।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য – ৬টি (মিশর, জর্ডান, ইরাক, সৌদি আরব, লেবানন এবং সিরিয়া) পরে ৫ মে, ১৯৪৫ আরব লীগে যোগদান করে- ইয়েমেন।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা– ২২টি। সদর দপ্তর– কায়রো (মিশর)।**
- ১৯৭৯-১৯৯০ পর্যন্ত আবর লীগের সদর দপ্তর ছিল- তিউনিসিয়ার তিউনিসে

বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

EU (European Union)

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট – EU***.
- EU-এর পূর্বনাম- EEC (European Economic Community)
- EEC প্রতিষ্ঠার জন্য রোম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৫৭সালে।
- EEC প্রতিষ্ঠা হয়- ১ জনুয়ারি, ১৯৫৮ সালে।
- EEC থেকে EU প্রতিষ্ঠার জন্য ম্যাসট্রিচট চুক্তি হয়-১৯৯২ সালে।
- EU নামে যাত্রা করে- ১ জনুয়ারি, ১৯৯৩ সালে।
- EU এর সদরদপ্তর অবস্থিত– ব্রাসেলস, বেলজিয়াম**।
- EU এর সদস্য দেশ সংখ্যা- ২৭টি (সর্বশেষ দেশ-ক্রোয়েশিয়া,২০১৩)
- EU থেকে বের হওয়ার জন্য গণভোটের আয়োজন করে- ব্রিটেন (যে Brexit নামে পরিচিত)***।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের একক মুদ্রা- ইউরো*।
- 'ইউরো' মুদ্রার জনক – কানাডার রবার্ট মুন্ডেল।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে 'ইউরো' মুদ্রা চালু আছে – ২০টি দেশে।
- ২০তম ইউরোজোনভুক্ত দেশ/ইউরো মুদ্রা গ্রহণকারী দেশ - ক্রোয়েশিয়া (১ জানুয়ারি, ২০২৩ সাল)*****
- ইউরো মুদ্রা প্রবর্তন হয় –১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে**।
- ইউরো মুদ্রা প্রচলন হয়– ২০০২ সালে
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদর দপ্তর অবস্থিত - ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি।
- EU-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হয়েও মুদ্রা গ্রহণ করেনি– ডেনমার্ক, সুইডেন
- যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকা উপর যে গণভোট হয় তা BREXIT নামে পরিচিত (গণভোট হয়- ২৩ জুন, ২০১৬)।
- BREXIT আনুষ্ঠানিক কার্যকর হয়- ৩১ জানুয়ারি, ২০২০*।

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট

- ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বনিম্ন পরিষদ– ইউরোপীয় পার্লামেন্ট।
- সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত– ৭০৫জন সদস্য নিয়ে গঠিত।
- ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সচিবালয় অবস্থিত– লুক্সেমবার্গে*৮।
- পার্লামেন্ট ভবন প্রতিষ্ঠা– ১৯৭৪ সালে।
- **Frontex**– ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনী।
- ইউরোপোল- ইউরোপীয় ইউনিয়নের পুলিশ সংস্থা।
- **Accord** (অ্যাকর্ড)– বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানীকারক ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশগুলোর জোট**।

শেনজেন চুক্তি**

- পরিচিতি– জল, স্থল ও আকাশ পথে এক ভিসা বা ভিসা ব্যতীত ইউরোপীয় দেশে অবাধ চলাচল সুবিধা*।
- চুক্তি স্বাক্ষর– ১৪ জুন, ১৯৮৫ লুক্সেমবার্গের শেনজেন শহরে।***
- প্রথমে স্বাক্ষর করে– বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ড।
- ভিসা মুক্ত ইউরোপের যাত্রা শুরু হয়– ১৬ মার্চ, ১৯৯৫ সালে।
- বর্তমান সদস্য– ২৭টি (সর্বশেষ– ক্রোয়েশিয়া, ১ জানুয়ারি ২০২৩)

AU

- AU-এর পূর্ব নাম– Organization of African Unity (OAU).
- AU-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা – ৫৫টি, নতুন নামকরণ হয়– ২০০২
- AU-এর সদর দপ্তর অবস্থিত – আদ্দিস আবাবা (ইথিওপিয়া)।

সার্ক (SAARC)**

- SAARC এর পূর্ণরূপ- South Asian Association for Regional Co-Operation.
- প্রতিষ্ঠা হয় – ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫। **
- সার্ক সচিবালয় অবস্থিত – কাঠমান্ডু, নেপাল।**
- সদস্য দেশ – ৮টি টেকনিক: **BNP IS MBA**

  B = বাংলাদেশ, N = নেপাল, P = পাকিস্তন, I = ইন্ডিয়া,
  S = শ্রীলঙ্কা, M = মালদ্বীপ, B = ভুটান, A = আফগানিস্তন।
- প্রথম মহাসচিব– আবুল আহসান (বাংলাদেশ)।*
- বর্তমান মহাসচিব– গোলাম সারওয়ার (বাংলাদেশ)।**
- সার্কভুক্ত যে দেশের শিক্ষার হার বেশি– মালদ্বীপ।
- সার্কভুক্ত যে দেশের আয়তন প্রায় বাংলাদেশের সমান– নেপাল।
- SAARC-এর অন্তর্ভুক্ত স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র– আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান।
- উদ্দেশ্য– অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নের একটি যৌথ আত্মনির্ভরশীলতা।
- ভাষা: ১০টি। তবে দাপ্তরিক ভাষা– ইংরেজি।
- বাংলাদেশে সম্মেলন– ৩ বার (১৯৮৫, ১৯৯৩ ও ২০০৫)।
- ২০তম সম্মেলন হবে– ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।
- প্রথম সভাপতি দেশ ছিল– বাংলাদেশ।
- সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় (সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি)- নয়াদিল্লি, ভারত (২০১০ সাল)।
- সার্কের সর্বশেষ সদস্য- আফগানিস্তান (২০০৭ সাল)**।
- প্রথম সার্ক পুরস্কার লাভ করেন- ২০০৪ সালে জিয়াউর রহমান।
- ২০১৯ সালে পুরস্কার লাভ করেন- অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
- ২০২৩ সালে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে- বঙ্গবন্ধু (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়া চীন গ্রন্থের জন্য)

সার্কের আঞ্চলিক সংস্থা

কেন্দ্রের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	অবস্থান
সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র*	SAC	ঢাকা, বাংলাদেশ
সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র*	SMRC	ঢাকা, বাংলাদেশ
যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডস কেন্দ্র	STAC	কাঠমান্ডু, নেপাল
সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র **	ADMC	গুজরাট, ভারত
সার্ক মানব উন্নয়ন কেন্দ্র	SHRDC	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
সার্ক জ্বালানী শক্তি কেন্দ্র	SEC	ইসলামাবাদ,পাকিস্তান
উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র	SCZMC	মালে, মালদ্বীপ
সার্ক তথ্য কেন্দ্র	SIC	কাঠমান্ডু, নেপাল
সার্ক বন গবেষণা কেন্দ্র *	SFC	থিম্পু, ভুটান
সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র **	SCC	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা

সাপটা (SAPTA)	• SAPTA: SAARC Preferential Trading Arrangement • সার্ক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য উদারীকরণ • চুক্তি স্বাক্ষর হয়– ১১ এপ্রিল, ১৯৯৩ • কার্যকর – ১৯৯৫
সাফটা (SAFTA)	• SAFTA: South Asian Free Trade Area • সার্ক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার করা। • চুক্তি স্বাক্ষর হয় ৬ জানুয়ারি, ২০০৪ • কার্যকর - ১ জুলাই, ২০০৬

ASEAN

- পূর্ণ নাম – Association of South East Asian Nations.
- প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৬৭ সালের।*
- সদর দপ্তর অবস্থিত – ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়**
- সদস্য দেশ– ১০টি; টেকনিক: MTV FILM দেখলে BCS হবে না

  (M = মিয়ানমার, T = থাইল্যান্ড, V ভিয়েতনাম,
  F = ফিলিপাইন, I = ইন্দোনেশিয়া, L = লাওস, M = মালয়েশিয়া, B = ব্রুনাই, C = কম্বোডিয়া, S = সিঙ্গাপুর।***
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ হয়েও Asean-এর সদস্য নয়– পূর্ব তিমুর।
- আসিয়ানের পর্যবেক্ষক দেশ- পূর্ব তিমুর, পাপুয়া নিউগিনি*।
- ASEAN Regional Forum (ARF) প্রতিষ্ঠা– ১৯৯৪, সদস্য- ২৭

CIRDAP

- CIRDAP – Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific.
- সদর দপ্তর – ঢাকা (চামেলী হাউজ)।**
- প্রতিষ্ঠা – ১৯৭৯, সদস্য সংখ্যা – ১৫টি।

GCC

- পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সংস্থা হলো– GCC.
- পূর্ণরূপ– Gulf Cooperation Council.
- সদর দপ্তর অবস্থিত – রিয়াদ (সৌদি আরব)।**
- সদস্য দেশ – ৬টি। টেকনিক: কাকু সৌদিতে Job করে

  (কা = কাতার, কু = কুয়েত, সৌ = সৌদিআরব, J = সংযুক্ত আরব আমিরাত, o = ওমান, b = বাহরাইন।**
- পারস্য উপসাগরের দেশ হয়েও সদস্য নয়-ইরান।

OAS (Organization of American States)

- পরিচিতি– আমেরিকা অঞ্চলের আঞ্চলিক জোট OAS**
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৪৮ সালে। সদস্য দেশ- ৩৫টি।
- সদর দপ্তর– ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। *

CIS (Commonwealth of Independent States)

- গঠনের প্রেক্ষাপট– ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যেসব রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে সেইসব দেশকে নিয়েই গঠিত হয় 'CIS'
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৯১ সালে। সদর দপ্তর– মিনস্ক, বেলারুশ***
- পূর্ণাঙ্গ সদস্য– ৯টি (আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুশ, রাশিয়া, মলদোভা, কাজাখস্তান, কিরগিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান)
- সহযোগী সদস্য– ১টি (তুর্কমেনিস্তান) এবং পর্যবেক্ষক দেশ- ১টি (মঙ্গোলিয়া)

বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা

D-8

- উন্নয়নশীল দেশ গুলোর সংস্থা-D-8 (Developing-8)
- D-8 প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৫ জুন, ১৯৯৭ সালে।
- D-8 এর সদর দপ্তর অবস্থিত – ইস্তাম্বুল (তুরস্ক)।***
- D-8-এর সদস্য সংখ্যা - ৮টি। টেকনিক: বাপ মা নাই তুমিই সব***

  (বা = বাংলাদেশ, প = পাকিস্তান, মা = মালয়েশিয়া, না = নাইজেরিয়া, ই = ইন্দোনেশিয়া, তু = তুরস্ক, মি = মিশর, ই = ইরান।
- **D-8** এর নতুন মহাসচিব– ইসিয়াকা আবদুল কাদির ইমাম (নাইজেরিয়া)। **D-8** বিশ্ববিদ্যালয় হবে– ইরান

G-7

- G-7 পূর্ণরূপ- Group of Seven.
- G-7 হলো- বিশ্বের শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলোর সংগঠন*।
- সদরদপ্তর – নেই, প্রতিষ্ঠা– ১৯৭৫
- G-7 ভুক্ত একমাত্র এশীয় দেশ- জাপান।**
- পৃথিবীর দ্বিতীয় শীর্ষ শিল্পোন্নত হয়েও জি-৭ সদস্য নয়- চীন*।
- সদস্য দেশ – ৭টি।
- মনে রাখার টেকনিক-**AJI** জার্মানিতে, **CEF** মনে করে। **
  A = আমেরিকা, **J** = জাপান, **I** = ইতালি, জার্মানিতে = জার্মানি, **C** = কানাডা, **E** = ইংল্যান্ড, **F** = ফ্রান্স
- **NOTE:** ১৯৯৭ সালে রাশিয়া G-7-এ যোগদান করলে সংস্থার নাম হয় G-8। কিন্তু ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখল করলে G-8 থেকে রাশিয়াকে বাদ দিয়ে সংস্থার নামকরণ করা হয় G-7।

G-20 (Group of 20)

- প্রতিষ্ঠা– ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।
- সদস্য– ২১টি (১৯টি দেশ এবং ২টি সংস্থা- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আফ্রিকান ইউনিয়ন)। সর্বশেষ সদস্য – আফ্রিকান ইউনিয়ন।

IDB

- পূর্ণরূপ– Islamic Development Bank, প্রতিষ্ঠা– ১৯৫৭
- সদর দপ্তর অবস্থিত – জেদ্দা (সৌদি আরব)।**

ADB

- পূর্ণরূপ– Asian Development Bank. **ADB** প্রতিষ্ঠা-১৯৬৬**
- ADB এর সদর দপ্তর অবস্থিত – ম্যানিলা (ফিলিপাইন)**।

OPEC

- বিশ্বের তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন– OPEC**
- OPEC এর পূর্ণরূপ - Organization of Petroleum Exporting Countries
- প্রতিষ্ঠা - ১৯৬০ সালে, উদ্যোক্তা দেশ - ভেনেজুয়েলা।**
- সদর দপ্তর - ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।**
- OPEC ভুক্ত অ-আরব এশীয় দেশ -ইন্দোনেশিয়া ও ইরান।

BIMSTEC

- পূর্ণরূপ – Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation.
- গঠিত হয় – ১৯৯৭। সদর দপ্তর – ঢাকা, বাংলাদেশ।***
- অপর নাম – Bay of Bengal Family.**
- সদস্য সংখ্যা – ৭টি; সর্বশেষ সদস্য– নেপাল ও ভুটান (২০০৪)।
- **BIMSTEC** এর সহযোগিতার ক্ষেত্র রয়েছে– ১৪টি*
- টেকনিক- BNBT SIM
  (B = বাংলাদেশ, N = নেপাল, B = ভুটান, T = থাইল্যান্ড, S = শ্রীলঙ্কা, I = ইন্ডিয়া, M = মিয়ানমার।**

APEC

- পরিচিতি– এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোট।
- **APEC** – Asia-Pacific Economic Co-operation.
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায়।
- সদস্য- ২১টি। সদর দপ্তর- কুইন্স, সিঙ্গাপুর।**
- উদ্যোক্তা– অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হাউক (Bob Hawke)

Washington Consensus (ওয়াশিংটন কনসেনসাস)

- ১৯৮৯ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন উইলিয়ামসন ওয়াশিংটন কনসেনসাস বা ওয়াশিংটন ঐক্যমত ধারনাটি প্রবর্তন করেন।
- ওয়াশিংটন কনসেনসাস বিষয়টি জড়িত– নয়া উদারতাবাদী নীতি বাস্তবায়নের সাথে।
- সংকটে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ওয়াশিংটন ভিত্তিক তিনটি প্রতিষ্ঠানের একটি সংস্কার প্যাকেজ– ওয়াশিংটন কনসেনসাস।
- প্রতিষ্ঠান তিনটি হলো– বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং ইউএস ট্রেজারি বিভাগ। কনসেনসাসে মূলত সুপারিশ রয়েছে– ১০টি**।

অন্যান্য অর্থনৈতিক সংস্থা

- ব্রিকস পরবর্তী উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া ও তুর্কিয়ে এই ৪টি দেশ নিয়ে গঠিত– MINT
- ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ৮টি এশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জোট 'Asian Clearing Union (ACU) এর সদর দপ্তর অবস্থিত- তেহরান, ইরান।
- ২০১৯ সালে বাংলাদেশের উদ্যোগে ৫টি মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক জোট প্রতিষ্ঠিত হয়– SEACO
- ১৯৯৮ সালে কুনমিং উদ্যোগের মাধ্যমে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক করিডর 'BCIM' গঠন করে– Bangladesh-China-India-Myanmar (এর ধারণা দেন- বাংলাদেশের ড. রেহমান সোবহান) এর ফলে এই দেশগুলো চীনের BRI এর সাথে যুক্ত হবে।
- বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপাল এর মধ্যে পরিকাঠামোগত, জলের উৎসের সঠিক ব্যবহার ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় – BBIN. (সদস্য - ৪টি)

বাণিজ্য সংস্থা

বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি-RCEP***

- প্রেক্ষাপট– এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য উদারীকরণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি স্বাক্ষর হয়– ১৫ নভেম্বর, ২০২০
- **RCEP** এর পূর্ণরূপ– Regional Comprehensive Economic Partnership
- চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত দেশ– ১৫টি (আসিয়ানভুক্ত ১০টি দেশ এবং FTA এর অংশীদার ৫টি দেশ: চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড)। চুক্তি কার্যকর হয়– ১ জানুয়ারি, ২০২২**

NAFTA থেকে USMCA**

- UNMCA- United States Mexico-Canada Agreement
- চুক্তির ধরন– উত্তর আমেরিকা অঞ্চলের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি।
- অন্তর্ভুক্ত দেশ– ৩টি (কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র)**
- স্বাক্ষর– ৩০ নভেম্বর, ২০১৮ (বুয়েন্স আয়ার্স, আর্জেন্টিনা)
  Note: *১৭ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে স্বাক্ষরিত উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (North American Free Trade Agreement-NAFTA) এর পরবর্তী বাণিজ্য চুক্তি হলো UNMCA.*
- দক্ষিণ আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য জোট– Marcosur**.
- ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলের মুক্ত বাণিজ্যিক জোটের নাম – NAFTA

COMESA

- পূর্ণরূপ– Common Market for Eastern and Southern Africa. সদস্য- ২১টি দেশ।
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৯৪ সাল, সদর দপ্তর- লুসাকা, জাম্বিয়া।

MERCOSUR*

- পরিচিতি– দক্ষিণ আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য ব্লক**।
- পূর্ণ সদস্য– ৪টি (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে)
- সদস্যপদ স্থগিত– ভেনিজুয়েলা (২০১৬ সাল থেকে)
- সদর দপ্তর– মন্টিভিডিও, উরুগুয়ে**।

Note: *১৯৬০ সালে সম্পাদিত LAFTA (Latin American Free Trade Association) চুক্তির শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যেই নিহিত ছিল– MERCOSUR এর জন্ম সূত্র।*

Made in China-2025

- পরিকল্পনা গ্রহণ– ২০১৫ সালে
- পরিকল্পনা গ্রহণকারী– চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং
- উদ্দেশ্য– ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বিশ্বসেরা হওয়া
- মেয়াদ শেষ হবে– ২০৪৯ সালে

বিভিন্ন সামরিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

NATO (North Atlantic Treaty Organization)**

- উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের সামরিক জোট এবং বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক জোট হলো- ন্যাটো।
- সদর দপ্তর–ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটন ডিসি, USA
- সদস্য সংখ্যা – ৩১টি (সর্বশেষ– ফিনল্যান্ড, ৪ এপ্রিল, ২০২৩)
- NATO-এর সদস্য হয়েও সামরিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে না যে দেশ – ফ্রান্স। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল– ১২টি দেশ।
- NATO গঠিত হয়েছিল যে দেশের নেতৃত্বে – যুক্তরাষ্ট্র।
- NATO-এর বিপরীত জোট বলা হত– ওয়ারশ্ প্যাক্ট (বিলুপ্ত)।
- NATO এর বিপরীত শান্তিকামী সংগঠন- NAM
- NATO ভুক্ত মুসলিম দেশ– ২টি (আলবেনিয়া ও তুরস্ক)
- ইউরোপের বাহিরের সদস্য– ২টি (কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র)
- সবচেয়ে বেশি খরচ বহন করে– যুক্তরাষ্ট্র (৭৩%)
- ন্যাটোর সহযোগী সদস্য– রাশিয়া (১৯৯১ সাল থেকে)
- ন্যাটো বহুজাতিক বাহিনীর নাম- ISAF (Inter Security Assistance Force).
- ন্যাটো উদ্দেশ্য- এক দেশ আক্রান্ত হলে সকল সদস্য দেশ প্রতিহত করবে।
- **NOTE:** ন্যাটো প্রতিষ্ঠাকালীন সদরদপ্তর ছিল যুক্তরাজ্যের লন্ডনে এবং ১৯৫২ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬৭ সালে বেলজিয়াম ব্রাসেলসে স্থানান্তরিত করা হয়।

ANZUS (আনজুস)

- **ANZUS** একটি– সামরিক জোট। প্রতিষ্ঠা– ১৯৫১ সালে।
- সদস্য দেশ– ৩টি (Australia, Newzealand & United States)
- সদর দপ্তর – ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

INTERPOL (ইন্টারপোল)*

- পূর্ণরূপ– International Criminal Police Organization.
- সদর দপ্তর অবস্থিত – ফ্রান্সের লিঁও। প্রতিষ্ঠা– ১৯২৩
- বাংলাদেশ INTERPOL-এর সদস্যপদ লাভ করে– ১৯৭৬। (১২৩তম)
- আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা– INTERPOL।
- ইন্টারপোলের প্রতিষ্ঠাকালীন সদরদপ্তর ছিল- ভিয়েনা, অস্ট্রিয়ায়।
- ইন্টারপোলের ভাষা– ৪টি (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, আরবি)।

IPS Quad

- পরিচয়– ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীন বিরোধী ৪টি দেশের Indo Pacific Strategy বা Quadrilateral Security Dialogue.
- অন্তর্ভুক্ত দেশ– জাপান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত
- ধারণার প্রবর্তক– জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে (২০০৭)

এশিয়ার নিরাপত্তায় চীনবিরোধী নতুন প্রতিরক্ষা জোট (AUKUS)

- গঠন করে– যুক্তরাষ্ট্র (এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থিতিশীলতার জন্য)
- সদস্য সংখ্যা– ৩টি (A- Australia, UK – United Kingdom, US- United States of America)
- চুক্তি স্বাক্ষর– ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১
- চুক্তিতে না রাখায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে– ফ্রান্স ও ভারত

জাতিসংঘ ও নারী সংক্রান্ত সংস্থা

UN Women**

- সংস্থার ধরন– নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা সংস্থা।
- দাপ্তরিক নাম– United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- প্রতিষ্ঠা– ২০১০ সালে, কার্যক্রম শুরু– ১ জানুয়ারি, ২০১১।
- সদরদপ্তর– নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ছিলেন– চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট মিশেল ব্যাচলেট

UNIFEM**

- জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল– UNIFEM
- UNIFEM- United Nations Development Fund for Women
- কাজ করে– নারীদের অধিকার আদায়, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা ও নিরাপদ শ্রম অভিবাসন।
- প্রতিষ্ঠিত– ১৯৭৬ সালে। সদর দপ্তর– নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

CEDAW**

- সংস্থার ধরন– নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ /নারী অধিকার দলিল*।
- **CEDAW**– Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women
- স্বাক্ষর– ১৯৭৯, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, স্বাক্ষরকারী– ৯৯টি দেশ।
- প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ– সুইডেন, অনুমোদনকারী দেশ– ২০টি।
- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে– ১৯৮৪ সালে (কিন্তু অনুমোদন দেয়নি)।
- ধারা– ৩০টি** ও পরিচ্ছেদ– ৬টি।
- প্রথম ভাগ– নারী পুরুষের সমতা (১ থেকে ১৬ ধারা)।
- সিডও কমিটির প্রথম বাংলাদেশী সদস্য– সালমা খান**।
- সিডও কমিটির বাংলাদেশী চেয়ারপার্সন– ইসমাত জাহান।
- সর্বপ্রথম নারী সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ ব্যবহার করেন– ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি

অন্যান্য সংস্থা

IOM

- পরিচয়– জাতিসংঘের অভিবাসী বিষয়ক সংস্থা** ।
- IOM– International Organization for Migration.
- সদর দপ্তর– জেনেভা, সুইজারল্যান্ড**, প্রতিষ্ঠা– ১৯৫১।
- ভাষা– ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ।

ICAO

- পরিচয়– আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান সংস্থা ICAO ***।
- ICAO– International Civil Aviation Organization.
- ICAO এর সদরদপ্তর- মন্ট্রিল, কানাডা **(প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৭)।

IMO

- পরিচয়– আন্তর্জাতিক সমুদ্র গবেষণা সংস্থা ।
- সদর দপ্তর– লন্ডন, যুক্তরাজ্য** । প্রতিষ্ঠা– ১৭ মার্চ, ১৯৪৮
- IMO এর পূর্ণরূপ– International Maritime Organization

N-11

- পরিচয়– সম্ভাবনাময় ১১টি দেশের ধারণা।
- পূর্ণরূপ– Next Eleven.
- উদ্যোগটির প্রাথমিক ধারণা দেয়– মার্কিন বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাক্স-এর সাবেক চেয়ারম্যান Jim O' Neil (২০০৫ সালে)

OPCW

- পরিচয়– আন্তর্জাতিক রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা *** ।
- OPCW– Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. সদস্য– ১৯৩টি দেশ।
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৯৭, সদর দপ্তর– হেগ, নেদারল্যান্ডস।**
- সদস্য নয়– ৪টি (ইসরায়েল, মিশর, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ সুদান)
- দাপ্তরিক ভাষা– ৬টি (আরবি, চীনা, ইংরেজি, রুশ, ফরাসি ও স্প্যানিশ)।
- নোবেল শান্তি পুরস্কার– ২০১৩ সালে।

পরিবেশের সাথে জড়িত সংস্থা

UNEP*

- UNEP-এর পূর্ণরূপ– United Nations Environment Programme.
- UNEP-এর সদরদপ্তর – নাইরোবি (কেনিয়া), প্রতিষ্ঠা– ১৯৭২

WMO

- WMO-এর পূর্ণরূপ – World Meteorological Organization.
- WMO-এর সদরদপ্তর – জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

V-20 (Vulnerable- 20)*****

- V-20 হলো- বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর সংস্থা
- প্রতিষ্ঠা- ২০১৫ সালে ২০টি দেশ নিয়ে পেরুর রাজধানী লিমাতে।
- উদ্যোক্তা দেশ– ফিলিপাইন, বর্তমান সদস্য- ৫৮টি।
- বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সভাপতি ছিল– ২০২০-২০২২।**
- বর্তমান সভাপতি– ঘানার অর্থমন্ত্রী (২০২২-২০২৪)***।

Climate Vulnerable Forum (CVF)****

- ইউএনডিপি এর Climate Vulnerable Forum (CVF) এর সাথে জড়িত। উদ্যোক্তা দেশ– মালদ্বীপ*।
- বৈশ্বিক উষ্ণতায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫৫টি দেশের প্রধানমন্ত্রীদের জোট– CVF. প্রতিষ্ঠা– ২০০৯ সালে। প্রতিষ্ঠাতা দেশ– ১১টি।
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন– ২০২০-২২
- CVF এর নতুন সভাপতি হয় – ক্যারিবীয় দেশ বার্বাডোস।
- CVF জড়িত- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে। ***

WWF (World Wide Fund for Nature)**

- WWF হলো– প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক সংস্থা।
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৬১, সদর দপ্তর– গ্ল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড।

IPCC**

- IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change
- IPCC হলো– জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা**
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৮৮ সাল, প্রতিষ্ঠাতা– বার্থ বলিন
- সদর দপ্তর– জেনেভা, সুইজারল্যান্ড**
- WMO ও UNEP এর সম্মিলিত নাম– IPCC**
- IPCC নোবেল পুরস্কার লাভ করেন– ২০০৭ সালে

UNFCCC*

- UNFCCC এর পূর্ণরূপ– (United Nations Framework Convention on Climate Change)
- UNFCCC এর মূল আলোচ্য বিষয়– গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ ও প্রশমন।**
- জাতিসংঘের পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়– ৩-১৪ জুন, ১৯৯২
- অবস্থান – রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল ।
- কার্যকর – ২১ মার্চ, ১৯৯৪; সদরদপ্তর – বন, জার্মানি।**
- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে – ৯ জুন, ১৯৯২।
- অনুমোদন করে – ১৫ এপ্রিল ১৯৯৪।

IUCN***

- আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি– IUCN
- IUCN- International Union for the Conservation of the Nature
- প্রতিষ্ঠা হয়– ৫ অক্টোবর, ১৯৪৮ (Fontainebleau, ফ্রান্স)**
- সদর দপ্তর- লেক জেনিভা অঞ্চল, গ্লান্ড, সুইজারল্যান্ড।**
- গঠনের প্রেক্ষাপট– ১৯৪৭ সালের আবহাওয়া কনভেনশন।

German Watch

- পরিচিতি– জার্মানভিত্তিক একটি বেসরকারি পরিবেশবাদী সংগঠন।
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৯১ সালে। সদর দপ্তর- বন, জার্মানি।
- প্রতিবছর যে রিপোর্ট প্রকাশ করে– The Climate Change Performance Index (CCPI)/ বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক।
- লক্ষ্য– বৈশ্বিক সমতা প্রতিষ্ঠা এবং জীবিকা সংরক্ষণ।

Fridays for Future

- পরিচিতি– স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহে ১ দিনের পরিবেশ কর্মসূচি
- সূচনা করেন– ১৬ বছরের সুইডিশ কিশোরী গ্রেটা থানবার্গ।
- উপাধি– পরিবেশ কন্যা।
- আন্দোলনের মূল নীতি– স্কুল থেকে পরিবেশ আগে।

Fund For World Nature

- পরিবেশ বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা ।
- প্রতিষ্ঠা - ১৯৮২ সালে।
- সদর দপ্তর – পোর্টল্যান্ড, ওরিগ্যান, যুক্তরাষ্ট্র

Water Aid

- যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সংস্থা।
- প্রতিষ্ঠা – ২১ জুলাই, ১৯৮১ সালে।
- সদর দপ্তর – ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।

BELA

- Bangladesh Environment Lawyers Association (BELA)**
- প্রতিষ্ঠা – ১৯৯২ সালে আইনজীবী মহিউদ্দিন ফারুকের উদ্যোগে।
- সংস্থাটি UNEP ঘোষিত **Global 500 Roll of Honour** পুরস্কার পায় – ২০০৩ সালে ।
- বাংলাদেশ সরকারের "পরিবেশ পুরস্কার " পায়– ২০০৭ সালে।
- World Watch হলো যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক পরিবেশবাদী সংস্থা (প্রতিষ্ঠা ১৯৭৪ সালে)
- বাংলাদেশের পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন হলো – বাপা, বেলা (BELA)
- বাংলাদেশে পরিবেশ আদালত – ৩টি ।
- পরিবেশ আপিল আদালত – ১টি (ঢাকা)
- বেলার বর্তমান প্রধান নির্বাহী– সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**।

সার্বজনীন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ২০১৫

- চুক্তির মূলবক্তব্য হলো – বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি হ্রাস ও কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।
- চুক্তি গৃহীত হয়– ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ (ফ্রান্সের প্যারিসে)
- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়– ২২ এপ্রিল, ২০১৬ (উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল ধরিত্রী দিবস)
- স্বাক্ষরিত হয়– নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সদর দপ্তর 'কপ-২১' এর মাধ্যমে
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করে – ১৯৫টি দেশ (UNFCCC ভুক্ত)
- প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ – ফ্রান্স, সর্বশেষ স্বাক্ষরকারী – চীন।
- যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়– ১ জুন, ২০১৭ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
- পুনরায় ফিরে আসার ঘোষণা দেয়– ২০ জানুয়ারি, ২০২১ (জো বাইডেন)
- যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারিস চুক্তিতে প্রত্যাবর্তন করে– ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

ইরানের সাথে ৬ জাতির পরমাণু চুক্তি **

- ইরানের পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা – ৮ মে, ২০১৯।
- ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল – ১৪ জুলাই, ২০১৫।
- পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান – অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়।
- চুক্তি হয় – জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫টি সদস্য (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন) ও জার্মানির সাথে ইরানের যা P5 + 1 নামে পরিচিত।
- আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত চুক্তি পরিচিত – Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
- P5 + 1 চুক্তি আমেরিকা প্রত্যাহার করে – ৮ মে, ২০১৮।

পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকল/কনভেনশন/চুক্তি

মন্ট্রিল প্রটোকল (Montreal Protocol)***

- বিষয়– বায়ুমণ্ডলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত ওজোনস্তর রক্ষা এবং CFC হ্রাস**
- চুক্তি স্বাক্ষর– ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ (মন্ট্রিল, কানাডা)
- চুক্তি কার্যকর– ১ জানুয়ারি, ১৯৮৯। স্বাক্ষরকারী দেশ- ৪৬টি।
- চুক্তি সংশোধন– ৫ বার (১৯৯০, ১৯৯২, ১৯৯৭, ১৯৯৯ এবং সর্বশেষ ২০১৬ সালে রুয়ান্ডার কিগালিতে সংশোধন করা হয়)
- 'আন্তর্জাতিক ওজোন স্তর রক্ষা দিবস'– ১৬ সেপ্টেম্বর।

কিয়োটো প্রটোকল (The Kyoto Protocol)***

- চুক্তি স্বাক্ষর– ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ (কিয়োটো, জাপান)**
- চুক্তির উদ্দেশ্য– পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলো ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ ৭ শতাংশ হ্রাস করবে।
- সদস্য দেশ– ১৯২টি (অন্তর্ভুক্ত নয়– যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ সুদান)
- প্রথম মেয়াদ ছিল– ১৫ বছর (১৯৯৭ থেকে ২০১২)
- মেয়াদ বৃদ্ধি– ২০১২ সালে কাতারের দোহা রাউন্ডের মাধ্যমে ২০২০ সালে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি কারা হয়।*

কার্টাগেনা প্রটোকল (Cartagena Protocol)**

- বিষয়– জাতিসংঘের জৈব প্রযুক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত কনভেনশন।**
- সিদ্ধান্ত গৃহীত– ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ (কার্টাগেনা, কলম্বিয়া)**
- চুক্তি স্বাক্ষর– ২৪-২৯ জানুয়ারি, ২০০০ (মন্ট্রিল, কুইবেক, কানাডা)**
- কার্যকর হয়– ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩
- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে– ২৪ মে, ২০০০।
- বাংলাদেশ অনুমোদন করে– ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সালে।

নাগোয়া প্রটোকল (Nagoya Protocol)

- বিষয়– বন্য প্রাণী সংরক্ষণ প্রটোকল**
- চুক্তি স্বাক্ষর– ২৯ অক্টোবর, ২০১০। কার্যকর– ১২ অক্টোবর, ২০১৪
- স্বাক্ষরস্থল– নাগোয়া, জাপান** স্বাক্ষর করে– ৯২টি দেশ।

রামসার কনভেনশন (Ramsar Convention)

- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১৯৭১ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান – রামসার, ইরান।**
- চুক্তি কার্যকর– ১৯৭৫ সালে।
- বিষয়– বৈশ্বিক জলাভূমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি সনদ
- বাংলাদেশে রামসার সাইট– ২টি। যথা: সুন্দরবন (১৯৯২) ও টাঙ্গুয়ার হাওর (২০০০)**

ভিয়েনা কনভেনশন (Vienna Convention)

- বিষয়– ক্রমহ্রাসমান ওজোন স্তরের সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ।
- স্থান– ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া। সময়– ২২ মার্চ, ১৯৮৫।
- কার্যকর– ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮।
- বাংলাদেশ সমর্থন করে– ২ অক্টোবর, ১৯৯০।

Note: কনভেনশনটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

বাসেল কনভেনশন (Basel Convention)

- বিষয়– ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের আন্তঃরাষ্ট্রীয় চলাচল ও অপসারণ সংক্রান্ত কনভেনশন। চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান– বাসেল, সুইজারল্যান্ড
- চুক্তি স্বাক্ষর– ২২ মার্চ, ১৯৮৯ সাল। কার্যকর– ৫ মে, ১৯৯২ সাল

ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit)**

- পরিচিতি- বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সম্মেলন।
- অপর নাম– Rio Conference. সম্মেলন স্থল– রিও ডি জেনিরিও, ব্রাজিল*
- সময়– ৩-১৪ জুন, ১৯৯২। অংশগ্রহণকারী– ১৭৮টি দেশের প্রতিনিধি
- গৃহীত পদক্ষেপ– এজেন্ডা-২১
- একুশ শতকে বিশ্বকে বিপর্যস্ত মুক্ত রাখতে গ্রহণ করা হয়– এজেন্ডা-২১
- UNFCCC স্বাক্ষরিত হয়– ১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলনে।

কপ সম্মেলন (COP)

- COP এর পূর্ণরূপ– Conference of the Parties
- পরিচিতি– জাতিসংঘের বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন।
- COP-1 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৯৫ সালে জার্মানির বার্লিনে।
- কপ সম্মেলনের আয়োজক– UNFCCC

স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি– ১৯৯৭

- স্বাক্ষরিত হয়– ১৯৯৭ সালে, কার্যকর হয়– ১৯৯৯ সালে ১ মার্চ
- স্থান– কানাডার অটোয়ায়, অপরনাম– অটোয়া চুক্তি

বিবিধ*****

- জুন, ১৯৭২ সালে প্রথম পরিবেশ সম্মেলন হয়– স্টকহোম, সুইডেন
- ২০০৯ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়– COP-15 সম্মেলনে।
- ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুন শহরে ১০০ বিলিয়ন গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠন করা হয়– COP-16 সম্মেলনের মাধ্যমে।**
- ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে সর্ববৃহৎ চুক্তি 'সর্বজনীন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি-২০১৫' স্বাক্ষরিত হয়– COP-21 সম্মেলনের মাধ্যমে
- জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার– 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' (২০০৪ সালে পুরস্কারটি প্রবর্তিত হয়)
- বিশ্বের পরিবেশ বিষয়ক সবচেয়ে বড় পুরস্কার– 'গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ' (প্রদান করা হয়– ১৯৯০ যুক্তরাষ্ট্র থেকে)
- আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চলকে অভিহিত করা হয়– সাহেল নামে।
- সাভানা হলো– তৃণ ও বৃক্ষ আচ্ছাদিত বনভূমি।

বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Amnesty International***

- 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৬১ সালে।
- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর অবস্থিত– লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যে ধরনের সংস্থা– মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক
- প্রতিষ্ঠাতা- বিশিষ্ট আইনজ্ঞ পিটার বেনেনসন।

Green Peace (গ্রিন পিস)**

- **Green Peace**– নেদারল্যান্ডস্ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন
- প্রেক্ষাপট: যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় পারমাণবিক পরীক্ষার প্রতিবাদে
- প্রতিষ্ঠা লাভ করে – ১৯৭১ সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে।
- Green Peace-এর সদর দপ্তর – আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস।
- গ্রিন পিস এর জাহাজ- রেইনবো ওয়ারিয়র ও ফিলিস কোরম্যান
- গ্রিন পিসের পূর্বনাম– ডোন্ট মেক এ ওয়েভ কমিটি

RED CROSS (রেড ক্রস)**

- RED CROSS-এর প্রতিষ্ঠাতা – মহামতি হেনরী ডুনান্ট (সুইজারল্যান্ড)।
- প্রতি বছর RED CROSS দিবস পালিত হয় – ৮ মে (হেনরী ডুনান্টের জন্মদিন)।
- রেডক্রসের সদর দপ্তর অবস্থিত – জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।
- রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৬৩ সালে।
- রেডক্রস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায় – ৩ বার (১৯১৭, ১৯৪৪, ১৯৬৩ সালে)।
- হেনরী ডুনান্ট নোবেল শান্তি পুরস্কার পায় – ১৯০১ সালে।
- রেডক্রস প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য – দুঃস্থ মানবতার সেবা প্রদান।
- **RED CROSS বিশ্বে পরিচিত**– ৩টি নামে; রেডক্রস (খ্রিস্টান), রেডক্রিসেন্ট (মুসলিম দেশে), রেডক্রিস্টাল (ইহুদি দেশে)।

বিবিধ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা***

- **CARE** – একটি সাহায্য সংস্থা (মার্কিন সংস্থা), জর্জিয়ার আটলান্টায়
- **Rotary International**-এর সদর দপ্তর– শিকাগো (যুক্তরাষ্ট্রে)।
- পিসকোর যে দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।
- পিসকোর এর সদর দপ্তর – ওয়াশিংটন (যুক্তরাষ্ট্র)।
- 'অক্সফাম' যে দেশের একটি স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য প্রতিষ্ঠান– ব্রিটেন
- অক্সফাম এর সদর দপ্তর– নাইরোবি, কেনিয়া।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল'– অরবিস।
- **WEF (World Economic Forum)** এর প্রতিবছর জানুয়ারির শেষে বৈঠক হয়- দাভোস, সুইজারল্যান্ড। ১৯৭১ সালে ক্লাউস শোয়াব এটি প্রতিষ্ঠা করেন, যার সদর দপ্তর– কলগনি, সুইজারল্যান্ড।
- ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্ক ভিত্তিক উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল- অরবিস।
- E-8 হলো- পরিবেশ দূষণকারী ৮টি দেশ।
- ১৯২০ সালে বিশ্ব স্কাউট আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন– রবার্ট বাডেন পাওয়েল, সদর দপ্তর– জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলোর বাণিজ্যিক ব্লক– COMESA
- ইউরোপের ৪টি দেশ আইসল্যান্ড, লিচেনস্টাইন, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ডের একটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা– EFTA (১৯৬০ সালে যাত্রা করে)
- ২০০৮ সালে ভুটানের রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুক প্রথম GNI এর পরিবর্তে ব্যবহার করেন– Gross National Happiness (GNH)
- মানব অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের আত্মনির্ভরতা ও সহঅবস্থান বিষয়ক ক্ষেত্র– Ecolonomy
- International Rice Research Institute (IRRI) সহ-অবস্থান– লেগুনা, ম্যানিলা, ফিলিপাইন।
- ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত International Organization for Standardization (ISO) এর সদর দপ্তর– জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (ISO) প্রথম সনদ প্রবর্তন– যুক্তরাজ্যে।
- International Standard Book Number (ISBN) বিষয়টি সম্পর্কিত– গ্রন্থ ও প্রকাশনার সাথে।
- ২৯ জুলাই, ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা 'National Aeronautics and Space Administration (NASA)' মার্কিন মহাকাশ সংস্থার সদর দপ্তর- ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জাপানি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা– JAXA
- ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত রাশিয়ার প্রথম ও জাতীয় মহাকাশ সংস্থা- Roscosmos
- বিশ্বের বৃহত্তম পুঁজি বাজার– নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ (NYSE)
- নিউইয়র্কের ব্রডওয়েতে অবস্থিত 'NASDAQ' জড়িত- শেয়ার বাজার।

বিশ্বের বিখ্যাত বিপ্লবসমূহ

ফরাসি বিপ্লব (French Revolution)

- সূচনা– ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের মাধ্যমে।
- মেয়াদ– ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত (১০ বছর)।**
- পরিচিতি– ধনীদের বিপ্লব/বুর্জোয়াদের বিপ্লব (Elite Revolution)
- স্লোগান– স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব [Liberty, Equality and Fraternity] প্রবক্তা– ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো।***
- বিপ্লবকালীন রাজা– ষোড়শ লুই। বাস্তিল দিবস- ১৪ জুলাই।*
- চর্তুদশ লুই বলেন– আমিই রাষ্ট্র (I am State)
- অন্যতম নেতা– রোবসপীয়র, দান্তে।
- অনুপ্রেরণা দাতা– রুশো, ভলতেয়ার।***
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু– নেপোলিয়ন।**
- বাস্তিল দুর্গ মূলত একটি– কারাগার (বর্তমান এটি জাদুঘর)
- আইফেল টাওয়ার- ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তিতে নির্মাণ করা হয়।
- ফ্রান্সে একদল দার্শনিক ও চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটে– আঠারো শতকে
- রুশো বিশ্বাস করতেন- 'জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী'
- সামাজিক চুক্তি গ্রন্থের শুরুতেই রুশো উল্লেখ করেন– স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু তবুও মানুষ সর্বত্রই শৃঙ্খলিত।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথা– রাষ্ট্রের জন্ম হয় একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে।
- প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ– 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' এর (General Will) কাছে নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়।
- ব্রিটিশ দার্শনিক ভলটেয়ার বলেন– I Disapprove of What You Say, but I Will Defend to the Death Your Right to Say It
- ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে **Jacobin Club** এর যাত্রা শুরু করে যার প্রতিষ্ঠাতা – রোবসপিয়র। এটি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গঠিত একটি রাজনৈতিক সভ্য গোষ্ঠী।
- ১৭৯০ সালে উদ্ভূত হয় – Cordelier Club
- ফ্রান্সের সন্ত্রাসের রাজত্ব **(Reign of Terror)** প্রতিষ্ঠিত হয় - রোবসপিয়র, দান্তে ও মারাটের নেতৃত্বে
- জিরন্ডিনদের উত্থান ঘটেছিল – ফ্রান্সে।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল	ফরাসি বিপ্লবের সাথে জড়িত গ্রন্থ
▪ ফ্রান্সে সামন্তবাদের পতন ঘটে ▪ ধনতান্ত্রিক/পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার সূচনা ▪ লুই বংশের পতন। ▪ ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের পতন হয়। ▪ ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র হয়। ▪ নেপোলিয়ন ক্ষমতা গ্রহণ করে (১৭৯৯)।	▪ The Social Contract (রুশো) ▪ A Tale of Two Cities (চার্লস ডিকেন্স, লন্ডন ও প্যারিস শহরের আলোচনা) ▪ Persian Letters (মন্টেস্কু) ▪ The Spirit of Laws (মন্টেস্কু) ▪ Revolutionary (জনাথন ইসরায়েল)

রুশ বিপ্লব (Russian Revolution)**

- বিশ্বের সাড়া জাগানো বিপ্লব বলা হয়– রুশ বিপ্লবকে।
- সময় – ২৫ অক্টোবর, ১৯১৭ (জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে) এবং গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী– ৭ নভেম্বর, ১৯৯৭। স্থায়িত্ব ছিল- ১০ দিন।
- লেনিন বিপ্লবে যোগ দেন – সুইজারল্যান্ড থেকে এসে।
- বিপ্লবের সাথে জড়িত জাহাজ– ২টি (অরোরা ও ব্যাটলশিপ পটেমকিন)
- বিপ্লবে নেতৃত্ব দানকারী দল – বলশেভিক (অর্থ- সংখ্যা গরিষ্ঠ)
- সরকারের পক্ষের দল– মেনশেভিক (অর্থ- সংখ্যা লঘিষ্ঠ)
- বিপ্লবী বাহিনীর নাম – রেড গার্ডস
- সরকারের বাহিনীর নাম – ইমপেরিয়াল রাশিয়ান আর্মি।
- বিপ্লবের কেন্দ্র – পেট্রোগ্রাড (বর্তমান নাম- সেন্ট পিটার্সবার্গ)

রুশ বিপ্লবের অপর নাম

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব	বলশেভিক বিপ্লব	লেনিনের বিপ্লব
লেনিনের বিপ্লব	অক্টোবরের বিপ্লব	১০ দিনের বিপ্লব

- ফলাফল:
  - জারতন্ত্র/রাজতন্ত্রের পতন হয়
  - সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সূচনা হয়
  - সর্বশেষ রাজা জার ২য় নিকোলাসের পতন হয়
  - সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন– লেনিন (১৯২২)
- জড়িত গ্রন্থ–
  - Das Capital (কার্ল মার্কস), মা (Mother)– ম্যাক্সিম গোর্কি
- ১৯১৭ সালে বিপ্লব ছিল – ২টি (জুলাই ও নভেম্বর) প্রথম বিপ্লবে- জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও দ্বিতীয় বিপ্লবে- কেরনস্কি সরকারের পতন হয়। প্রথম বিপ্লব টি পরিচিত ছিল 'Bloody Sunday' নামে
- রুশ প্রজাতন্ত্রের গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়– ১৯১৭ সালে
- ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হয়– ১৯১৭ সালে
- ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো– পেট্রোগাড
- ১৯১৮ সালে পেট্রোগাড থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়– মস্কোতে
- পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ- রাশিয়া।
- সমাজতন্ত্রের জনক- কার্ল মার্কস (জন্ম- জার্মানি,মৃত্যু- যুক্তরাজ্যে)**।
- সমাজতন্ত্রের বাইবেল বলা হয়- Das Capital কে।
- সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট- ভি আই লেনিন।*
- সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট- মিখাইল গর্বাচেভ।**
- ১৯৮৭ সালে মিখাইল গর্বাচেভ গ্লাস্তনস্ত (খোলামেলা আলোচনা), পেরেস্ত্রইকা (সংস্কারমূলক আইন) ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন (USSR) ভেঙ্গে যায়- ১৯৯১ সালে (১৫টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়)।***
- ১৯২৪ সালে লেনিন মৃত্যুবরণ করলে লেনিন এর মরদেহ সংরক্ষণ করে রাখা হয়- রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর রেড স্কয়ার জাদুঘরে।
- ১৯১৭ সালে এপ্রিল থিসিস ও পিস ডিক্রি প্রদান করে- লেনিন।

বিশ্বে সংগঠিত বিভিন্ন বিপ্লবের সাল ও দেশ

বিপ্লবের নাম	সাল	দেশ
রেনেঁসা (চতুর্দশ শতক)**	১৩৬০	ইতালি
ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব	১৬৮৮	যুক্তরাজ্য
শিল্প বিপ্লব	১৭৬০	যুক্তরাজ্য
শ্রমিক বিপ্লব	১৮৮৬	শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র
চীন বিপ্লব	১৯৪৯	চীন
সাংস্কৃতিক বিপ্লব*	১৯৬৬	চীন
কিউবান বিপ্লব	১৯৫৯	কিউবা
রাজতান্ত্রিক বিপ্লব	১৯৭৩	আফগানিস্তান
ইসলামী বিপ্লব**	১৯৭৯	ইরান
গণতান্ত্রিক বিপ্লব	১৯৮৯	চীন
রোজ বিপ্লব	২০০৩	জর্জিয়া
অরেঞ্জ বিপ্লব (কমলা বিপ্লব)**	২০০৪	ইউক্রেন
টিউলিপ বিপ্লব	২০০৫	কিরগিজস্তান
জুঁই বিপ্লব/ আরব বসন্ত**	২০১০	তিউনিসিয়া

বিশ্বের বিখ্যাত প্রণালী

প্রণালীর	পৃথক করেছে	সংযুক্ত করেছে
পক*	ভারত-শ্রীলঙ্কা	বঙ্গোপসাগর-মান্নার উপসাগর
মালাক্কা*	সুমাত্রা-মালয়েশিয়া	বঙ্গোপসাগর-জাভা সাগর
বসফরাস **	এশিয়া-ইউরোপ	মর্মর সাগর-কৃষ্ণ সাগর
দার্দানেলিস *	এশিয়া-ইউরোপ (তুরস্ক-তুরস্ক)	ইজিয়ান সাগর-মর্মর সাগর
বাব-এল-মানদেব *	এশিয়া-আফ্রিকা (ইয়েমেন- জিবুতি)	এডেন সাগর-লোহিত সাগর
হরমুজ **	সংযুক্ত আরব আমিরাত-ইরান	পারস্য উপসাগর-ওমান সাগর
বেরিং *	এশিয়া-আমেরিকা	বেরিং সাগর-চুকচি সাগর
ফরমোজা	চীন-তাইওয়ান	পূর্ব চীন সাগর-টংকিং উপসাগর
ডোভার *	যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স	ইংলিশ চ্যানেল- উত্তর সাগর
ইংলিশ চ্যানেল	যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স	আটলান্টিক-উত্তর সাগর
জিব্রাল্টার ***	ইউরোপ-আফ্রিকা (স্পেন-মরক্কো)	আটলান্টিক-ভূমধ্যসাগর
ফ্লোরিডা	যুক্তরাষ্ট্র- কিউবা	মেক্সিকো উপসাগর- আটলান্টিক
কুক	নিউজিল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড	তাসমান সাগর-প্রশান্ত মহাসাগর
সুন্দা	সুমাত্রা-জাভা	ভারত মহাসাগর - জাভা সাগর
ব্যাস	ভিক্টোরিয়া-তাসমান দ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া	তাসমান সাগর-ভারত মহাসাগর

বিশ্বের বিভিন্ন লাইন ও সীমারেখা

- র‍্যাডক্লিফ কমিশন ও লাইন অব কন্ট্রোল– ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে।
- ২৪° অক্ষরেখা– ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে।
- লাইন অব এ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল– ভারত ও চীন।***
- ম্যাকমোহন লাইন– ভারত ও চীন।
- ওয়ালেস-এর লাইন– এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া এর মধ্যবর্তী কাল্পনিক সীমারেখা।
- ডুরান্ড লাইন– পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে।**
- ব্লু লাইন– ইসরায়েল ও লেবানন।**
- ম্যাকনামার লাইন– উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম
- ম্যানারহেইম লাইন– ফিনল্যান্ড ও রাশিয়া*
- সিগফ্রিড লাইন – জার্মানি ও ফ্রান্স
- ম্যাজিনো লাইন – জার্মানি ও ফ্রান্স
- হিন্ডারবার্গ লাইন– জার্মানি ও পোল্যান্ড।
- ওডেরনিস লাইন– জার্মানি ও পোল্যান্ড।
- সনোরা লাইন– যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো।***
- ১৭° অক্ষরেখা– উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম।
- ৩৮° অক্ষরেখা– উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া।**
- ৪৯° অক্ষরেখা– যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।*

বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্কয়ার

- প্রজন্ম স্কয়ার - শাহবাগ, ঢাকা।
- তাহরির স্কয়ার - কায়রো, মিশর।**
- গলফেস গ্রিন চত্বর– শ্রীলঙ্কা।
- তিয়েন আনমেন স্কয়ার - বেইজিং, চীন।**
- রেড স্কয়ার - মস্কো, রাশিয়া।
- তাকসিম স্কয়ার - ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
- গ্রিন স্কয়ার/ শহীদ চত্বর- ত্রিপোলি, লিবিয়া।**
- ডেমোক্রেসি স্কয়ার - নমপেন, কম্বোডিয়া।
- ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কয়ার - সানা, ইয়েমেন।
- ম্যাডিসন স্কয়ার- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- ফ্রিডম স্কয়ার- বাকু, আজারবাইজান/তিবলিসি, জর্জিয়া।
- ট্রাফালগার স্কয়ার – লন্ডন, যুক্তরাজ্য।***

বিখ্যাত কিছু কারাগার

- ➢ বাস্তিল দুর্গ- ফ্রান্স ➲ গুয়ানতানামোবে- কিউবা***
- ➢ আবু গারিব- ইরাক ➲ বাগরাম- আফগানিস্তান
- ➢ ইনসেইন- মিয়ানমার ➲ মিয়ানওয়ালী – পাকিস্তান। এভিন – ইরান

বিভিন্ন দেশের রাজা / সম্রাটের উপাধি

- ➢ রাশিয়ার - জার। ➲ জার্মানি - কাইজার।
- ➢ জাপান - মিকাডো। ➲ চীন - Son of God। ➲ ফ্রান্স - লুই।

বিভিন্ন দেশের প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা

- ➢ মানব শিশুর প্রথম ভাষার নাম - বাবলিং।
- ➢ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা - হিব্রু (ইসরায়েলের ভাষা)
- ➢ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষা প্রচলিত আছে - পাপুয়া নিউগিনি (৮৪০টি)
- ➢ পৃথিবীর রাষ্ট্র স্বীকৃত সবচেয়ে বেশি ভাষা প্রচলিত আছে- ভারত (২২টি ভাষা)
- ➢ বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের ভাষা – বাংলা।
- ➢ বিশ্বে সবচেয়ে কম ভাষা প্রচলিত আছে - উত্তর কোরিয়ায় ও ভ্যাটিকান সিটি
- ➢ সেমীয় ভাষা হলো - আরবি। কেনিয়ার ভাষা হলো – সোয়াহিলি।

দেশ	ভাষা	দেশ	ভাষা
শ্রীলংকা	সিংহলি	ঘানা	আকান
মালদ্বীপ	দিভেহি	ব্রাজিল	পর্তুগিজ
ভুটান	দোজংখা	ইরান	ফার্সি
আফগানিস্তান	পশতুন	স্পেন	স্পেনিশ
কম্বোডিয়া	খেমার	ভ্যাটিকান সিটি	ল্যাটিন
ইন্দোনেশিয়া	বাহাসা	নেদারল্যান্ড	ডাচ

- ➢ জার্মান ছাড়া জার্মান ভাষায় কথা বলে – অস্ট্রিয়ার মানুষজন।
- ➢ মালয়েশিয়া ছাড়া মালয় ভাষায় কথা বলে – ব্রুনাই।
- ➢ পর্তুগাল ছাড়া পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলে – ব্রাজিল।
- ➢ নেদারল্যান্ডস ছাড়া ডাচ ভাষায় কথা বলে – সুরিনাম।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশের উপনিবেশ

- ➢ থাইল্যান্ড কারো উপনিবেশ ছিল না। ***
- ➢ ইন্দোনেশিয়া উপনিবেশ ছিল - নেদারল্যান্ডেসের।
- ➢ ফিনল্যান্ড উপনিবেশ ছিল– সুইডেন**
- ➢ ফিলিপাইন উপনিবেশ ছিল - আমেরিকার।
- ➢ মঙ্গোলিয়া উপনিবেশ ছিল - চীনের।
- ➢ সিরিয়া, লেবানন উপনিবেশ ছিল - ফ্রান্সের**।
- ➢ মাল্টা, গায়ানা উপনিবেশ ছিল - বৃটেনের।
- ➢ লিবিয়া, সোমালিয়া উপনিবেশ ছিল ইতালির*।
- ➢ সেনেগাল উপনিবেশ ছিল - ফ্রান্সের।
- ➢ ব্রাজিল, পূর্ব তিমুর ও মোজাম্বিক উপনিবেশ ছিল - পর্তুগালের।
- ➢ সুরিনাম উপনিবেশ ছিল - নেদারল্যান্ডস।
- ➢ পাপুয়া নিউগিনি উপনিবেশ ছিল - অস্ট্রেলিয়ার।**
- ➢ সামোয়া উপনিবেশ ছিল - নিউজিল্যান্ড।
- ➢ রুয়ান্ডা উপনিবেশ ছিল – বেলজিয়ামের।
- ➢ আইভরিকোস্ট, কমরোস, ক্যামেরুন, কঙ্গো, জিবুতি, বেনিন, মৌরিতানিয়া, চাদ ও নাইজার উপনিবেশ ছিল – ফ্রান্সের।

বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের নাম ***

দেশ	পার্লামেন্ট	দেশ	পার্লামেন্ট
জাপান	ডায়েট	রাশিয়া	ডুমা (নিম্ন কক্ষ)
ইসরায়েল	নেসেট	মঙ্গোলিয়া	খুরাল
আলবেনিয়া	কুভেনদি	জার্মানি	রাইখস্ট্যাগ
আফগানিস্তান	লয়াজিরগা	আইসল্যান্ড -	অলথিং
ডেনমার্ক	ফকেটিং	মিয়ানমার	পিদাংসু হুততাও
নরওয়ে	স্টরটিং	সুইডেন	রিকসড্যাগ
ফিনল্যান্ড	এদুসকুন্তা	লিথুনিয়া, লাটভিয়া, পোল্যান্ড	সীম
ক্রোয়েশিয়া	সাবোর	ভুটান	পার্লামেন্ট

বিশ্বের কয়েকটি দেশের রাজধানী ও মুদ্রা

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা
ভুটান	থিম্পু	গুলট্রাম**
মিয়ানমার	নাইপিদো	কিয়াট*
থাইল্যান্ড	ব্যাংকক	বাথ**
পূর্ব তিমুর	দিলি	ডলার
ইন্দোনেশিয়া	আস্তানা	রুপাইয়া*
মালয়েশিয়া	পুত্রজায়া (প্রশাসনিক)	রিংগিট*
লাওস	ভিয়েনতিয়েন	কিপ*
ভিয়েতনাম	হ্যানয়	ডং*
কম্বোডিয়া	নমপেন	রিয়েল
ফিলিপাইন	ম্যানিলা	পেসো
কাজাখস্তান	আস্তানা	তেঙ্গে*
উজবেকিস্তান	তাসখন্দ	সোম*
কিরগিজস্তান	বিশকেক	সোম
তুর্কমেনিস্তান	আশখাবাদ	মানাত*
বাহরাইন	মানামা	দিনার
ইসরায়েল	জেরুজালেম	নিউ শেকেল**
লেবানন	বৈরুত	পাউন্ড
জাপান	টোকিও	ইয়েন*
চীন	বেইজিং	ইউয়ান*
দক্ষিণ কোরিয়া	সিউল	ওন*
উত্তর কোরিয়া	পিয়ং ইয়ং	ওন
ফিনল্যান্ড	হেলসিংকি	ইউরো
আলবেনিয়া	তিরানা	লেক**
পোল্যান্ড	ওয়ারশ	জলোটি**
হাঙ্গেরি	বুদাপেস্ট	ফোরিন্ট**
শ্লোভাকিয়া	ব্রাটিস্লাভা	করুনা**
এস্তোনিয়া	তাল্লিন	ইউরো
লাটভিয়া	রিগা	ইউরো
নরওয়ে	অসলো	ক্রোনার
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	ব্রাজাভিল	ফ্রাংক
কেনিয়া	নাইরোবি	শিলিং
নামিবিয়া	উইন্ডহুক	র‍্যান্ড**
জিম্বাবুয়ে	হারারে	ডলার
ঘানা	আক্রা	সেডি
হাইতি	পোর্ট অব প্রিন্স	গুর্ডে**
চিলি	সান্টিয়াগো	পেসো
ব্রাজিল	ব্রাসিলিয়া	রিয়াল
প্যারাগুয়ে	আসুনসিয়ন	গুয়ারানি**
ইকুয়েডর	কিটো	ডলার
পেরু	লিমা	সল**
ইথিওপিয়া	আদ্দিস আবাবা	বির*
জামাইকা	কিংস্টোন	ডলার
বেলারুশ	মিনস্ক	বেলারুশিয়ান রুবল**
মোজাম্বিক	মাপুতো	মেটিকাল*
তুরস্ক	আঙ্কারা	লিরা**
ইউক্রেন	কিয়েভ	হ্রিবনিয়া***

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

দেশ	আইনসভা	কক্ষ	নাম
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	কংগ্রেস	উচ্চ কক্ষ	সিনেট
		নিম্ন কক্ষ	হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস
যুক্তরাজ্য	পার্লামেন্ট	উচ্চ কক্ষ	হাউজ অব লর্ডস
		নিম্ন কক্ষ	হাউজ অব কমন্স
ভারত	পার্লামেন্ট	উচ্চ কক্ষ	রাজ্যসভা
		নিম্ন কক্ষ	লোকসভা

যোগাযোগ ব্যবস্থা

- ➢ রেনেসাঁ যুগে উন্নত উড্ডয়ন যন্ত্রের চিত্র অংকন করেন– চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (ডিজাইন করা উড্ডয়ন যন্ত্রের নাম- ওরনিথপ্টার)
- ➢ ১৯০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার কিল ডেভিল হিলসে প্রথম সফল উড্ডয়ন করান– অরভিল রাইটস এবং উইলভার রাইটস (উড্ডয়ন ফ্লাইট- Flyer-1)
- ➢ বিশ্বের প্রথম ভূগভস্থ রেলপথ খোলা হয়– ১৮৬৩ সালে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে
- ➢ পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ 'ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ' চালু হয়– ১৯০৪
- ➢ জাপানের হোক্কাইডো ও হনসু দ্বীপকে যুক্ত করেছে – সেইকান টানেল।
- ➢ বিশ্বের বৃহত্তম, দীর্ঘতম ও গভীরতম টানেল– গথার্ড, সুইজারল্যান্ড।
- ➢ ১৮৪০ সালে প্রথম ডাক টিকিট চালু করে– যুক্তরাজ্য। নাম- পেনিব্ল্যাক।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিমান সংস্থা

- ➢ ইন্দোনেশিয়া - গারুদা,* জার্মানি - লুফথানসা,* অস্ট্রেলিয়া- Qantas*
- ➢ রাশিয়া - এরোফ্লোট,* ব্রাজিল- বারিজ, স্পেন- ইবেরিয়া।
- ➢ যুক্তরাষ্ট্র - Trans World Airlines, আয়ারল্যান্ড- রাইয়ান।
- ➢ জাপান– ANA (অল নিপ্পন এয়ারওয়েজ)*
- ➢ সংযুক্ত আরব আমিরাত– এমিরেটস।
- ➢ নিউজিল্যান্ড – Air New Zealand.
- ➢ যুক্তরাষ্ট্র– ইউনাইটেড এয়ারলাইনস, ডেলটা এয়ারলাইনস**
- ➢ নেদারল্যান্ডস– KLM, চীন– ক্যাথে প্যাসিফিক।*

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

- ➢ আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দর 'কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' অবস্থিত– দাম্মাম, সৌদি আরব।*
- ➢ হিথ্রো বিমানবন্দর - লন্ডন, ইংল্যান্ড*, সুবর্ণভূমি বিমানবন্দর - থাইল্যান্ড
- ➢ ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর - জার্মানি, চাঙ্গি বিমানবন্দর - সিঙ্গাপুর**
- ➢ লা গোয়ারডিয়া বিমানবন্দর - যুক্তরাষ্ট্র।
- ➢ ত্রিভুবন বিমানবন্দর- কাঠমান্ডু, নেপাল (বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিমানবন্দর)। পারো বিমানবন্দর অবস্থিত – ভুটান।
- ➢ অর্লি বিমানবন্দর– প্যারিস, ফ্রন্স।*
- ➢ নারিতা বিমানবন্দর অবস্থিত– জাপান।
- ➢ GATWICK বিমানবন্দর অবস্থিত – যুক্তরাজ্য।

সংবাদ সংস্থা

- ➢ ফ্রান্স - এএফপি (AFP) প্রাচীন সংবাদ সংস্থা (প্রতিষ্ঠা- ১৮৩৫)।**
- ➢ যুক্তরাজ্য - রয়টার্স, BBC (British Broadcasting Corporation)*
- ➢ রাশিয়া - তাস, ইন্টারফ্যাক্স, ইতার***
- ➢ ইন্দোনেশিয়া– আনতারা, তুরস্ক - আনাতোলিয়া
- ➢ যুক্তরাষ্ট্র - এপি, VOA, CNN (Cable News Network)**
- ➢ কাতার - আল জাজিরা, মিশর - মেনা (MENA)*
- ➢ জাপান- কিয়োডো নিউজ মালয়েশিয়া – বাহামা
- ➢ পাকিস্তান– APP, চীন – সিনহুয়া**
- ➢ ইরান– কায়হান ইন্দোনেশিয়া– আনতারা
- ➢ ফিলিস্তিন – ওয়াফা ইতালি – ইন্টার প্রেস সার্ভিস
- ➢ যুক্তরাষ্ট্রের আরবি ভাষার টিভি– আল হুররাব।
- ➢ পেরু – ANDINA. লিবিয়া – JANA. ইয়েমেন – সাবা।
- ➢ সৌদি আরব – SPA. নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র – ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।
- ➢ সংবাদ প্রকাশনা সম্পর্কিত লন্ডনের একটি সড়ক– Fleet Street.

- ➢ মার্কিন পুরুষদের লাইফ স্টাইল বিনোদন ম্যাগাজিন – Play Boy
- ➢ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি ম্যাগাজিন – Reader's Digest.
- ➢ হংকং ভিত্তিক ম্যাগাজিন – Eastern Economic Review.

গোয়েন্দা সংস্থা

- ➢ বাংলাদেশ- CID, DB, NSI, SB, DGFI (সামরিক)*
- ➢ ভারত- RAW (Research & Analysis Wing), CBI (Central Bureau of Investigation)**
- ➢ যুক্তরাষ্ট্র- CIA, FBI, NSA, ফেয়ার ফ্যাক্স ***
- ➢ ইসরায়েল- মোসাদ, আমান***
- ➢ রাশিয়া– KGB
- ➢ জাপান- নাইচো, চীন- MSS, রাশিয়া- FSD, ** SVR
- ➢ দক্ষিন আফ্রিকা- সিক্রেট সার্ভিস, ইরান- ভিভাক, মিশর- মুখবরাত**

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গেরিলা দল

গেরিলা দলের নাম	দেশ	গেরিলা দলের নাম	দেশ
হুতি**	*ইয়েমেন*	আল ফাতাহ*	*ফিলিস্তিন*
বোকো হারাম**	*নাইজেরিয়া*	শিবসেনা	*ভারত*
আই এস	*সিরিয়া/ইরাক*	আল কায়েদা	*আফগানিস্তান*
আল শাবাব**	*সোমালিয়া*	তালেবান	*আফগানিস্তান*
ভাইকিং	*স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল*	গর্ডস্ আর্মি	*মিয়ানমার*
হিজবুল্লাহ**	*লেবানন*	গুর্খা	*নেপাল*
রেড আর্মি	*জাপান*	সাইনিং পাথ	*পেরু*
সাভাক*	*ইরান*	**FARC, M-19**	*কলম্বিয়া***

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম

দেশ	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম
যুক্তরাষ্ট্র***	ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম
যুক্তরাজ্য	ব্যাংক অব ইংল্যান্ড
জার্মানি	ডাচ বুন্দেস ব্যাংক
সুইডেন	রিকস ব্যাংক
মালদ্বীপ	মনিটরি অথোরিটি
ভারত**	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

কিছু শব্দ সংকেত

নাম	পরিচয়
ইনোসিস	সাইপ্রাসে আন্দোলনরত জাতি। এরা সাইপ্রাসকে গ্রীসের সাথে সংযুক্তি চায়
ব্ল্যাক ওয়াটার	যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা
ওম শিংরিকিও	জাপানের সন্ত্রাসবাদী সংস্থা
ব্ল্যাক ক্যাট*	ভারতের কমান্ডো বাহিনী
ভাইকিং*	স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের জলদস্যু
সাভাক	ইরানের শাহের গোপন পুলিশ বাহিনী
গুর্খা	নেপালি সৈন্য
রেভ্যুলোশনারি গার্ড	ইরানের ধর্মীয় নেতার বাহিনী

কয়েকটি দেশের রাজতন্ত্রের পতন

দেশ	*শেষ রাজা/স্বৈরশাসক*	পতনকাল	*পতনে নেতৃত্ব*
ফ্রান্স	*ষোড়শ লুই*	১৭৮৯	*রোবসপীয়র*
চীন	*সম্রাট লুই*	১৯১১	*সান ইয়াৎ সেন*
আফগানিস্তান**	*জহির শাহ*	১৯৭৩	*দাউদ খাঁন*
ইরান*	*শাহ পাহলভী*	১৯৭৯	*আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি*
নেপাল**	*জ্ঞানেন্দ্র*	২০০৮	*পুষ্পকমল দাহাল প্রচন্দ্র*
কিউবা	*বাতিস্তা*	১৯৫৯	*ফিদেল ক্যাস্ত্রো*

কয়েকটি দেশের সমাজতান্ত্রিক/ক্ষমতায় থাকা নেতা (গুরুত্বপূর্ণ)

নেতা	দেশ	নেতা	দেশ
ফিদেল ক্যাস্ত্রো	কিউবা	ফারাহ আইদিদ	সোমালিয়া
চসেস্কু	রুমানিয়া	সাইমন বলিভার**	বলিভিয়া
ট্রটস্কি	রাশিয়া	আনোয়ার হোজ্জা	আলবেনিয়া
ইদি আমিন	উগান্ডা	জুলিয়াস নায়ারে	তাঞ্জানিয়া
চার্লস টেইলর	লাইবেরিয়া	মি. বেলফোর	ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
পাবলো নেরুদা**		চিলির জাতীয় কবি ও সমাজতান্ত্রিক নেতা	

রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের বাসভবন

সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান/সচিবালয়	বাসভবন/কার্যালয়
নেপাল প্রেসিডেন্টের বাসভবন	শীতল নিবাস
বৃটিশ রাজা/রানির বাসভবন**	উইন্ডসর ক্যাসেল
পোপের বাসভবন	ভ্যাটিকান প্যালেস
রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবন**	ক্রেমলিন
ভারতের রাষ্ট্রপতির বাসভবন	রাইসিনা হিলস
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাসভবন	লোককল্যাণ মার্গ
মার্কিন প্রেসিডেন্টের অফিস*	ওভাল অফিস
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বাসভবন**	এলিসি প্রাসাদ
ব্রিটিশ রাজপরিবারের বাসভবন*	বাকিংহাম প্যালেস
দক্ষিণ কোরিয়া প্রেসিডেন্টের বাসভবন**	ব্লু হাউস
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন**	১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট
ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রীর বাসভবন	১১ নং ডাউনিং স্ট্রিট
মার্কিন প্রেডিডেন্টের বাসভবন	হোয়াইট হাউস
মার্কিন প্রেসিডেন্টের সংরক্ষিত এলাকা	ক্যাপিটাল হিল
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন	দি লজ**
ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবন	ইস্তানা মারদেকা**
শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের বাসভবন	টেম্পল ট্রি***

বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত লাইব্রেরি

- ইউনাইটেড স্টেট লাইব্রেরি অব কংগ্রেস- ওয়াশিংটন, USA**
- স্টেট লাইব্রেরি- মিউনিখ, জার্মানি
- রয়াল লাইব্রেরি- স্টকহোম, সুইডেন
- বোদলীয়ান গ্রন্থাগার- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
- পৃথিবীর বৃহত্তম লাইব্রেরি- ইউনাইটেড স্টেট লাইব্রেরি অব কংগ্রেস**

বিশ্বের বিখ্যাত জাদুঘর

- দ্য ল্যুভর মিউজিয়াম- প্যারিস, ফ্রান্স **
- মিউজিও ডেল প্রোডো- মাদ্রিদ, স্পেন
- মাদাম তুশোর জাদুঘর- লন্ডন, ইংল্যান্ড**

পতাকা সম্পর্কিত তথ্য ***

- পৃথিবীর প্রথম পতাকার প্রচলন হয় - ডেনমার্কে (১২১৯ সালে) **
- জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হয় না - সৌদি আরব ও ইরানের
- মুসলিম দেশ নয় কিন্তু পতাকায় চাঁদ তারা আছে- সিঙ্গাপুর
- বাংলাদেশের সাথে জাতীয় পতাকার মিল রয়েছে- জাপান ও পালাউ।
- যে দেশের পতাকায় মানচিত্র রয়েছে-সাইপ্রাস
- জাতিসংঘের পতাকায় ২টি রং রয়েছে- নীল ও সাদা (জলপাই গাছের ছবি রয়েছে যা দ্বারা শান্তির প্রতীক বুঝায়)।**
- যে দেশের পতাকা ত্রিভুজ আকৃতির (চতুর্ভূজ নয়)– নেপালের।**

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় পাখি

দেশ	জাতীয় পাখি	দেশ	জাতীয় পাখি
বাংলাদেশ	দোয়েল	যুক্তরাষ্ট্র***	ঈগল
ভারত**	ময়ূর	নিউজিল্যান্ড	কিউই
ভুটান**	কাক	আইসল্যান্ড	বাজপাখি
ফিনল্যান্ড	রাজহাঁস		

আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

তারিখ	দিবস
৮ মার্চ***	আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২১ মার্চ	বর্ণবৈষম্য বিরোধী দিবস
২২ মার্চ**	বিশ্ব পানি দিবস
২ এপ্রিল	বিশ্ব অটিজম দিবস
৭ এপ্রিল *	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
২২ এপ্রিল**	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস
২৭ এপ্রিল	বিশ্ব শিশু দিবস
৮ মে	বিশ্ব রেডক্রস দিবস
৩১ মে	বিশ্ব ধূমপান বর্জন দিবস
৫ জুন***	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
২০ জুন*	বিশ্ব শরণার্থী দিবস
১১ জুলাই*	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৯ আগস্ট	আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট**	বিশ্ব যুব দিবস
৮ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস
১৫ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস
১৬ সেপ্টেম্বর*	বিশ্ব ওজোন স্তর রক্ষা দিবস
২১ সেপ্টেম্বর **	আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস
২৪ সেপ্টেম্বর	মীনা দিবস
২৭ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব পর্যটন দিবস
২৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক তথ্য দিবস
২ অক্টোবর *	বিশ্ব অহিংস দিবস
৫ অক্টোবর**	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
১৫ অক্টোবর	বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস
১৫ অক্টোবর	বিশ্ব ছাত্র দিবস (এপিজে আব্দুল কালামের জন্মদিন)
১৬ অক্টোবর *	বিশ্ব খাদ্য দিবস
২৪ অক্টোবর *	জাতিসংঘ দিবস
২৯ নভেম্বর	বিশ্ব সংহতি দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস
৯ ডিসেম্বর	বিশ্ব দুর্নীতি বিরোধী দিবস, গণহত্যা দিবস
১০ ডিসেম্বর **	আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস
১৮ ডিসেম্বর*	অভিবাসী দিবস

গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান***

- জন্ম– ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়।
- প্রথম গ্রেপ্তার হন– ১৯৩৮ সালে (অষ্টম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায়)।
- ঢাবিতে ভর্তি হন– ১৯৪৭ সালে আইন বিভাগে (এম. এ)।
- আবাসিক ছাত্র ছিলেন– ঢাবির সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের। (এসএম হল)
- ভাষা আন্দোলনের সময় অনশন করেন– বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন আহমদ।
- চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের চাকুরি স্থায়ীকরণ আন্দোলনে সামিল হয়ে ঢাবি থেকে বহিষ্কার হন– ১৯৪৯ সালে (ছাত্রত্ব ফিরে পান ২০১০ সালের ১৪ আগস্ট)।
- বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন– ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি (ফজলুল হক হলে)
- বন, কৃষি ও সমবায়মন্ত্রী হন– ১৯৫৪ সালে (যুক্তফ্রন্টের কনিষ্ঠমন্ত্রী ছিলেন)

- মোট গ্রেপ্তার হন– ২২ বার।
- বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয়– ৬ দফার জন্য।
- ৭ মার্চের ১৮-১৯ মিনিটের ভাষণের জন্য 'রাজনীতির কবি' বা Poet of Politics উপাধি দেয়– নিউইয়র্ক ভিত্তিক নিউজউইক ম্যাগাজিনের সাংবাদিক লোবেন জেঙ্কিস (৫ এপ্রিল ১৯৭১)
- ১৯৭১ সালে বন্দি হন– ২৫ মার্চ মধ্যরাতে (অপারেশন বিগ বার্ড পরিচালনা করে পাক বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে)।
- স্বাধীনতার জন্য বন্দি থাকেন– ৪৬৭৫ দিন (ব্রিটিশ আমলে ৭ দিনসহ মোট ৪৬৮২ দিন বন্দি থাকেন)।
- মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক– বঙ্গবন্ধু (তবে, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক - এম এ জি ওসামানী)।
- পাকিস্তানের করাচির মিয়ানওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তি পান– ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২
- মুক্তি পেয়ে যান– লন্ডনে (অভ্যর্থনা জানায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ)
- মুক্তি পেয়ে দিল্লি হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন– ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২
- দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী হন– ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- ফ্রান্স থেকে শান্তিতে জুলিও কুরি পদক পান– ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর
- বঙ্গবন্ধু জুলিও কুরি পদকগ্রহণ করেন ঢাকায়– ২৩ মে, ১৯৭৩ সালে
- পুনরায় রাষ্ট্রপতি হন– ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি।
- খুন হন– ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট (রোজ– শুক্রবার)।
- ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর থাকার কথা ছিল– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তনে।
- স্বাধীনতা পদক পান– ২০০৩ সালে।
- বিবিসি জরিপে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হন– ২০০৪ সালে।
- বঙ্গবন্ধু চেয়ার আছে– ঢাবির ইতিহাস বিভাগে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- বেকার হোস্টেল– কলকাতায় মাওলানা আজাদ কলেজের ২৪ নম্বর কক্ষ বঙ্গবন্ধুর নামে জাদুঘর করা হয়।
- বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তি– ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাম্যাক ক্যাম্পাসের আইন বিভাগের সামনে।
- বঙ্গবন্ধু সড়ক আছে - নমপেন (কম্বোডিয়া), পোর্ট লুইস (মরিশাস)

Note: *বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবর গণচীনের পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতিনিধি হয়ে ১ম ভ্রমণ করেন। ১৯৫৭ সালে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দফতরের মন্ত্রী হিসেবে ২য় বার চীন ভ্রমন করেন।*

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

- পরিচিত - লিটল কর্পোরাল, ১০০ দিনের শাসক, ফরাসি বিপ্লবের শিশু*।
- জন্ম– ১৭৬৯ সালে ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপে।*
- ক্ষমতায় আসেন– ১৭৯৯ সালে; সম্রাট হন– ১৮০৪ সালে।
- প্রথম নির্বাসন– ১৮১৪ সালে। (ভূমধ্যসাগরের সেন্ট এলবা দ্বীপে)*
- ২য় নির্বাসন– ১৮১৫ সাল। (আটলান্টিক মহাসাগরের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে)
- মৃত্যু– ১৮২১ সালে (সেন্ট হেলেনা)
- ১৮০৫ সালে ইংরেজ রাজা লর্ড নেলসনের কাছে পরাজিত হন– ট্রাফালগারের যুদ্ধে (ট্রাফালগার যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত– স্পেনে, কিন্তু ট্রাফলগার স্কয়ার অবস্থিত– লন্ডনে)***

আব্রাহাম লিঙ্কন

- মার্কিন প্রেসিডেন্ট– ১৬ তম; গৃহযুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্ট– ১৮৬১-১৮৬৫
- কৃতদাস প্রথা বিলপ্ত করেন– ১৮৬৩ সালে।
- বিখ্যাত গেটিসবার্গ ভাষণ দেন– ১৮৬৩ সালে।*
- গণতন্ত্রের সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা প্রদান করেন; মৃত্যু– ১৮৬৫ সালে।

নেলসন ম্যান্ডেলা

- জন্ম– ১৯১৮ সালে, ১৮ জুলাই, দক্ষিণ আফ্রিকায়।*
- মৃত্যু– ৫ ডিসেম্বর, ২০১৩। সমাধি– ইস্টার্ন কেপের কুনুগ্রামে।
- অপর নাম-ম্যাদিবা।
- পরিচিতি– দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী কৃষ্ণাঙ্গ নেতা, বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিক নেতা, আফ্রিকার গান্ধী, Peace of Reconcilation**
- রাজনীতিতে যোগদান-১৯৪৩ সালে।
- রাজনৈতিক দল– ANC (আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ১৯১২ সালে)
- গ্রেপ্তার হন– ১৯৬২ সালে।
- আজীবন কারাবরণ-১৯৬৪ সালে (আটলান্টিকের সেন্ট রোবেন দ্বীপে)।**
- ম্যান্ডেলার কয়েদি নম্বর ছিল - ৪৬৬৬৪
- বর্তমানে একটি এইচআইভি বিরোধী প্রচারণার সাংকেতিক নাম-৪৬৬৬৪।
- মুক্তি লাভ-১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি (২৭ বছর কারাজীবন শেষে)। ম্যান্ডেলার কারামুক্তি দিবস – ১১ ফেব্রুয়ারি।**
- শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – ১৯৯৩ সালে।*
- প্রেসিডেন্ট হন– ১৯৯৪ সালে।
- বাংলাদেশে আগমন করেন – ১৯৯৭ সালে।
- বাংলাদেশে আগমনের সময় সফর সঙ্গী ছিলেন- ইয়াসির আরাফাত (১৯৯৭)।
- রাজনীতি থেকে অবসর– ১৯৯৯ সালে।
- ম্যান্ডেলা দিবস- ১৮ জুলাই। (২০০৯ সালে জাতিসংঘ এই দিবস ঘোষণা করে)
- ম্যান্ডেলা স্কয়ার অবস্থিত-প্যারিস, ফ্রান্স।
- ম্যান্ডেলাকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র-দ্যা হিউম্যান ফ্যাক্টর।
- গ্রন্থ– Long Walk to freedom, Conversation with myself.**
- উক্তি– Education is the most powerful weapon.
- দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ আইন চালু হয়– ১৯৪৮ (জেমস হার্জগ)*
- বর্ণবাদ প্রথা বিলুপ্ত করেন ম্যান্ডেলা– ১৯৯৪ সালে**

মার্টিন লুথার কিং

- জন্ম- ১৯২৯ সালে জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
- মৃত্যু- ১৯৬৮ সালে, টেনেসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- পরিচিত- আমেরিকার মানবাধিকারকর্মী, অহিংস আন্দোলনের নেতা, নিগ্রোদের অধিকার আদায়ের নেতা।**
- ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটন অভিমুখে লং মার্চ এ নেতৃত্ব দেন।
- ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটন লং মার্চে তাঁর বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন - I have a dream (আমার একটি স্বপ্ন আছে)।****
- অহিংস আন্দোলনের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন– ১৯৬৪ সালে
- মৃত্যু- শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থী যুবক জেমস আর্ল রে নামক আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

এডলফ হিটলার

- জন্ম– ১৮৮৯ সালে, অস্ট্রিয়ায়, চ্যান্সেলর হন– ১৯৩৩ সালে, জার্মানির।
- রাজনৈতিক দল– নাৎসি, গোপন পুলিশ বাহিনী– গেস্টাপো।
- ব্যক্তিগত বাহিনী - ট্রম ট্রুপার।
- আত্মজীবনী – Mein Kampf (My Struggle)**
- উক্তি– যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সার্বজনীন**
- আত্মহত্যা - ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল।

ফিদেল কাস্ত্রো

- জন্ম– কিউবা।
- কিউবার জাতির জনক, কিউবার সমাজতান্ত্রিক নেতা।*
- ক্ষমতায় আসেন – ১৯৫৯ সালে বাতিস্তাকে পরাজিত করে।
- আনুষ্ঠানিক ভাবে অবসর– ২০০৮ সালে।
- গ্রন্থ– গেরিলা অব টাইম, The Strategic Victory.**
- উক্তি– আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। **

চে-গুয়েভারা

- জন্ম– আর্জেন্টিনায়।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন– কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মন্ত্রিসভার।
- বিপ্লব করেন– বলিভিয়ায়।
- মৃত্যু– ১৯৬৭ সালে বলিভিয়ান সেনাবাহিনীর গুলিতে
- পরিচিতি - চিকিৎসক, গেরিলা যুদ্ধা, বিপ্লবি, মার্কসবাদী,
- কিউবান রেভ্যুলেশনের নেতা– চে-গুয়েভারা
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ– Motorcycle Diaries

মাদার তেরেসা

- জন্ম- বর্তমান স্কোপজি, মেসিডোনিয়া (১৯১০ সালে) আলবেনিয় বংশোদ্ভূত
- ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেন - ১৯৪৮ সালে।
- দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'মিশনারী অব চ্যারিটিজ' প্রতিষ্ঠা করেন - ১৯৫০ সালে।
- শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন- ১৯৭৯ সালে।

বেনিতো মুসোলিনি

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- প্রবক্তা – ফ্যাসিবাদের**, দল – ফ্যাসিস্ট পার্টি।

ইয়াসির আরাফাত

- জন্ম – কায়রো, মিশর, নাগরিক –ফিলিস্তিনের।
- ফিলিস্তিনের স্বাধীনাতর জন্য PLO প্রতিষ্ঠা করেন – ১৯৬৪ সালে।**
- ডাক নাম – আবু আমর, আরাফাতকে দাফন করা হয় – রামাল্লা**
- ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন – ১৯৮৮ সালে।
- মারা যান – ২০০৪ সালে প্যারিসের পার্সি সামরিক হাসপাতালে।

মার্টিন লুথার

- জার্মান ধর্মসংস্কারক (১৫৮৬)।**
- তিনি ছিলেন প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের নেতা।

উইন্সটন চার্চিল

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- রাজনীতিবিদ হয়েও সাহিত্যে নোবেল পান - ১৯৫৩ সালে।**
- যে সাহিত্য কর্মের জন্য - The Second World War.
- সম্মানসূচক নাগরিকত্ব পান – যুক্তরাষ্ট্রের।
- ভাষা আন্দোলনের সময় – ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী

- আসল নাম – মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।
- 'মহাত্মা' উপাধি দেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ভারতে জাতির জনক ও অহিংস আন্দোলনের নেতা।**
- প্রবক্তা – অহিংসা আন্দোলন ও ৮টি সামাজিক পাপের।
- আত্মজীবনী – The Story of My Experiments With Truth.
- খুন হন – ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮।

মিখাইল গর্বাচেভ**

- সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট।
- প্রবক্তা - অখণ্ড ইউরোপ নীতি/গ্লাসনস্ত্র এবং পেরেস্ত্রইকা নীতির ।
- স্নায়ু যুদ্ধ অবসানে গ্লাসনস্ত্র (খোলামেলা আলোচনা) ও পেরেস্ত্রইকা (উন্নয়নমূলক আলোচনা) নীতি ঘোষাণা করেন।

মোস্তফা কামাল পাশা

- জনক – আধুনিক তুরস্কের, উপাধি – কামাল আতাতুর্ক।
- তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন – ১৯২৪ সালে।

প্রিন্স অটোভন বিসমার্ক

- জার্মানির প্রথম চ্যান্সেলর, জার্মানির আয়রন চ্যান্সেলর বলা হয়।
- প্রবক্তা – আধুনিক জার্মানির।
- ১৮৬২ সালে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে নীতি গ্রহণ করেন - ব্লাড এন্ড আয়রন পলিসি।
- জার্মানিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়– প্রিন্স অটোভন বিসমার্কের সময়

হো চি মিন

- ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠতা ও জাতির জনক- হো চিন মিন ।
- উপাধি - আঙ্কেল হো**, হো চিন মিন সিটি আছে - ভিয়েতনামে।
- হো চিন মিন সিটির পূর্ব নাম – সায়গন।*

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

- নাগরিক – ইতালি।
- বিখ্যাত চিত্রকর্ম – মোনালিসা (প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে আছে)।
- বিখ্যাত অন্যান্য চিত্রকর্ম – দ্য লাস্ট সাপার, দ্য ভার্জিন অব দ্য রকস।*
- 'দ্য ভিঞ্চি কোড' বইটির লেখক – ড্যান ব্রাউন।
- চতুর্দশ শতকের চিত্রকর – লিওনার্দো ভিঞ্চি।

মাও সেতুং

- গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম চেয়ারম্যান– মাও সেতুং।
- চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটান – ১ অক্টোবর, ১৯৪৯ সালে।*

বিশ্বের প্রথম নারী

- প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী– শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভো বন্দরনায়েক (১৯৬০)।***
- প্রথম মুসলিম নারী প্রধানমন্ত্রী– পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো (১৯৮৮)।
- বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট– আর্জেন্টিনার ইসাবেলো পেরন (১৯৭৪ সালে)।*
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট– ইন্দোনেশিয়ার মেঘবর্তী সুকর্ণপুত্রী। (২০০১)*
- এশিয়া মহাদেশের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট– কোরাজন অ্যাকুইনো, ফিলিপাইন
- শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম মুসলিম নারী– ইরানের শিরিন এবাদি (২০০৩ সাল)।**
- ভারতের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী– ইন্দিরা গান্ধী।
- ইসরাইলের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী– গোল্ড মায়ার।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম নারী– জাপানের জুনকো তাবেই** (১৯৭৫)।
- পাকিস্তান তথা মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী স্পিকার– ডা: ফাহমিদা মির্জা।
- শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম নারী– বার্থাবন সুটনার (অস্ট্রিয়া)
- ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম বাঙালি নারী– আরতি সেন গুপ্ত।
- লাইবেরিয়ার তথা আফ্রিকার প্রথম নির্বাচিত নারী প্রেসিডেন্ট– এলেন জনসন সারলিফ।
- ভারতের প্রথম নারী স্পিকার– মিরা কুমার।
- বৃটেনের ১ম নারী প্রধানমন্ত্রী → মার্গারেট থ্যাচার (১৯৭৯-৯০)

বিখ্যাত চিত্রকর্ম ও চিত্রশিল্পী

- লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যে দেশের চিত্রকর – ইতালির।
- বিশ্ববিখ্যাত মোনালিসা চিত্রটির চিত্রকর – লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।***
- 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটি যাকে কল্পনা করা হয়েছে– মাদোনা লিসা জেবার দিনিকে
- 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটি বর্তমানে সংরক্ষিত আছে– ফ্রান্সের দ্য ল্যুভর মিউজিয়ামে।**
- 'দ্য লাস্ট সাপার' চিত্রটির চিত্রকর – লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।**
- 'দ্য ম্যাডোনা অ্যান্ড চাইল্ড' বিখ্যাত চিত্রকর্ম – লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।**
- চিত্রকর, ভাস্কর ও কবি মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যে দেশের – ইতালির।
- সিস্টাইন চ্যাপেলের ছাদের নকশা' বিখ্যাত চিত্রকর্ম – মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর।**
- 'দ্য হোলি ফ্যামিলি' বিখ্যাত চিত্রকর্ম – মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর।
- মোজেস ভাস্কর্যের স্রষ্টা– মাইকেল অ্যাঞ্জেলো।
- পাবলো পিকাসো যে দেশের বিখ্যাত চিত্রকর – স্পেনের।
- 'গোয়ের্নিকা' (Guernica) বিখ্যাত চিত্রকর্ম – পাবলো পিকাসো।**
- সালভাদর ডালি – স্পেনের বিখ্যাত চিত্রকর।**
- ভিনসেন্ট ভ্যানগগ যে দেশের বিখ্যাত চিত্রকর – নেদারল্যান্ডস।
- 'সানফ্লাওয়ার' চিত্রটির চিত্রকর – ভিনসেন্ট ভ্যানগগ।*
- 'সানরাইজ' চিত্রটির চিত্রকর – ক্লদ মোনে।*
- 'সূর্যালোকে নগ্নমূর্তি' বিখ্যাত চিত্রকর্ম – পিয়েরে অগুস্ত রেনোয়া।*
- জ্যাকব এপস্টাইন – একজন ব্রিটিশ ভাস্কর।
- 'Club of Vienna'– ইউরোপের চিত্রশিল্পীদের একটি সংগঠন।

বিখ্যাত গ্রন্থ

বই	গ্রন্থকারের নাম
The Idea of Justic, Famine and Poverty, ফার্স্ট বয়েদের দেশ	অমর্ত্য সেন***
The Ultimate Fate of the Universe*	পদার্থ বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম
The Diary of a Young Girl**	আনা ফ্রাংকে
Pride and Prejudice	জন অস্টিন
The Brief History of Time**	স্টিফেন হকিন্স
The Time Machine	এইচ.জি ওয়েলস
The city of God	সেন্ট অগাস্টিন
September on Jessore Road***	এ্যালেন গিনেসবার্গ
The Republic***, Dialogue	প্লেটো
Discovery of India, Autobiography	জওহরলাল নেহেরু**
War and Peace**, Anna karenina	লিও টলস্টয় (রাশিয়া)
Sons and Lovers, The Rainbow	D.H Lowrence
India Wins Freedom**	Abul Kalam Azad
Almagest	মিশরের ভূগোলবিদ টলেমি
Wings of fire**, Turning points, Ignited minds	এপিজে আবদুল কালাম (১১তম রাষ্ট্রপতি)
The Spirit of the Laws	মন্টেস্কু
ইন দ্য লাইন অব ফায়ার	পারভেজ মোশাররফ
Under Ground	জুলিয়ান এ্যাসাঞ্জ
Dream from my Father, দ্যা ওডেসিটি অব হোপ, A Promised Land	বারাক ওবামা***
Power: A New Social Analysis, Political Ideals, Conquest of Happiness	বার্টান্ড রাসেল***
Tin Drum	গুন্টার গ্রাস
মিডনাইট চিলড্রেন, Satanic Verses	সালমান রুশদী
দ্যা ওল্ড ম্যান এন্ড দ্যা সি, A fare well to arms.**	আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
রবিনসন ক্রুসো**	ড্যানিয়েল ডিফো
Leaving History	হিলারী ক্লিনটন
হ্যারি পটার	জে.কে রাউলিং
ম্যান এন্ড সুপারম্যান, সেন্ট জোয়ান, Arms and the man	জর্জ বার্নাডশ**
জুলিয়াস সিজার, রোমিও-জুলিয়েট, এন্টনিও ক্লিওপেট্রা, কিং লেয়ার, Hamlet, Mecbeth, Othello	উইলিয়াম শেক্সপিয়ার**
প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস রিগেইন	জন মিল্টন
A Golden Age, The Good Muslim	তাহমিমা আনাম
ব্যাংকার টু পুওর	ড. মুহাম্মদ ইউনুস
Clash of Civilisition **	হান্টিংটন
রুবাইয়াত খৈয়াম	ওমর খৈয়াম
অরিজিন অব স্পিসিস	চার্লস ডারউইন

বিখ্যাত মনীষীর উক্তি**

- স্বপ্ন ঐটা না যেটা তুমি ঘুমিয়ে দেখ, স্বপ্ন ঐটি যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না– এপিজে আব্দুল কালাম।
- যদি বিশ্ববিদ্যালয় ভাল হয়, তবে দেশ ভাল হবে-জওহরলাল নেহেরু।
- Justice delayed is justice Denied – গ্লাডস্টোন
- Justice hurried is justice buried- গ্লাডস্টোন।
- Knowledge is Power– ফ্রান্সিস বেকন।
- এলাম দেখলাম জয় করলাম – রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার।
- "মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সর্বত্রই তাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়" – রুশো।
- "মানব সমাজের ইতিহাস মূলত শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস "– কার্ল মার্কস
- এটাও ইতিহাসের শিক্ষা যে কেউ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না- কার্ল মার্কস
- "Give me blood and I promise you freedom." নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।
- "Impossible is a word to be found in a fool's dictionary" – নেপোলিয়ন।
- "শাসক যদি হয় ন্যায়পরায়ণ তাহলে আইন অনাবশ্যক, আর শাসক যদি হয় দুর্নীতিপরায়ণ তাহলে আইন নিরর্থক"– প্লেটো।
- "যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা নেই" – জন লক।
- "Democracy is a government, of the people, by the people, for the people"– আব্রাহাম লিংকন।

- Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবেই দুর্নীতিগ্রস্থ করে)– Lord Acton
- "তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে শিক্ষিত জাতি দেব" – নেপোলিয়ন
- "এককালীন শান্তি সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয় " – মুসোলিনী।
- "আমাকে স্বাধীনতা দাও অথবা মৃত্যু দাও "– প্যাট্রিক হেনরি
- "ক্ষমতা মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করে, চরম ক্ষমতা চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করে" – বার্ট্রান্ড রাসেল।
- "Workers of the world unite."– কার্লমার্ক্স।
- "কাপুরুষেরা মরার আগে বহুবার মারা যায়, সাহসীরা একবার মৃত্যুবরণ করে"– শেক্সপিয়র।
- "আমি দুভার্গ্যকে স্বাগত জানাই-কারণ দুভার্গ্যের পরই সৌভাগ্য আসে"– আরনল্ড টমাস।
- "আইন হলো পক্ষপাতহীন যুক্তি"– এরিস্টটল।
- "যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সার্বজনীন"– হিটলার।
- "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"– জ্যাক রুশো।
- "সততাই সর্ব উৎকৃষ্ট পন্থা"– বেনজামিন ফ্রাংকলিন।
- "নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে" – গ্রেশাম।
- "প্রত্যেক মানুষই স্বভাবগতভাবে রাজনৈতিক জীব" – এরিস্টটল
- **"One People, One state, One Leader** – হিটলার
- **I am the Revolution** বলেছেন– নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
- "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই– চন্ডীদাস
- 'মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক', Leisure is the Mother of Philosophy বলেছেন– থমাস হবস

মহাসাগর

- পৃথিবীতে মহাসাগর আছে– ৫টি।

  ১) প্রশান্ত মহাসাগর ২) আটলান্টিক মহাসাগর ৩) ভারত মহাসাগর ৪) দক্ষিণ মহাসাগর ও ৫) উত্তর মহাসাগর।
- আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর– প্রশান্ত মহাসাগর।
- প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য দ্বীপরাষ্ট্র হল– ফিলিপাইন, পাপুয়া নিউগিনি, পালাউ, সলোমান দ্বীপরাষ্ট্র, হনলু।
- পৃথিবীতের বৃহত্তম, দীর্ঘতম, গভীরতম ও ত্রিভুজ আকৃতির মহাসাগর– প্রশান্ত মহাসাগর।***
- প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম স্থান হল – ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ।**
- পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর "গ্রেট বেরিয়ার রীফ" অবস্থিত– অস্ট্রেলিয়ার নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরে।**
- প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে রয়েছে– শ্বেত পর্বতমালা।
- আয়তনে দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর– আটলান্টিক মহাসাগর।
- আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম স্থান – নায়ার্স বা পোয়ের্টরিক
- আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্র হল– কেপভার্দে, সাওটোমে এ্যান্ড প্রিন্সিপে, বাহামা, বারমুডা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, গ্রিনল্যান্ড, কিউবা,সেন্ট হেলেনা ইত্যাদি।
- "টাইটানিক জাহাজ" ১৯১২ সালে নিমজ্জিত হয় – আটলান্টিক মহাসাগরে।
- আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত – আমেরিকা মহাদেশ।
- ভারত মহাসাগরের উল্লেখযোগ্য দ্বীপ – সিচেলিস, কমোরুস, মাদাগাস্কার, মরিশাস, মালদ্বীপ, দিয়াগো গার্সিয়া।
- ভারত মহাসাগরের গভীরতম স্থান – সুন্দা ট্রেঞ্চ।*
- আয়তনে তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর – ভারত মহাসাগর।
- আয়তনে সবচেয়ে ছোট মহাসাগর – উত্তর বা আর্কটিক মহাসাগর।
- ভূমধ্যসাগরের গভীরতম স্থান – মাতাপ্যান।

সাগর

- ➢ আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম সাগর – দক্ষিণ চীন সাগর।***
- ➢ আয়তনে বিশ্বের ছোট সাগর – বাল্টিক সাগর।
- ➢ বিশ্বের সবচেয়ে গভীরতম সাগর – ক্যারিবিয়ান সাগর।**
- ➢ যে দুই সাগরের মাঝে কোরিয়া দ্বীপ অবস্থিত– জাপান সাগর ও পীত সাগর
- ➢ ইজিবিয়ান সাগর অবস্থিত – গ্রিক ও তুরস্কের মধ্যবর্তী স্থানে।
- ➢ যে সাগরের তীরে সবচেয়ে বেশি দেশ অবস্থিত – ভূমধ্যসাগর।
- ➢ বিশ্বের প্রধান প্রধান কয়েকটি সাগর – ভূমধ্যসাগর, বেরিং সাগর, ওখটস্ক সাগর, কৃষ্ণ সাগর, লোহিত সাগর ইত্যাদি।

উপসাগর

- ➢ তিন দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকে উপসাগর বলে।
- ➢ বিশ্বের বৃহত্তম "গালফ" হিসেবে উপসাগর – মেক্সিকো উপসাগর।**
- ➢ বিশ্বের বৃহত্তম "বে" হিসেবে উপসাগর– বঙ্গোপসাগর।

আন্তর্জাতিক নদী

- ➢ বিশ্বের দীর্ঘতম নদী – নীলনদ।**
- ➢ নীলনদ প্রবাহিত হয়েছে– আফ্রিকার ১১ টি দেশের মধ্যে দিয়ে।
- ➢ নীলনদে উৎপত্তি- তানজানিয়ার ভিক্টোরিয়া হ্রদে এবং পতিত হয়েছে– ভূমধ্যসাগরে।
- ➢ বিশ্বের বৃহত্তম ও প্রশস্ততম নদী হল– আমাজান। **
- ➢ বিশ্বের গভীরতম নদী হল– কঙ্গো ***
- ➢ আমাজান নদী পতিত হয়েছে– আটলান্টিক মহাসাগরে।
- ➢ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পানি প্রবাহিত হয়–আমাজান নদী দিয়ে।
- ➢ আন্তর্জাতিক নদী বলা হয়– দানিয়ুব নদীকে।**
- ➢ উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম নদী– ম্যাকেঞ্জি।
- ➢ উত্তর আমেরিকা মহাদেশের যৌথভাবে বৃহত্তম নদী– মিসিসিপি-মিসৌরি।
- ➢ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম নদী– আমাজান নদী।
- ➢ ইউরোপ মহাদেশের বৃহত্তম নদী– ভলগা নদী। **
- ➢ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বৃহত্তম নদী– মারে ডার্লিং।
- ➢ পৃথিবীর যে নদীতে মাছ হয় না– জর্ডান নদী। **

বিশ্বের বিখ্যাত নদীর উৎপত্তি ও পতিতস্থল

নদীর নাম	দেশ/মহাদেশ	উৎপত্তি	পতিতস্থল
নীল নদ *	আফ্রিকা	ভিক্টোরিয়া হ্রদ	ভূমধ্যসাগর
আমাজান *	দক্ষিণ আমেরিকা	আন্দিজ পর্বতমালা	আটলান্টিক মহাসাগর
মারে ডার্লিং*	অস্ট্রেলিয়া	মাউন্ট কোসিয়াস্কো পর্বত	ভারত মহাসাগর
ভলগা**	রাশিয়া	ভলদাই পাহাড়	কাস্পিয়ান সাগর
দানিয়ুব	ইউরোপ	ব্ল্যাক ফরেস্ট	কৃষ্ণ সাগর

নদীর তীরবর্তী শহর

শহর	নদী	শহর	নদী
কলকাতা, ভারত	হুগলি	করাচি, পাকিস্তান	সিন্ধু
আগ্রা, ভারত	যমুনা	সিডনি, অস্ট্রেলিয়া*	মারে ডার্লিং
বাগদাদ, ইরাক	টাইগ্রিস/দজলা	বার্লিন, জার্মানি	স্প্রি
কারবালা, ইরাক**	ইউফ্রেটিস/ফোরাত	লন্ডন, যুক্তরাজ্য**	টেমস
আকিয়াব, ইয়াঙ্গুন, মিয়ানমার	ইরাবতী	প্যারিস, ফ্রান্স	সিন
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	মিনাম	অটোয়া, মন্ট্রিল, কানাডা	সেন্ট লরেন্স
হংকং, চীন	ক্যান্টন	নিউইর্য়ক, যুক্তরাষ্ট্র	হাডসন
বেইজিং, চীন	হোয়াংহো		

বিশ্বের কয়েকটি সমুদ্রবন্দর

দেশ	বন্দর	দেশ	বন্দর
মিশর	সুয়েজ, আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট সৈয়দ	দ. আফ্রিকা	ডারবান, কেপটাউন, ইস্ট লন্ডন
সিঙ্গাপুর	আলেকজান্দ্রিয়া পোয়েন্ট, সিঙ্গাপুর	পাকিস্তান	করাচি
মিয়ানমার	আকিয়াব, ইয়াঙ্গুন	ইরান	বন্দর আব্বাস, আবাদান
ইয়েমেন	এডেন	জর্ডান	আকাবা
ভারত	মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা	পর্তুগাল	লিসবন
ইসরায়েল	হাইফা	ব্রাজিল	রিওডি জেনেরিও
অস্ট্রেলিয়া	ডারউইন, সিডনি, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন	ভিয়েতনাম	হাইফং
বেলজিয়াম	অ্যান্টেওয়ার্প	পোল্যান্ড	ডানজিগ
কানাডা	ভ্যাঙ্কুভার	সেনেগাল	ডাকার

বিশ্বের বিখ্যাত হ্রদ

- ➢ চারদিক সম্পূর্ণভাবে স্থলবেষ্টিত প্রাকৃতিক পানিরাশিকে বলা হয়–হ্রদ।
- ➢ বিশ্বের বৃহত্তম হ্রদ– কাস্পিয়ান সাগর (পৃথিবীর ভূবেষ্টিত সাগর বলা হয়)
- ➢ পৃথিবীর বৃহত্তম লবণ হ্রদ– কাস্পিয়ান সাগর।
- ➢ **Dead Sea** হলো একটি– লবণাক্ত হ্রদ।
- ➢ আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ -ভিক্টোরিয়া হ্রদ।
- ➢ পৃথিবীর উচ্চতম হ্রদের নাম– টিটিকাকা হ্রদ।
- ➢ পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ– বৈকাল হ্রদ।
- ➢ সুপেয় পানির হ্রদ/মিঠাপানির হ্রদ বলা হয়– সুপিরিয়র হ্রদ।
- ➢ হাজার হ্রদের দেশ বলা হয়– ফিনল্যান্ডকে।

বিশ্বের কয়েকটি জলপ্রপাত

- ➢ বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত অবস্থিত– যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।
- ➢ বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম– অ্যাঞ্জেল ফলস।
- ➢ পানি পতনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত– গুয়ারিয়া, ব্রাজিল।
- ➢ আফ্রিকার বৃহত্তম ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উৎপত্তি– জাম্বেসী নদী থেকে।
- ➢ স্ট্যানলি ও লিভিংস্টোন জলপ্রপাত দুটি অবস্থিত– কঙ্গোতে।

বিশ্বের কয়েকটি অন্তরীপ

- ➢ *ভূ-ভাগের কোনো অংশ যদি সরু হয়ে সাগরের মধ্যে প্রসারিত হয়ে থাকে তবে তাকে অন্তরীপ বলে।*
- ➢ উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) অবস্থিত– দক্ষিণ আফ্রিকা
- ➢ সেন্ট ভিনসেন্ট অন্তরীপ অবস্থিত– পর্তুগাল
- ➢ ট্রাফালগার অন্তরীপ অবস্থিত– উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর।
- ➢ কন্যাকুমারী অন্তরীপ অবস্থিত– ভারত মহাসাগর।
- ➢ হর্ন অন্তরীপ অবস্থিত – চিলি।

গ্র্যান্ড খাল

- ➢ গ্র্যান্ড খাল অবস্থিত– চীনে, পৃথবীর দীর্ঘতম খাল– গ্র্যান্ড খাল।**
- ➢ পৃথিবীর প্রাচীনতম কৃত্রিম খাল– গ্র্যান্ড খাল।
- ➢ পৃথিবীর প্রশস্ততম ও গভীরতম খালের নাম – পানামা খাল।**
- ➢ কিয়েল খাল অবস্থিত– জার্মানিতে।
- ➢ কিয়েল খাল যে দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত– জার্মানি ও ডেনমার্ক।
- ➢ ম্যানচেস্টার খাল অবস্থিত– ইংল্যান্ড
- ➢ আমস্টারডাম খাল অবস্থিত– নেদারল্যান্ডস।

বিশ্বের বিখ্যাত পর্বতমালা

- ➢ পার্শ্ববর্তী এলাকার তুলনায় আংশিক খাড়া ঢালবিশিষ্ট সুউচ্চ ও সুবিস্তৃত বিশালাকৃতির শিলাস্তূপকে পর্বত বলে।
- ➢ পর্বত প্রধানত চার প্রকার। যথা।
  (ক) ভঙ্গিল, (খ) আগ্নেয় (গ) চ্যুতিস্তূপ, (ঘ) ল্যাকোলিথ।
- ➢ হিমালয়, আল্পস, ইউরাল, রকি হলো– ভঙ্গিল পর্বত।
- ➢ বিশ্বের সবচেয়ে খাড়া পর্বত হলো– রাকাপোশী পর্বত।

- ➢ অন্নপূর্ণা পর্বতের অবস্থান– নেপাল।
- ➢ বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতমালা– হিমালয়।
- ➢ ইউরোপের বৃহত্তম পর্বতমালা– আল্পস।
- ➢ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম পর্বতমালা– আন্দিজ পর্বতমালা।
- ➢ রকি পর্বতমালা অবস্থিত– যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।
- ➢ কারাকোরাম পর্বতমালা অবস্থিত– ভারত, পাকিস্থান, তাজিকিস্থন ও চীন।
- ➢ এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশকে বিভক্তকারী পর্বত– উরাল পর্বত।

বিশ্বের বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ

- ➢ বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের নাম– মাউন্ট এভারেস্ট।
- ➢ মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা– ৮৮৪৮.৮৬ মিটার।
- ➢ মাউন্ট এভারেস্ট অবস্থিত– নেপাল, তিব্বত।
- ➢ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের নাম– গডউইন অস্টিন (পাকিস্থান, চীন)
- ➢ আফ্রিকার দীর্ঘতম পর্বত শৃঙ্গ- কিলিমানজারো।
- ➢ অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ– কোসিয়াস্কো।
- ➢ জাপানের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ– ফুজিয়ামা।

বিশ্বের গিরিপথ

- ➢ খাইবার গিরিপথ অবস্থিত– পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে।
- ➢ আলপিনা গিরিপথ অবস্থিত– যুক্তরাষ্ট্র।
- ➢ বোলান গিরিপথ অবস্থিত– পাকিস্তান।

বিশ্বের মরুভূমি

- ➢ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমির নাম– সাহারা মরুভূমি।
- ➢ সাহারা মরুভূমি অবস্থিত– আফ্রিকা মহাদেশে (আফ্রিকার দুঃখ)।
- ➢ উষ্ণ মরুভূমি নামে পরিচিত– সাহারা মরুভূমি।
- ➢ থর মরুভূমি অবস্থিত– ভারত ও পাকিস্তান।
- ➢ গোবি মরুভূমি অবস্থিত – চীনের ও মঙ্গোলিয়া (এশিয়া মহাদেশ)
- ➢ গোলান মরুভূমি নিয়ে যে দুটি দেশের মধ্য সংঘাত– সিরিয়া ও ইসরায়েল।

বিশ্বের বিখ্যাত মালভূমি

- ➢ পৃথিবীর ছাদ বলা হয়– পামির মালভূমিকে।
- ➢ পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি– পামির মালভূমি।
- ➢ মধ্যপ্রাচ্যের মালভূমি– আনাতোলিয়া, তুরস্ক।
- ➢ পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি হচ্ছে- মধ্য ইউরোপীয় সমভূমি।

আন্তর্জাতিক দ্বীপ ও উপদ্বীপ

- ➢ বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপের নাম– গ্রিনল্যান্ড।
- ➢ গ্রিনল্যান্ড দ্বীপটি অবস্থিত– আটলান্টিক মহাসাগরে।
- ➢ গ্রিনল্যান্ড দ্বীপটির মালিক– ডেনমার্ক।
- ➢ হনসু দ্বীপটি অবস্থিত– জাপান সাগরে।
- ➢ জাপানের রাজধানী টোকিও অবস্থিত– হনসু দ্বীপে
- ➢ ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা অবস্থিত– মিন্দানাও দ্বীপে।
- ➢ আবু মুসা দ্বীপ অবস্থিত– পারস্য উপসাগরে।
- ➢ সেন্ট হেলেনা দ্বীপ অবস্থিত– দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে।

বিভিন্ন দেশের বিরোধপূর্ণ দ্বীপ

বিরোধপূর্ণ দ্বীপ	বিবাদমান দেশ
কুরিল দ্বীপপুঞ্জ ও শাখালীন দ্বীপপুঞ্জ	রাশিয়া ও জাপান
ফকল্যান্ড দ্বীপ (১৯৮২ সালে যুদ্ধ হয়)	ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনা
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ	বাংলাদেশ ও ভারত
স্প্রার্টলি দ্বীপপুঞ্জ***	চীন ও ভিয়েতনাম
আবু মুসা দ্বীপপুঞ্জ	সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরান
পেরিজিল বা লায়লা দ্বীপ*	স্পেন ও মরোক্ক
শাত-ইল-আরব*	ইরান ও ইরাক
সেনকাকু দ্বীপ ***	চীন ও জাপান
তাকেশিমা দ্বীপপুঞ্জ	জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া
নানশা দ্বীপপুঞ্জ	চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া
প্যারালেস দ্বীপ*	চীন-তাইওয়ান
নাগার্নো–কারাবাখ**	আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া

সামরিক ঘাঁটি

ঘাঁটির নাম	অবস্থান	মালিকানা	বিশেষ তথ্য
গুয়ান্তানামো বে	ক্যারিবিয়ান সাগরের উপকূলে	কিউবা	১৯০৩ থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। ক্যাম্প এক্সরে ও ক্যাম্প ডেল্টা নামে কারাগার স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র
ওকিনাওয়া	প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	জাপান	১৯৪৩ থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। রাইকিইউ দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ ওকিনাওয়া
ইউকুসুকু	প্রশান্ত মহাসাগর	জাপান	মার্কিন ৭ম নৌবহরের ঘাঁটি (১৯৪৩ থেকে)
গুয়াম	প্রশান্ত মহাসাগর	যুক্তরাষ্ট্র	মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। মার্কিন ভূখন্ডের অংশ। রাজধানী - হাগানা
দিয়াগো গার্সিয়া	ভারত মহাসাগর	যুক্তরাজ্য	১৯৬৮ সাল থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি

কতিপয় দেশের নতুন ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পূর্ব নাম	বর্তমান নাম	পূর্ব নাম
মদীনা	ইয়াসরিব	থাইল্যান্ড	শ্যামদেশ
জাপান	নিপ্পন	শ্রীলঙ্কা	সিংহল
চীন	ক্যাথে	লিবিয়া	ত্রিপলি
ইরান	পারস্য	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	জায়ার
ঘানা	গোল্ড কোস্ট	কম্বোডিয়া	কম্পুচিয়া
ইয়াংগুন	রেঙ্গুন	ইথিওপিয়া	আবিসিনিয়া
ফ্রান্স	গল	মাদাগাস্কার	মালাগাছি
কানাডা	ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকা	সুরিনাম	ডাচ গায়েনা
তিমুর লিসত	পূর্ব তিমুর	হারারে	সলসবেরি
তাইওয়ান	ফরমোজা	ইরাক	মেসোপটেমিয়া
জাম্বিয়া	উত্তর রোডেশিয়া	জার্মানি	ডয়েসল্যান্ড
জিম্বাবুয়ে	দক্ষিণ রোডেশিয়া	বেলিজ	ব্রিটিশ হন্ডুরাস
ইস্তাম্বুল	কনস্টানটিনোপোল	বেইজিং	পিকিং

যার যেখানে সূচনা/উদ্ভব

বিষয়	সূচনা/উদ্ভব	বিষয়	সূচনা/উদ্ভব
চিত্রকলা	ফ্রান্স	জাহাজ	মিসর
অপেরা	ইতালি	কৃষি, সেচ	মিসর, কায়রো
সংবাদপত্র	সুইডেন	বাজার ব্যবস্থা	মিসর, কায়রো
শেয়ার মার্কেট	ইংল্যান্ড	রিক্সা	জাপান
সভ্যতা	সিরিয়া	গণতন্ত্র	গ্রিস
অলিম্পিক	গ্রিস	লোহা	এশিয়া মাইনর
রেনেসাঁ		ফ্লোরেন্স নগরী, ইতালি	
কাগজ, কয়লা, চা, রেশম শিল্প, ফুটবল, মৃৎ শিল্প			চীন
ক্রিকেট, বিশ্ব টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন			ইংল্যান্ড
শ্রমিক বিপ্লব (শিকাগো), ভলিবল			যুক্তরাষ্ট্র

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি

প্রথম ভার্সাই চুক্তি– ১৭৮০

- ➢ স্বাক্ষরিত হয়– ১৭৮০ সালে।
- ➢ স্বাক্ষর করে– ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র।
- ➢ ফলাফল– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা চুক্তি।

দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি– ১৯১৯

- স্বাক্ষরিত হয়– ১৯১৯ সালে।
- স্বাক্ষর করে– প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি ও জার্মানি।
- ফলাফল– প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানির ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

মানবাধিকার চুক্তি– ১৯৪৮

- স্বাক্ষরিত হয়– ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮সালে।
- স্থান– জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে
- স্বাক্ষর করে– জাতিসংঘ
- মানবাধিকার কমিশনের সদর দপ্তর– জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (NPT)– ১৯৬৮

- NPT - Nuclear Non- proliferation Treaty
- স্বাক্ষরকারী দেশ– ১৮৮টি
- স্বাক্ষর করেনি– ইসরায়েল, ভারত এবং পাকিস্তান
- উদ্দেশ্য– পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তাররোধ।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি– ১৯৭৮

- স্বাক্ষরিত হয়– ১৯৭৮ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষ– মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট মোনাহেম বেচিন
- স্বাক্ষর করে– মিশর ও ইসরায়েল
- মধ্যস্থতাকারী– সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার।

ডেটন চুক্তি-১৯৯৫

- স্বাক্ষরিত হয় – ১৯৯৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে।
- স্বাক্ষর করে – বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো। উদ্দেশ্য – বসনিয়া যুদ্ধের সমাপ্তি করা।
- মধ্যস্থতাকারী – মার্কিন ৪২তম প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।
- নামকরণ – ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেটন শহরে এ চুক্তির বিষয়ে ঐক্যমত হয় ফলে ডেটন চুক্তি নামকরণ হয়।

গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি ১৯৯৬

- স্বাক্ষরিত হয়– ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালে।
- স্থান– নয়াদিল্লির হায়দারাবাদ হাউসে।
- স্বাক্ষর করে– বাংলাদেশ ও ভারত, মেয়াদকাল– ৩০ বছর।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি – ১৯৯৭

- চুক্তি হয় – ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন – বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আবুল হাসনাত ও জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)
- জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ীদের গেরিলা বাহিনী 'শান্তি বাহিনী" এর প্রতিষ্ঠাতা– মানবেন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমার বড় ভাই)
- পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় গঠিত হয়– ১৯৯৮ সালে
- পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান– জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

কিছু দুর্যোগ (খ ইউনিটের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ)

দুর্যোগ	ব্যাখ্যা
সুনামি	সুনামি শব্দের অর্থ– সমুদ্রের ঢেউ। সাগরের তলদেশে আঘাত হানা ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয়।
সাইক্লোন	বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট ঝড়কে বলা হয়।
হ্যারিকেন	আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট ঝড়কে বলা হয় হারিকেন।
টাইফুন	প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উৎপত্তি হওয়া ঝড়কে বলা হয় টাইফুন। সম্প্রতি ফিলিপাইনে আঘাত হানে টাইফুন হাইয়ান।
টর্নেডো	সাধারণ স্বল্প সময় নিয়ে স্বল্প এলাকায় হয়ে থাকে। স্থলভাগে উচ্চচাপ সৃষ্টির কারণে হয়।
ভূমিকম্প	ভূ-গর্ভে ভূমির স্থানচ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয়।

- অস্ট্রেলিয়া বা ওশেনিয়া মহাদেশের ঘূর্ণিঝড়কে বলে– উইলী উইলী
- জাপান উপকূল/ প্রশান্ত মহাসাগর/ ফিলিপাইনের ঘূর্ণিঝড়কে বলে– টাইফুন
- আটলান্টিক মহাসাগর/আমেরিকা অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়কে বলে– হ্যারিকেন
- ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়কে বলে– জোয়ান
- টর্নেডোর উৎপত্তি – স্প্যানিশ শব্দ Tornada থেকে
- সাইক্লোন শব্দের অর্থ– বৃত্ত/চাকা/সাপের কুণ্ডলী
- বাংলাদেশ মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে– ১৯৯০ সালে
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সামগ্রী সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়– ১৯৯৫ সালে
- বাংলাদেশ ওজোনস্তর গঠন করে– ১৯৯৬ সালে

Green Cross

- সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত – পরিবেশ সংস্থা।
- প্রতিষ্ঠা – ১৯৯৩। সদর দপ্তর – মস্কো, রাশিয়া।

পরিবেশ বিষয়ক অন্যান্য তথ্য

- জলবায়ু আইনটি প্রথম হয় – কানাডায় (১৯৮৭ সালে)।
- পরিবেশ আন্দোলনের জনক – হেনরি ডেভিট থ্যারো (USA)।
- পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী দেশ – চীন ও যুক্তরাষ্ট্র [৪৫% কার্বন নিঃসরণ করে]।
- গ্রীনহাউজ গ্যাস – ৬টি। কার্বণ প্রভাবমুক্ত প্রথম দেশ – ভুটান।
- ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের আবিষ্কারক– Prof. T. Midgley
- ২০১১ সালের সুনামিতে জাপানের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া পারমাণবিক চুল্লি - ফুকুশিমা-১।
- বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত হয়– ২০০৯ সালে
- কার্বন সূচক চালু করে – ফিনল্যান্ড (১৯৯৪) ও অস্ট্রেলিয়া (২০১২)।
- পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে – বাংলাদেশ (২০১০)
- বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রতিবাদ জানিয়ে হিমালয়ের চূড়ায় মন্ত্রিসভার বৈঠক করে– নেপাল এবং ভারত মহাসাগরের নিচে বৈঠক করে–মালদ্বীপ (২০০৯ সালে)
- এমডিজির ৭নং লক্ষ্যমাত্রা আছে – টেকসই উন্নয়নের কথা
- এসডিজির ১৩নং লক্ষ্যমাত্রায় আছ – জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কথা।
- বাংলাদেশ সরকার পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে – ১৩টি
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (NPDM- National Plan for Disaster Management) গ্রহণ করে– ৫টি ধাপে

সবুজ জলবায়ু তহবিল

- গঠনের সিদ্ধান্ত – ২০০৯ সালে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (প্রতিষ্ঠা: ২০১০)
- সদর দপ্তর – ইনচিয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া

কিছু শব্দের ভিন্নার্থক

স্ট্যাচু সংক্রান্ত শব্দের বিখ্যাত স্থাপত্য

- স্ট্যাচু অব লিবার্টি- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- স্ট্যাচু অব পিস- নাগাসাকি, জাপান।
- স্ট্যাচু অব ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার- ব্রাজিল।
- স্ট্যাচু অব ডেমোক্রেসি- হংকং।

প্রাসাদ সংক্রান্ত শব্দের বিখ্যাত স্থান

- মালকান প্রাসাদ- ম্যানিলা, ফিলিপাইন।
- প্লানলেট প্রাসাদ- রিওডি জেনেরিও, ব্রাজিল
- পোতালা প্রাসাদ- তিব্বত।

ওয়াল সংক্রান্ত শব্দের বিখ্যাত স্থান

- গ্রেট ওয়াল-চীনের মহাপ্রাচীর।
- ওয়েলিং ওয়াল- জেরুজালেমে অবস্থিত ইহুদীদের পবিত্র স্থান।
- ভিয়েতনাম ওয়াল- ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত (ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে)

স্ট্রিট সংক্রান্ত শব্দের বিখ্যাত স্থান

- বন্ড স্ট্রিট- জুয়েলারী শিল্পের জন্য বিখ্যাত, লন্ডন।
- ওয়াল স্ট্রিট- শেয়ার বাজারের জন্য বিখ্যাত, নিউইয়র্ক।
- ফ্লীট স্ট্রিট- সংবাদপত্রের জন্য বিখ্যাত লন্ডন।

পোর্ট সংক্রান্ত শব্দের বিখ্যাত স্থান

- পোর্ট অব স্পেন- ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর রাজধানী।
- পোর্ট অব প্রিন্স- হাইতির রাজধানী/সমুদ্রবন্দর।
- পোর্ট ব্লেয়ার- আন্দামান-নিকোবরের রাজধানী/সমুদ্রবন্দর।
- পোর্ট স্ট্যানলি- জিব্রাল্টারের রাজধানী/ সমুদ্রবন্দর।
- পোর্ট মৌসার্বি- পাপুয়া নিউগিনির রাজধানী/সমুদ্রবন্দর।
- পোর্ট সৈয়দ- মিশরের সমুদ্রবন্দর।

ব্ল্যাক সংক্রান্ত শব্দের বিবিধ

- ব্ল্যাক ক্যাট- ভারতের কমান্ডো বাহিনী
- ব্ল্যাক সী- কৃষ্ণ সাগর।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল- কালো জাতের ছাগল
- ব্ল্যাক কোয়ার্টার- গবাদী পশুর রোগ।
- ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর- ফিলিস্তিনির গেরিলা দল।
- ব্ল্যাক শার্ট- ইতালির মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দল।

ওয়াচ সংক্রান্ত শব্দের বিবিধ

- হিউম্যান রাইটস ওয়াচ- মার্কিন মানবাধিকার গ্রুপ।
- ওয়ার্ল্ড ওয়াচ- মার্কিন পরিবেশবাদী গ্রুপ।

ভিন্নার্থক শব্দ

- মিন্দানাও- ফিলিফাইনের মুসলিম অধ্যুষিত একটি দ্বীপ।
- ওয়াটার গেট- ওয়াশিংটনের একটি বাণিজ্যিক ভবন।
- পেন্টাগন- যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর।

হাউজ সংক্রান্ত শব্দ

- বুশ হাউজ-বিবিসি কার্যালয়, লন্ডন (যুক্তরাজ্য)।
- ফ্রিডম হাউজ- মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের একটি সংগঠন।
- ব্লেয়ার হাউজ- মার্কিন প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবন, ওয়াশিংটন।
- ইন্ডিয়া হাউজ- ভারতের দূতাবাস, লন্ডন।
- ইকোলজি হাউজ- বিল গেটসের বাসভবন, পেনসিলভেনিয়া (যুক্তরাষ্ট্র)

টাউন সংক্রান্ত শব্দের বিখ্যাত স্থান

- ফ্রি টাউন- সিয়েরা লিওনের রাজধানী।
- ব্রিজ টাউন- বার্বাডোজের রাজধানী, জর্জ টাউন- গায়ানার রাজধানী।

টাওয়ার সংক্রান্ত শব্দের বিখ্যাত স্থাপত্য

- এলিজাবেথ টাওয়ার- লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার- কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।
- টুইন টাওয়ার- নিউইয়র্ক (বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত)।
- ফ্রিডম টাওয়ার- টুইন টাওয়ার ধ্বংসস্থলে নির্মিত টাওয়ার, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
- সিয়ার্স টাওয়ার- শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র (স্থপতি - ফজলুর রহমান খান)
- ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার- টোকিও, জাপান।
- ওয়াটার টাওয়ার- শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র, সিএন টাওয়ার- প্যারিস, ফ্রান্স।
- বিশ্বের উচ্চতম টাওয়ার/ভবন– বুর্জ খলিফা, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত

আন্তর্জাতিক পুরস্কার

নোবেল পুরস্কার **

- বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার– নোবেল পুরস্কার।
- নোবেল পুরস্কার চালু হয়– ১৯০১ সালে।
- নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক– সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল।
- ডিনামাইটের আবিষ্কারক– ড. আলফ্রেড নোবেল (১৮৬৭ সাল)।
- ১৯৬৮ সালে সুইডেনের কেন্দ্রিয় ব্যাংক 'The Sveriges Riksbank'– অর্থনীতিতে নোবেল চালু করেন।
- নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়– ৬টি বিষয়ে (চিকিৎসা, পদার্থ, রসায়ন, সাহিত্য, শান্তি, অর্থনীতি)।
- পূর্বে নোবেল পুরস্কার দেয়া হতো– ৫টি বিষয়ে।
- অর্থনীতিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়– ১৯৬৯ সালে।
- চিকিৎসায় নোবেল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান - ক্যারোলিন্সকা ইনস্টিটিউট।
- পদার্থ, রসায়ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রদান করেন - রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স।
- সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে - সুইডিশ একাডেমি।
- শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করেন- নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি (নরওয়ে)
- প্রথম এশীয় হিসাবে নোবেল পুরস্কার পান– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩ সালে)
- উপমহাদেশে প্রথম বিজ্ঞানি হিসাবে নোবেল পুরস্কার পান– সি.ভি. রমন, ১৯৩০
- এ পর্যন্ত ৪ জন বাঙালি নোবেল পুরস্কার পান– ১.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩), ২.অমর্ত্য সেন (১৯৯৮), ৩. ড. মুহম্মদ ইউনূস (২০০৬), ৪.অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় (অর্থনীতি-২০১৯)।
- দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের ওপর গবেষণা করে কল্যাণ অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – অমর্ত্য সেন (১৯৯৮ সালে)
- প্রথম মুসলমান হিসেবে নোবেল পান– আনোয়ার সাদাত, ১৯৭৮ (মিশর)
- স্বেচ্ছায় নোবেল ত্যাগ করেন– ২ জন (১. জাঁ পল সার্ত্রে, ফ্রান্স ১৯৬৪ সাল ২. লি ডাক থো, ভিয়েতনাম ১৯৭৩ সাল)
- মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন - তিন জন। (কার্লফেল্ড, দ্যাগহেমার শোল্ড, রালফ স্টেইনম্যান)।
- মুসলিম বিশ্বে নোবেল বিজয়ী ১ম আরব সাহিত্যিক - নাগিব মাহফুজ (১৯৮৮), মিশর।
- উপমহাদেশে প্রথম মুসলিম হিসেবে নোবেল পান– আব্দুস সালাম, পাকিস্তান

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম নারী

- প্রথম নোবেল বিজয়ী নারী– মাদাম কুরি, পোল্যান্ড (পদার্থবিজ্ঞান- ১৯০৩ ও রসায়ন- ১৯১১ সাল)।
- শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম নারী– বার্থাবন সুটনার (অস্ট্রিয়া)
- সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম নারী– সেলমা লেগারলফ (সুইডেন)
- অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম নারী– এলিনর অস্ট্রম (যুক্তরাষ্ট্র), ২০০৯
- শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলিম নারী– শিরিন এবাদি, ইরান (২০০৩)
- সর্বকনিষ্ঠ নোবেল বিজয়ী- মালালা ইউসুফ জাই, পাকিস্তান (২০১৪)

বিবিধ তথ্য

- একজন রাজনীতিবিদ হয়েও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান– উইনস্টন চার্চিল (১৯৫৩ সালে 'The Second world war' গ্রন্থের জন্য)।
- একজন দার্শনিক হয়েও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান– বার্ট্রান্ড রাসেল (১৯৫০)
- সংগীত শিল্পী হয়েও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান– বব ডিলান (২০১৬)।
- মনোবিজ্ঞানী হয়েও অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারপান - ড্যানিয়েল ক্যানিম্যান (২০০২)।
- মুসলমানরা এ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার পায়নি – অর্থনীতি ও চিকিৎসায়।
- সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখান করেন – ২ জন (রাশিয়ার বরিস পেস্তারনেক, ১৯৫৮ এবং ফ্রান্সের জাঁ পল সার্ত্রে, ১৯৬৪)
- সর্বাধিকবার (৩ বার -১৯১৭, ১৯৪৪, ১৯৬৩) শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী – International Committee of the Red Cross (ICRC)

পুলিৎজার পুরস্কার

- সাংবাদিকদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার– পুলিৎজার পুরস্কার।
- পুরস্কার চালু– ১৯১৭ সালে।
- নামকরণ হয়– যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজারের নামানুসারে।
- পুরস্কার প্রদান করে– যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

অন্যান্য পুরস্কার

- চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার– অস্কার (অস্কার চালু হয়- ১৯২৮ সালে)
- অস্কার পুরস্কার প্রথম দেওয়া হয়– ১৯২৯ সালে
- অস্কার দেওয়া হয়– ১৯২৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের লস এ্যাঞ্জেলসের হলিউড এর ডলবি হাউজ থেকে।
- এশিয়ার নোবেল বলা হয়– রামন ম্যাগসেসে পুরস্কারকে
- ১৯৫৭ ম্যাগসেসে পুরস্কার চালু করে– ফিলিপাইন (এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৩ জন ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করে) সর্বশেষ – করভি রাখসান্দ।

- সাহিত্যের নোবেল বলা হয়– বুকার পুরস্কারকে (ব্রিটেন থেকে দেওয়া হয়)
- ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে মর্যাদপূর্ণ পুরষ্কর – বুকার পুরস্কার।
- সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার– পুলিৎজার পুরস্কার (১৯১৭ সাল থেকে)
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে অস্কার লাভ করেন– নাফিস বিন জাফর (২০০৭, ২০১৫)
- ১ম বাংলাদেশি হিসেবে পুলিৎজার পুরস্কার পান– পনির হোসেন, ২০১৮
- ইউরোপীয় পার্লামেন্ট 'মানবাধিকার এবং মুক্ত চিন্তার মৌলিক বিকাশের' জন্য পুরস্কার দেন – শাখারভ (চালু – ১৯৮৮)
- স্থাপত্য শিল্পের অবদানের প্রদান করা হয় – আগাখান পুরস্কার।
- UNDP ২০০১ সাল থেকে বিশ্বে শান্তিতে নারীর অবদানের জন্য দেওয়া হয় – মিলেনিয়াম শান্তি পুরস্কার।

খেলাধুলা

অলিম্পিক গেমস্

- বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া অনুষ্ঠান– অলিম্পিক গেমস্।
- অলিম্পিক পতাকায় বৃত্ত রয়েছে– ৫টি।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য যে অলিম্পিক– প্যারা অলিম্পিক।
- অলিম্পিক জাদুঘর অবস্থিত– সুইজারল্যান্ডের লাউসানে
- বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে– ১৯৮৪ সালে (লস এঞ্জেলসে- ২৩তম আসরে)
- অলিম্পিকের রিং রয়েছে– ৫টি (এশিয়ার রিং–হলুদ, ইউরোপের– নীল, আমেরিকা–লাল, আফ্রিকার– কালো, ওশেনিয়ার– সবুজ)

ফুটবল

- জন্ম– চীন
- ফুটবলের উর্বর ভূমি হিসেবে খ্যাত– ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশ।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল– ১৯৩০ সালে (উরুগুয়ে)।
- FIFA বিশ্বকাপ ফুটবল চালু করে– ১৯৭৪ সালে।
- একটি আদর্শ ফুটবলের ওজন– ১৪-১৬ আউন্স।
- বিশ্ব ফুটবলের প্রধান সংস্থা– FIFA।
- FIFA প্রতিষ্ঠা হয়– ১৯০৪ সালে।
- FIFA সদর দপ্তর– জুরিখ, সুইজারল্যান্ড।
- বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করে– ১৯৮৬ সালে।

ক্রিকেট

- জন্ম– ইংল্যান্ড
- 'ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্য– ৬৬ফুট বা ২২ গজ।
- 'ক্রিকেটের মক্কা' বলা হয়– লর্ডস, ইংল্যান্ডের স্টেডিয়ামকে।
- প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট হয়– ইংল্যান্ডে (১৯৭৫ সালে)
- প্রথম মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট হয়– ১৯৯৩ সালে
- টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম অনুষ্ঠিত হয়– ২০০৭ সালে (চ্যাম্পিয়ন হয়– ভারত)
- 'ক্রিকেটের রাজপুত্র' বলা হয়– ব্রায়ান চার্লস লারাকে
- ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রক– ICC, ICC প্রতিষ্ঠা– ১৯০৯ সালে।
- সদর দপ্তর– দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

বিবিধ খেলাধুলা

- প্রথম কমনওয়েলথ গেমস্ অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৩০ সালে (কানাডার হ্যামিল্টনে)
- বাংলাদেশ প্রথম কমনওয়েলথ গেমস্-এ অংশগ্রহণ করে– ১৯৭৮ সালে।
- বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন খেলা– হকি, হকি খেলার উৎপত্তি– মিশরে।
- প্রথম বিশ্বকাপ হকি খেলায় চ্যাম্পিয়ন দেশ– পাকিস্তান।
- দাবা খেলার উৎপত্তি– ভারতে।
- গ্রান্ড মাস্টার খেতাব অর্জনকারী উপমহাদেশের প্রথম দাবাড়ু– নিয়াজ মোর্শেদ
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাড়ু– রাণী হামিদ।
- বাংলাদেশের দাবাড়ুরা 'গ্রান্ড মাস্টার' খেতাব পেয়েছেন– ৫জন।
- 'গ্যারি কাসপারর্ভ' নামটি জড়িত– দাবা খেলার সাথে।
- মাইকেল জর্ডান নামটি জড়িত– বাস্কেট বল খেলার সাথে।

খেলাধুলা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রথম আসার

প্রতিযোগিতা	প্রথম	স্বাগতিক দেশ	সময়
গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	১৮৯৬	এথেন্স, গ্রিস	৪ বছর
শীতকালীন অলিম্পিক	১৯২৪	শামেনিক্স, ফ্রান্স	
কমনওয়েলথ গেমস	১৯৩০	হ্যামিল্টন, কানাডা	
এশিয়ান গেমস	১৯৫১	নতুন দিল্লি	
সাউথ এশিয়ান গেমস (SA/ SAF)	১৯৮৪	কাঠমান্ডু, নেপাল	২ বছর

বিভিন্ন খেলা ও ট্রফি

ট্রফি	খেলা
কলম্বো কাপ, মারদেকা কাপ, প্রেসিডেন্ট কাপ	ফুটবল
অ্যাসেজ	ক্রিকেট
ডেভিস কাপ	বিশ্ব লন টেনিস
করবিল কাপ, সোয়েথালিং কাপ	বিশ্ব টেনিস (নারী), বিশ্ব টেনিস (পুরুষ)
কানাডা কাপ	গলফ
ডারবি	ঘোড়দৌড়
রাইডার কাপ	হকি
কিংস কাপ	এয়ার রেস (বিমান দৌড়)

জাতীয় খেলা (National Sports)

দেশ	জাতীয় খেলা	দেশ	জাতীয় খেলা
যুক্তরাষ্ট্র	বেসবল	জাপান	সুমো (এক প্রকার কুস্তি)
ইংল্যান্ড	ক্রিকেট	স্পেন	ষাঁড়ের লড়াই
চীন	টেবিল টেনিস	শ্রীলঙ্কা, নেপাল	ভলিবল
মালয়েশিয়া	Sepak Takraw	ভারত, পাকিস্তান	ফিল্ড হকি
ইন্দোনেশিয়া	ব্যাডমিন্টন	রাশিয়া	ব্যান্ডি
ভুটান	আর্চারি/ তীরন্দাজি/ধনুবিদ্যা	আফগানিস্তান	বাজকাশি
বাংলাদেশ	হা ডু ডু/কাবাডি	স্কটল্যান্ড	গলফ

- বুল ফ্লাই ফাইটে যে লড়াই করে তাকে বলে – ম্যাটাডোর।

বিশ্ব ইতিহাস ও সভ্যতা

সভ্যতা	অবদান/বিশেষ তথ্য
মিসরীয়/নীল সভ্যতা	• অবস্থান – নীল নদের তীরে • হায়ারোগ্লিফিকস মিসরীয় লিপি/ লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন। অর্থ– পবিত্রলিপি। • ১২ মাসে ১ বৎসর, ৩০ দিনে ১মাস গণনা রীতি চালু • প্যাপিরাসের ব্যবহার করেন। • মিশরীয় রাজাদের বলা হতো – ফারাও। • মিশরীয়দের প্রধান দেবতা ছিল – আমুন।
মেসোপটেমিয়া	• পরিচিতি – পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা/ সভ্যতার • উৎপত্তিস্থল- তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস, ইরাক। • মেসোপটেমিয়া অর্থ – দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। • মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতা – ৪টি (সুমেরীয়, অ্যাসেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও ক্যালেডীয়)
সুমেরীয়	• অবস্থান – ইরাক। • গিলগামেশ নামে ইতিহাসের প্রথম মহাকাব্য রচনা • কিউনিফর্ম নামে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। • অবদান – চাকা, জলঘড়ি, চন্দ্রপুঞ্জিকা আবিষ্কার করে।
অ্যাসেরীয়	• অবস্থান – টাইগ্রিস নদীর তীরে, ইরাক। • যুদ্ধে সর্বপ্রথম লোহার অস্ত্র ব্যবহার করে। • বৃত্তকে ৩৬০° তে ভাগ করা
ব্যাবিলনীয়	• অবস্থান – ইরাক। • ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি ও আইন সংকলক – হাম্মুরাবি • পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইন ও পঞ্জিকার প্রচলন করেন। • পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র পাওয়া যায় – ব্যাবিলনের গাথুন শহরে
ক্যালেডীয়	• অবস্থান – ইরাক। • ক্যালেডীয় রাজা নেবুচাঁদ নেজার ইরাকে ব্যাবিলনের শূন্য বা ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি করেন। • সর্বপ্রথম সপ্তাহকে ৭ দিন ও প্রতিদিনকে ১২ জোড়া ঘণ্টায় বিভক্ত করেন।
ফিনিশীয়	• অবস্থান – লেবানন। ইতিহাসের শেষ সভ্যতা– ফিনিশীয় • বর্ণমালা (২২টি) উদ্ভাবন করেন।
রোমান	• অবস্থান – ইতালি • সবচেয়ে বড় অবদান ছিল আইনের ক্ষেত্রে। • কলোসিয়াম নামে সপ্তমাশ্চার্য অবস্থিত – ইতালিতে।
সিন্ধু	• অবস্থান – পাকিস্তান। উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা • সময় – ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব-১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত। • সিন্ধু নদের তীরে গড়ে উঠে • আবিষ্কৃত দু'টি নগর– পাকিস্তানের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো • ১৯২১ সালে দয়ারাম সাহানী হরপ্পা নগরী এবং ১৯২২ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার করেন • বড় অবদান– পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা, সিল মোহর, বাটখারা ও স্কেলের ব্যবহার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।

- চীনের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন – কনফুসিয়াস।
- চীনের প্রাচীনতম দার্শনিক ছিলেন – লাওৎসে।
- মানুষের হাতে তৈরি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্থাপনা – চীনের মহাপ্রাচীর।
- হেলেনিস্টিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো – মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায়।
- পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র অংকন, নগর সভ্যতা ও গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে– গ্রিসে
- পেরুর মাচুপিচু হলো – ইনকা সভ্যতার নিদর্শন।
- হিব্রু সভ্যতা গড়ে উঠে – জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

- ১৯৯৭ সালে মুদ্রা সংকট/এশিয়ান কনট্যাগিয়ন প্রথম দেখা দেয়– থাইল্যান্ড
- মার্কিন গৃহ যুদ্ধের সময় আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রে কাগজের মুদ্রা প্রচলন করে– Greenback
- নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে' বলেছেন- থমাস গ্রেশাম
- মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে– রপ্তানি বাড়ে এবং আমদানি হ্রাস পায়।
- বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক ইতালির– ব্যাংক অব ভেনিস (১১৫৭ খ্রি.)
- বিশ্বের ১ম কেন্দ্রীয় ব্যাংক– সুইডেনের 'Sveriges Riksbank' (১৬৬৮)
- পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম– State Bank of Pakistan.
- অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম– Identity and Violence: The Illusion of destiny, Home in the World: A Memoir.
- GAVI Foundation প্রতিষ্ঠাতা– বিল গেটস।
- ১৯৭৮ সালে হেলসিংকি ওয়াচ নামে প্রতিষ্ঠিত হয় মানবাধিকার সংগঠন– হিউম্যান রাইট ওয়াচ (সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র)
- যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান– WRI (World Resources Institute) প্রতিষ্ঠা- ১৯৮২ সালে।
- পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রীষ্মমণ্ডলীয়/ক্রান্তীয় ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল (Tropical Rain Forest) বলা হয়– আমাজন বনকে, একে পৃথিবীর ফুসফুসও বলা হয়।
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শীতল মরুভূমি– দক্ষিণ মেরুর মরুভূমি।
- আন নাফুদ, দাহনা মরুভূমি অবস্থিত– সৌদি আরব।
- ১৮৬৩ সালে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করে– ভেনিজুয়েলা।
- বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ জাতীয় সংগীত রয়েছে– গ্রিসের।
- হেনরি কিসিঞ্জারের বিখ্যাত গ্রন্থ– White House Years
- জিমি কার্টারের আত্মজীবনী গ্রন্থ– White House Diary.
- If there is no opposition, there is no democracy বলেছেন– আইভর জেনিংস।
- মিডিয়া মোঘল বলা হয়– রুপার্ট মারডক (অস্ট্রেলিয় আমেরিকান নাগরিক)
- যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ব্যবসা ভিত্তিক একটি ম্যাগাজিন– Forbes.
- লিংকন হাউজ হলো– ভারতের মুম্বাইয়ের একটি প্রাসাদ।
- ইন্ডিয়ান হাউজ– লন্ডনভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সংগঠনের কার্যালয়
- উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জাদুঘর– কলকাতা জাদুঘর (১৮১৪)
- 'One Hundred Years of Solitude' (নিঃসঙ্গতার একশত বছর), Love in the time of Cholera গ্রন্থের লেখক– কলম্বিয়ার স্প্যানিশ ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ।
- ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী (Weapons for Mass Destruction-WMD) অস্ত্র রয়েছে অভিযোগে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ করে– ২০ মার্চ, ২০২৩ (এই অভিযানের নাম- Operation Iraqi Freedom)
- গোয়েন্দা নজরদারির সাথে জড়িত 'Five Eyes' দেশ হলো– যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।
- সম্প্রতি বেলুন বাহিনীর মাধ্যমে নজরদারি করছে– চীন।
- সম্প্রতি মহাকাশ বাহিনী তৈরি করেছে– যুক্তরাষ্ট্র।

তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার (ICT)

- পৃথিবীর প্রথম গণনাযন্ত্রের নাম- অ্যাবাকাস।
- কম্পিউটারের আবিষ্কারক- হাওয়ার্ড অ্যাইকিন।
- কম্পিউটারের জনক- চার্লস ব্যাবেজ। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক।
- প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডেটা সংরক্ষিত থাকে– ক্লিপবোর্ডে।
- প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার- অ্যাডা অগাস্টা (কবি লর্ড বায়রনের কন্যা)
- কম্পিউটার সফটওয়্যার জগতে নামকরা প্রতিষ্ঠান- মাইক্রোসফট কর্পোরেশন (যুক্তরাষ্ট্র)।
- আইপ্যাড (i-Pad)- ট্যাবলেট কম্পিউটার।
- বাংলাদেশে প্রথম ব্যবহৃত বাংলা ফন্ট- একুশে, লেখনী, বৈশাখী প্রভৃতি।
- বিজয় কী বোর্ড আবিষ্কার করেন– আব্দুল জব্বার
- অভ্র কী বোর্ড আবিষ্কার করেন– মেহেদী হাসান
- মুদ্রিত লেখা সরাসরি Input নেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়– OCR
- কম্পিউটারের স্থায়ী/প্রধান স্মৃতি শক্তিকে বলে- ROM.
- বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্প্রেডসিট প্রোগ্রাম- Microsoft Excel

Input Device	কী বোর্ড, মাউস, পেনড্রাইভ, MICR, OMR, OCR, ওয়েব ক্যাম, লাইট পেন, স্ক্যানার, বারকোর্ড রিডার, সেন্সর, মাইক্রোফোন, টার্মিনাল
Output Device	মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, প্রজেক্টর, হেডফোন, প্লটার
Input Output Device	মডেম, টাচস্ক্রিন, ডিজিটাল ক্যামেরা, সিডি, ডিভিডি

- বর্তমানে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন (Search engine) - ইয়াহু, গুগল, আস্ক ডট কম, পিপীলিকা, চরকি প্রভৃতি।
- Google হলো সবচেয়ে জনপ্রিয়- সার্চ ইঞ্জিন। প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেইজ ও সের্জেই ব্রিন।
- ইউটিউবের জনক- চ্যাড হারলি, স্টিভ চ্যান ও জাভেদ করিম (১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ সালে)।
- Firefox – উন্মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম।
- প্রথম বাংলা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম– বেশতো বা BESHTO
- বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের জোট – অ্যামটব।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্মার্টফোন কোম্পানি – স্যামসাং।
- সম্প্রতি ফিনল্যান্ডভিত্তিক মোবাইল ফোন 'নোকিয়া' ও 'লিঙ্কড-ইন'-কে কিনে নেয় – মাইক্রোসফট।
- 'সিবিট এক্সপো' নামে কম্পিউটার মেলা হয় – জার্মানির হ্যানোভারে।
- ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত অনলাইন মার্কেটিং 'আলীবাবা ডটকম'-এর প্রতিষ্ঠাতা – চীনের জ্যাকমা।
- বিশ্বের প্রথম যে দেশে 'সেলফি'র প্রচলন হয় – অস্ট্রেলিয়া।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আরো কিছু তথ্য

- যে মাধ্যমে আলোর পালস ব্যবহৃত হয় – অপটিক্যাল ফাইবার।
- ই-মেইল গ্রহণ করার অধিক ব্যবহৃত প্রটোকল – POP3।
- মাইক্রোসফটের প্রথম প্রোগ্রাম – MS DOS।
- কম্পিউটার নেটওয়ার্কে **OST** মডেমের স্তর – ৭টি।
- যে প্রটোকল ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়– TCP/IP
- যে চিহ্নটি ই-মেইল ঠিকানায় অবশ্যই থাকবে – @।
- ই-কমার্স সাইট **amazon.com** প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৯৪ সালে।
- EDSAC কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণের জন্য যে ধরনের মেমোরি ব্যবহার করা হতো –Mercury Delay Lines।
- কম্পিউটার সিপিইউ **(CPU)** এর যে অংশ গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে – এ.এল.ইউ (ALU)।
- এনড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে সঠিক হলো – এটির নির্মাতা গুগল, এটি লিনাক্স (Linux) কার্নেল নির্ভর, এটি প্রধানত টাচস্ক্রিন মোবাইল ডিভাইসের জন্য তৈরি।
- আইওএস (IOS) মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমটি বাজারজাত করে– অ্যাপল
- **TCP** দিয়ে বুঝানো হয় – প্রোটোকল।
- ই-মেইল আদান প্রদানে ব্যবহৃত– SMTP
- যে মেমোরিটি **Non-volatile** – ROM।
- নিম্নস্তরের ভাষা হিসেবে অভিহিত করা হয় – যান্ত্রিক ভাষা (Machine Languge) এবং অ্যাসেম্বলি ভাষাকে (Assembly Language)।
- উচ্চ স্তরের ভাষা হিসাবে অভিহিত করা হয় – বেসিক (BASIC), সি (C), সি ++, জাভা, প্যাসকাল, ফোরট্রান, কোবল ইত্যাদি যাকে তৃতীয় প্রজন্মের ভাষাও বলা হয়।

৮ বিট	১ বাইট	১০২৪ ট্যারাবাইট	১ পেটাবাইট
১০২৪ বাইট	১ কিলোবাইট	১০২৪ পেটাবাইট	১ এক্সাবাইট
১০২৪ কিলোবাইট	১ মেগাবাইট	১০২৪ এক্সাবাইট	১ জেটাবাইট
১০২৪ মেগাবাইট	১ গিগাবাইট	১০২৪ জেটাবাইট	১ ইয়োটাবাইট
১০২৪ গিগাবাইট	১ ট্যারাবাইট	১০২৪ ইয়োটাবাইট	১ ব্রন্টোবাইট

- ১০২৪ ব্রন্টোবাইট= ১ জিওপবাইট।
- **Wi-fi** যে স্ট্যান্ডার্ড-এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে – IEEE 802.11
- যে যন্ত্রে সাধারণ ইনফ্রারেড ডিভাইস ব্যবহার করা হয়– TV রিমোর্ট কন্ট্রোলে
- **8086** যত বিটের মাইক্রোপ্রসেসর – ১৬ বিটের।
- যেটি ডাটাবেজ **language** – Oracle।
- কম্পিউটারে প্রাইমারী মেমোরি – RAM। (Volatile)
- কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি যা দ্বারা – সিলিকন।
- কম্পিউটার মেমোরি থেকে সংরক্ষিত ডাটা উত্তোলনের পদ্ধতিকে বলে– Read।
- **MICR**-এর পূর্ণরূপ – Magnetic Ink Character Recognition (or Reader)।
- সোস্যাল নেটওয়ার্কিং টুইটার তৈরি হয় – ২০০৬ সালে।
- স্মার্ট ফোন অপারেটিং সিস্টেমটির ওপেন সোর্স প্লাটফর্ম – Android।
- মোবাইল কমিউনিকেশনে **4G**-এর ক্ষেত্রে **3G**-এর তুলনায় অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য –ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা।
- **Oracle Corporation**-এর প্রতিষ্ঠাতা– Lawrence J. Ellison।
- মডেম-এর মধ্যে যা থাকে তা হলো– একটি মডুলেটর ও একটি ডিমডুলেটর
- কম্পিউটার ভাইরাস হলো – একটি ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম।

Virus	Antivirus
ম্যালিসা, Bad Boy, I Love you, ক্রিস্টোলকার, নিমডা, ট্রোজান, শোবিজ	আভাস্ট, পানডা, কোবরা, নর্টন, ম্যাকফি, সার্কশার্ক, ইন্টিগো, অ্যাভিরা

- তারবিহীন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের জন্য উপযোগী – ওয়াইম্যাক্স।
- কম্পিউটার-টু-কম্পিউটারের তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে বলা হয় – ইন্টারনেট।
- টেপ রেকর্ডার এবং কম্পিউটারের স্মৃতির ফিতায় ব্যবহৃত হয় – স্থায়ী চুম্বক
- পৃথিবীতে ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রবর্তিত হয় এবং যে কোম্পানি এটা তৈরি করে – এপসন, ১৯৮১।
- 'ল্যাপটপ' হলো – ছোট কম্পিউটার।
- কম্পিউটারের যা নেই – বুদ্ধি বিবেচনা।
- কম্পিউটার সফট্ওয়্যারের জগতে নামকরা প্রতিষ্ঠান – মাইক্রোসফট্।
- সফটওয়্যার বলতে বুঝানো হয় – কম্পিউটারের প্রোগ্রাম বা কর্ম পরিকল্পনার কৌশল।
- কম্পিউটারের প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা – FORTRAN।
- একটি **e-mail** পাঠানো যার সমতুল্য – Writing a letter।
- প্রথম প্রজন্মের প্রথম কম্পিউটার – UNIVAC-1।
- ইন্টারপ্রেটার হলো – অনুবাদক প্রোগ্রাম।
- ইউটিলিটি সফ্টওয়্যার হলো – এন্টি ভাইরাস।
- বাংলাদেশের যে ব্যাংক সর্বপ্রথম কম্পিউটার স্থাপন করে – ইউনাইটেড ব্যাংক।
- বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার বর্তমানে যেখানে সংরক্ষিত আছে – জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে।
- 'মাইক্রোসফ্ট উইন্ডোজ' এর সর্বশেষ ভার্সন – উইন্ডোজ-১০।
- **Spread Sheet** প্রোগ্রাম দিয়ে যে কাজ করা হয় – হিসাব নিকাশ।
- যেটিকে সামাজিক অন্তর্জাল **(Social Network)** বলে – Facebook
- **MS Excel** এ সঠিকভাবে লেখা ফর্মুলা = sum (C 9 : C 12)।
- বুদ্ধিবিবেচনা নেই – কম্পিউটারের।
- কম্পিউটার একটি – হিসাবকারী যন্ত্র।
- প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার – অ্যাডা অগাস্টা।
- বিশ্বের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার – ENIAC।
- **IBM** মাইক্রোকম্পিউটার বাজারে ছাড়ে – ১৯৮১ সালে।
- **Computer Generation** বা প্রজন্ম বলতে বুঝায়– প্রযুক্তিগত বিবর্তনকে
- আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয় – চার্লস ব্যাবেজ
- আধুনিক কম্পিউটারের দ্রুত অগ্রগতির মূলে রয়েছে– ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট।
- প্রথম মিনি কম্পিউটারের নাম – পিডিপি-১।
- প্রথম **Digital Computer**-এর নাম – Mark-1।
- **Mini Computer**-এর জন্মদাতা – কেনেথ এইচ ওলসেন।
- **IBM** কোম্পানিকে বলা হয় – 'বিগ ব্লু'।
- বিশ্বের প্রথম ও একমাত্র কম্পিউটার জাদুঘরটি অবস্থিত– যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়
- ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হয় – ১৯৪৮ সালে।
- **IC** আবিষ্কার করেন – জ্যাক কেলবি ও রবার্ট নয়েস (১৯৫৮ সালে)।
- বাণিজ্যিকভাবে বিশ্বের প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর হলো – ইনটেল 4004।
- মাইক্রো কম্পিউটারের জনক বলা হয় – এইচ. এডওয়ার্ড রবার্টকে।

বাংলাদেশে কম্পিউটার

সাল	বিশেষ তথ্য
১৯৬৪	প্রথম কম্পিউটার স্থাপন, IBM 1620 (ঢাকা পরমাণু শক্তি কেন্দ্র)
১৯৮৪	প্রথম কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ চালু (BUET)
১৯৮৯	বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত (পেশাজীবী সংগঠন)
১৯৯০	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত (সরকারি প্রতিষ্ঠান)
১৯৯১	বাংলা ভাষায় প্রথম কম্পিউটার বিষয়ে মাসিক পত্রিকা (কম্পিউটার জগৎ)
১৯৯২	বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি প্রতিষ্ঠিত (কম্পিউটার ব্যবসায়ীদের সংগঠন)
১৯৯৪	প্রথম অনলাইন ই-মেইল চালু (প্রদষ্টা লি.)
১৯৯৬	প্রথম অনলাইন ইন্টারনেট চালু (আইএসএন)

কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য

- কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য হলো– দ্রুতগতি, বিশ্বাসযোগ্যতা, সূক্ষ্মতা, ক্লান্তিহীনতা
- কম্পিউটারের মূল বৈশিষ্ট্য হলো – কম্পিউটার দ্রুত নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ করতে পারে।
- কম্পিউটারে কাজের গতি প্রকাশ করা হয় – ন্যানো সেকেন্ড দ্বারা।
- ন্যানো সেকেন্ড হলো – ১ সেকেন্ডের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ।
- যে কাজের জন্য কম্পিউটার বেশি সুবিধাজনক – পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ।
- শূন্য সংখ্যার আদি ধারণা যাদের – ভারতীয়।

কম্পিউটারের প্রকারভেদ

- আকার-আয়তন, কাজ করার ক্ষমতা, স্মৃতি ও সুযোগ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল কম্পিউটারকে ভাগ করা হয়েছে – ৪ ভাগে। যথা– ক. সুপার কম্পিউটার খ. মেইন ফ্রেম কম্পিউটার গ. মিনি কম্পিউটার ঘ. মাইক্রো কম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটার।
- হাইব্রিড কম্পিউটার ব্যবহৃত হয় – শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া নির্ণয়ে, রক্তচাপ নির্ণয়ে, পারমাণবিক শক্তিচুল্লিতে, জঙ্গিবিমানে, মহাকাশযানে, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে।
- ক্ষমতা-আকৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে অতি বড় কম্পিউটারকে বলা হয় - সুপার কম্পিউটার।
- সবচেয়ে দ্রুতগতির কম্পিউটার হলো – সুপার কম্পিউটার।
- বাংলাদেশের একমাত্র সুপার কম্পিউটার আছে – বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ল্যাবে।
- বাংলাদেশের সুপার কম্পিউটারটি হলো – IBM RS/6000 SP মডেলের
- প্রথম তৈরি **Personal Computer** – অ্যালটেয়ার ৮৮০০।
- **DOEL (দোয়েল)** ল্যাপটপ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হলো – টেশিস।
- বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ল্যাপটপ - দোয়েল।
- হ্যান্ডহেল্ড বা পামপিসি বা পামটপ হলো – হাতের তালুতে রেখে কাজ করা যায় এমন ছোট আকারের কম্পিউটার (small computer)।

কম্পিউটারের অঙ্গসংগঠন

- **Key Board**-এর **F1-F12** পর্যন্ত বোতামগুলোকে বলা হয় - Function Key।
- কম্পিউটারের "হেল্প কী" বলা হয় - **F1** কে।
- **Del** বোতাম চাপ দিলে – কার্সরের পরের অক্ষর মুছে যায়।
- মেমোরি মূলত – আউটপুট ডিভাইস।
- মেমোরি ও **ALU**-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে – কন্ট্রোল ইউনিট।
- কম্পিউটারের যে ডিস্কে সিস্টেম সফটওয়্যার থাকে তাকে বলে – স্টার্ট আপ ডিস্ক।
- **CD-ROM**-এর পূর্ণরূপ – Computer Disc Read Only Memory।
- সাধারণ কম্পিউটার সিস্টেমের প্রধান অংশ থাকে – ২টি। যথা: হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার।
- কম্পিউটার সিস্টেমের প্রধান কাজ – ৪টি। যথা: Input, Processing, Output এবং Storage।
- বর্তমানে প্রচলিত কী-বোর্ডগুলোতে সর্বোচ্চ 'কী' থাকে – ১০৫টি।
- কী-বোর্ডে 'ফাংশন কী' রয়েছে – ১২টি।
- কী-বোর্ডে কার্সর বিন্যাসকে বলা হয় – QWERTY।
- মাউস আবিষ্কার করেন – ডগলাস এঞ্জেলবার্ট (১৯৬৩ সালে)।
- ব্যাংকের চেকের চেক নম্বর লেখা ও পড়া হয় – MICR পদ্ধতিতে।
- কম্পিউটারে তথ্য প্রদর্শনের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে – পিক্সেল।
- যে যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটারে প্রাপ্ত ফলাফল কাগজে ছাপানো যায়, তাকে বলা হয় – প্রিন্টার।
- সবচেয়ে দ্রুতগতির প্রিন্টার হলো – লেজার প্রিন্টার।
- কম্পিউটারের ব্রেইন হলো – মাইক্রোপ্রসেসর।
- মনিটরের কাজ হলো – লেখা ও ছবি দেখানো।
- কম্পিউটারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে – সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট।
- সিপিইউকে ভাগ করা যায় – তিন ভাগে। যথা: ক. গাণিতিক যুক্তি ইউনিট (Artihmetic Logic Unit-ALU) খ. নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (Control Unit) গ. রেজিস্টার স্মৃতি (Register Memory)।
- কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং ডেটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় – মেমোরি।
- মেমোরি ভাগ করা হয়েছে – তিন ভাগে।
- কম্পিউটারের অস্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে বলে – RAM।
- সবচেয়ে বেশি স্পিড – ক্যাশ মেমোরির।
- ফ্লপি ডিস্কের স্থান দখল করে নিয়েছে – পেনড্রাইভ।
- হার্ডডিস্ক মাপার একক হলো – গিগাবাইট।
- কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি – মাইক্রোপ্রসেসর বা সিপিইউ-এর মাঝখানে থাকে।
- যে কম্পিউটার মেমোরি কখনো স্মৃতিভ্রংশ হয় না – ROM।
- প্রাইমারি মেমোরি হলো– RAM ও ROM
- **Secondary Memory**- CD, DVD, Pen Drive, Floppy Disk, Hard Disk
- কম্পিউটার পরিচালনার জন্য প্রোগ্রাম বা কর্ম পরিচালনার কৌশলকে বলে– Software.
- Software প্রধানত দুই প্রকার– System Software, Application Software.
- System Software হলো– Operating System, Data Management System, Device Driver, Utility Program
- **Application Software** হলো– MS word, MS Excel, MS Power Point.
- বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম হলো– MS Dos, MS Windows 7/8//9/10, Unix, Linux, Mac OS, Android.
- কম্পিউটারের ভাইরাস হলো– একধরনের ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম।
- কম্পিউটার ভাইরাসের নামকরণ করেন– ফ্রেডরিক কোহেন।
- কম্পিউটারের কয়েকটি ভাইরাস– CIH, AIGS, Bad Boy, Bay Bay, I Love you.
- কম্পিউটারের কয়েকটি এন্টি ভাইরাস– Panda, Cobra, Norton, Kaspersky, McAfee, Avira, Avast.
- জনপ্রিয় ডাটাবেজ সফটওয়্যার হলো– Ms Access
- কম্পিউটারের কয়েকটি উচ্চস্তরের ভাষা– C, C++, Oracle, Java, Fortant, Algol.
- কম্পিউটারের অনুবাদক সফটওয়্যার– কম্পাইলার, ইন্টারপ্রেটার, অ্যাসেম্বলার।
- সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করতে পারে– কম্পাইলার।
- প্রোগ্রামকে লাইন বাই লাইন পড়ার মাধ্যমে অনুবাদ করে– ইন্টারপ্রেটার।
- **GPRS** এর পূর্ণরূপ- General Packet Radio Service.
- কোন ডিভাইসের মাধ্যমে অ্যানালগ সংকেত ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত হয়– মডেমের মাধ্যমে।
- Database Management System এর মূল কাজ– Microsoft Access, MySQL, Oracale.
- ডিজিটাল ডাক ব্যস্থার নাম– ই-মেইল।
- টেলিকনফারেন্সিং উদ্ভাবন করেন– মরি টারফ।
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটির উদ্ভাবক– Michael R Heim.
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তৈরির জন্য প্রোগ্রাম– C++, Java, Python, Perl, Opengl, Direct3D, Java3D, VRML.
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা **(AI)** ধারণা দেন ১৯৫৫ সালে John Mc Carthy.
- রোবট হলো– একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র।
- রোবটিকস কাজের জন্য ডিসি ভোল্টেজ– 5v, 9v, 12v, 18v, 24v, 36v.
- **DNA,** প্লাসমিড কাটা হয়– রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা।
- অপ্রয়োজনীয় মেইল সমূহ কে বলা হয়– স্প্যামিং মেইল।
- অন্যের লেখা যখন নিজের নামে প্রকাশ করে তাকে বলে– প্লেজিয়ারিজম।

- **Central Processing Unit (CPU)** থাকে- ALU (Arithmatic Logic Unit, Control Unit, Register)
- আলফা নিউমেরিক কী গুলো হলো- (a-z) এবং (0-9)
- মাল্টি মিডিয়া সফটওয়্যার হলো- মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট।
- ছদ্মবেশ ধারণ করে কম্পিউটার থেকে তথ্য চুরি করে নিয়ে যাওয়াকে বলা হয়- ফিশিং।
- অনলাইন ভিডিও মিটিং প্ল্যাটফর্ম হলো- জুম, গুগল মিট, ওয়েবেক্স।
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে যে ধরনের ইমেজ ব্যবহার করে- ত্রিমাত্রিক।
- হটস্পট যে ধরনের নেটওয়ার্ক- LAN
- ডিভাইস ডাটা ফিল্টারিং সম্ভব- রাউটার এ।
- হটস্পট, ওয়াইফাই, ওয়াইম্যাক্স, ব্লুটুথ হলো- তারবিহীন প্রযুক্তি।
- চিহ্নসমূহকে বাইনারিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয়- এনকোডিং
- সার্বজনীন গেট হলো- NAND, NOR
- মৌলিক গেইট- ৩টি (OR, AND, NOT Gate)
- জাভা একটি- অবজেক্ট অরিয়েন্টড প্রোগ্রামিং ভাষা।
- খেলাধুলায় প্রথম কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় – ১৯৬০ সালে।
- কম্পিউটার সফট্‌ওয়্যারের জগতে নামকরা প্রতিষ্ঠান – মাইক্রোসফট্।
- ফ্লোচার্টে ∇ প্রতীক দিয়ে হয় – একত্রিকরণ।
- একটি পিসি চালু করলে প্রথমে যে কোডটি সচল হয়, তাকে বলে - BIOS
- **BIOS**-এর পূর্ণরূপ – Basic Input Output System।
- **POST** বলতে বুঝায় – Power On Self Test।
- বাংলাদেশের প্রধান সফ্টওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নাম হলো- বেসিস (BASIS) (প্রতিষ্ঠিত ১৯৯৭ সালে, কারওয়ান বাজার, ঢাকা)।
- বাংলাদেশে প্রথম ব্যবহৃত বাংলা ফন্ট – বিজয় (উদ্ভাবক মোস্তফা জব্বার, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৮)।
- বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাংলা ফন্টগুলো – বিজয়, একুশে, অভ্র, লেখনী, বৈশাখী প্রভৃতি।
- ডিস্ককে তথ্য ধারণের উপযোগী করাকে বলে – ফরমেট।
- বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশের মৌলিক একক – বিট।
- **Database Management System**-কে সংক্ষেপে বলে- DBMS
- যে ল্যাংগুয়েজের সাহায্যে কুয়েরি করা হয় তাকে বলে – Query Language

মোবাইল বা সেলুলার ফোন প্রযুক্তির প্রাথমিক ধারণা

- SMS-এর পূর্ণরূপ – Short Message Service।
- মোবাইল ফোনের জনক বলা হয় – মার্টিন কুপারকে।

স্মার্ট ফোন

- স্মার্ট ফোন **(Smart Phone):** স্মার্টফোন হলো বিশেষ ধরনের মোবাইল ফোন যা মোবাইল কম্পিউটিং প্লাটফর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- বিশ্বের প্রথম স্মার্টফোন হলো – আইবিএম সাইমন।
- আইফোন : আইফোন হলো অ্যাপল ইনকর্পোরেটেড দ্বারা নির্মিত একটি আধুনিক ইন্টারনেট ও মাল্টিমিডিয়া সংযুক্ত স্মার্টফোন।
- অ্যাপলের সাবেক সিইও স্টিভ জবস প্রথম আইফোন অবমুক্ত করেন - ৯ জানুয়ারি, ২০০৭।
- প্রথম আইফোনের বাজারজাতকরণ শুরু হয় - ২৯ জানুয়ারি, ২০০৭।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগকে বলে – আউট সোর্সিং
- বাংলাদেশের একমাত্র অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম – বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (খুলনা)।
- সাবমেরিন ক্যাবল হলো – সাগরের তলদেশে স্থাপিত এক ধরনের ফাইবার অপটিক ক্যাবল যার সাহায্যে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়।
- ই-মেইল প্রেরণে ব্যবহার করা হয়- SMTP.
- ই-মেইল গ্রহণে ব্যবহৃত হয়- POP3, IMAP
- ভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে কিছু ব্যক্তি অবস্থান করে টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের মাধ্যমে সংযুক্ত হয় তাকে বলে- টেলিকনফারেন্স।
- ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম উন্নয়ন করে- জন লজি বেয়ার্ড।
- যে প্রটোকলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে টেলিফোনে কথা বলা যায়- VOIP (Voice Over Internet Protocol)
- বহুল ব্যবহৃত কিছু ভিডিও কনফারেন্সিং সেবা- জুম, স্কাইপি, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ম্যাসেঞ্জার, টেঙ্গু।
- কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ নিজেরা না করে তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে করিয়ে নেওয়াকে বলে- আউটসোর্সিং।
- আউটসোর্সিং এর কিছু প্রতিষ্ঠান- freeelancer.com, odesk.com, upwork.com
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা **(Artificial Intelligence)** এর জনক- অ্যালান টুরিং
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করা হয়- C, C++, PROLOG, Java, Python, LISP, CLISP, MALTAB, POP11, Julia, R.
- কোন জীবের জিনোমকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী সাজিয়ে নেওয়াকেই বলে- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের তথ্য)
- যার মাধ্যমে অত্যাধিক শীতল তাপমাত্রা প্রয়োগ করে ত্বকের অস্বাভাবিক এবং রোগাক্রান্ত টিস্যু ধ্বংস করা হয় তাকে বলে- ক্রায়োসার্জারি।
- পারমাণবিক বা আণবিক স্কেলে অতি ক্ষুদ্র ডিভাইজ তৈরি করার জন্য ধাতব ও বস্তুকে সুনিপুণ ভাবে কাজে লাগানোর বিজ্ঞান হলো- ন্যানো প্রযুক্তি।
- কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে, কার্ড রিডার/পেনড্রাইভ থেকে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়- ভয়েজ ব্যান্ড (এটি টেলিফোনে বেশি ব্যবহৃত হয়)
- উচ্চ গতি সম্পন্ন ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- ব্রড ব্যান্ড।
- প্রেরক হতে ডাটা গ্রাহকের কাছে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সফার হয় একেই বলে- এসিনক্রোনাস।
- প্রেরক স্টেশন হতে ক্যারেক্টারগুলো ব্লগ বা **Packet** আকারে ভাগ করে প্রতিবারে একটি করে ব্লগ ট্রান্সমিট করা হয় একই বলে- সিনক্রোনাস।
- একমুখি ডাটা প্রেরণকে- Simplex বলে। (যথাঃ রেডিও, টেলিভিশন)
- উভয় দিকেই ডেটা প্রেরণের সুযোগ থাকে কিন্তু তা একই সময়ে সম্ভব হয় না তাকেই বলে- Half Duplex যেমনঃ ওয়াকিটকি|
- একই সময়ে উভয় দিকে ডাটা প্রেরণের ব্যবস্থা থাকে তাকে বলে- Full Duplex যেমন: মোবাইল ফোন, টেলিফোন।
- ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ- 10Mbps- 10Gbps
- বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে রেডিও ওয়েভ প্রতিফলিত হয়- আয়ানোস্ফিয়ারে।
- রিমোট কন্ট্রোলারে ব্যবহার করা হয় – ইনফ্রারেড ওয়েভ।
- ব্লুটুথের নামকরণ করা হয়েছে – ডেনমার্কের রাজার নামানুসারে।
- ব্লুটুথ নেটওয়ার্কের দূরত্ব- ১-১০০ মিটার।
- ব্লুটুথের উদাহরণ- PAN (Personal Area Network)
- **Wifi (Wireless Fidelity)** এর উদাহরণ- LAW (Local Area Network)

Wifi এর স্ট্যান্ডার্ড	IEEE – 802.11
Bluetooth এর স্ট্যান্ডার্ড	IEEE – 802.15
WiMax স্ট্যান্ডার্ড	IEEE – 802.16

- **WiMax (Worldwide Interperability for Microwave Access)** এর স্ট্যান্ডার্ড হলো- IEEE 802.16
- **WiMax** এর নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি- ৫০ কি.মি.
- একটি শহরের বিভিন্ন স্থানে নেটওয়ার্ক যুক্ত করে- MAN (Metropolitan Area Network)
- দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত বা একদেশ থেকে অন্য দেশে নেটওয়ার্ক সংযোজনের জন্য ব্যবহার হয়- WAN (Wide Area Network) এর নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি- ১০০ মাইলের অধিক।
- ১-৫ কিলোমিটারের মধ্যে নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি CAN (Controller Area Network)
- কম্পিউটার কে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত কার্ড- NIC (Network Interface Card) একে LAN Card বলা হয়।

- দুইয়ের অধিক পোর্ট যুক্ত রিপিটারকে বলে- HUB (হাব)
- এক নেটওয়ার্ককে অন্য নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে- Gateway
- একাধিক নেটওয়ার্ককে একত্রে যুক্ত করার কাজ করে- Bridge.
- দুর্বল হয়ে যাওয়া প্রবাহিত সিগন্যালকে পুনরায় শক্তিশালী করে- রিপিটার।
- উৎস কম্পিউটার থেকে গন্তব্য কম্পিউটারে ডাটা পেকেট পৌছে দেয়- রাউটার
- ক্লাউড কম্পিউটিং এর বৈশিষ্ট্য হলো- ৩টি (Resorce Availability, On Demand, Pay as You Go)
- কিছু ক্লাউড বা স্টোরেজ সেবা- Google Drive, One Drive, Dropbox, Icloud, sync.com

প্রথম সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন

- প্রথম সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম- SEA-ME-WE 4
- **SEA-ME-WE 4** পূর্ণরূপ হলো- South East Asia – Middle East –Western Europe -4
- প্রথম সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন অবস্থিত – কক্সবাজারের ঝিলংঝায়।
- ২০০৬ সালে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে সাবমেরিন ক্যাবল যুক্ত হয় যা ১৮,৮০০ কি.মি বিস্তৃত।

দ্বিতীয় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন

- দ্বিতীয় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম- SEA-ME-WE 5
- **SEA-ME-WE 5** পূর্ণরূপ হলো- South East Asia – Middle East –Western Europe 5
- দ্বিতীয় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন অবস্থিত – পটুয়াখালীর কলাপাড়ায়।
- দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হয়ে - বাংলাদেশ আরো ১ হাজার ৫০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ পাচ্ছে।

তৃতীয় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন

- তৃতীয় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম- SEA-ME-WE 6
- **SEA-ME-WE 6** পূর্ণরূপ হলো- South East Asia – Middle East –Western Europe 6
- তৃতীয় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন অবস্থিত – কক্সবাজার
- তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল অনুমোদন দেন বাংলাদেশ সরকার - ১ ডিসেম্বর ২০২০
- সংযুক্ত করবে - সিঙ্গাপুর।
- ব্যান্ডউইথ ক্ষমতা - ১০০০ জিবিপিএস।
- সাবমেরিন ক্যাবল প্রকল্পটি যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে - ডাক ও টেলিযোগাযোগ

বিবিধ

- ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের জনক বলা হয় – মার্কনিকে।
- ওয়াইফাই **(Wi-Fi)**-একটি জনপ্রিয় ওয়্যারলেস প্রযুক্তি যার সাহায্যে রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর মাধ্যমে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবহারসহ কম্পিউটারের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সংযুক্ত হয়ে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়।
- সংরক্ষিত ডেটাবেজকে বলে- ব্যাক এন্ড (Back End)।

ইন্টারনেট

- ইন্টারনেট চালু হয়- ১৯৬৯ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা- ভিনটন জি কার্ফ
- বাংলাদেশে চালু হয়- ১৯৯৬ সালে।
- ব্যবহারে শীর্ষ দেশ- চীন।
- সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনেট চালু হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে - ইউসিএলএ (University of California, Los Angels)।

ইন্টারনেট নিয়ে আরো কিছু তথ্য

- টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে বলা হয় – ইন্টারনেট (Internet)
- বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার নেটওয়ার্কের নাম – আরপানেট।
- বর্তমান ইন্টারনেটের পূর্বসূরি **(Predecessor)** বলা হয়- আরপানেট (ARPANET)-কে।
- ইন্টারনেটের উদ্ভব হয় বা পৃথিবীতে পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনেট চালু হয় – ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে।
- ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটি ঠিকানা থাকে, এ ঠিকানাকে বলা হয় – IP Address।
- www-এর পূর্ণরূপ – World Wide Web।

নিত্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং প্রযুক্তি

- **E-mail**-এর পূর্ণরূপ – Electronic Mail।
- **E-mail** ঠিকানায় – ২টি অংশ থাকে। User Name @ host বা Domain Name উদাহরণ – span_181@yahoo.com।
- কোনো **e-mail** পাঠাতে অবশ্যই লিখতে হয়- প্রাপকের e-mail ঠিকানা
- ভুয়া ও অযাচিত **(Unauthenticated, unwanted, unsolicited) mail** জমা হয় – Spam-এ।
- **CC** – Carbon Copy.
- **BCC** – Blind Carbon Copy.
- **ATM** বলতে বুঝায় – অটোমেটেড টেলার মেশিন।
- উইকিলিকস্-এর প্রতিষ্ঠাতা – জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ।
- **Fax**-এর পূর্ণরূপ – Faxcimile।
- যে হ্যাকিং করে তাকে বলে – হ্যাকার।
- **ATM** আবিষ্কার করে – IBM কোম্পানি।
- ইন্টারনেটে সামাজিক সম্পর্কের শক্তিশালী এক নেটওয়ার্ক হচ্ছে – ফেসবুক
- ইন্সটাগ্রাম (Instagram) হলো– মোবাইল ব্যবহার করে অনলাইনে ছবি, ভিডিও ইত্যাদি শেয়ার করার একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।
- রোবট শব্দটি এসেছে – চেক/স্লাভনিক ভাষা 'রোবটা' (Robota) থেকে

বায়োমেট্রিক্স, বুলেটিন বোর্ড

- গ্রিক শব্দ **'Bio'** (যার অর্থ জীবন) ও **'metric'** (যার অর্থ পরিমাপ) থেকে উৎপত্তি হয়েছে – বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)।
- বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে – এক ধরনের কৌশল বা প্রযুক্তি যার মাধ্যমে মানুষের শারীরিক কাঠামো, আচার-আচরণ, বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত বা শনাক্ত করা যায়।
- **DNA, RNA** ও প্রোটিনের গঠন এবং বিভিন্ন অণুর মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত বিষয় মডেলিং ও সিমুলেশন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় – বায়োইনফরম্যাট্রিক্স।

তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের জনক

বিষয়	উদ্ভাবক
আধুনিক ল্যাপটপ (১৯৮১)	*বিল মোগরিজ, যুক্তরাজ্য*
World Wide Web (www)	*টিম বার্নার্স লি*
ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন	*এলান এমটাজ*
উইকিপিডিয়া	*জিমি ওয়েলস, যুক্তরাষ্ট্র*
গুগল (১৯৯৮)	*ল্যারি পেজ ও সার্জেই বিন, যুক্তরাষ্ট্র*
মোবাইল ফোন (১৯৭৩)	*মার্টিন কুপার, যুক্তরাষ্ট্র*
এটিএম পদ্ধতি (১৯৬৭)	*জন শেফার্ড ব্যারন, যুক্তরাজ্য*
ই-মেইল	*রে টমলিনসন*
অনলাইনভিত্তিক জার্নাল 'ব্লগ'	*ইভান উইলিয়ামস্*
অনলাইন শপিং (১৯৯৪)	*জেফ বেজোস (যুক্তরাষ্ট্র)*

Google

- জনপ্রিয় ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন- গুগল; প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৮
- জনক- সার্জেই বিন (USA) ও ল্যারি পেজ।
- বর্তমান নির্বাহী প্রধান (CEO) – সুন্দর পিচাই (ভারতীয়)

You Tube

- ভিডিও শেয়ারিং সাইট
- মালিকানা- গুগল
- শ্লোগান- Broadcast Yourself
- বাংলাদেশিসহ প্রতিষ্ঠাতা- জাভেদ করিম।

Zoom

- প্রতিষ্ঠা– ২১ এপ্রিল, ২০১১
- সদরদপ্তর– সান জোস, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
- প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সিইও(CEO)– এরিক এস ইউয়ান

3G : Third Generation

- উদ্ভাবক দেশ– জাপান
- বাংলাদেশে চালু করে– টেলিটক
- বাংলাদেশে মোবাইলে চালু হয়– ১৪ অক্টোবর, ২০১২
- প্রথম 6G সেবা চালু করে– চীন

মাইক্রোসফট

- মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা– বিল গেটস ও পল এ্যালেন।
- মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠা– ১৯৭৫ সালে।
- আধুনিক সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।
- বর্তমান নির্বাহী প্রধান (CEO)– সত্য নাদেলা (ভারতীয়)

Apple

- প্রতিষ্ঠাতা– স্টিভ জবস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- প্রতিষ্ঠা– ১৯৭৬ সালে।
- **Apple** – আধুনিক কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।
- আইপড, আইফোন ও আইপ্যাডের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান– অ্যাপল।
- বর্তমান নির্বাহী প্রধান – টিম কুক।
- বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি বিক্রিতে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান – অ্যাপল।

Amazon.com	alibaba.com
পরিচয়– মার্কিনভিত্তিক অনলাইন কেনাবেচা সাইট	পরিচয়– চীনভিত্তিক অনলাইন কেনাবেচা সাইট
প্রতিষ্ঠা– ১৯৯৪	প্রতিষ্ঠা– ১৯৯৯
প্রতিষ্ঠাতা– জেফ বেজোস (শীর্ষ ধনী)	প্রতিষ্ঠাতা– জ্যাক মা ও পেং লেই
সদর দপ্তর– সিয়াটল, ওয়াশিংটন	নির্বাহী– ড্যানিয়েল ঝাং
সম্পদ– ১১,৮০০ কোটি ডলার	সদর দপ্তর– ঝেজিয়াং, চীন

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সিইও (CEO)

প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান সিইও (CEO)
আমাজন	অ্যান্ডি জ্যাসি
ফেসবুক	শেলিল শেনবার্গ (প্রধান পরিচালক)
স্পেস এক্স	ইলন মাস্ক
আলিবাবা. কম	ড্যানিয়েল ঝাং
মাইক্রোসফট	সত্য নাদেলা
অ্যাপল	টিম কুক
ই-ভ্যালি	মোহাম্মদ রাসেল (প্রতিষ্ঠাতা)
দারাজ	বুজার্কি মিক্কিলেসন
ডেল টেকনোলজিস	মাইকেল ডেল
জুম	এরিক এস ইউয়ান
ইউটিউব	নীল মোহন

ফেসবুক

- ধরন – সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম।
- প্রতিষ্ঠাতা – মার্ক জুকারবার্গ (যুক্তরাষ্ট্র)।
- প্রতিষ্ঠা সাল – ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সালে।
- সদর দপ্তর – মেনলো পার্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
- প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল– হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ
- ফেসবুকের পূর্বনাম – ফেসম্যাস, শ্লোগান – Be Connected।

দ্রুত গতির সুপার কম্পিউটার

- দ্রুত গতির সুপার কম্পিউটার তৈরি করেছে – মার্কিন সেমিকন্ডার কোম্পানি, অ্যাডভান্সড মাইক্রো ডিভাইসের (AMD)।
- কম্পিউটারটির নাম – FRONTIER।
- স্থাপন করা হয় – USA এর ওকরিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে।

এক্স (পূর্বনাম – টুইটার)

- সামাজিক যোগাযোগের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাধ্যম – এক্স।
- প্রতিষ্ঠিত হয় – ২০০৬ সাল।
- প্রতিষ্ঠাতা – জ্যাক ডোর্সি এবং সহপ্রতিষ্ঠাতা – নোয়া গ্লাস, বিজ স্টোন, ইভান উইলিয়াম। সদর দপ্তর – সান ফ্রান্সিসকো, USA।
- এক্সের বর্তমান সিইও– লিন্ডা ইয়াকারিনা।***

ইলন মাস্ক***

- পরিচিতি– উদ্যোক্তা, প্রকৌশলী ও আবিষ্কারক। জন্ম- দক্ষিণ আফ্রিকা
- ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান– স্পেস এক্স, পেপ্যাল, টেলসা ইনকর্পোরেশন, হাইপারলুক, নিউরোলিংক, টুইটার, Open AI এবং জিপ-২ সহপ্রতিষ্ঠাতা মহাকাশযান প্রস্তুতকারক ও উৎক্ষেপণকারী প্রতিষ্ঠান– স্পেস এক্স।
- বৈদ্যুতিক কার এবং ক্লিন এনার্জি পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান– টেসলা।
- স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের জন্য স্পেস এক্সের নির্মাণাধীন প্রতিষ্ঠান– স্টারলিংক।

Samsung

- শীর্ষ স্মার্টফোন নির্মাতা, মালিকানা দেশ – দক্ষিণ কোরিয়া।
- নির্বাহী প্রধান – লি জে ইয়ং।

সার্চ ইঞ্জিন

গুগল (Google)	বিং (Bing)	ইয়াহু (Yahoo)
আস্কডটকম (Ask.com)	ইদোয়ো (Yodao)	বাইডু (Baidu)

ইন্টারনেট অপারেটিং সফট্ওয়্যার

Mozila	Opera mini	Internet Explorer	Java	Google Chrome

সামাজিক যোগাযোগের সাইট

ফেসবুক	টুইটার	ইনস্টাগ্রাম	গুগল প্লাস
ভাইন	হোয়াটস্অ্যাপ	লিঙ্কড-ইন	পিন্টারেস্ট

মালিকানা প্রতিষ্ঠান ও বিষয়

গুগল, গুগল প্লাস, গুগলক্রম, ইউটিউব, এন্ড্রয়েড, এইচটিসি ফোন	আলফাবেট ইনকর্পোরেশন
আইফোন, আইপ্যাড	অ্যাপল
উইন্ডোজ, বিং, নোকিয়া, লিঙ্কড ইন সামাজিক সাইট	মাইক্রোসফট্
ইন্সটাগ্রাম, হোয়াটস্অ্যাপ, ওকুলাস ভিআর ও প্রাইভেট কোর	ফেসবুক
ওয়াশিংটন পোস্ট	আমাজন ডট কম
ইয়াহু	ওথ আইএনসি

প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের প্রথম

পিপীলিকা	২০১৩ সালের ১৩ এপ্রিল বাংলা ভাষার প্রথম সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে চালু হয়
চরকি	২০১৫ সালে বাংলা ভাষার দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ সার্চ ইঞ্জিন চালু হয়
বিজয় কিবোর্ড	১৯৮৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর ১ম বাংলা কিবোর্ড উদ্ভাবন করেন মোস্তফা জব্বার
অভ্র কী বোর্ড	২০০৩ সালের ২৬ মার্চ অভ্র কী বোর্ড চালু করেন মেহেদী হাসান খান
দোয়েল	২০১১ সালে টেশিস প্রথম বাংলাদেশি ল্যাপটপ তৈরি করে দোয়েল
দূরন্ত	সম্পূর্ণ বাংলায় দেশের প্রথম ব্রাউজার
বেশতো	দেশের তৈরি প্রথম সামাজিক যোগাযোগ সাইট
Aimbook	বাংলাদেশের প্রথম সামাজিক মাধ্যম অ্যাপস
রোবট লি	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট বাংলায় কথা বলা রোবট আবিষ্কার করেন।
ধূমকেতু	দেশের তৈরি প্রথম রকেট তৈরি করেন ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

কম্পিউটার বিজ্ঞান

- Virus হচ্ছে – Vital Information Resources Under Sieze।
- OMR হচ্ছে – Optical Mark Reader।
- বিল গেটসের প্রথম প্রোগ্রাম – MS DOS।
- ল্যাপটপ লাইফবুক, নোটবুক, নেটবুক হচ্ছে – ছোট কম্পিউটার।
- i-pad হচ্ছে – ট্যাবলেট কম্পিউটার।
- আধুনিক ল্যাপটপের জনক – বিল মোগরিজ।
- পৃথিবীর প্রথম ল্যাপটপ – EPSON।
- বিশ্বের বৃহত্তম কম্পিউটার মেলার নাম – 'সিবিট এক্সপো'।
- সিবিট এক্সপো (CEBIT EXPRO) যাত্রা শুরু করে – ১৯৭০ সালে।
- CEBIT EXPRO-এর পূর্ণরূপ- Centre of Bureau and Information Technology Exposition।
- প্রতি বছর সিবিট এক্সপো অনুষ্ঠিত হয় – জার্মানির হ্যানোভারে।
- পিসি বা পার্সোনাল কম্পিউটার জনক – হেনরি রবার্টস।

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ
MICR	Magnetic Ink Character Recognition (or Reader)
RAM	Random access memory
ROM	Read only Memory
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
HTPP	Hyper text Transfer Protocol
CD	Computer Disc
CRT	Cathode Ray Tube
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
BIOS	Basic Input Output System
POST	Power On Self Test
BASIS	Bangladesh Association of Software and Information Services
CPU	Central Processing Unit
VIRUS	Vital Information Resources Under Seize
ATM	Atutomated Teller Machine
IIS	Internet Information Services
API	Application Programming Interface
WiMAX	Worldwide Interoperability for Microwave Access
Wi-Fi	Wireless Fidelity
RFID	Radio Frepuency Identification
OCR	Optical Character Recognition
MICR	Magnetic Ink Character Reader
PDF	Portable Documemt File
ISDN	Integrated Service Digital Network
ISP	Internet Service Provider
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
HTML	Hyper Text Markup Language
GSM	Global System for Mobile Communication

বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিভাষা

- সেরিকালচার (Sericulture) - রেশম পোকার চাষ সম্পর্কিত বিদ্যা।
- এপিকালচার (Apiculture) - মৌমাছি পালন বিদ্যা।
- এভিকালচার (Aviculture) - পাখি পালন বিদ্যা।
- পিসিকালচার (Pisciculture) - মৎস্য চাষ সম্বন্ধীয় বিদ্যা।
- হর্টিকালচার (Harticulture) - উদ্যান পালন বিদ্যা।
- সিসমোলজি (Seismology) - ভূ-কম্পন বিষয়ক বিদ্যা।
- এনটোমোলজি (Antomology) - পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ সম্বন্ধীয় বিদ্যা
- ফিলোলজি (Philology) - ভাষা সম্বন্ধীয় বিদ্যা।
- মেটিয়রলজি (Meteorology) - আবহাওয়া বিজ্ঞান।
- কসমোলজি (Cosmology) - বিশ্বজগতের প্রকৃতি, সৃষ্টি এবং ইতিহাস বিষয়ক বিজ্ঞান।
- ইকোলজি (Ecology) - পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (বাস্তুবিদ্যা)।
- অ্যানাটমি (Anatomy) - অঙ্গসংস্থান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।
- ইভোলিউশন (Evolution) - প্রাণিজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- ফনিটিক্স (Phoneticcs) - ধ্বনিতত্ত্ব বা ধ্বনি সম্পর্কিত বিদ্যা।
- ফিল্যাটেলি (Philately) - ডাকটিকেট সম্পর্কিত বিদ্য
- হাইজিন (Hygiene) - স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।
- অপটিকস (Optics) - আলোক বিজ্ঞান।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি

- ব্যারোমিটার - বায়ুচাপ পরিমাপক যন্ত্র।
- ম্যানোমিটার - গ্যাসের চাপ পরিমাপক যন্ত্র।
- ওডোমিটার - গাড়ির গতি পরিমাপক যন্ত্র।
- ট্যাকোমিটার - উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র।
- স্ফিগমেমোমিটার আর্টিয়াল - রক্তের চাপ মাপক যন্ত্র।
- অলটিমিটার - উচ্চতা পরিমাপের জন্য এ যন্ত্র বিমানে ব্যবহৃত হয়।
- অডিওমিটার - শব্দের তীব্রতা পরিমাপক যন্ত্র।
- ক্রোনোমিটার - সময়ের পরিমাপক যন্ত্র।
- ফ্যাদোমিটার - সমুদ্রের গভীরতা নির্ণায়ক যন্ত্র।
- ল্যাকটোমিটার - দুধের বিশুদ্ধতা পরিমাপক যন্ত্র।
- রেইন গেজ -বৃষ্টিপাতের পরিমাপ নির্ণায়ক যন্ত্র।
- মাইক্রোফোন - শব্দ তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করার যন্ত্র।
- সিসমোগ্রাফ - ভূ-কম্পনের উৎপত্তিস্থল এবং কম্পন নির্ণায়ক যন্ত্র।
- রিখটার স্কেল - ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার যন্ত্র।
- সেক্সট্যান্ট - কৌণিক দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র/গ্রহ-নক্ষত্রের উন্নতি পরিমাপক যন্ত্র।
- হাইগ্রোমিটার – বাতাসের আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র।
- হাইড্রোমিটার– তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণায়ক যন্ত্র
- কার্ডিওগ্রাফ– হৃদপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

আবিষ্কার	আবিষ্কারক
উড়োজাহাজ	অরভিল রাইট ও উইলবার রাইট
কম্পিউটার	হাওয়ার্ড আইকেন
টেলিভিশন	জন এল. বেয়ার্ড
টেলিফোন	আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল
টেলিস্কোপ	গ্যালিলিও
ডায়নামো	এস. ফ্যারাডে
ডিনামাইট	আলফ্রেড বি. নোবেল
বেতার যন্ত্র	জি. মার্কোনি
বৈদ্যুতিক বাতি, ফনোগ্রাফ	টমাস আলভা এডিসন
হেলিকপ্টার	ইগর সিকরস্কি
অক্সিজেন	প্রিস্টলি
মাধ্যাকর্ষণ সূত্র	নিউটন
জীবাণু তত্ত্ব/রোগ জীবাণু	লুই পাস্তুর
পেনিসিলিন	আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

ব্যাক্টেরিয়া	লিউয়েন হুক
বিবর্তনবাদ তত্ত্ব	চার্লস ডারউইন
ভাইরাস	চার্লস আই ইবলুজ
টেস্ট টিউব বেবি	রবার্ট এডওয়ার্ডস
আপেক্ষিক তত্ত্ব	আলবার্ট আইনস্টাইন
গতি সূত্র	নিউটন
জেনেটিক্স/বংশগতি	রবার্ট মেন্ডেল
বিদ্যুৎ	উইলিয়াম গিলবার্ট

বাংলাদেশ বিষয়াবলির উপর বিগত প্রশ্ন

(বিগত প্রশ্ন থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ প্রশ্ন রিপিট হয়)

- বাংলাদেশের লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের জাতের নাম – ব্রি-৯৭,৯৮,৯৯।
- জাতীয় বাজেটের উপাদান নয় – লাভ।
- একটি দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাতে পরিবর্তন ঘটে না – আবিষ্কৃত নতুন খনি থেকে সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি পেলে।
- যে ব্যয় রেখা আনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল – TVC
- মানব উন্নয়ন সূচক এর মৌলিক নির্দেশক – প্রকৃত আয় হ্রাস।
- মুদ্রাস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব – প্রকৃত আয় হ্রাস।
- সমাজের বৈশিষ্ট্য নয় – স্থায়ীত্ব।
- সামাজিকীকরণের বৈশিষ্ট্য নয় – বিচ্ছিন্নকরণ।
- জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য নয় – চলাফেরার বৈষম্য।
- Group Discussion Support System পরিচালনার মাধ্যম হচ্ছে – ভিডিও কনফারেন্স।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করেন – সিডনি ভারবা।
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যপদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসন নির্ধারণে যে ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়– আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথোরিটি যে কার্যলয়ের অধীনে – প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বিশ্ববন্ধু' উপাধি দেন– আনোয়ারুল করিম চৌধুরী
- 'জয় বাংলা' জাতীয় স্লোগান হিসেবে গেজেট পাশ– ২ মার্চ, ২০২২।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন– আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
- যে পত্রিকাটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্ত অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়– জয়
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি– ভাষা ও সংস্কৃতি।
- মূল্য সংযোজিত সেবা বলতে বুঝায়– একই খরচে বাড়তি সেবা।
- জাতীয় সংসদে সরকারি দলের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন– চিফ হুইপ।
- বাংলাদেশের যে অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা হয়– উত্তর পূর্বাঞ্চল
- বাংলাদেশে যে সালে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" প্রণয়ন করা হয়– ২০১২ সালে
- মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম– পদ্মাপুরাণ
- ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস– কর্ণফুলি
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন– দেবানন্দপুর গ্রামে (হুগলি)
- বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলে পরিচিত– চার্লর্স উইলকিন্স
- কবি বিহারী লাল চক্রবর্তীকে "ভোরের পাখি" বলেছেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- 'বলাকা' কাব্য লিখেছেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা– আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারকৃত অনুষ্ঠান– বজ্রকণ্ঠ
- "আজাদ হিন্দু ফৌজ" এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন– নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু
- "কবি কঙ্কন" যে কবির উপাধি– মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
- কসমিক ইয়ার– ছায়াপথের নিজ অক্ষের আবর্তনকাল
- মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে রচিত গল্পগ্রন্থ– নামহীন গোত্রহীন
- স্বর্ণের খাদ বের করতে যে এসিড ব্যবহার করা হয়– নাইট্রিক এসিড
- রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত' যে কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়– মানসী
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক অভিধানের প্রধান সম্পাদক– ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
- ঘুম নেই, এই দেশ, এই বেশ যে ধরনের নাটক– মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক
- কৃষিবিদদের মর্যাদাপূর্ণ প্রথম শ্রেণি প্রদান করেন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- 'মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা' কাব্যগ্রন্থের লেখক– নির্মলেন্দু গুণ।
- বরিশালের রূপে মুগ্ধ হয়ে যে কবি "বরিশালকে" বাংলার ভেনিস বলেছেন- কাজী নজরুল ইসলাম
- 'মাগো ভাবনা কেন' গানটির গীতিকার – গৌর প্রসন্ন মজুমদার।
- কোর্ট অব রেকর্ড বলা হয় যে আদালতকে– সুপ্রিম কোর্ট
- বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয় দফা দাবির যে দফায় পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রসঙ্গ রয়েছে– ৩য় দফায়
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্র- পলাশী থেকে ধানমন্ডি
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন– আলী যাকের, ডা. সারওয়ার আলী, রবিউল হুসাইন।
- বঙ্গভঙ্গ যে ধরনের সংস্কার– প্রশাসনিক সংস্কার
- "তুমি শুনতে চেও না আমার মনের কথা" গানটির রচয়িতা– কাজী নজরুল ইসলাম
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রকাশিত দেয়াল পত্রিকার নাম– দিশারী
- অন্বেষা পত্রিকা সম্পাদনা করেন– জাহানারা আরজু
- চারণকবি হিসেবে বিখ্যাত– মুকুন্দরাম দাস।
- বাংলা সাহিত্যে 'কালকূট' নামে পরিচিত লেখক– সমরেশ বসু।
- 'পরানের গহীন ভিতর' কাব্যের কবি– সৈয়দ শামসুল হক।
- ইংরেজি ভাষায় জীবনানন্দ দাশের উপর গ্রন্থ লিখেছেন– ক্লিনটন বি সিলি।
- ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা কবিতা– স্মৃতিস্তম্ভ
- সবচেয়ে কম বয়সে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন যে লেখক- সৈয়দ শামসুল হক।
- জাতীয় বস্ত্র দিবস – ৪ ডিসেম্বর।
- ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে যে উপাচার্য পদত্যাগ করেছিলেন– বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বাজেয়াপ্ত করে কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ। প্রথম বাজেয়াপ্ত হয়– যুগবাণী।
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই চলমান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম– '১৯৭১'
- 'বঙ্গবন্ধু দ্বীপ' অবস্থিত– সুন্দরবনের দক্ষিণে।
- 'বেঙ্গল ফ্যান' ভূমিরূপটি অবস্থিত– বঙ্গোপসাগরে।
- "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি" বলেছেন– মদন মোহন তর্কালংকার
- 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে' গানটির রচয়িতা ও শিল্পী– লালন শাহ
- আবার আসিব ফিরে, রূপসী বাংলা কবিতার লেখক– জীবনানন্দ দাস
- 'প্রাণের বান্দবরে বুড়ি হইলাম তোর কারণে' গানটির গীতিকার– শেখ ওয়াহিদ
- কাজী নজরুল ইসলামের গল্প– পদ্মগোখরা, ব্যথার দান।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ প্রবর্তন হয়– ২০১১ সালে
- সেলিনা হোসেনের "যাপিত জীবন" উপন্যাসটি যে পটভূমিতে রচিত– ভাষা আন্দোলন
- "মাতৃভাষায় যার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে" উক্তিটি – মীর মোশাররফ হোসেনের।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী গ্রন্থ হলো– আত্মচরিত
- বেনাপোল সংলগ্ন ভারতীয় স্থলবন্দরের নাম– পেট্রাপোল
- তামাবিল স্থলবন্দরের সাথে ভারতের যে শহর অবস্থিত– ডাউকি।
- সরকারি কর্ম কমিশন যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে– জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (NICAR)-এর প্রধান– প্রধানমন্ত্রী।
- CDBL যে বিষয়ের সাথে জড়িত– শেয়ার বাজার।

- বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস দিবস- ১ সেপ্টেম্বর।
- বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরষ্কারের বর্তমান নাম– বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি।
- বাংলাদেশে FCD প্রকল্পের উদ্দেশ্য– বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও পানি সেচ
- অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা বলা হয়– শশাঙ্ককে।
- বাংলায় সেন বংশের (১০৭০-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) শেষ শাসনকর্তা ছিলেন– কেশব সেন।
- সংবিধানের চেতনার বিপরীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিতে তফসিলের অপব্যবহার করা হয়– ৪র্থ তফসিল।
- যে অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তনযোগ্য– ৭খ অনুচ্ছেদ।
- বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয় সংবিধানের– ২৫ অনুচ্ছেদে।
- নেত্রকোনার বিরিশিরিতে অবস্থান – গারো উপজাতিদের।
- ষড়ঋতুর ক্রম- গ্রীষ্ম,বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত,বসন্ত।
- Detailed Area Plan যে সংস্থা প্রস্তুত করেছে – রাজধানী উন্নয়ন কতৃপক্ষ
- নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য যেসব সনদ প্রয়োজন – EIA, ECC, Fire Licence.
- বাংলাদেশে অনুমোদিত নয়'– পলিথিন শপিং ব্যাগ, বায়ু দূষণ ও সনাতন ইট ভাটা।
- 'আর কতদিন' উপন্যাসের লেখক – জহির রায়হান।
- বাংলাদেশের যে অঞ্চলে 'রাধারমন' গান প্রচলিত – সিলেট।
- ময়মনসিংহ গীতিকা হলো – শিলাদেবীর পালা।
- নকশিকাঁথার জন্য শীর্ষস্থানীয় অঞ্চল – যশোর।
- **Aesthetics** এর অর্থ – সৌন্দর্যতত্ত্ব।
- কোচ নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে – ময়মনসিংহ অঞ্চলে।
- ভাষা আন্দোলনের নেতা – হাবিবুর রহমান শেলী।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছাড়া আর যে ভাষায় গান রচনা করেন – ব্রজবুলি।
- বাংলাদেশ ছাড়াও যে অঞ্চলের ভাষা বাংলা – উড়িষ্যা।
- ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন – দীনেশচন্দ্র সেন।
- 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি' গানটির গীতিকার– কাজী নজরুল ইসলাম
- মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হলো– পরিবেশ উন্নয়ন।
- দেশের প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান-BADC.
- কৃষিক্ষেত্রে রবি মৌসুম- কার্তিক থেকে ফাল্গুন।
- বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার' নির্মিত হয়েছে- ২০ একর জমিতে (পূর্বাচলে, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ)
- রাজা ভূমিবল থাইল্যান্ডের সিংহাসনে আসীন ছিলেন– ৭০ বছর
- বাংলাদেশের জাতীয় পর্যটন সংস্থা হলো– বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর জীবনে মোট কারাগারে কাটাতে হয়েছে– ১৪ বছর
- "মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে" উক্তিটি– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
- বাংলার সুলতানী শাসনামলের স্বর্ণযুগ– আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়
- ১২৩০ সাল পর্যন্ত বাংলায় সেন বংশের শেষ শাসনকর্তা ছিল – কেশব সেন
- বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা থেকে হিমালয়ের যে শৃঙ্গ দেখা যায়– কাঞ্চনজঙ্ঘা
- আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর নির্মাণ করেন– গ্রিক সম্রাট টলেমি
- বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনের স্থপতি– সফিউল কাদের
- 'জন্ম আমার ধন্য হলো মা গো' গানটির গীতিকার– নয়ীম গহর
- 'একতারা তুই দেশের কথা বল' গানটির শিল্পী– শাহনাজ রহমতুল্লাহ
- আবহাওয়া ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বা উপাদান– বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ।
- জলবায়ুর নিয়ামক হলো– অক্ষাংশ, উচ্চতা, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, বায়ু প্রবাহ, সমুদ্র স্রোত।
- কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক উপাধি লাভ করেন– পদ্মভূষণ।
- কাজী নজরুল ইসলাম স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আসেন– ১৯৭২ সালে।
- কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি ঘোষণা করা হয়– ১৯৭২ সালে।
- কিন্তু জাতীয় কবি হিসেবে সর্বজন স্বীকৃতি দেয়া হয়– ১৯৭৪ সালে।
- কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পান– ১৯৭৬ সালে।
- দেশের প্রথম এফএম রেডিও– রেডিও টুডে।
- বাংলাদেশের স্বশিক্ষিত দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও লেখক– আরজ আলী মাতুব্বর
- ১৯৪৭সালে পূর্ববাংলার প্রথম গভর্নর ছিলেন– চৌধুরী খালেকুজ্জামান
- জাতীয় ই-তথ্য কোষ চালু হয়– ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১।
- মুক্তিযুদ্ধে চীফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করেন– এম এ রব
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিকল্প সরকার বলা হয়– বিরোধী দলকে।
- যত দিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরি যমুনা বহমান তত দিন রবে কীর্তি তোমার হে শেখ মুজিবুর রহমান কবিতাটি যে কবির– কবি অন্নদা শঙ্কর রায়
- বাংলাদেশের অন্যতম বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক– আব্দুল্লাহ আল মুতি
- স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস– ঘরে বাইরে
- সংবিধান অনুযায়ী অ্যার্টনি জেনারেল কতদিন স্বপদে বহাল থাকতে পারেন– রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ন্যূনতম আয়কর– ৫ হাজার টাকা
- সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে যে দ্বীপের সাথে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে– সন্দীপ
- কবি জসীমউদ্‌দীনের "কবর" কবিতাটি যে পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়- কল্লোল
- ইউসুফ জোলেখা' যে জাতীয় রচনা– রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান।
- কাজী নজরুল ইসলাম এর কাব্য সংকলন– সঞ্চিতা।
- ছন্দের জাদুকর বলা হয়– সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন কার্যকর হয় যার সম্মতিক্রমে– রাষ্ট্রপতি
- সাইমন ড্রিং ব্রিটিশ যে সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করেন– ডেইলি টেলিগ্রাফ
- বাংলাদেশের যে পাহাড়ে প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে– বান্দরবানে
- এনটিভি এর স্লোগান- সময়ের সাথে আগামীর পথে।
- আরটিভি এর স্লোগান- আজ ও আগামীর।
- এটিএন বাংলা এর স্লোগান- অবিরাম বাংলার মুখ।
- বাংলাভিশন এর স্লোগান - দৃষ্টি জুড়ে দেশ।
- 'সবকটা জানালা খুলে দাও না' গানটির গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবু যাঁকে বুঝিয়েছেন- মুক্তিযোদ্ধাদের।
- ১৯৭১ সালে ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বন্ধে প্রস্তাব করে- চীন। (রাশিয়া বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘে ভেটো দেয়)
- 'যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই' গানটির গীতিকার– হাসান মতিউর রহমান (শিল্পী- সাবিনা ইয়াসমিন)।
- **Dacca** কে **Dhaka** বানানে রূপান্তরিত করা হয়– ১৯৮২ সালে। কিন্তু, সাংবিধানিকভাবে বানান পরিবর্তন করা হয়– ১৯৮৮ সালে।
- বাংলাদেশের জলাবন (Swamp Forest) রাতারগুল অবস্থিত– সিলেটের গোয়াইনঘাটে
- সূর্য কন্যা বলা হয়– তুলা গাছকে।
- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত– চট্টগ্রাম।
- ডাক বিভাগের স্লোগান– 'সেবাই আদর্শ'
- প্রথম ডাকঘর প্রতিষ্ঠা হয়– চুয়াডাঙ্গায়।
- বাংলাদেশ পোস্টাল একাডেমি অবস্থিত– রাজশাহীতে কিন্তু পোস্টাল জাদুঘর অবস্থিত– জিপিও, ঢাকা।
- সূর্য দীঘল বাড়ি চলচ্চিত্রের পরিচালক– শেখ নেয়ামত আলী শাহের
- মস্তিষ্কের রক্ত ক্ষরণের জন্য দায়ী যে রোগ– স্ট্রোক
- ইসলাম ও সুফিমতের প্রভাবে ভারতবর্ষে ঘটেছিল– চিন্তাবিপ্লব।
- বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তি– কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল ফজল, আবদুল কাদির
- আনোয়ারা উপন্যাসের রচয়িতা– নজিবর রহমান
- বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেছেন– আহমদ শরীফ
- কাজী নজরুল ইসলামের রচিত গ্রন্থ– ব্যথার দান, দোলন চাঁপা, শিউলিমালা

- জুম চাষাবাদ করা হয়- বান্দরবানে
- ডাউকি ফল্ট বরাবর একটি প্রচন্ড ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশের কোন নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে- ব্রহ্মপুত্র নদী
- জীবাশ্ম জ্বালানি থাকে – পাললিক শিলায়
- যে দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব নয়- ভূমিকম্প
- বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী বলেছেন- শেখ হাসিনা
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন- ২০০৯ সালে
- 'কালান্তর' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ গ্রন্থ
- "মা গো ভাবনা কেন/ আমরা তোমার শান্তিপ্রিয়" মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গানটির রচয়িতা- গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য যে অনুচ্ছেদ বর্ণনা করা হয়েছে- ২১ নং
- বাংলাদেশের প্রথম যে জায়গায় সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়- সন্দীপ
- "ঠক চাচা" চরিত্রটি যে উপন্যাসের- আলালের ঘরের দুলাল
- জলবায়ুর নিয়ামক নয়- ভূমিক্ষয়
- বাংলাদেশ ভূ-খণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র – রংপুর বার্তাবহ।
- এলাহাবাদ প্রশস্তি যে ধরনের শিলালিপি – মূর্তিলিপি।
- দেববংশ রাজত্ব করেন – দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়।
- বাংলাদেশের দার্শনিক হিসেবে পরিচিত – গোবিন্দ চন্দ্র দেব
- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশের মধ্যে একটি – দেব বংশ।
- আধুনিক মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম – হোমো স্যাপিয়েন্স।
- বাংলাদেশে নৃ-গোষ্ঠীর বাস নেই – জুলু, কুলু, মাউরি।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত অস্ত্র পরবর্তীতে জমা দেওয়ার অপারেশনের নাম- অপারেশন ক্লোজ ডোর।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস দেয়াল এর লেখক –আবু জাফর শামসুদ্দিন **কিন্তু** রাজনৈতিক উপন্যাস দেয়াল এর লেখক– হুমায়ুন আহমেদ।
- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ– একাত্তরের বর্ণমালা, বিজয়-৭১, আমি বিজয় দেখেছি এর লেখক– এম আর আখতার মুকুল
- বাংলাদেশ জাতিসংঘে চাঁদা দেয়– ০.০১%
- বাংলাদেশের মুদ্রা নীতি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে– বাংলাদেশ ব্যাংক
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন– বসন্ত গীতিনাট্য
- কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন– সঞ্চিতা কাব্য
- "রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক"– মিশেল ক্যামডেসাস
- সবুজপত্র পত্রিকাটির সম্পাদক– প্রমথ চৌধুরী।
- সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল এর লেখক– মদন মোহন তর্কালঙ্কার।
- **The Taming of the Shrew** এর বাংলা অনূদিত গ্রন্থ – মুখরা রমনী বশীকরণ।
- উৎপত্তিগত অর্থে "Governance" শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে– গ্রিক
- সুশাসনের মূলভিত্তি– আইনের শাসন।
- জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা হলো– মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, লেখক শহিদুল জহির
- "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" উক্তিটি যে কাব্য গ্রন্থের– অন্নদামঙ্গল (উক্তিটি করেছেন – ঈশ্বরী পাটনী)।
- যে ব্যক্তি মৈনাক ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন– শামসুর রাহমান
- নীড় ছোট ক্ষতি নেই আকাশ তো বড়– গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার
- বর্তমান দেশে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ– ৬টি
- নীল লোহিত যার ছদ্মনাম– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার মধ্যে যে নদী দিয়ে ৯৩ কি.মি. দীর্ঘ নৌ সেবা চালু হচ্ছে - গোমতী নদী।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সংবিধানের – ১৮ নং অনুচ্ছেদে
- সূর্য দীঘল বাড়ি উপন্যাসের লেখক– আবু ইসহাক

- UNEP পরিবেশ বিষয়ক অবদানের জন্য ২০১৫ সালে জাতিসংঘের "চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ" পুরস্কার লাভ করেন– শেখ হাসিনা
- যে বাঙালি বিজ্ঞানী "ফাদার অব মর্ডান অ্যাসট্রোফিজিক্স" হিসেবে পরিচিত– মেঘনাদ সাহা
- বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন – মোতাহের হোসেন চৌধুরী।
- মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি! বাংলা ভাষা' গানের রচয়িতা- অতুল প্রসাদ সেন।
- উত্তরা গণভবন অবস্থিত- নাটোর।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের বিজু উৎসবটি পালিত হয়- পহেলা বৈশাখে।
- বেদে বা বাইদ্যা নামে পরিচিত ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠীর আদি নাম- মনতং।
- 'সংস্কৃতি' পত্রিকাটির সম্পাদক- বদরুউদ্দীন উমর।
- তেল গ্যাস উত্তোলনে নিয়োজিত বিদেশী প্রতিষ্ঠান – শেল (নেদারল্যান্ডস)
- সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বয়স্ক ভাতা চালু হয়– ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশে ১ম বিশেষায়িত ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা– ১৯৭৩ সালে।
- উপজাতিদের জীবন নিয়ে বই লিখেন - আব্দুস সাত্তার।
- স্বাদু পানিতে চাষ হয়– গলদা চিংড়ি এবং লোনা পানিতে চাষ হয়– বাগদা চিংড়ি।
- বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট অবস্থিত– ময়মনসিংহ।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র (১৯৭০), কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (১৯৭৬) উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র– জয়দেবপুর, গাজীপুর
- 'বিজয় উল্লাস' ভাস্কর্যটি অবস্থিত– কুষ্টিয়া।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র রয়েছে – দুইটি।
- সূর্যসেন সম্পর্কিত স্থান – ইসলামাবাদ।
- মুসলমান সম্পাদিত প্রত্রিকা নাম – লহরী, শিখা, মিহির, বাসনা
- বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল – দুরন্ত টিভি
- দুরন্ত টিভির যাত্রা শুরু হয় - ১৫ অক্টোবর, ২০১৭ সালে ।
- শালবন বিহার – বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন।
- বল্লালচরিত গ্রন্থটির লেখক – আনন্দ ভট্ট।
- নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমি অবস্থিত– বিরিশিরি, নেত্রকোনা।
- চট্টগ্রাম ক্লাব – প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সাথে সম্পর্কিত।
- 'নদী ও নারী উপন্যাসের রচয়িতা - হুমায়ুন কবির।
- বাংলাদেশের যে খেলোয়াড়ের গিনিস বুক অব রেকর্ডে নাম রয়েছে- জোবায়রা লিনু।
- কাজী নজরুল ইসলামের লেখা প্রথম উপন্যাস- বাঁধনহারা (১৯২৭)।
- 'আলোকিত মানুষ চাই' স্লোগান - বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের (প্রতিষ্ঠাতা- আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ, প্রতিষ্ঠা– ১৯৭৮ সালে)
- বাংলাদেশে বসবাস করে না- নাগা উপজাতি।
- গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ- বাক স্বাধীনতা।
- বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ব্র্যাক এনজিও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিশুদের জন্য বিদ্যালয়- আনন্দ স্কুল।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের নাম- জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উদ্দেশ্য- ভাষার অধিকার।
- রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে- সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে।
- সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র 'গণশত্রু' যে নাটক অবলম্বনে রচিত- এনিমি অব দ্য পিপল ইবসেন।
- ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য- মানব সমাজের অগ্রযাত্রার ধারা।
- ঢাকা শহরের প্রথম ফ্লাইওভার (মহাখালী ফ্লাইওভার) উদ্বোধন করা হয়- ৪ নভেম্বর, ২০০৪ (দৈর্ঘ্য ১.১২ কিমি)।
- বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল- জীবনতরী।
- 'কীত্তনখোলা' নাটকটির বিষয়– লোকায়েত জীবন-সংস্কৃতি
- মহাকবি আলাওল রচিত কাব্য– পদ্মাবতী
- কৃষিক্ষেত্রে রবি মৌসুম – কার্তিক–ফাল্গুন
- রাষ্ট্রপতির সরকারি দফতরের নাম– বঙ্গভবন।
- চ্যানেল আইয়ের স্লোগান– হৃদয়ে বাংলাদেশ।

- কারাগারের স্লোগান– রাখিব নিরাপদ, দেখাবো আলোর পথ।
- তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তন হয়– ২০০৯ সালে
- বাংলা গদ্যের জনক, বাংলা গদ্যে যতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন প্রথম ব্যবহার করেন– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (তাঁর আত্মজীবনী– আত্মচরিত)।
- বাংলা সাহিত্যে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়– ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে।
- ১৯ শতকের উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীরা বসবাস করতো– সোনারগাঁয়ের পানাম সিটিতে।
- শালবন বিহারের নির্মাতা– ভবদেব।
- বাংলাদেশ পরিবেশ বিষয়ক আইনজীবীদের সমিতি (BELA) এর সভাপতি– রেজওয়ানা হাসান
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মোবাইল অপারেটর– টেলিটক (২০০৪)
- যে বনাঞ্চল প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয়– ম্যানগ্রোভ বন
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেয়– সংস্কৃত কলেজ
- কারাগারে রোজনামচা একটি– দিনলিপি
- যমুনা সার কারখানায় উৎপন্ন হয়– ইউরিয়া
- ঢাকা শহরের যে ফ্লাইওভার দিয়ে চলাচলের জন্য টোল প্রদান করতে হয়– মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের নির্বাচনী প্রতীক ছিল– হুক্কা
- বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি খেতাব বর্জন করেন– দেওয়ান মাহবুবুর রব সাদী
- ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর হত্যা করা হয়– জাতীয় চার নেতাকে
- তাজউদ্দীন আহমদ ভবেরপাড়া গ্রামের নাম রাখেন– মুজিবনগর
- বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেন– ২০১২ সালে
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রতি নির্বাচিত হন– পরোক্ষ পদ্ধতিতে সংসদ কর্তৃক
- বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ যা বাংলাদেশের দীর্ঘতম পরিকল্পনা, নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা প্ল্যানের আদলে করা যা জড়িত– জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হলো- ভাষা ও সংস্কৃতি।
- মধ্যযুগের উলুঘখান নির্মিত স্থাপত্য- বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ।
- বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ১৪টি দাতা দেশের কূটনীতিবিদদের জোট– টুয়েজ ডে গ্রুপ।
- চীন থেকে ক্রয়কৃত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ডুবোজাহাজ দুটি যে শ্রেণির– মিং-ক্লাস।
- বাংলাদেশে তৈরি প্রথম ল্যাপটপ – দোয়েল।
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয় স্থাপন করে – ২০০২ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক – মীর মশাররাফ হোসেন
- জলোচ্ছ্বাস উপন্যাসের লেখক– সেলিনা হোসেন
- বাংলাদেশে চালু হওয়া ডেমু রেলের 'ডেমু' শব্দ অর্থ – ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট।
- বাংলাদেশের সুন্দরবনের ভিতরে প্রবাহিত প্রধান নদী – শ্যালা নদী।
- বয়স্ক ভাতা যার অন্তর্ভুক্ত- সামাজিক নিরাপত্তা।
- বাংলাদেশে জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স- জন্ম থেকে ১৮ বছর
- লোক সাহিত্য সংগ্রহে অবদান রেখেছেন-দীনেশচন্দ্র সেন।
- প্রাচীন বাংলায় বাংলাদেশের পূর্বাংশে ছিল- হরিকেল।
- কাপ্তাই বাঁধে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা- ভেঙ্গী ভ্যালি।
- সোনারগাঁও বাংলাদেশের রাজধানী ছিল- সুলতানী, মুঘল আমলে।
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯ মার্চ, ১৯৭২ সালে (ভারতের সাথে বাংলাদেশের প্রথম চুক্তি)
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি স্থাপিত হয়-১৯৯৬ সালে (আগারগাঁও ঢাকা)।
- বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীতে'র উৎস- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান কাব্যের স্বরবিতান থেকে।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দল প্রথম টেস্ট খেলে-২০০০ সালে (ঢাকায়) ভারতের বিরুদ্ধে
- প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন- বাংলাদেশের বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে।

- বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো- ব্যানবেইস নামে পরিচিত।
- 'সাইনী' হলো- কর্ণফুলী নদীর একটি উপ-নদী।
- বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়- ১৮৫৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়
- বাংলায় 'অপভ্রংশ' শব্দটি- ভাষার সাথে সম্পর্কিত।
- উৎপত্তিস্থলে মেঘনার নাম-বরাক।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম- ভানুসিংহ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট ডিগ্রি লাভ করেন - ১৯৩৬ সালে।
- কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন- ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের হয়ে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' লাভ করে- ২০১১ সালে।
- বাংলার মুসলিম শাসনামলে 'আবওয়াব' শব্দটি ব্যবহৃত হতো-খাজনার ক্ষেত্রে
- বাংলাদেশের ত্রিপুরা আদিবাসী গোষ্ঠী- সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী।
- 'নিমজ্জন' নাটকটি লিখেছেন- সেলিম আল দীন।
- অভ্র কীবোর্ড তৈরি করেন- মেহদি হাসান।
- সাবমেরিন ক্যাবল প্রকল্পটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশ প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নেয়-১৯৮৮ সালে
- ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' ডিগ্রি দেয়া হয়- কবি কাজী নজরুল ইসলামকে।
- 'মুরাইছড়া' ইকো- পার্ক অবস্থিত- মৌলভীবাজারের বড়লেখায়।
- বাংলাদেশ পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন- বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফোরাম।
- স্রোতজ বনভূমি বাংলাদেশের যে দিকে অবস্থিত- দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে।
- 'তথ্য পাওয়ার অধিকার' যে ধরনের অধিকার- মৌলিক অধিকার (২০০৯)
- দেশের প্রথম কমিউনিটি রেডিও- রেডিও পদ্মা
- ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভাল অব হারমনি' যে স্থানে অনুষ্ঠিত হয়- মহাস্থানগড়।
- ইতিহাসের উৎস নয়- পাঠ্য বই।
- এ.কে ফজলুল হককে 'শেরে বাংলা' উপাধি দেওয়া হয়- লাহোরে।
- কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিত সেতু- শাহ আমানত সেতু।
- সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত- খাগড়াছড়ি।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ সংস্থা- ECNEC (একনেক)।
- বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে- বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- পত্রিকা পড়ে শেখা, টেলিভিশন দেখে শেখা, অন্যকে অনুসরণ করে শেখা, বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে শেখা হচ্ছে শিক্ষার- অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি।
- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে বিভাগ রয়েছে- ২টি (হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ)
- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে- সংসদের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি।
- প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ রয়েছে- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।
- 'কঠিন চীবর দান' অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কর্তৃক।
- বাংলা একাডেমির মূল মিলনায়তনটির নাম- শাহ আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ
- বিধবার প্রেম নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস- 'চোখের বালি'।
- ১৯৪৭- এর দেশ ভাগ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র- চিত্রা নদীর পাড়ে।
- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম - সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে ঘোষণা করে- বিশ্বব্যাংক
- ফরিদপুর জেলে বঙ্গবন্ধু চিঠি লিখেছেন - ৪টি।
- যে মৌর্য সম্রাটের শাসনামলে খবর প্রচারকারীদের 'প্রতিভেদকা' বলা হয় - সম্রাট অশোক।
- নারীদের জন্য টেলিটক এর নতুন সেবা– অপরাজিতা
- খড়গরা রাজত্ব করে- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় (বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী)

- ওরা কদম আলী এর লেখক– মামুনুর রশীদ।
- কাজলা দিদি (বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ) লেখক– যতীন্দ্রমোহন বাগচী
- বাংলাদেশ সফটওয়্যার প্রস্তুতকারীদের সমিতির নাম – বেসিস।
- সর্বপ্রথম বাংলা সার্চ ইঞ্জিনের নাম – পিপীলিকা।
- বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল 'সি-মি-উই-৪' এর দৈর্ঘ্য- প্রায় ২২ হাজার কিমি।
- দেশের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে- ব্যাংক এশিয়া (২০১৪)।
- জমির সামাজিক মালিকানা রয়েছে- রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে
- সংবিধানের যে সংশোধনীকে **'First distortion of constitution'** বলে আখ্যায়িত করা হয় – ৫ম সংশোধনীকে।
- "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য" রচিত হয়- চৌদ্দ শতকে।
- ২০১৩ সালে বাংলাদেশে ১ম যুদ্ধ জাহাজ 'বিএনএস পদ্ম' নির্মাণ করে– খুলনা শিপইয়ার্ড।
- বঙ্গোপসাগরকে বা ১০ নম্বর সেক্টরকে শত্রুমুক্ত করতে যে অপারেশন পরিচালনা করে তা – অপারেশন জ্যাকপট নামে পরিচিত।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু ভবন– জ্যাকব টাওয়ার (ভোলা)
- বিটিভি'র অফিস ডিআইটি ভবন থেকে রামপুরায় স্থানান্তর করা হয় – ১৯৭৫ সালে।
- **DESCO** এর পূর্ণরূপ – Dhaka Electric Supply Company Limited (প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬)
- বঙ্গবন্ধুকে জুলিওকুরি শান্তি পদক দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে – Asian Peace and Security Conference.
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন – নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।
- 'Hall of Frame' জড়িত – আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে।
- Gazette এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ – সরকারি ইশতেহার।
- জিরোসাম গেম আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট– উদারতাবাদ
- Untranquil Recollections: The years of Fulfillment গ্রন্থটি লিখেছেন– রেহমান সোবহান
- ম্যানিলা যে জাতের ফসল– তামাক
- কর অন্তর্ভুক্ত রাজস্ব– নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, আবগারি শুল্ক, রেজিস্ট্রেশন ফি (কর রাজস্ব নয়- টোল ও লেভি)
- জলবায়ুর নিয়ামকগুলো হলো– তাপমাত্রা, বায়ু, আর্দ্রতা।
- বাজার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য– নির্দিষ্ট স্থান, নির্ধারিত মূল্য, নির্দিষ্ট দ্রব্য।
- আঞ্চলিক সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের এসকাপ-এর ৭৮তম অধিবেশনে উপস্থাপন করে– ৫টি প্রস্তাব
- প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের কারণ– ভোগের বৃদ্ধি।
- এর শাসনামলে।
- স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে– রপ্তানি বাড়ে এবং আমদানি কমে।
- জলবায়ুর উপাদান– মেঘ, বায়ু, আর্দ্রতা (উপাদান নয়– সমুদ্রস্রোত)
- মুদ্রাস্ফীতির একটি বড় কারণ হলো– মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি।
- অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা– দু'জনের বেশি।
- সেকেন্ডারি মার্কেট জড়িত– স্টক মার্কেটের সাথে
- সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম– শনিবারের চিঠি
- মোহিতলাল মজুমদারের ছদ্মনাম– সত্যসুন্দর দাস
- সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব দেখা যায় যে গল্পে– কালিন্দী
- সভ্য সমাজের মানদণ্ড হলো– আইনের শাসন
- ম্যানগ্রোভ হলো– উপকূলীয় বন
- আপিল বিভাগের তৃতীয় নারী বিচারপতি– কৃষ্ণা দেবনাথ
- বাঙালি উপভাষার অঞ্চল- বরিশাল
- ধান গাছ যে জাতীয় উদ্ভিত- ঘাস।
- ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান- প্রধানমন্ত্রী।
- জাতিসংঘের সংস্থা **UNDP, UNFPA, UNOPS** এর নির্বাহী বোর্ডের ২০২১-২০৩০ মেয়াদে সদস্য নির্বাচিত হয়েছে- বাংলাদেশ।
- সমুদ্র গুপ্তের সভা কবি হরিষেণ রচনা করেন– এলাহাবাদ প্রশস্তি
- উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপাদান হলো– ভূমি।
- NCTB এর পূর্ণরূপ– National Curriculum and Text Board.
- নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে নীতি অনুসরণ করে– জন্মসূত্র ও অনুমোদনসূত্র
- ১৮৭৫ সালে ভারতের দেশাত্মবোধক সংগীত "বন্দে মাতরম" রচনা করেন- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে যে দেশ বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো প্রদান করেছিল – সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।
- রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে- সংবাদ মাধ্যমকে।
- **Polis** শব্দটির অর্থ- নগররাষ্ট্র।
- বিডিআর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।
- হিন্দুমতে মান্ধাতা ছিলেন- সত্যযুগের শাসক।
- মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল- সম্পত্তির ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা
- অর্থ সরবরাহ বেড়ে গেলে-মূল্যস্ফীতি হয়।
- দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক ইপিজেড- উত্তরা, নীলফামারী।
- চার্লস ডি ওলির **Antiquities of Dacca** হলো- ঢাকা মহানগরীর উপর লেখা চিত্রশিল্প বিষয়ক গ্রন্থ।
- আমেরিকা বাংলাদেশকে দেয়া জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে- ২৭ জুন, ২০১৩
- মেঘদূত- এর অনুবাদক- বুদ্ধদেব বসু।
- সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান- মূল্যবোধ।
- 'টিকফা' চুক্তির দুইপক্ষ – বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র (২০১৩ সাল)।
- এসএসসি/দাখিলে গ্রেডিং চালু হয়– ২০০১ সালে এবং এইচএসসি/আলিমে গ্রেডিং চালু হয়– ২০০৩ সালে।
- মাধ্যমিক লেভেলে দেশে ১ম সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হয়, বাংলাদেশে ১ম বই উৎসব হয়– ২০১০ সালে।
- ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অবস্থিত– চাঁদপুর।
- এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতা – হরিষেণ।
- 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় - পূর্বাশা পত্রিকায়
- একটি বৈধ ব্যাংক চেকের মেয়াদ হলো – ৬ মাস
- ব্যাংক মূলত যে উৎপাদনের সাথে জড়িত – সেবাকর্ম
- রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শক্তি – আইন পরিষদ
- রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব – জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা।
- রাষ্ট্রের ঐহিক বা মুখ্য কাজ – আইন প্রণয়ন, দেশ রক্ষা, প্রশাসন পরিচালনা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।
- ঐচ্ছিক বা গঠন কাজ – জনকল্যাণ বা উন্নয়নমূলক (শিক্ষা বিস্তার)
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে– বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির উপর বিগত প্রশ্ন

- **Nationally Determined Contributions** যে বিষয়ের সাথে জড়িত – জলবায়ু পরিবর্তন।
- রোহিঙ্গা শরনার্থীদেও সহায়তায় জাতিসংঘ গৃহীত কর্মসূচি – Joint Response Plan.
- 'নিবলিক' শব্দটি জড়িত – গলফ খেলার সাথে।
- সর্বশেষ যে দেশে দাস প্রথা বিলুপ্ত হয় – মৌরিতানিয়া।
- সর্বপ্রথম যে দেশে দাস প্রথা বিলুপ্ত হয় – হাইতি।
- সর্বপ্রথম পত্রিকা প্রচলিত হয় যে সভ্যতায় – মিশরীয় সভ্যতা।
- 'ফাইভ এস' যে খেলার সাথে জড়িত – হকি।
- বিশ্বে সর্বাধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশ – চীন।
- নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি **(Wolf Warrior Diplomacy)** সংশ্লিষ্ট- চীনের সাথে
- **Persona non-grate** যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– কূটনীতিবিদ।
- 'মারিওপোল' ইউক্রেনের– একটি বন্দরনগরী।
- 'স্বর্ণ পাম' যে চলচ্চিত্র উৎসবের মুখ্য পুরস্কার– কান (Cannes)
- ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

- ইসলামের ইতিহাসে মদিনা শহরের অধিবাসীগণ আনসার এবং মক্কাবাসী মুহাজির হিসেবে পরিচিত।
- ডেভিড ফ্রস্ট ছিলেন– একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক।
- ট্রপিক্যাল সাইক্লোন সৃষ্টি হবার জন্য সাগর পৃষ্ঠের ন্যূনতম তাপমাত্রা হওয়া প্রয়োজন– ২৬.৫০° সেলসিয়াস।
- সালোকসংশ্লেষণে সূর্যের আলোর রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করার কর্মদক্ষতা হলো– ৩-৬ শতাংশ
- "কর্তব্যের জন্য কর্তব্য" ধারণাটির প্রবর্তক– ইমানুয়েল কান্ট
- **'On Liberty'** গ্রন্থের লেখক– জন স্টুয়ার্ট মিল
- কেন্তমের যে দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত– হিত্তিক ও ও তুখারিক।
- রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশ নয়– ফিনল্যান্ড
- কিংবদন্তি মুহাম্মদ আলী যে জন্য বিখ্যাত– বক্সিং
- **Knowledge Comes but wisdom lingers** – উক্তি করেছেন–Alfred Lord Tennyson.
- ক্রিস্টো কারেন্সির স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ– এল সালভেদর
- পামটপ হলে– ছোট কম্পিউটার
- প্যানকাং দ্বীপ যে সাগরে অবস্থিত– জাভা সাগর
- যে আলোক রশ্মি ত্বকে ভিটামিন তৈরিতে সাহায্য করে– আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি
- 'একাডেমি অব সায়েন্স' যে দেশের বিখ্যাত লাইব্রেরি– রাশিয়া
- প্রাকৃতিক লাঙল বা কৃষকের বন্ধু বলে– কেঁচোকে
- **Leave no behind** বক্তব্যটি – SDG's এর একটি অঙ্গীকার
- **Palma ratio** হলো– আয় বৈষম্য পরিমাপের সূচক
- বি-৫২ হলো– এক ধরনের বিমান
- **OIC Statcom** এর সদরদপ্তর – আঙ্কারা।
- হন্ডুরাসের রাজধানী– তেগুসিগালপা
- দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশের পার্লামেন্টে নারী সদস্যের হার সর্বাধিক– নেপাল
- ওয়াটার পোলো খেলায় দুই দলের খেলোয়াড় থাকে– ১৪ জন
- পরিবেশ ইস্যুর সাথে জড়িত সংস্থা– IPCC
- আলোর প্রাথমিক রং হিসেবে বিবেচনা করা হয় না যে রং কে– হলুদ
- To be, or not to be, that is the question উক্তিটি শেক্সপীয়ারের যে নাটকে পাওয়া যায়– হ্যামলেটে
- লিরা যে দেশের মুদ্রা– তুরস্ক
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য লিখনরীতি উদ্ভাবন করেন– ব্রেইল
- হেমলক হলো– গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ
- মিয়ানমারে সামরিক শাসন বিরোধী বিপ্লব পরিচিত– বসন্ত বিপ্লব নামে (২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়)
- ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নাম– হান্টার শিক্ষা কমিশন
- ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় "ম্যান অব এশিয়া" খেতাবে ভূষিত করে– এস এম সুলতানকে
- গণতান্ত্রিক কঙ্গোর রাজধানী– কিনসাসা
- রেইডার শব্দটি যে খেলার সাথে সম্পৃক্ত– কাবাডি
- বিশ্বে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণে শীর্ষ দেশ– চীন
- ওয়াটার গেইট হলো– বাণিজ্যিক ভবন
- যে দুইটি দেশের মধ্যে **"Ashes Trophy"** খেলা হয়– অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড
- ব্ল্যাক ফরেস্ট অবস্থিত– জার্মানি
- কলকাতা নদীবন্দরের নতুন নাম– শ্যামাপ্রসাদ বন্দর
- ২০২১ সালে মিস ইউনিভার্স মুকুট জয়ী তরুনীর নাম– হারনাজ সান্ধু
- **International Year of Glass** যে সাল– ২০২২
- ফ্রান্সের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন– চার্লস ডি গল
- তড়িৎ শক্তি যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয়– মাইক্রোফোন
- ২০২১ সালে মঙ্গল গ্রহে অবতরণকারী চীনের মনুষ্যবাহী নভোযান– জুরং
- এশিয়া ও ইউরোপে চীনের প্রভাব বিস্তারে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের নাম– Belt and Road Initiative
- নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ– ক্যানিয়ন ও গিরিখাত।
- নদীর উর্ধ্বগতিতে যে ভূমিকম্প দেখা দেয়– আকৃতির উপত্যকা।
- 'Vanity Fair' is a novel written by – William Makepeace Thackeray
- The play 'The Birthday Party' is written by – Harold Pinter
- স্টিভ চেন ও চাড হারলির সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশি ইউটিউব প্রতিষ্ঠা করেন– জাওয়েদ করিম।
- **Grands National Assembly** যে দেশের পার্লামেন্ট– তুরস্ক
- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের মনোনয়নের জন্য ন্যূনতম ডেলিগেটের সমর্থন প্রয়োজন– ১৯৯১ জন।
- সামরিক ভাষায় **'WMD'** অর্থ– Weapons of Mass Destruction
- বার্ষিক বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন প্রকাশ করে জাতিসংঘের যে সংস্থা – UNCTAD
- আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রোহিঙ্গা গণহত্যা বিষয়ক অন্তবর্তীকালীন রায়ে মিয়ানমারকে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছে– ৪টি
- রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটি সুবিধা বিদ্যমান– ভিয়েতনামে।
- ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়– ১৯১২
- জাতিসংঘ নামকরণ করেন– রুজভেল্ট
- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল গঠিত হয়– ১৯৪৪ সালে
- দক্ষিণ গোলার্ধে উষ্ণতম মাস– জানুয়ারি, শীতলতম মাস– জুলাই।
- **UDMC**– Union Disaster Management Committee
- পাথফাইন্ডার এর মঙ্গলে অবতরণ হয়– ১৯৯৭ সালে
- জলবায়ু কন্যা হিসেবে পরিচিত গ্রেটা থুনবার্গ যে দেশের নাগরিক- সুইডেন।
- ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ অবস্থিত– নিপার নদীর তীরে।
- মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি অবস্থিত– ভূমধ্যসাগরের তীরে।
- ভারতের সিভিল সার্ভিস দিবস- ২১ এপ্রিল।
- আধুনিক মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিসের উন্মেষ ঘটে- চীনে।
- **IUCN** কাজ করে- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে।
- লুজাইন আল হাতলুল ছিলেন- সৌদি আরবের একজন নারী অধিকার কর্মী (সৌদি নারীদের গাড়ী চালানোর অনুমতি দেয়ার পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন)।
- 'কর্তব্যের নৈতিকতা'র ধারণা প্রবর্তন করেন– ইমানুয়েল কান্ট
- প্লেটো 'সদগুণ' বলতে বুঝিয়েছেন– প্রজ্ঞা, সাহস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ন্যায়
- 'সুশাসন চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল' অভিমতটি প্রকাশ করে– বিশ্বব্যাংক
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা পুনরায় আরোপ করে– ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০
- উদ্বাসন শব্দের অর্থ– বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া
- ব্রিটিশ কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল– অষ্টাদশ শতাব্দীতে
- অনুকম্পা শব্দের ইংরেজি– Clemency
- ওমর (রা.) হিজরি সনের প্রচলন করেন– ৬২২ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু প্রবর্তন হয় ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে।
- ১৯৪৫ মার্কিন পারমাণবিক বোমার জনক– ওপেন হেইমার, ম্যান হার্টন প্রজেক্টের আওতায় ১ম বিস্ফোরণ ঘটায় নিউ মেক্সিকোর মরু অঞ্চলে, যুক্তরাষ্ট্র
- মানব দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বা তাপমাত্রা– ৩৬.৯° সেলসিয়াস বা ৯৮.৪° ফারেনহাইট।
- ১০ লক্ষ = ১ মিলিয়ন, ১০০ কোটি = ১ বিলিয়ন, ১ লক্ষ কোটি = ১ ট্রিলিয়ন
- পৃথিবীর সব দেশের মুদ্রা তৈরির প্রধান উপাদান– কপার
- ভারতের প্রথম মহিলা মুসলিম বিচারপতি– ফাতেমা বিবি
- বিশ্বের দীর্ঘতম ভাস্কর্য স্ট্যাচু অব ইউনিটির আরেক নাম– সর্দার বল্লব ভাই প্যাটেল ভাস্কর্য (ভারতের গুজরাটের নর্মদাতে অবস্থিত)
- **Poet of beauty** বলা হয়– জন কিটসকে
- **CTBT** – Comprehensive Test ban Treaty

- **Poet of Nature** বলা হয়- William Wordsworth কে
- **'A Bunch of Old Letters'** বইটির লেখক- জওহরলাল নেহেরু
- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে- ভেনেজুয়েলা
- হিমালয় পর্বতমালা আবিষ্কারের পূর্বে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পর্বতমালা ছিল- গডউইন অস্টিন
- ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও সহায়তা প্রধানকারী সামরিক বাহিনীর অভিযানের নাম- অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম
- গুগলের হেডকোয়ার্টার্স অবস্থিত- ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
- নাগিব মাহফুজ নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক- আরবীয় সাহিত্যিক
- যুক্তরাজ্যের ইয়ান উইলমুট ১ম **Adult Cell** ক্লোন করে যে ভেড়ার জন্ম দিয়েছে- ডলি
- হরপ্পা ও মহেঞ্জদারো সভ্যতা অবস্থিত- পাকিস্তানে।
- যে উদ্ভিদ কেবল ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে দেখা যায়- নিপা পাম বা গোলপাতা
- মরুভূমির জাহাজ বলা হয়- উটকে।
- সিমেন্ট তৈরির অন্যতম কাঁচামাল- জিপসাম।
- **FIR** এর পূর্ণরূপ- First Information Report
- **CGPA** এর পূর্ণরূপ- Cumulative Grade point Average
- সম্প্রতিকালে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে- UNICEF
- **ISO** এর পূর্ণরূপ- International organization for Standardization.
- **OECD** এর পূর্ণরূপ- Organization for economic and Co-operation Development.
- **Me too** আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত - কর্মস্থলে নারী নির্যাতন।
- জার্মানির প্রথম নারী চ্যান্সেলর - অ্যাঞ্জেলা মার্কেল
- মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত যান- পাথফাইন্ডার (১৯৯৭)
- সমাজ পরিবর্তনের প্রাকৃতিক উপাদান- জলোচ্ছ্বাস
- **UDD** এর পূর্ণরূপ - Urban Development Directorate (প্রতিষ্ঠা- ১৯৬৫)
- জাতিসংঘ বিশ্বের দেশসমূহকে ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে- ৩টি (স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নতদেশ)
- দক্ষিণের রানী বলা হয় বিশ্বের যে শহরকে- সিডনী, অস্ট্রেলিয়া
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন- জেনারেল ফচ
- টিউলিপ বিপ্লব হয় যে দেশে- কিরগিজস্তান
- বনভূমি কেটে যে খাল তৈরি করা হয়- পানামা খাল
- আইনগত কাঠামোর আদেশের ঘোষক- ইয়াহিয়া খান
- মানবসমাজ যা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সভ্যতা শিখেছে- লোহার ব্যবহার
- ড্রাগন অর্থনীতির দেশসমূহ- দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশ
- **NHA** এর পূর্ণরূপ- National Housing Authority (প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৫, সদরদপ্তর ফিলিপাইনের কেসোনে)
- **An Unexamined life is not worth living** – বলেছেন সক্রেটিস
- আইজেন হাওয়ার ডকট্রিন যে অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য- মধ্য প্রাচ্য।
- রুশ ও জাপান যুদ্ধ হয়- ১৯০৪ সালে।
- **Agora** হলো- মুক্তাঞ্চল যা প্রথম গ্রীসের এথেন্স নগরীতে প্রচলিত হয়।
- ব্রিটেন এর প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ।
- 'হ্যাশট্যাগ মি টু' আন্দোলন সূচিত হয়- যৌন হয়রানি বিরুদ্ধে।
- নীল আর্মস্ট্রং ১৯৬৯ সালে ২০ জুলাই প্রথম চাঁদে পা রাখেন- অ্যাপোলো-১১ যানে করে।
- গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন অলিম্পিক হয়- ৪ বছর পর পর।
- রাফাল যে দেশের তৈরি যুদ্ধ বিমান- ফ্রান্স।
- ভস্তক- ৮- রাশিয়ার সামরিক মহড়া।
- সুইডেনের বোফোর্স কেলেঙ্কারী সাথে জড়িত ব্যক্তি- রাজীব গান্ধী (ভারত)
- অ্যাম্বাসেডর হলো- কমনওয়েলথ বর্হিভূত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে বলে।
- এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরের অর্থনৈতিক জোট **APEC** এর সদরদপ্তর- সিঙ্গাপুর।
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র হলো- মানবাধিকার সংস্থা।
- ইমানুয়েল কান্ট হলেন- জার্মানির নীতি বিজ্ঞানী
- ২০২০ সালে মহাকাশ বাহিনী গড়ে তোলে- যুক্তরাষ্ট্র
- চিকেন নেক বলা হয়- শিলিগুড়ি করিডোরকে (বাংলাদেশ থেকে নেপালকে পৃথক করেছে)।
- পিস পাইপ লাইনের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশ- ইরান-পাকিস্তান
- হিটলারের বাহিনী যে রণতরীর কারণে ২য় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম ৯মাস বিজয় লাভ করে অবস্থান সুদৃঢ় করে- ব্লিৎসক্রিগ
- ১৯৮৬ সালে চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে- ইউক্রেনের চেরনোবিল শহরে।
- ইউক্রেনের ক্রিমিয়া যুদ্ধে যোদ্ধাহতদের সেবা করায় 'লেডি উইথ ল্যাম্প উপাধি পান- ইতালির ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল
- বিশ্বের বৃহত্তম ভাষ্কর্যের নাম - Statue of Unity বা বল্লব ভাই প্যাটেল ভাষ্কর্য ভারতের গুজরাটে অবস্থিত। স্থপতি- রাম ভি সুতার
- বিশ্বের যে দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি উদ্বাস্তু **(Refugee)**- সিরিয়া। উদ্বাস্তু আশ্রয়দানে শীর্ষ দেশ- তুরস্ক
- **Allaince** যে দেশভিত্তিক গার্মেন্টস ব্রান্ডগুলোর সংগঠন – যুক্তরাষ্ট্র।
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র যে ধরনের সংস্থা - মানবাধিকার।
- জ্যাক মা উন একজন – চীনের উদ্যোক্তা।
- প্রথম ৫-জি ইন্টারনেট সেবা চালু করে- দক্ষিণ কোরিয়া।
- চাঁদে অবতরণকারী প্রথম নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং মৃত্যুবরণ করেন - ২৫ আগস্ট ২০১২।
- মোবাইল ফোনে প্রথম স্যাটেলাইট টিভি সার্ভিস চালু করে – দক্ষিণ কোরিয়া
- চাঁদের পানির সন্ধান পাওয়া ভারতীয় মহাকাশযান – চন্দ্রযান-১।
- বিজ্ঞানীরা 'বিগ ব্যাং' এর পরীক্ষা করেছে – ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড সীমান্তে।
- বিশ্বে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম গর্ভাশয় তৈরিতে সফল হন – জাপানের বিজ্ঞানীরা।
- ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল-ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।
- **Imperialism, the Highest Stage of Capitalism** বইটি লিখেন- লেনিন।
- প্রাকৃতিক আইনের উদ্ভব হয়-গ্রিক খ্রিস্টান ও মধ্য যুগীয় ধর্মতত্ত্ব থেকে
- ক্রম হ্রাসমান হারে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী উপাদান বিলীনের বিষয়টি যে চুক্তিতে বলা হয়েছে-মন্ট্রিল প্রটোকল।
- নৈরাজ্য যে তত্ত্বের মূল উপাদান সেটি হচ্ছে-নব্য মার্কসবাদ।
- সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান কর্তৃক ঘোষিত স্ট্রেটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ (এস.ডি.আই) এর জনপ্রিয় নাম ছিল-তারকা যুদ্ধ।
- দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয়- বাফার রাষ্ট্র।
- পিং পং যে খেলার সাথে জড়িত - টেবিল টেনিস।
- ১৯৯৫ সালে যে সংস্থাটির গোল্ডেন জুবিলি পালিত হয়- UN
- ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়- Aedes aegypti.
- বাণিজ্যিকভাবে মৌমাছি পালনকে বলা হয়- এপিকালচার।
- আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলকে যে নামে অভিহিত করা হয়-সাহেল।
- সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-৩০-হচ্ছে একটি দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস কৌশল
- ইউ এন ডি পি **(UNDP)** সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তন করে-১৯৯৭ সালে
- জেরেমি বেন্থাম যে দেশের অধিবাসী ছিলেন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- **Black Lives Matter**-বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন।
- **SDR (Special Drawing Rights)** সুবিধা প্রবর্তনের জন্য যে সালে **IMF** এর গঠনতন্ত্র **(Articles)** সংশোধন করা হয়েছে-১৯৬৯
- ভারত **Google** কে নিচের যে প্রোগ্রামের জন্য ছবি তোলা থেকে বিরত করে- Street View
- জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা **(UNEP)** ও জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা **(WMO)** এর মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে-Green Peace।
- বিশ্বব্যাংক সংশ্লিষ্ট যে সংস্থাটি স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি খাতে আর্থিক সাহায্য ও উপদেশ দিয়ে থাকে-IFC

- **World Development Report** যে সংস্থাটির বার্ষিক প্রকাশনা- World Bank
- গ্রিন হাউজ গ্যাস সবচেয়ে বেশি নির্গমন করে – চীন।
- 'কালাপানি' যে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অমীমাংসিত ভূখণ্ড- ভারত ও নেপাল
- চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী প্রধান মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম- উইঘুর
- যেটি নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত - NPT.
- সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র অবস্থিত- গুজরাট, ভারত।
- **UNDP** সুশাসন নিশ্চিতকরণে যে কয়টি উপাদান উল্লেখ করেছে- ৯টি
- চা পাতায় যে ভিটামিন থাকে- ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স।
- মিসর ও সৌদি আরবকে বিভাজনকারী সাগর- লোহিত সাগর।
- মানবাধিকার যে ধরনের অধিকার- প্রাকৃতিক অধিকার।
- 'রোসাটম' সে দেশের জাতীয় পরমাণু সংস্থা- রাশিয়া।
- ইমরুল কায়েস একজন- আরবীয় কবি।
- বস্তুর ওজন যে অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি হয়- মেরু অঞ্চল।
- যুক্তিবিদ্যার জনক- এরিস্টটল।
- কনফুসিয়াস ছিলেন- চীনের দার্শনিক।
- হুদাইবিয়ার সন্ধির লেখক- হযরত আলী (রা.)।
- টুইটার হলো- সামাজিক যোগাযোগ সাইট। চালু হয়- ২০০৬ সালে
- প্রিজন নোটবুক বইটির রচয়িতা- আন্তনিও গ্রামসি
- **NASDAQ** যে দেশের পুঁজিবাজারের সাথে সম্পর্কিত-যুক্তরাষ্ট্র।
- গ্রিনিচ শব্দটি সম্পর্কিত-সময়ের সাথে।
- তানজানিয়া ও উগান্ডার মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা হিসবে বিবেচিত- ভিক্টোরিয়া হ্রদ।
- 'টেস্ট টিউব বেবি' পদ্ধতির জনক- রবার্ট এডওয়ার্ডস (১৯৭৮ সালে)
- 'এনথ্রাক্স' শব্দটির মূল ভাষা-গ্রিক।
- সেনেগাল ছিল-ফ্রান্সের উপনিবেশ।
- ১৯৮৭ সালে স্বাক্ষরিত মন্ট্রিল প্রটোকলের বিষয়বস্তু ছিল-পরিবেশ।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ- ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে, রাশিয়া।
- 'সুনামী' শব্দটি নেয়া হয়েছে- জাপানি ভাষা থেকে।
- **EVM** বোঝায়- ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৬০)।
- ঘোষিত পরমাণু অস্ত্রধারী দেশ-৮টি দেশ; যুক্তরাষ্ট্র (১৯৪৫), রাশিয়া (১৯৪৯), যুক্তরাজ্য (১৯৫২), ফ্রান্স (১৯৬০), চীন (১৯৬৪), ভারত (১৯৭৪), পাকিস্তান (১৯৯৮), উত্তর কোরিয়া (২০০৬)।
- নেপালের সর্বশেষ রাজা ছিলেন- জ্ঞানেন্দ্র (২০০৮ সালে ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে)
- জাতিসংঘের নারী উন্নয়ন বিষয়ক তহবিলের নাম-ইউনিফেম
- প্রিস্টিনা হলো- কসোভোর রাজধানী
- নরওয়ে, আইসল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক-এর মুদ্রার নাম – ক্রোনা।
- ওয়াটার লু যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত-বেলজিয়ামে।
- স্যান্ডহার্স্ট হচ্ছে-ব্রিটিশ সরকারের একটি সামরিক একাডেমি।
- **The Keeling Curve**- রেখাচিত্রটি সম্পর্কিত-পরিবেশের সাথে
- জাতিসংঘে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের পদমর্যাদা- রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষক।
- **Education** শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে- ল্যাটিন ভাষা থেকে।
- ই-৮ হলো- পরিবেশ দূষণকারী ৮টি দেশ।
- টাইম একটি-আমেরিকান সাময়িকী।
- **Ode to a Nightingale** কবিতার রচয়িতা- জন কির্টস।
- আধুনিক আমলাতন্ত্রের প্রবক্তা- জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার
- সামাজিকীকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে-পরিবার।
- **Windows-XP** দ্বারা বুঝানো হয়- উইন্ডোজ এক্সপেরিয়েন্স।
- শূন্যের ধারণা প্রদান করেন- একজন ভারতীয় গণিতবিদ।
- দিন-রাত সংঘঠিত হয় – আহ্নিক গতির জন্য।
- OAS গঠিত হয়েছে- আমেরিকা অঞ্চলের ৩৫টি রাষ্ট্র নিয়ে
- পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়- বিহার, ভারত।
- সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আলোচিত হতে পারে না- দ্বিপাক্ষিক সমস্যা।
- ব্রিটিশ কলোনি ছিল, কিন্তু কমনওয়েলথের সদস্য নয় – জর্ডান, মিয়ানমার, যুক্তরাষ্ট্র ও মালদ্বীপ।
- 'আংকর ওয়াট' নামক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিন্দুমন্দির অবস্থিত- কম্বোডিয়ায়
- **Great Leap Forward** ইতিহাসের এই অতি সমালোচিত কর্মসূচির প্রবক্তা- মাও সেতুং।
- যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম দুইবার নোবেল পুরস্কার পান – মেরি কুরি।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আরেক নাম-ওয়েস্ট মিনিস্টার।
- মাদাগাস্কারের রাজধানীর নাম – আন্তানানারিভো।
- সর্বোচ্চ ব্রিটিশ সমর পদক – ভিক্টোরিয়া ক্রস।
- স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত – দক্ষিণ চীন সাগরে।
- আধুনিক তুরস্ক, সিরিয়া, ইরান ও কুয়েত এই রাষ্ট্রগুলো- মেসোপটেমীয় সভ্যতার অংশ।
- 'অ্যাপেক' এর পূর্ণরূপ- এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো- অপারেশন।
- ডেভিড ফ্রস্ট ছিলেন- একজন সাংবাদিক।
- সারিন হলো- এক প্রকার রাসায়নিক অস্ত্র, ২০১৩ সালে সিরিয়ায় ব্যবহার করে বাশার সরকার।
- 'থিসরাস' হল এক রকম-অভিধান
- ওমান, কম্বোডিয়া, সৌদি আরব ও ব্রাজিলের মুদ্রার নাম – রিয়েল।
- ক্যানবেরায় অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম-দি লজ
- ৪০ প্রজাতির ফল এক গাছের আবিষ্কারক হচ্ছেন- অধ্যাপক স্যাম ভন আকেন।
- প্রথম জনসম্মুখে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়- ভুটানে।
- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ স্থায়ী ছিল- ১৮দিন।
- বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত- ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার।
- আন্তর্জাতিক ভাষাবর্ষ প্রথম উদযাপন করা হয়-২০০৮ সালে।
- সিগমান্ড ফ্রয়েড জগৎ বিখ্যাত- মনোসমীক্ষণ নিয়ে কাজ করার জন্য
- 'এজেন্ডা ২১' গ্রহণ করে- জাতিসংঘ।
- ব্ল্যাক মানডে' হলো-১৯৮৭ সালের ১৯ অক্টোবর বিশ্ব পুঁজিবাজারের বিপর্যয় যা এক 'সোমবারে' সংঘটিত হয়।
- হংকং- এ ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৩৯ সালের ব্রিটেন ও চীনের মধ্যকার আফিম যুদ্ধ/ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের পর।
- সুবিক বে অবস্থিত - দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (ফিলিপাইনের নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরে)।
- আইএসবিএন যে উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট-বই।
- হিজরি সন প্রবর্তন করেন- হজরত ওমর (রা.), ৬২২ খ্রিস্টাব্দে।
- ব্যাডমিন্টন যে দেশের জাতীয় খেলা- মালয়েশিয়া।
- ইউএনবি (UNB) হলো-United News of Bangladesh. (১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অন্যতম সংবাদ সংস্থার নাম)
- রাডারের নজর এড়াতে সক্ষম মার্কিন যুদ্ধবিমান-স্টিলথ।
- আফ্রিকার যে দেশটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক এর পর্যবেক্ষক মর্যাদা ভোগ করছে- মরিশাস।
- যে দেশের সমুদ্র বন্দর নেই – আফগানিস্তান, মঙ্গোলিয়া, নেপাল ও ভুটান
- 'প্রিজন নোটবুক' বইটির রচয়িতা- আন্তনিও গ্রামসি।
- মিয়ানমারে যে সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে- বৌদ্ধ সভ্যতা।
- আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদযাপিত হয়-২১ সেপ্টেম্বর।
- ম্যাকাও যে দেশের উপনিবেশ ছিল-পর্তুগাল।
- অবৈধ অর্থের ব্যবহার ও লেনদেন রোধে প্রণীত হয়- মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন আইন।
- ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়েতে সংযুক্ত হওয়া দেশের তালিকায় বাংলাদেশ- ২০ তম
- সভ্যতার পরিমাপ করা যায়- কলা কৌশলের প্রয়োগ দেখে।
- অস্তিত্ববাদ হলো- একটি বিখ্যাত দার্শনিক আন্দোলন।
- দ্য রাইজ অব ইসলাম অ্যান্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার' গ্রন্থটি লিখেছেন- রিচার্ড ইটন।
- মৌলিক দর্শনশাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়- অধিবিদ্যা।
- পিরানহা এক প্রকার- রাক্ষুসে মাছ।
- অলিভ পর্বতটি অবস্থিত- জেরুজালেম।

- প্রথম এভারেস্ট জয়ী নারী- জুনকো তাবেই, জাপান।
- **The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order** গ্রন্থটি লিখেছেন- স্যামুয়েল পি হান্টিংটন।
- সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয়-নরম্যান বোরল্যাগকে।
- 'জি-২০' ফোরামে দেশ রয়েছে -১৯টি।
- আন্তর্জাতিক আদালতে যে দু'টি দেশ প্রথম মামলা করেছিল – যুক্তরাজ্য ও আলবেনিয়া।
- অক্সিডেন্টাল (যুক্তরাষ্ট্র), নাইকো (কানাডা), ইউনিকল (যুক্তরাজ্য)
- গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস উত্তোলণের জন্য বাপেক্স সাথে চুক্তি করেছিল- PSC (Production Sharing Contract)
- সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার সার্ভিস বয়স্কদের চিকিৎসা সেবা চালু করে- ডক্টরোলা ডটকম।
- মহাকাশে ১ম যান প্রেরণ করে– সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া ১৯৫৭ সালে (লাইকা কুকুর)
- রাশিয়ার নাগরিক ইউরি গ্যাগারিন ১ম মহাশূন্যে ভ্রমণ করে –১৯৬১
- ১৯৬৩ সালে ১ম নারী হিসেবে মহাশূন্যে ভ্রমণ করে– রাশিয়ার ভেলেন্তিনা তেরেসকোভা।
- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের উপর গ্রন্থ – An Eassy on the principle of population (১৭৯৮)
- কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটির প্রবক্তা– জন ডাল্টন।
- আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট অবস্থিত– ম্যানিলার লেগুনা শহরে, ফিলিপাইন (১৯৬০)।
- মিত্রশক্তি নিউলীর সন্ধি করে – বুলগেরিয়া সঙ্গে।
- পাক্কুরাজার ঢিবি প্রত্নস্থানটি – ভারতে অবস্থিত।
- আনুমানিকভাবে মিয়ানমারে মোট জাতি গোষ্ঠী আছে - ১৩৫টি।
- ***Humility*** শব্দটির অর্থ – নম্রতা।
- রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সারকথা – মানবকেন্দ্রিকতা।
- ট্যাবলয়েট – এক ধরনের পত্রিকা।
- টাইম ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় - যুক্তরাষ্ট্রে।
- **Mesopotamia** শব্দের অর্থ – অর্ধচন্দ্র।
- **Life Below Water** - এর সাথে সংযুক্ত – Sustainable Development Goals.
- ইউরোপের যে দেশে কৃষি বিপ্লব/শিল্প বিপ্লব হয়– ইংল্যান্ড।
- **SIDS (Small Island Developing States)** উন্নত করার জন্য প্রথম **Action Plan** – Barbodos Action Plan
- কেলোগ ব্রাইন্ড/ প্যারিস শান্তি চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল - জার্মানি থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া।
- যে দ্বীপটি ইইউ **(EU)** - এর অঙ্গীভূত – সিসিলি।
- **Argumentation** শব্দটির অর্থ - যুক্তির বৈধতা।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাদুঘর – ল্যুভর জাদুঘর।
- মেসোপটেমীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে বর্তমানে – ইরাকে।
- ভারত মহাসাগরে অবস্থিত চাগোজ দ্বীপপুঞ্জে সর্বমোট দ্বীপ রয়েছে- ৬০টি
- ঠান্ডা যুদ্ধের **(Cold War)** সময় **'Iron Curtain'** ধারণাটি – আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- **'Leviathan** গ্রন্থটি রচনা করেন– টমাস হবস
- যুক্তরাষ্ট্রের এনবিসি টিভিতে 'দি অ্যাপ্রেনটিস' রিয়েলিটি শো টেলিভিশন অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করতেন – ডোনাল্ড ট্রাম্প।
- সিএনএন এর সদরদপ্তর অবস্থিত– আটলান্টা, USA।
- প্রথম বিশ্ব যুদ্ধত্তোর শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় - ফ্রান্সে।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক **'Smart power'** বলতে – রাজনৈতিক শক্তি।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন **Anscheluss** ধারণাটি ছিল - জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে একত্রীকরণ।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জাপান যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার (হাওয়াই) আক্রমণের সাংকেতিক নাম – অপারেশন জেড।
- **Nicomachean Ethics** গ্রন্থটি রচনা করেন – এরিস্টটল।

- ১৯৮২ সালে World Charter on Nature গ্রহণ করে– জাতিসংঘ
- যে সম্মেলন থেকে **Commission on Sustainable Development** - এর উৎপত্তি হয়েছে – The Earth Summit (1992)
- ভার্সাই চুক্তিতে সর্বমোট অনুচ্ছেদ ছিল– ৪৪০টি
- সক্রেটিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের বিচারকার্য সম্পন্ন হয়– ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্ব
- জাতিসংঘের সর্বোচ্চ চাঁদা দেয়– যুক্তরাষ্ট্র (২২%), ২য় দেশ চীন (১২%)
- জাতিসংঘের সর্বনিম্ন চাঁদার পরিমাণ– ০.০১%
- মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কা স্বাধীন হয় - ১৯৪৮ সালে।
- দুই ইয়েমেন ও দুই জার্মানি একত্রিত হয় - ১৯৯০ সালে।
- বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাংক - সুইস ব্যাংক, সুইজারল্যান্ড।
- বিশ্বের বৃহত্তম বিনিয়োগকারী ব্যাংক ও যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্যাংক – গোল্ডম্যান স্যাকস।
- ইয়েলো স্টোন ন্যাশনাল পার্ক - যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম পার্ক।
- কেপ ক্যানাভেরাল - যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা নাসার উৎক্ষেপণ কেন্দ্র।
- মার্কিন প্রেসিডেন্টের গ্রীষ্মকালীন অবকাশযাপন কেন্দ্র যা মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত– ক্যাম্প ডেভিড
- লন্ডনের মাদাম তুশো জাদুঘরে রক্ষিত আছে– বিখ্যাত ব্যক্তিদের মোমের মূর্তি
- বিশ্বের প্রথম জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়– আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর
- নাটকের উৎপত্তি– গ্রিসে
- থিয়েটারের বিশ্ব সংস্থার সংক্ষিপ্তরূপ– ITI
- ভরত নাট্যশাস্ত্র এর উৎপত্তিস্থল– ভারত
- আলতামিরা গুহা অবস্থিত– স্পেন
- গৌতম বুদ্ধের জীবনী কাহিনী নিয়ে গুপ্ত যুগের ২৯টি গুহাচিত্র অজন্তা ও ইলোরা গুহাদ্বয় অবস্থিত– মহারাষ্ট্র, ভারত।
- ভারতের তৈলচিত্রের শিল্পি মকবুল ফিদার বিখ্যাত চিত্রকর্ম– পঞ্চইন্দ্রিয়
- ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক চিত্রকলার পথিকৃৎ – অমৃতা শেরগিল
- স্যুররিয়েলিজম, পরাবাস্তববাদী শিল্পী সালভাদর ডালির শিল্পকর্ম– ইম্প্রেশনিজম
- **Water lilies** চিত্রকর্ম– ক্লদ মনের
- গুয়ের্নিকা চিত্রকর্ম সংরক্ষিত রয়েছে– মাদ্রিদ, স্পেন
- পটেটো ইটারস, **Cafe Terrace at night** চিত্রকর্ম– ভিনসেন্ট ভ্যানগগ
- **Last judgment,** পিয়েটা, সিসটিন চ্যাপেলের ফ্রেসকো এর চিত্রশিল্পী– মাইকেল অ্যাঞ্জেলো
- কার পৃষ্টপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণ কেন্দ্র হয়- দেবপাল
- জাহেলী যুগে কবিদের সম্রাট, আরবদের শেক্সপীয়র, কবিদের রাজপুত্র- আরবি কবি ইমরুল কায়েস
- **The Judgement** এর লেখক– Kuldip Nayer
- জিন্নাহ ইন্ডিয়া পার্টিশেন-স্বাধীনতা এর লেখক– যশবন্ত সিং
- **Ancient Society"** লেখক– এর এইচ মর্গান
- "মসনবী শরীফ" এর রচয়িতা– জলাল উদ্দীন রুমী
- গণিতবিদ দার্শনিক ও সাহিত্যিক বারট্রান্ড রাসেলের গ্রন্থ– Proposed Roads to Freedom.
- স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নামে পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা অবস্থিত– লন্ডন, যুক্তরাজ্যে
- গ্লোবাল জিরো ক্যাম্পেইন জড়িত– পরমাণু অস্ত্র কমিয়ে আনা
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধকারী প্যারিস প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়– ১৯২৮ সালের ২৭ আগস্ট
- কোন যুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যার বিচারে বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তা বিষয়ক যে কনভেনশনটি স্বাক্ষরিত– চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন
- **Spy in the Sky** হলো– প্রতিরক্ষা বিষয়ক একটি উপগ্রহ
- পিস আর্ক হলো– চিকিৎসা জাহাজ
- ১ম বিশ্বযুদ্ধ ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত **U-Boats** নৌবাহিনী– জার্মানির
- **NMD** এর পূর্ণরূপ– National Missile Defence
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদরদপ্তর পেন্টাগন অবস্থিত– ওয়াশিংটন ডিসি
- ওয়েস্ট পয়েন্ট নিউইয়র্কে অবস্থিত– যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক একাডেমি

- ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাথমিক অফিসারদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র– স্যান্ডহার্স্ট
- সাইনিং পাথ ও টুপাক আমারু– পেরুর গেরিলা সংগঠন
- আইএস যে ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ধ্বংস করেছে– পালমিরা, সিরিয়া
- **PKK** হলো– তুরস্কের কুর্দিদের সংগঠন
- 'আবু সায়াফ, মরো' যে দেশের গেরিলা গোষ্ঠী– ফিলিপাইন
- ওয়ালেস লাইন যে অঞ্চলের কাল্পনিক সীমারেখা– এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া
- পার্পল লাইন– সিরিয়া-ইসরাইলের মধ্যবর্তী সীমান্ত লাইন
- **Hubble Telescope** এর ত্রুটি সংশোধন কল্পে মহাশূন্যে যে নভোযানে নভোচারীগণকে প্রেরণ করা হয়– Endeavour
- ১৯৯০ সালে মহাশূন্যে বিভিন্ন চিত্র গ্রহণের জন্য পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়– হাবল টেলিস্কোপ
- বহুবার মহাশূন্যচারীদের নিয়ে মহাকাশে যায় এবং ফিরে আসে– স্পেস শাটল
- ইউরোপের ২২টি দেশের সম্মিলিত মহাকাশ সংস্থা **ESA** (১৯৭৫) এর সদরদপ্তর অবস্থিত– প্যারিস, ফ্রান্স
- মহাকাশে প্রথম নারী পর্যটক– আনুশেহ আনসারী
- মহাকাশে প্রথম আনন্দ ভ্রমণকারী – ডেনিস টিটো
- মঙ্গলগ্রহে অবতরণকারী নাসার মহাশূন্য যান– স্পিরিট
- চাঁদে পানির সন্ধান পাওয়া মহাকাশ যান– চন্দ্রযান-১
- ১৯৫৭ সালে রাশিয়া প্রথম মহাকাশ যান স্পুটনিক-১ মহাশূন্যে যান– লাইকা কুকুর
- রোমান যুদ্ধ দেবতার নামে নামকরণ করা হয়েছে– মার্স (মঙ্গল গ্রহ)
- মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার করে যে বিজ্ঞানী নোবেল পুরষ্কার পান– হেস
- থিওরি অব এভরিথিং, দ্য গ্রান্ড ডিজাইন গ্রন্থের লেখক– স্টিফেন হকিং
- ১৯৭৯ সালে **A scientist on a wheelchair** খ্যাত স্টিফেন হকিংস ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে লুকাসিয়ান প্রফেসর হিসেবে যোগদেন– ম্যাথমেটিক্স
- **One who studies heavenly bodies is called** – Astronomer
- "স্থাপত্য শিল্প" অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরষ্কার দেওয়া হয়– আগা খান
- মানবাধিকার এবং মুক্তচিন্তার/গণতন্ত্রের সংগ্রামের জন্য ১৯৮৮ সালে শাখারভ পুরষ্কার প্রদান করেন– ইউরোপীয় পার্লামেন্ট।
- বিজ্ঞানী কিন্তু শান্তিতে নোবেল লাভ করেন– মিনাস পাউলিং
- জাতিসংঘ যে তারিখ "ফিলিস্তিন দিবস" পালন করে– ২৯ নভেম্বর
- ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব করে– জার্মানির নারী অধিকারকর্মী ক্লারা জেটকিন
- রেঁনেসা ফরাসি শব্দ অর্থ– পুনর্জন্ম/ Reformation/ Rebirth
- বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস– ৩ মে
- আন্তর্জাতিক যুব দিবস– ১২ আগস্ট
- পলমল হলো– লন্ডনের একটি রাজপথ।
- **"Peace Bridge"** (শান্তি সেতু) যে দুই দেশের সীমান্ত – যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা
- পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ভবন– বুর্জ খলিফা, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
- মরক্কোর প্রধান সমুদ্রবন্দর– কাসাব্লাঙ্কা
- বিখ্যাত শহর " বেনগাজি"যে দেশের – লিবিয়া
- জাপান সাগরের তীরে রাশিয়ার বন্দর ও নৌঘাটি– ভ্লাদিভস্টক
- তুরস্কের বন্দর নগরী– ইসকানদারুন
- **KLM** যে দেশের বিমান বন্দর– নেদারল্যান্ডস
- বিশ্বের সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যে দেশের – নেপাল
- ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত **International organization for standardization** আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা অবস্থিত– জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- উড়ন্ত ট্যাক্সি প্রথম যে শহরে যাত্রা করে– দুবাই
- জাহাজ নির্মাণ শিল্পে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ– যুক্তরাজ্য
- ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে উপমহাদেশের যে শিল্প ধ্বংস হয়– কুটির শিল্প
- ১৭৯৯ সালে শিল্প বিপ্লব" শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন– ফরাসি কূটনীতিবিদ লুই গুইলাসো অটো
- মধ্যপ্রাচ্যে যে দেশে সবচেয়ে বেশি খনিজ তেল মজুদ আছে– সৌদি আরব

- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তামার খনি রয়েছে– চিলি
- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কফি পাওয়া যায় – ব্রাজিল
- আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে এবং ভেনেজুয়েলার মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের নাম– Mercosur (সদর দপ্তর অবস্থিত– মন্টিভিডিও, উরুগুয়ে)
- **Bulldoy bonds** ইস্যু করে যে দেশে– গ্রেট ব্রিটেন
- ডাউন জোন বিখ্যাত – স্টক মার্কেটের জন্য
- ১৯৮৭ সালে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের সূচকে ৩৩% দরপতন হয় যা পরিচিত– ব্ল্যাক মানডে নামে
- ১৭৭৩ সালে প্রথম শেয়ার বাজারের যাত্রা শুরু করে– লন্ডন, যুক্তরাজ্য
- **Blue Chip** শব্দটি যে ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়– শেয়ার বাজার
- বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে " সেকেন্ড হোম প্রোগ্রাম" চালু হয়– মালয়েশিয়া (প্রবক্তা মহাথির মোহাম্মদ)
- নাইজেরিয়ার মুদ্রা– নায়রা
- তানজানিয়ার মুদ্রা – শিলিং এবং আইভরিকোস্টের মুদ্রা – ফ্রাংক
- ২০২০ সালে ফেসবুকের নতুন ডিজিটাল মুদ্রা চালু হয়– লিব্রা
- ২০০৮ সালে প্রথম ডিজিটাল মুদ্রা "বিট কয়েন" চালু করেন– সাতোশি নাকামোতা, জাপান
- সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের লেনদেনের ডিজিটাল মুদ্রা– আবের
- বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক ইতালির – ব্যাংক অব ভেনিস
- **The poverty of philosophy communist manifesto** গ্রন্থের লেখক– কার্ল মার্কস
- দার্শনিকগণ এতদিন সমাজের ব্যাখ্যাই করেছেন, এখন প্রয়োজন এটার পরিবর্তন করা বলেন– কার্ল মার্কস
- পুঁজিবাদের উদ্ভবের জন্য ধর্মকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন– ওয়েভার
- অর্থনীতি চর্চা প্রথম শুরু হয়– গ্রীসে
- মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ একাউন্ট যে দেশের সাহায্য সংস্থা– যুক্তরাষ্ট্র
- **World fish center** এর সদরদপ্তর – মালয়েশিয়া
- **ECO, ACU** সদর দপ্তর– তেহরান, ইরান
- বিশ্ব পর্যটন সংস্থা **(World Tourism organization)** এর সদর দপ্তর– মাদ্রিদ, স্পেন
- লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ও রোটারী ইন্টারন্যাশনাল এর সদর দপ্তর– ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র
- তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অর্থনৈতিক গ্রুপ– G-15
- জাতিসংঘের উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক সংগঠন– G-77
- এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মূল ভিত্তি– আসিয়ান জোটকে সমর্থন করা
- মধ্যপ্রাচ্যের অনারব দেশ/আরবলীগের সদস্য নয়– ইরান, তুরস্ক, ইসরায়েল
- **The Agenda 2063**- আফ্রিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজেট পরীক্ষা করে বোর্ট অব অডিটরস এর সদরদপ্তর– লুক্সেমবার্গ
- ১৯৯৫ সালে ইউরোপের ২৭টি দেশের মধ্যে অবাধ ভিসামুক্ত চলাচল সংক্রান্ত চুক্তি– লুক্সেমবার্গের শেনজেন চুক্তি
- কমনওয়েলথের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়– সর্বসম্মতিক্রমে
- উরুগুয়ে রাউন্ড চলে ৮ বছর যা সম্পর্কিত– WTO এর সাথে
- **IMF** এর প্রধান কাজ– আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা নেতিবাচক ভারসাম্য সংশোধন
- **Special Drawing Rights (SDR)** যে প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত একটি হিসাবের একক– IMF
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে যে সংস্থা– ইউনিসেফ
- **WHO** পোলিওমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে পোলিও টীকাদান শুরু করে– ১৯৮৮ সালে
- যে সনদের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালত (ICC) প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৯৮ সালে রোম সনদের ভিত্তিতে
- জাতিসংঘের মহাসচিব কোন পরিষদের সুপারিশে নির্বাচিত হন– নিরাপত্তা পরিষদ
- জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদরদপ্তর অবস্থিত– জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

- **ECA (Economic Commission for Africa)** জাতিসংঘের আফ্রিকায় আঞ্চলিক সদরদপ্তর- আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া
- **UN Habitat** এর সদর দপ্তর- নাইরোবী, কেনিয়া
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি- বিজয় লক্ষী পন্ডিত
- জাতিসংঘের প্রথম নারী ন্যায়পাল- প্যাট্রিসিয়া ডুরাই (জ্যামাইকা)
- জাতিসংঘের সবচেয়ে ক্ষুদ্র সদস্যরাষ্ট্র – মোনাকো
- জাতিসংঘের মূলমন্ত্র (**Motto**) হলো- এ পৃথিবী আপনার
- "মিস আর্থ" প্রতিযোগীতার উদ্দেশ্য- পরিবেশ
- ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়াশিংটনভিত্তিক **WRI** হলো- প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী
- ১৯৮৯ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেলে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের আন্তরাষ্ট্রীয় চলাচল ও অপসারণ সংক্রান্ত কনভেনশন হলো- বাসেল কনভেনশন
- বিশ্বের প্রথম দেশ অরণ্য বিনাশ (Deforestation) বাতিল করে- নরওয়ে
- যে সম্মেলনে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠনের অঙ্গীকার করে- কোপেনহেগেন সম্মেলন ডেনমার্ক (২০০৯ সাল), কপ-১৫
- আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস- ২২ মে। বিশ্ব বাঘ দিবস – ২৯ জুলাই
- ১৯৮৫ সালে গৃহীত জাতিসংঘের ওজোন স্তরের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিষয়ক কনভেনশন – ভিয়েনা কনভেনশন
- যে দেশ সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আশংকায় অন্য দেশে জমি ক্রয়ের চিন্তা করছে- মালদ্বীপ
- বিশ্বের সবচেয়ে বেশি গাছপালা রয়েছে- রাশিয়া
- অ্যানাকোন্ডা সাপ ও গোলাপী রঙের ডলফিন পাওয়া যায়- আমাজন বনে
- **Fifth column** হলো- যে জনতা গোপনে নিজ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং শত্রুকে সাহায্য করে
- ম্যানিফেস্টো হলো- রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- **White paper** হলো- সরকার প্রকাশিত তথ্য বিবরণী (শ্বেতপত্র)
- যে নীতি অনুযায়ী পিতা মাতার নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়- জন্ম নীতি
- এস্কিমোরা শিকারের জন্য কুকুর চালিত যে গাড়ি ব্যবহার করে- Sledge (স্লেজ)
- হুটু ও টুটসি ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত জাতি- রুয়ান্ডার
- পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খর্বকার জাতি 'পিগমী' যে দেশের- কঙ্গো
- জাতি রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা- ম্যাকিয়াভেলি (গ্রন্থ- The Prince)
- ইংল্যান্ডের বর্তমান জাতিগোষ্ঠী যে বংশোদ্ভূত- জার্মান
- জাস্টিস স্কয়ার যে দেশে- সৌদি আরব
- ওক (**Oak**) যে দেশের জাতীয় বৃক্ষ- ইংল্যান্ড
- যে দেশের পতাকা চর্তুভুজ বা আয়তক্ষেত্র নয়- নেপাল
- কানাডার আইনসভার নাম- পার্লামেন্ট
- বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম ঘড়ি **Big Ben** অবস্থিত- ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ভবনে
- বুন্দেসট্যাগ যে দেশের পার্লামেন্টের নাম- জার্মানি
- ইরানের আইনসভার নাম- মজলিস
- এশিয়ার যে দেশের সংবিধানে সমকামী, উভয়কামী ও তৃতীয় লিঙ্গের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে- নেপাল
- ব্লাসফেমি (ধর্মনিন্দা) আইন প্রথম চালু হয়- যুক্তরাজ্যে
- রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই সংবিধান" উক্তি- এরিস্টটলের
- সর্বপ্রথম সরাসরি গণতন্ত্র চালু হয়েছিল- সুইজারল্যান্ডে
- যে দেশের মুদ্রায় ব্রিটেনের রাজার ছবি থাকে- কানাডা
- যুক্তরাজ্যে যে ধরনের শাসনতন্ত্র চালু রয়েছে- নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র
- নির্বাচক সংস্থা দ্বারা যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়- যুক্তরাষ্ট্র
- বিশ্বের বৃহত্তম ঘণ্টা অবস্থিত- ক্রেমলিন, রাশিয়া
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা- Presidential Medal of Freedom
- সীমিত/নিয়মতান্ত্রিক/শাসনতান্ত্রিক সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চালু রয়েছে- কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভুটান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, জাপান, কুয়েত, স্পেন
- ২০০২ সালে মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশের মহিলারা প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার লাভ করে- বাহরাইন
- **Freedom House** হলো- ওয়াশিংটনভিত্তিক একটি বেসরকারি বুদ্ধিজীবী সংগঠন
- **If there is no opposition, there is no democracy** বলেছেন- আইভর জেনিংস
- গণতন্ত্রের প্রাণ- জনগণ।
- আধুনিক গণতন্ত্রের জনক- জন লক
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জনক- উইলিয়াম বেভারিজ
- **'Vassal State'** হলো- অন্য রাষ্ট্রের দ্বারা সার্বভৌমত্ব কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রিত
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব **The Modern State** গ্রন্থে বলেছেন- ম্যাকাইভার
- সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থক- হব্‌স, লক ও রুশো
- **Essay on the principle of population** গ্রন্থটি – টমাস ম্যালথাসের
- নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ করে উক্তিটি করেন- লর্ড অ্যাকটন
- আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস- ২৬ জুন
- পৃথিবীর বৃহত্তম আফিম উৎপাদক দেশ "দি গোল্ডেন ক্রিসেন্ট" এর দেশ- আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান
- আন্তর্জাতিক শিশু পল্লীর প্রতিষ্ঠাতা- ব্যাডেন পাওয়েল
- **Bradly effect** যে দেশের নির্বাচনের সাথে জড়িত- যুক্তরাষ্ট্র
- **"Black Liberation Army"** যে দেশের- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- **"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere"** উক্তি- মার্টিন লুথার কিং
- স্পেনে জন্মগ্রহণকারী লুইস বুনুয়েল হলেন- মেক্সিকান চলচ্চিত্র নির্মাতা
- টম ক্রুজ- আমেরিকান চলচ্চিত্র অভিনেতা এবং পরিচালক
- "মিডিয়া মুঘল" হিসেবে পরিচিত- রুপার্ট মারডক
- বিখ্যাত জেমস বন্ড সিরিজের রচয়িতা- ইয়াং ফ্লেমিং
- একাডেমি/অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত ফারেনহাইট ৯/১১ ছবিটির পরিচালক- মাইকেল মুর
- জাতিসংঘ **UN Radio** প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯৪৬ সালে
- সম্প্রচার মাধ্যমে প্রাইম টাইম বলতে বুঝায়- সে সময় অধিক সংখ্যক দর্শক টিভি দেখে
- সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রতিষ্ঠাতা – পল জুলিয়াস রয়টার্স (UK)
- প্লেবয় হলো- লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন
- **Reader's Digest** হলো- বিশ্বের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন
- **Forbes** হলো- যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ব্যবসাভিত্তিক ম্যাগাজিন
- ইমবেডেড জার্নালিজম যে বিষয়ের সাথে যুক্ত- যুদ্ধক্ষেত্র
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রিকেট টেস্ট ভেন্যু- মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া
- বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম- মারাকানা স্টেডিয়াম, ব্রাজিল
- শীতকালে প্রথম অলিম্পিক শুরু হয়- ১৯২৪ সালে
- বিশ্বের যে শহরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়- লন্ডন, যুক্তরাজ্য
- যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খেলা- বেসবল
- জাপানের জাতীয় খেলা- সুমো (কুস্তি)
- চীনের জাতীয় খেলা- টেবিল টেনিস
- **Pitch shot, Fair way** জড়িত- গলফ খেলা
- অলিম্পিকে সর্বোচ্চ স্বর্ণপদক লাভকারী সাতারু- মার্কিন সাতারু মাইকেল ফেলপস (২৩টি স্বর্ণ পদক)
- সর্বকালের সেরা দৌড়বিদ ছিলেন- জ্যামাইকান উসাইন বোল্ট
- **Thomas cup** যে খেলার সাথে সম্পর্কিত- ব্যাডমিন্টন
- ম্যারাথন দৌড়ে অতিক্রম করতে হয়- ২৬মাইল ৩৮৫ গজ
- টেরিফক্স রান হলো- দৌড় প্রতিযোগীতা যা প্রতিবছর ক্যান্সার গবেষণার তহবিল সংগ্রহের জন্য
- ডেভিস কাপ দেওয়া হয়- টেনিসে
- গ্র্যান্ড স্লাম দেওয়া হয়- টেনিসে
- জুলে রিমে শব্দটি যে খেলার সাথে সম্পর্কিত – বিশ্বকাপ ফুটবলের ১ম ট্রফি

- ফুটবল যুদ্ধ হয়েছিল- ১৯৬৯ সালে
- আদর্শ ফুটবলের ওজন – ১৪-১৬ আউন্স
- বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা- মিরোস্লাভ ক্লোসা, জার্মানি (১৬টি)
- **Six Machine** আত্মজীবনী- ক্রিস গেইল
- ক্রিকেট ব্যাট তৈরি হয় যে গাছের কাঠ থেকে- উইলো গাছ
- ক্রিকেট ব্যাটের দৈর্ঘ্য – ৩৮ ইঞ্চি বা ৯৬.৫ সে.মি., প্রস্থ ৪.২৫ ইঞ্চি বা ১০.৮ সে.মি.
- ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত খেলাধুলা সংক্রান্ত বিশ্বের সর্বোচ্চ আদালত **Court of Arbitration For sport** এর সদরদপ্তর- লাউসান, সুইজারল্যান্ড
- ফালুন গং হলো- চীনের একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন
- হ্যালোইন (**Hallowen**) হলো- খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব
- লাইট অব এশিয়া যার উপাধি – গৌতমবুদ্ধ
- শিশুদের মধ্য প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন- হযরত আলী (রাঃ)
- পবিত্র আযমীর শরীফ ভারতের যে রাজ্যে- রাজস্থান
- অ্যাশমল ছিলেন- ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক
- যে মহাদেশে সবচেয়ে বেশি বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট রয়েছে- ইউরোপ
- ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ডিজনিল্যান্ড হলো- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি পার্ক
- ঐতিহ্যবাহী লিংকন হাউজ অবস্থিত- মুম্বাই, ভারত
- উদ্ভিদের ফুল এবং ফলের রঙের জন্য দায়ী- ক্রোমোপ্লাস্ট
- বঙ্গবন্ধু ও মহাত্মা গান্ধীর প্রথম সাক্ষাত হয়- ১৯৪৭ সালে
- ১৯৭২ সালে মার্কিন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ডেমোক্রেটিক পার্টির অফিস ভবন ওয়াটার গেটে প্রযুক্তির মাধ্যমে আড়ি পাতেন যা ইতিহাসে পরিচিত- ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি নামে
- **IUCN** প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৮ সালে ফ্রান্সে।
- কেপলার-৪৫২ বি হলো- পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ
- সততার জন্য সদিচ্ছার কথা বলেছেন- ইমানুয়েল কান্ট
- কিন্ডারগার্টেন যে ভাষা থেকে আগত- জার্মানী
- **Grad National Assembly** যে দেশের পার্লামেন্ট- তুরস্ক

তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার (ICT) উপর বিগত প্রশ্ন

- কম্পিউটার নেটওয়ার্কে **OSI** লেয়ারের স্তর – ৭টি।
- SQL এর পূর্ণরূপ- Structured Query Language
- মুদ্রিত লেখা সরাসরি ইনপুট নেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়- OCR
- **FTP** এর পূর্ণরূপ- File Transfer Protocol
- একসাথে অনেক পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রস্তুত সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো- MS Excel
- বিশ্বের যে প্রতিষ্ঠানকে "বিগ ব্লু" বলা হয়- IBM
- **Optical mark reader (OMR)** আলোর যে নীতির ভিত্তিতে কাজ
- GUI এর পূর্ণরূপ – Graphical User Interface
- SOS এর পূর্ণরূপ- Save our Soul
- সাই-ফাই (**Si-Fi**) বলতে বোঝায়- Science Fiction
- হটস্পট হলো- তারবিহীন নেটওয়ার্ক।
- বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইজের নাম- Hub, Switch, Router, Modem, Repeater, Gateway.
- স্পেসএক্স, টেলসা ও টুইটারের মালিক- ইলন মাস্ক।
- স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণ না করেই ডেটা ট্রান্সমিট করার প্রক্রিয়াকে বলে- অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন
- যে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজে সাধারণত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না- ফক্সপ্রো
- **SMTP** এর পূর্ণরূপ- Simple Mail Transfer Protocol
- **HTPP** এর পূর্ণরূপ- Hypertext Transfer Protocol
- **PDF** বলতে বোঝায়- Portable Document File
- প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডাটা সংরক্ষিত থাকে- Clipboard এ
- অনলাইন শিক্ষা প্লাটফর্ম- গুগল ক্লাসরুম, গুগল মিট, জুম
- **SCSI** এর পূর্ণরূপ- Small Computer System Interface
- যে **Protocol** টি ইন্টারনেটে তথ্য আদান প্রদানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে- HTTPS
- যেটি **Structured Query Language** নয়- Java
- **Piconet** হলো- Bluetooth network
- যে প্রতিষ্ঠানটি **4G Standard** প্রস্তুতকরণে সম্পৃক্ত- ITU
- ডায়নামিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য- হালনাগাদ তথ্য, ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট পেইজ প্রদর্শন, আকর্ষণীয় লে আউট।
- যে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ সাধারণত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- সি++, ম্যাটল্যাব, ফক্সপ্রো।
- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হলো- এক ধরনের ব্যবহারকারীবান্ধব কৌশল
- অপারেটিং সিস্টেম হলো- Dos, উইন্ডোজ, লিনাক্স।
- যে প্রযুক্তি **"Payas you Go"** সার্ভিস মডেল অনুসরণ করে - Cloud Computing.
- **Keyboard** এবং **CPU** এর মধ্যে যে পদ্ধতিতে **Data Transmission** হয়- Simplex
- যে মেমোরিতে **Access Time"** সবচেয়ে কম- Cache memory.
- **DNS** সার্ভারের কাজ হচ্ছে- Domain name ও IP address পরিবর্তন করা।
- **LASER** এর পূর্ণরূপ- Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation.
- **BIOS** দিয়ে বুঝানো হয়- Basic Input/ Output System
- সার্চ ইঞ্জিন অপর্টিমাইজেশন হলো এক ধরনের- ব্যবহারকারী বান্ধব কৌশল
- ওয়াই-ফাই (**Wi-Fi**) নেটওয়ার্কে সংযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিভাইসটির
- তারবিহীন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ- ওয়াইম্যাক্স।
- **API** মানে- Application Programming Interface
- যে ইলেকট্রনিক লজিক গেইটের আউটপুট লজিক **0** শুধুমাত্র যখন সকল ইনপুট লজিক **1** তার নাম- NAND গেইট
- **Apache** এক ধরনের- Web Server
- একটি সিস্টেম যেখানে আইটেমগুলো এক প্রান্তে সংযোজিত হয় কিন্তু অন্য প্রান্ত থেকে সরানো হয় তার নাম- Queue
- মাইক্রোসফট **IIS** হচ্ছে একটি- ওয়েব সার্ভার
- ব্লুটুথ যে দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করে- ১০-১০০ মিটার
- যে কম্পিউটার ভাষায় সবকিছু শুধু বাইনারি কোডে লেখা হয় তাকে বলে- Machine language
- যোগাযোগের দূরত্ব সবচেয়ে কম- Bluetooth
- **RFID** বলতে বুঝায়- Radio Frequency Identification
- **GIS** এর পূর্ণরূপ- Geographic Information System
- বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়- ২০০২ সালে
- সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট – টুইটার।
- হটস্পট-প্রযুক্তির অন্তর্ভূক্ত- ওয়াই-ফাই, ওয়াই ম্যাক্স, এনএফসি।
- 'ফ্লিপফ্লপ' হলো এক প্রকার – মাল্টিভাইব্রেটর।
- তারবিহীন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের জন্য উপযোগী – ওয়াইম্যাক্স।
- **Windows-Xp** দ্বারা বুঝানো হয় – উইনডোজ এক্সপেরিয়েন্স।
- স্টোরেজ ডিভাইসে ডাটা সংরক্ষণ না করেই ডাটা ট্রান্সমিট করার প্রক্রিয়াকে বলে- অ্যাসিনক্রোনাস।
- **Heuristic** শব্দটি যার সাথে সম্পর্কিত – কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।
- রিখটার স্কেল ব্যবহার করা হয়- ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপে।
- রিখটার স্কেলের সর্বোচ্চ মাত্রা- ১০।
- জীবাশ্ম জ্বালানী নয়- জৈবগ্যাস, বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি, সূর্য।
- একটি আদর্শ তড়িৎ উৎসের অভ্যন্তরীণ রোধ- শূন্য
- জারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়- অ্যানোডে
- পানির অণু একটি- ডায়াচুম্বক

- হৃদযন্ত্রের সংকোচন হওয়াকে বলা হয়– সিস্টল, প্রসারিত হওয়াকে বলে ডায়াস্টল
- প্রোটিনের অভাবে যে রোগ হয়– কোয়াশিয়রকর
- সুষম খাদ্যের উপাদান– ৬টি
- যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন– রবার্ট কচ
- কৃত্রিম জীন আবিষ্কার করেন– হর গোবিন্দ খোরানা
- হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারক – হ্যানিমেন
- শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল দিতে হয়– বছরে দুইবার
- হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে– ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস
- ইনসোমনিয়া যে ধরনের অসুখ– নিদ্রাহীনতার রোগ
- সমুদ্রের গভীরতা মাপে যে যন্ত্রের সাহায্যে– ফ্যাদোমিটার
- ICU এর পূর্ণরূপ– Intensive Care Unit
- পালস্ অক্সিমিটারের কাজ– রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা যাচাই
- একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত অঞ্চলসমূহকে যে কাল্পনিক রেখার সাহায্যে দেখানো হয় তার নাম– আইসোহাইট।
- মার্বেল যে ধরনের শিলা– রূপান্তরিত শিলা।
- প্রোটিন তৈরি হয়– অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে
- ইলেকট্রিক বাল্ব এর ফিলামেন্ট যার দ্বারা তৈরি– টাংস্টেন
- আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পান– আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য (১৯১২ সালে)।
- কাঁদুনে গ্যাসের অপর নাম– ক্লোরোপিক্রিন
- সূর্যের আলো থেকে পাওয়া যায়– ভিটামিন ডি
- ভিটামিন-সি এর অভাবে – স্কার্ভি রোগ হয়।
- মানুষের ক্রমোজোমের সংখ্যা– ২৩ জোড়া বা ৪৬টি (অটোসোম-২২ জোড়া, সেক্সোসোম–১ জোড়া)
- এনাটমি বা শারীর বিদ্যার জনক– উইলিয়াম হার্ভে।
- উদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক– থিও ফ্রাস্টাস।
- অ্যানথ্রাক্স রোগ জীবাণু রোগের টিকা আবিষ্কার করেন– লুই পাস্তুর।
- সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ অবস্থান করলে– সূর্যগ্রহণ
- সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী অবস্থান করলে– চন্দ্রগ্রহণ
- লেবুতে থাকে- সাইট্রিক এসিড, দুধে থাকে- ল্যাক্টিক এসিড।
- AIDS এর পূর্ণরূপ– Acquired Immune Deficiency Syndrome. (প্রথম শনাক্ত হয়– ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে)
- রঙিন টেলিভিশন হতে যে ক্ষতিকর রশ্মি বের হয়– মৃদু গামা রশ্মি।
- বাস্তুতন্ত্রের জনক– আলেকজান্ডার বন হামবোল্ড।
- প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ থাকে– ৮০-৯০%
- গ্রীন হাউজ হলো– কাঁচের তৈরি ঘর।
- শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি– কঠিন মাধ্যমে এবং সবচেয়ে কম– বায়বীয় মাধ্যমে
- জীব জগতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর রশ্মি – গামা রশ্মি।
- প্রাণী জগতের উৎপত্তি ও বংশ সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে বলা হয়– ইভোলিউশন
- রক্তের গ্রুপ– ৪টি (A, B, AB, O)
- সার্বজনীন দাতা গ্রুপ– O কিন্তু সার্বজনীন গ্রহীতা রক্তের গ্রুপ– AB
- নিরাপদ খাদ্য বলতে বুঝায়– নির্ভেজাল খাদ্য ব্যবস্থাপনা।
- পাললিক শিলার উদাহরণ– কয়লা, চুনা পাথর, জিপসাম, ডলোমাইট, ডায়াটন
- তড়িৎ শক্তি যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করে – মাইক্রোফোন
- **ego** যে- জ্ঞানশাখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত- মনোবিজ্ঞান।
- ওয়েবসাইটের মূল পাতাকে বলা হয় - হোম পেইজ।
- রিখটার স্কেল ব্যবহার করা হয়- ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপের জন্য
- জীবাশ্ম জ্বালানী হলো - তেল, গ্যাস, কয়লা।
- মানব দেহের সবচেয়ে বড় হাড় – ফিমার।
- যেখানে ডেঙ্গু ভাইরাসের সংক্রমণ বেশি – গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে।
- সবচেয়ে হালকা ধাতু– লিথিয়াম, কিন্তু সবচেয়ে হালকা গ্যাস– হাইড্রোজেন
- বাসাবাড়িতে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের ফ্রিকোয়েন্সি – ৫০ হার্জ বা ২২০ ভোল্ট
- ভূপৃষ্ঠের সৌরদীপ্ত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের সংযোগস্থলকে বলে– ছায়াবৃত্ত
- পৃথিবীতে কোন বস্তুর ওজন – চাঁদে ৬ ভাগের ১ ভাগ
- সূর্য পৃষ্ঠের উষ্ণতা – ৬০০০° সেন্টিগ্রেড
- পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ হল– আলিবার্ড হল।
- মঙ্গলগ্রহে প্রেরিত যানসমূহ হলো – ভাইকিং, পাথপাইন্ডার, কিউরিউসিটি
- পৃথিবী থেকে বৃহস্পতিতে পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহ– গ্যালিলিও
- পৃথিবী থেকে পাঠানো বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ – গ্যালিলিও
- **Solar is related to Sun and Lunar is related to** – Moon
- সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ– বৃহস্পতির গ্যানিমেড, ২য় মঙ্গলের টাইটান
- সূর্যে যে মৌলিক গ্যাস রয়েছে– হাইড্রোজেন
- পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব– ১৫ কোটি কি.মি. /১৫০ মিলিয়ন কি.মি.
- সৌরজগতের বামন গ্রহ/পূর্ণাঙ্গ গ্রহ নয়– প্লেটো
- মহাশূন্য থেকে আগত রশ্মি বা কণাকে বলে– কসমিক রে
- মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিষ্কারক– বরগুনার দীপংকর তালুকদার
- মহাবিশ্ব প্রতিনিয়তই সম্প্রসারিত হচ্ছে বলেন– বিজ্ঞানী হাবল
- বর্তমান পরিবেশ বান্ধব যে গ্যাসটি রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসারে ব্যবহার করা হয়– টেট্রাফ্লুরো ইথেন
- ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC) আবিষ্কার করেন– প্রফেসর টি মিডগেলি
- ওজনস্তর পৃথিবীকে যে রশ্মি থেকে রক্ষা করে– অতি বেগুনি রশ্মি
- গ্রিন হাউজ ইফেক্ট সৃষ্টির সহায়ক – সিএফসি
- গ্রীন হাউজ গ্যাস হলো– ৬টি (নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয়বাষ্প, ওজোন, CFC)
- Hydro-Meteorological দূর্যোগ হিসেবে পরিচিত যে দূর্যোগ– বন্যা
- সূর্য গ্রহণের সময়– চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে থাকে।
- বায়ুমন্ডলের যে স্তরে বজ্রপাত ঘটে– ট্রপোমন্ডল
- ভূমিকম্পের সাথে যে ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা থাকে– সুনামি
- করে– প্রতিফলন
- যে রঙের বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম– সাদা
- যে রশ্মি দিয়ে জাল পাসপোর্ট শনাক্ত করা হয়– অতিবেগুনি রশ্মি (UV)
- ভূমিকম্পের সাথে ঘটার আশঙ্কা আছে– সুনামি।
- আলোকবর্ষ ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়– দূরত্ব
- ওজোন স্তর বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে অবস্থিত– স্ট্রাটোমণ্ডলে
- প্রবল জোয়ারের কারণ– চন্দ্র-সূর্য ও পৃথিবী একই সরল রেখায় অবস্থান করে
- বায়ুমন্ডলের যে স্তরে বজ্রপাত, মেঘ, বৃষ্টি হয়– ট্রপোমন্ডলে।
- ভূমিকম্পের বলয়সমূহকে বলা হয়– সিসমিক প্লেট।
- পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার অংশের মধ্যবর্তী বৃত্তাকার অংশকে বলে- ছায়াবৃত্ত।
- নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে যেভাবে বেষ্টন করেছে– পূর্ব-পশ্চিমে
- বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে বজ্রপাত ঘটে- ট্রপোমণ্ডল।
- নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস- সমুদ্রের ঢেউ, সূর্যশক্তি, পারমাণবিক শক্তি।
- জলবায়ুর উপাদান নয়-সমুদ্রস্রোত
- "পলল পাখা" জাতীয় ভূমিরূপ গড়ে উঠে- নদীর নিম্ন অববাহিকায়
- যে গ্যাস গ্রিন হাউজ গ্যাস – কার্বণ-ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন ও CFC
- বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্তর– ট্রপোমন্ডল
- বায়ুমন্ডলের যে স্তরে ওজন স্তর রয়েছে– স্ট্রাটোমন্ডল।

সাজেশনটি অনেক পরিশ্রম করে ৬-৭ বার প্রুফ দেখে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তার পরেও যদি কোন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ভুল বা ত্রুটি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

সবার জন্য দোয়া ও শুভ কামনা
এম এ মোত্তালিব মিহির